বিশ্ববিজয় গ্রন্থ

আহ্নিককৃত্য

অর্থাৎ

সটীক ও সানুবাদ বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্ম

প্রথম ভাগ

(১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি

সম্পাদিত

[illegible] সংস্করণ

([illegible])

প্রকাশক—শ্রীনলিন[illegible]
ভিক্টোরিয়া প্রেস ডিপজিটারি,
২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীরাধাশ্যাম দাস
ভিক্টোরিয়া প্রেস
২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা
সন ১৩২৯ সাল

(১) সংক্ষেপ আহ্নিক। (২) বাদ প্রতিব

(৩) মন্তব্য। (৪) সূচীপত্র।

পুস্তকের শেষভাগে দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি।

১৩শ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ হইতে প্রত্যেক সংস্করণেই পুরাতন ও নূতন বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহাতে অনেকে কিরূপভাবে ইহার অনুকরণ করিয়া কিরূপে ইহার সকল বিষয় (ছাপার ভুলটি পর্য্যন্ত) অপহরণ করিয়া আড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রচারে আত্মকৃতিত্ব খ্যাপন করিতেছেন, এবং সর্ব্বত্র প্রমাণপ্রয়োগ সত্ত্বেও অনেকে কিরূপভাবে অনুচিত প্রতিবাদ করিয়া ইহার দোষ দর্শাইতেছেন ইত্যাদি লিখিত ছিল। প্রত্যেক সংস্করণের প্রুফ দেখিবার সময়ে সে সকল কথা পড়িতে গেলে মনের মধ্যে রোষ, ক্ষোভ ও আত্মশ্লাঘার আবির্ভাব হয় বলিয়া এ সংস্করণে তৎসমস্ত পরিত্যক্ত হইল। এক কথায় বলিতে হইলে বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্মের ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত ও সর্ব্বজনপরিচিত সর্ব্বপ্রথম পুস্তক; স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শিক্ষিত সমাজে ইহাই সম্যক্ সমাদৃত, এবং তাদৃশ বঙ্গীয় আর্য্যসন্তানগণে [illegible] ইহা সাদরে বিরাজিত।

সন্ধ্যা প্রভৃতি যাবতীয় ক[illegible] অধিকাংশ বৈদিক মন্ত্রই প্রচলিত। বেদের ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দঃ প্রভৃতি সমস্তই স্বতন্ত্র। বঙ্গদেশে সহস্রাধিক বৎসর বেদের চর্চ্চা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হওয়ায় কর্ম্মকাণ্ডোক্ত মন্ত্র, অনুষ্ঠান প্রভৃতি সকল বিষয়েই বহুকাল হইতে বিলক্ষণ বিকৃতি ঘটিয়াছে। যথা—

(১). মন্ত্রের মধ্যে ব স্থানে র, ণ স্থানে ন, ভ স্থানে ভ ইত্যাদি হইয়াছে; তাহাও সকলের পুস্তকে একরূপ নহে। (২) কোনও কোনও স্থলে টীকার অংশ মন্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। (৩) কোনও কোনও স্থলে পণ্ডিতগণ লৌকিক ব্যাকরণ অনুসারে অকারাদি লোপাদি কার্য্য করিয়া শুদ্ধ পাঠকে অশুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

এই সকল কারণে বহু বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে মূল-বেদ, ভাষ্য, গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি দেখিয়া কর্ম্মকাণ্ডোক্ত সমস্ত মন্ত্র ও অনুষ্ঠান সংশোধন করিয়া টীকা ও অনুবাদের সহিত আহ্নিককৃত্যের ১ম ভাগ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড), ২য় ভাগ (৪র্থ ও ৫ম খণ্ড), ক্রিয়াকাণ্ডপদ্ধতির ১ম খণ্ড (সামান্যকাণ্ড), ২য় খণ্ড (ভবদেবপদ্ধতি) ও ৩য় খণ্ড (কালিকা-পুরাণোক্ত দুর্গোৎসবপদ্ধতি) প্রচার করিয়াছি এবং অন্যান্য পদ্ধতি প্রচার করিতেও যত্নবান্ আছি।

আহ্নিককৃত্যে কেবল নিত্যকর্ম্মই নাই; পরন্তু সর্ব্বদা প্রচলিত বহু কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তৎসমস্ত সূচীপত্রে দ্রষ্টব্য।

এই সংস্করণে অজপা-সাধন ও ১২টি অতিরিক্ত স্তব প্রদত্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে অন্নপূর্ণাস্তবটি প্রথমতঃ সংস্কৃত মহামণ্ডল পত্রিকার ১ম বর্ষের চৈত্র-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, তদ্দর্শনে কাশীস্থ শারদামঠের অধীশ্বর পূজ্যপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী১০৮ শ্রীশঙ্কর শ্রীঅচ্যুতাশ্রম স্বামী মহারাজ পরম প্রীতি লাভ করিয়া উক্ত মঠের অন্তর্গত "বেদ-শাস্ত্রষড়্দর্শনবিদ্যালয়ে"র পক্ষ হইতে মৎপ্রণীত কাশীপঞ্চক, শ্রুতিসার-বিশ্বনাথস্তোত্র ও রামাষ্টকের সহিত ঐ স্তবটিও নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে ব[illegible] অনুরোধে এবার রামাষ্টক ও অন্নপূর্ণাস্তবরাজ ইহাতে দিতে হইয়াছে। যাঁহাদের শ্রদ্ধা হইবে, তাঁহারা রচয়িতাকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল স্তব বোধেই ঐ দুইটি পাঠ করিবেন; এবং যাঁহাদের শ্রদ্ধা না হইবে, তাঁহারা পাঠ করিবেন না, ইহাই অনুরোধ। ইতি—

৺ কাশীধাম
১লা চৈত্র, ১৩২৭

বিনীত
শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মা

১৪শ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

১৩০৬ সালের বৈশাখ মাসে আহ্নিককৃত্যের ১ম সংস্করণ হইয়াছিল। তদবধি এই ২৪ বৎসর ধরিয়া ইহার উপর অনেকেই আক্রমণ করিতে-ছেন—নানাপ্রকার প্রতিবাদ করিতেছেন। আমিও যথাশক্তি তাহাদের উত্তর দিয়া আসিতেছি। যাঁহারা ইহা হইতে চুরি করিয়া নূতন নূতন নাম দিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন, "সর্ব্বং বৈ মর্ষণিগুণম্" বলিয়া তাঁহাদের পুস্তকের বিরুদ্ধে আমি এ পর্য্যন্ত কোনও কথাই বলি নাই—তাঁহাদের পুস্তকে প্রচুর ভ্রম থাকিলেও প্রতিবাদ করি নাই।

সম্প্রতি শ্রীহট্ট বৈদিক সমিতির অধ্যাপক, তৎপ্রদেশে বহু গণ্যমান্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি মহাশয় আমারই আহ্নিককৃত্য হইতে অনেক বিষয় চুরি করিয়া * ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ "ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধি" ছাপাইয়া মহা-আস্ফালন-সহকারে স্বীয় পুস্তকে, শ্রীহট্টের কতিপয় সংবাদপত্রে এবং কলিকাতার "ব্রাহ্মণ-সমাজ" পত্রে আমারই ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া, তাহার উত্তর দিতে এবং তৎপ্রদেশবাসী বহু পণ্ডিতের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার পুস্তকের ভ্রম প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। তাহাতে আমি এই মহোপকার পাইয়াছি যে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমার আহ্নিককৃত্যই বিশ্ববিজয়ী হইয়াছে, এবং এতকাল সময়াভাবে স্বীয় পুস্তকের পর্য্যালোচনা করিতে না পারায় অনুষ্ঠানগত যে সামান্য দুই একটা ত্রুটি ছিল, এতদুপলক্ষে পুনর্ব্বার নানাগ্রন্থ পর্য্যালোচনায়

* পাদ প্রতিবাদে দ্রষ্টব্য।

সেগুলিও সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছি। মহাকবি ভারবি যথার্থই বলিয়াছেন—

"সমুন্নয়ন্ ভূতিমনার্য্যসঙ্গমাদ্
বরং বিরোধোহপি সমং মহাত্মভিঃ॥"

অর্থাৎ নীচ লোকের সহিত সদ্ভাব অপেক্ষা মহৎ লোকের সহিত বিরোধও ভাল, যেহেতু তাহাতে স্বকীয় উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক বিষয়ের প্রমাণ-বচন দিতে হইলে গ্রন্থ বাড়িয়া যায়। সুতরাং যে সকল বিষয় সর্ব্বজনবিদিত, তাহাদের প্রমাণবচন দিই নাই; যেগুলি সর্ব্বজনবিদিত নহে, সেইগুলিরই কিছু কিছু দিয়াছিলাম। অনেকে প্রতিবাদ করেন বলিয়া এবারে অধিক করিয়া দিলাম। ইতি—

৺ কাশীধাম
১লা মাঘ, ১৩২৯

বিনীত
শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মা

প্রথম-খণ্ডের

উপক্রমণিকা

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি, সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো, ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥"

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি কার্য্য পশু ও মনুষ্য উভয়েরই সমান। কেবল ধর্ম্মই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করিতেছে। অতএব ধর্ম্মবর্জ্জিত মনুষ্য পশুর সমান। সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

"শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্ম-মনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্ ॥"

শ্রুতি ও স্মৃতি যে যে কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম আচরণ করিলে মনুষ্য ইহলোকে যশ প্রাপ্ত হয়, এবং পরলোকে (মোক্ষরূপ) সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ লাভ করে।

উক্ত কর্ম্মসমূহ ত্রিবিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যাহা না করিলে পাপ হয়, তাহা নিত্যকর্ম্ম; যথা—সন্ধ্যা, তর্পণ, শিবপূজা, ইষ্ট-দেবতাপূজা, মাতাপিতার শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণের পক্ষে অধিকন্তু গৃহস্থিত নারায়ণাদির পূজা *। গ্রহণাদি নিমিত্তে যাহা করা যায়, তাহা নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যথা—গ্রহণস্নানাদি, অমাবস্যা-শ্রাদ্ধ ইত্যাদি; এবং যাহা না করিলে পাপ নাই, কিন্তু করিলে বিশেষ ফল হয়, তাহা কাম্য কর্ম্ম, যথা—ব্রতাদি। তন্মধ্যে আর্য্যগৃহে যেগুলি নিত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেইগুলি ইহাতে সন্নিবেশিত হইল। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় সর্ব্ববিধ কর্ম্মেরই বহ্বাড়ম্বর পরিত্যক্ত হইয়াছে।

উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি কর্ম্ম বর্ণভেদে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যরূপে

---

* ইহা এক জন করিলেই সকলের করা হয়।

শাস্ত্রে নিরূপিত আছে। বর্ণ চারিপ্রকার,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এতদ্ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই। উপনয়ন-সংস্কার অর্থাৎ যথাবিধি যজ্ঞোপবীত-ধারণকেও জন্ম কহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মাতৃগর্ভে জন্ম ও উপনয়ন সংস্কাররূপ জন্ম হয় বলিয়া উহাদিগকে দ্বিজ বা দ্বিজাতি বলে; শূদ্রের উপনয়ন-সংস্কার নাই, কেবল মাতৃগর্ভেই জন্ম হয় বলিয়া উহাদিগকে একজাতি বলা হয়। চতুর্ব্বর্ণ ব্যতীত আর্য্যশাস্ত্রোক্ত-ক্রিয়া-বিবর্জ্জিত অপর যে সকল জাতি আছেন, তাঁহারা ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে যে সকল বিষয় আছে, তাহাতে সকল বর্ণেরই সমান অধিকার; তৃতীয় খণ্ডের বিষয়ে কেবল দ্বিজাতিগণেরই অধিকার জানিবেন।

বিরাট্ বিশ্বরূপ পরমেশ্বর ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে যেমন সময়ে সময়ে মৎস্য-কূর্ম্মাদি অসংখ্য মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেইরূপ ধর্ম্মরক্ষার্থেই তিনি সমাজ-মূর্ত্তিও পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এই মূর্ত্তির বর্ণনায় শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ, ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহু, বৈশ্য তাঁহার উরু এবং শূদ্র তাঁহার পদ। কার্য্যসম্পাদনোপযোগি-সংস্থানভেদে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উৎকর্ষাপকর্ষ থাকিলেও কোন অঙ্গই যেমন হেয় নহে, সকল অঙ্গের সমষ্টিতেই যেমন দেহের পূর্ণতা, একাঙ্গের বৈকল্যে যেমন সম্পূর্ণ দেহের বিকলতা ঘটে, সুতরাং স্বস্ব-কর্ত্তব্য অনুসারে যেমন সকল অঙ্গেরই শ্রেষ্ঠত্ব আছে, সেইরূপ সমাজদেহেরও চতুর্ব্বর্ণরূপ কোনও অঙ্গই হেয় নহে; উহাদের সমষ্টিতেই সমাজের পুষ্টি, একের বৈকল্যে সমগ্র সমাজের বৈকল্য, সুতরাং কার্য্যসম্পাদনোপযোগি-জাতিভেদে উৎকর্ষাপকর্ষ থাকিলেও স্বস্ব-কর্ত্তব্য অনুসারে সকলেরই শ্রেষ্ঠতা আছে; এবং সকলেই সেই সমাজরূপী একই পরমেশ্বরের অঙ্গ বলিয়া উৎকৃষ্টও বটে। ব্রাহ্মণ ত্রিবেদীই আছেন। সুতরাং পুরুষানুক্রমে যিনি যে-বেদী, তিনি সেই বেদ [illegible]ই কার্য্য করেন। অন্যান্য বর্ণের যজুর্ব্বেদ অনুসারেই কার্য্য হয়। [illegible]ক ও [illegible] কার্য্যে সকলেরই সমান অধিকার।

আর্য্য ঋষিগণ মানবদিগের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলকামনায় আজীবন একাগ্রচিত্তে নিরত থাকিয়া যে সকল ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে যে কেবল পুণ্যসঞ্চয়ই হয়, এরূপ নহে; তাহাদের অধিকাংশ স্বাস্থ্যরক্ষারও অনুকূল। তাঁহারা পদে পদে বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণা-মারোগ্যং মূলমুত্তমম্" (স্বাস্থ্যই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ-সাধনের প্রধান কারণ)।

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ ও মলমূত্র পরিত্যাগের অভ্যাসে দেহের জড়তা নষ্ট হয়, চিত্ত প্রসন্ন হয় ও আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মলত্যাগের পর উত্তমরূপে জলশৌচ প্রভৃতি দ্বারা মল-কণিকা ও দুর্গন্ধ দূর না করিলে স্বাস্থ্যহানি হয়। যে বস্ত্র পরিয়া শয়ন করা যায়, তাহাতে দেহ-নির্গত মল সংলগ্ন হয়; এবং যে বস্ত্র পরিয়া মলত্যাগ করা যায়, তাহা দুর্গন্ধে দূষিত হয়; সুতরাং সে সকল বস্ত্র পরিত্যাগ না করিলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। নিদ্রাভঙ্গ ও আহারের অন্তে উত্তমরূপে দন্তধাবন ও মুখ প্রক্ষালন না করিলে মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং দন্তে মল বা ভুক্ত বস্তুর কণা সকল সংলগ্ন হইয়া থাকে, তাহাতে দন্ত রুগ্ণ হইয়া শীঘ্রই পতিত হয়। প্রাতঃকালে পুষ্পচয়নে লঘু ব্যায়াম, নির্ম্মল-বায়ুসেবন ও সুরভি গন্ধ আঘ্রাণ করা যায়। তাহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া থাকে। স্নানদ্বারা দেহের মল দূরীভূত, রোমকূপ সকল মার্জ্জিত এবং শরীর স্নিগ্ধ হইয়া থাকে, তাহাও স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল। সন্ধ্যোপাসনায় ও দেবপূজায় ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পিত হয়। সংসারে থাকিতে হইলে নানাপ্রকার দুঃখভোগ অনিবার্য্য; তাহাতে দেহ মন অবসন্ন হইয়া স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় ত্রিসন্ধ্যায় কিয়ৎকাল ঈশ্বরে মনকে আসক্ত করিয়া রাখিলে দুঃখের অনেক লাঘব এবং তাঁহার প্রতি ভক্তিসঞ্চার হওয়ায় দেহ ও মন প্রফুল্ল হইয়া থাকে।

অতএব ঐ সকল নিত্যকর্ম্মের একদিক্ মাত্র অর্থাৎ কেবল স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগিতামাত্র পর্য্যালোচনা করিলেও যখন ঐগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য

বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন তাহাদের সহিত আবার ব্রহ্মপদ-লাভের প্রধান সোপান—দেহ-মনের পবিত্রতা ও চিত্তোৎকর্ষ-বিধানের সম্বন্ধ থাকায়, উহাদের যথাবিধি অনুষ্ঠানে কাহারও ঔদাসীন্য বা অবহেলা করা উচিত নহে।

পৃথিবীতে যত জাতি আছে, সকলেই স্ব স্ব জাতীয় চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহাদের জাতি ও ধর্ম্মের পরিচয় অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বঙ্গীয় আর্য্যসন্তানগণ ইদানী সে বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে পরাঙ্মুখ। তাঁহাদিগকে দেখিলে প্রায় বুঝাই যায় না যে, তাঁহারা বাঙ্গালী কি ফিরিঙ্গী, হিন্দু কি ম্লেচ্ছ। ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। তাঁহারা যাহাদের অনুকরণ করেন, তাহারা কিন্তু তাঁহাদের দেশে থাকিয়াও, তাঁহাদের অন্নে পুষ্ট হইয়াও, তাঁহাদের বেশ-ভূষা, তাঁহাদের ধর্ম্ম—অধিক কি—তাঁহাদের সংসর্গ পর্য্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকে। তথাপি তাঁহারা ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের ন্যায় তাহাদের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, তাহাদের আচার পালন করিয়া, তাহাদের উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত খাইয়া, তাহাদের দলে মিশিয়া তাহাদেরই নিকট উপহাসাস্পদ হইয়া থাকেন। ইহা কি নিতান্ত লজ্জার বিষয় নহে? অতএব সবিনয়ে অনুরোধ করি, হিন্দুমাত্রেই স্বীয় জাতীয় চিহ্ন, জাতীয় ধর্ম্ম ও জাতীয় আচার অবলম্বন করিয়া স্বীয়জাতির রক্ষা ও উৎকর্ষ সাধন করিবেন, এবং স্বয়ং আদর্শ হইয়া স্ব স্ব সন্তানগণকেও শৈশব হইতেই তত্তৎ আচার পালনের অভ্যাস করাইবেন। তন্মধ্যে কয়েকটি প্রধান আচার নিম্নে লিখিত হইল—

(১) শিখাধারণ। (২) প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ, মলমূত্রত্যাগ ও মুখপ্রক্ষালন। (৩) প্রস্রাব ত্যাগ করিয়াও জলশৌচ। (৪) প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনদিগকে প্রণাম। (৫) প্রাতঃকালে [illegible] স্তবপাঠ ও প্রণাম করিয়া তৎপরে জলযোগ। (৬) যে [illegible] মলত্যাগ করা হয়, তাহা পরিত্যাগ। (৭) জুতা পায়ে দিয়া

মলত্যাগ, জলপান ও ভোজন না করা। (৮) উপনয়নের বা দীক্ষার পর প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা করা। (৯) অভক্ষ্য না খাওয়া এবং মাদক দ্রব্য সেবন না করা। (১০) দেবতা ও গুরুজনদিগকে প্রথম দর্শন মাত্রেই প্রণাম করা। (১১) সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করা ও সদ্ভাব রাখা। (১২) কোনও জাতিকে ঘৃণা না করা। (১৩) স্বস্ব ধর্ম শ্রদ্ধা-সহকারে প্রতিপালন করা, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করা, এবং অন্যের ধর্ম্মকে নিন্দা না করা। (১৪) গুরুজনদিগের আদেশ ও উপদেশ পালন করা এবং তাঁহাদের বশীভূত থাকা। (১৫) মনুষ্যাদি জঙ্গম এবং বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থমাত্রকেই ঈশ্বরের মূর্ত্তি বলিয়া ধারণা করা। (১৬) গুরুজনদিগের সহিত বাম হস্তে আদান প্রদান না করা। (১৭) গুরুজনদিগের এবং ব্রাহ্মণ ও অগ্নির মাঝখান দিয়া না যাওয়া (নিতান্ত আবশ্যক হইলে অনুমতি লইয়া যাইতে পারা যায়)। ইত্যাদি।

সাধারণবিধি

[ইহা সর্ব্বাগ্রে ভাল করিয়া আয়ত্ত করিবে]

শূদ্র, এবং সর্ব্ববর্ণের স্ত্রীলোক ও অনুপনীত দ্বিজকে (অর্থাৎ যাহার উপনয়ন সংস্কার হয় নাই, এরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বালককে) প্রণব (ওঁ), স্বাহা, স্বধা, বষট্, বৌষট্ ও লক্ষ্মীবীজ (শ্রীং) উচ্চারণ করিতে নাই। তত্তৎস্থলে "নমঃ" বলিতে হয় *। এইজন্য এ পুস্তকে (ঐ সকল শব্দে) এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু তাহাদিগের বৈদিক মন্ত্র পাঠে স্নানে ও শ্রাদ্ধে পৌরাণিক মন্ত্র পাঠে, এবং হোমে অধিকার নাই †। ব্রাহ্মণে মন্ত্র পাঠ করিবেন, তাঁহারা "নমঃ" বলিয়া উহা শ্রবণ করিবেন ‡। তজ্জন্য ঐ মন্ত্রগুলিকে [ ] এইরূপ চিহ্নের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা গিয়াছে। চূড়াকরণসংস্কার না হইলে পূজা, শ্রাদ্ধ ও তর্পণে কাহারও অধিকার হয় না; তবে শিবপূজা, এবং পিতা ও মাতার শ্রাদ্ধ-তর্পণ করিতে পারে।

---

* শূদ্রো বর্ণচতুর্থোঽপি বর্ণত্বাদ্ধর্ম্মমর্হতি। বেদমন্ত্র-স্বধা-স্বাহা বষট্কারাদিভির্বিনা। পুরাণাদ্যুক্তমন্ত্রৈশ্চ নমোঽন্তৈঃ কর্ম্ম কেবলম্॥—শুক্রনীতি। ন যাবদুপনীয়েত দ্বিজঃ শূদ্রস্তথাঙ্গনা।—মনু।

† কিন্তু অনুপনীত দ্বিজ শ্রাদ্ধে বৈদিক ও পৌরাণিক উভয়বিধ মন্ত্রই এবং ওঁ, স্বাহা ও স্বধাও উচ্চারণ করিতে পারে। নাভিব্যাহারয়েদ্ ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে। শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবদ্ বেদে ন জায়তে॥—মনু (ব্রহ্ম = বেদ, স্বধানিনয়ন = শ্রাদ্ধমন্ত্র)। অনুপনীতস্য শূদ্রসমত্বেন শ্রাদ্ধাতিরিক্তে কর্ম্মণি বেদপাঠানধিকারঃ, শ্রাদ্ধে তু বৈদিকমন্ত্রঃ পঠনীয়ঃ। তত্রাপি গায়ত্রী ন পঠনীয়েতি সম্প্রদায়ঃ। বস্তুতস্তু সঙ্কোচে মানাভাবাৎ গায়ত্রাপি পঠনীয়া।—তিথিতত্ত্বে কাশীরামটীকা। কার্য্যবিশেষে স্ত্রী ও শূদ্র ব্রাহ্মণ দ্বারা হোম করাইবেন।

‡ ব্রাহ্মণের অভাবে নিজেই মন্ত্রার্থ স্মরণ করিয়া "নমঃ" বলিবেন। যথা—ব্রাহ্মণাভাবে মন্ত্রার্থং ভাবয়ন্ নমস্কারমুচ্চারয়ন্ স্বয়ং কুর্য্যাৎ।—আহ্নিকতত্ত্ব। যে যে কার্য্যে শূদ্রাদির অধিকার আছে, সেই সেই কার্য্যে তাঁহাদিগকে বেদমন্ত্র শুনাইবারও

আচমন।

আচমন না করিয়া কার্য্য করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না। এইজন্য সকল কর্ম্মের আদিতেই আচমনের ব্যবস্থা আছে *। কর্ম্মের অন্তেও আচমন করিতে হয় †।

সাধারণ আচমন।

হস্ত-পদ প্রক্ষালন ও শিখাবন্ধন করিয়া পূর্ব্ব, উত্তর বা ঈশান কোণ-মুখে বসিয়া আচমন করিতে হয় ‡। বাম হস্তে কুশী ধরিয়া তাম্রা কোশা প্রভৃতি পাত্র হইতে, নদ্যাদিতে দক্ষিণ হস্ত দ্বারাই, একটি মাষকলায়-মাত্র ডুবিতে পারে এই পরিমাণে, একটু জল গোকর্ণাকৃতি § দক্ষিণ

বিধি আছে। যথা—নোঙ্কধর্ম্মোক্তং বেদস্য শূদ্রশ্রাবণমপি এতদ্বিষয়ম্ (মলমাসতত্ত্ব); এতদ্বিষয়মিতি শ্রাদ্ধাদিস্থলে বেদমন্ত্রশ্রাবণমিত্যর্থঃ (টীকা) দ্বিজাতিদিগের মন্ত্রপাঠেও যে ফল, স্ত্রী শূদ্রাদির তৎপরিবর্ত্তে "নমঃ" শব্দ উচ্চারণেও সেই ফল হইয়া থাকে। যথা—স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চ ম্লেচ্ছাশ্চ যে চান্যে পাপযোনয়ঃ। নমস্কারেণ মন্ত্রেণ তেঽপি ফলমাপ্নুয়ুঃ॥—শিবপুরাণ।

* ক্রিয়াং যঃ কুরুতে মোহাদনাচম্যৈব নাস্তিকঃ। ভবন্তি হি বৃথা তস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ন সংশয়ঃ॥—বায়ুপুরাণ।

† কর্ম্মাবৃত্তৌ মন্ত্রোহপ্যাবর্ত্ততে, কর্ম্মণোঽন্তে আচমনঞ্চেতি সামান্যম্।—আশ্বলায়ন গৃহ্যপরিশিষ্ট।

‡ অগ্রে পদদ্বয়, তৎপরে হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিতে হয়। নল রাজা প্রস্রাবত্যাগের পর হস্তপদ প্রক্ষালন না করিয়াই আচমন করিয়াছিলেন, এইমাত্র ছিদ্র পাইয়া কলি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

যে দিকে সূর্য্যোদয় হয়, সেই দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে সম্মুখ দিক্ পূর্ব্ব, পশ্চাৎ দিক্ পশ্চিম, ডাইন দিক্ দক্ষিণ, বাম দিক্ উত্তর, উত্তরপূর্ব্ব কোণ ঈশান, পূর্ব্বদক্ষিণ কোণ অগ্নি, দক্ষিণপশ্চিম কোণ নৈঋত, উত্তরদক্ষিণ কোণ বায়ু, পূর্ব্ব ও ঈশানের মধ্যে ঊর্দ্ধ, পশ্চিম ও নৈঋতের মধ্যে অধঃ।

§ আয়তং পর্ব্বণাং কৃত্বা গোকর্ণাকৃতিমৎ করম্। সংহতাঙ্গুলিনা তোয়ং গৃহীত্বা পাণিনা দ্বিজঃ। মুক্তাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠাভ্যাং শেষেণাচমনং চরেৎ। মাষমজ্জনমাত্রাস্তু সংগৃহ্য ত্রিঃ পিবেদপঃ॥—ভরদ্বাজ। মধ্যের তিনটি অঙ্গুলীকে মিলিত ও ঊর্দ্ধ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাকে পৃথগ্‌ভাবে বিস্তৃত করিলে গোকর্ণাকৃতি হয়। ইহা আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে—"অফেনাবুদ্বুদমুদকমীক্ষিতং দক্ষিণেন পাণিনাদায়, কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠৌ বিমিষ্টৌ বিতত্য, তিস্র ইতরাঙ্গুলীঃ সংহতোর্দ্ধাঃ কৃত্বা ব্রাহ্মেণ তীর্থেন হৃদয়ঙ্গমাণি ত্রিঃ পীত্বা, পাণিং প্রক্ষাল্য" ইত্যাদি।

হস্তের ব্রাহ্মতীর্থে * ৩বার লইয়া ৩বার পান করিবে। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দুইবার ওষ্ঠাধর (লোমশূন্য ভাগ টিপিয়া) মার্জ্জন (ঘর্ষণ) করিবে। (পরে বামহস্তে, দক্ষিণ ও বাম পদে এবং মস্তকে জল ছিটাইবে) তৎপরে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা + মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিবে। তার পর যথাক্রমে জলার্দ্র অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম নাসাপুট, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম নেত্র, তদ্দ্বারাই দক্ষিণ ও বাম কর্ণ, এবং অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ দ্বারা নাভি স্পর্শ করিয়া (হস্তপ্রক্ষালনপূর্ব্বক), করতল দ্বারা হৃদয়, সমস্ত অঙ্গুলী দ্বারা মস্তক, এবং সমস্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম বাহুমূল স্পর্শ করিয়া হস্তপ্রক্ষালন করিবে ‡।—জলপান হইতে এই পর্য্যন্ত করিলে ১ বার আচমন হয়। যে সকল কার্য্যে দুইবার আচমনের বিধি আছে, সেই সকল কার্য্যে দ্বিতীয় বারেও জলপান হইতে এই পর্য্যন্ত সমস্তই করিতে হয়।

---

* দক্ষিণ করতলে অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে যে দীর্ঘ রেখা, তাহাকেই ব্রাহ্মতীর্থ বলে। যথা—অঙ্গুষ্ঠোত্তরতো রেখা যা পার্ণের্দ্দক্ষিণস্ত চ। এতদ্ ব্রাহ্মমিতি খ্যাতং তীর্থমাচমনায় বৈ ॥—মার্কণ্ডেয়পুরাণ। অঙ্গুষ্ঠমূলস্ত তলে ব্রাহ্মং তীর্থং প্রচক্ষতে।—মনু।

\+ যথাক্রমে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রভৃতি পাঁচ অঙ্গুলীর নাম—অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা।

‡ প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম্। সংবৃত্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখম্ ॥ সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ। অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্ ॥ অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃপুনঃ। নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্তু তলেন বৈ ॥ সর্ব্বাভিশ্চ শিরঃ পশ্চাদ্ বাহু চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ।—দক্ষ। ওষ্ঠৌ সংস্পৃশ্য চ তথা যত্র স্যাতামলোমকৌ।—বশিষ্ঠ। ত্রিরাচামেদ্ দৃশ্যাভিরদ্ভিস্ত্রিরোষ্ঠৌ পরিমৃজেদ্ দ্বিরিত্যেকে। দক্ষিণেন পাণিনা সব্যং প্রোক্ষ্য পাদৌ শিরশ্চ।—আপস্তম্ব। ততঃ স্পৃশয়াদ্ভিরেণং পুনরপশ্চ সংস্পৃশেৎ।—ব্যাস। অন্ততঃ প্রত্যুপস্পৃশ্য শুচিঃ।—গোভিল। আচমনে জলপান ওষ্ঠাধর মার্জ্জন ও ইন্দ্রিয় স্পর্শ দ্বারা তত্তদধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রীতি জন্মে। যথা—ত্রিঃ প্রাশীয়াদ্ যদম্ভস্তু প্রীতাস্তেনাস্য দেবতাঃ। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ভবন্তীত্যনুশুশ্রুম ॥ গঙ্গা চ যমুনা চৈব প্রীয়েতে পরিমার্জ্জনাৎ। নাসত্যদস্রৌ প্রীয়েতে স্পৃষ্টে নাসাপুটদ্বয়ে ॥ স্পৃষ্টে লোচনযুগ্মে তু প্রীয়েতে শশিভাস্করৌ। কর্ণযুগ্মে তথা স্পৃষ্টে প্রীয়েতে অনিলানলৌ। স্কন্ধয়োঃ স্পর্শনাদস্য প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ। মূর্দ্ধ্নঃ সংস্পর্শনাদস্য প্রীতস্তু পুরুষো ভবেৎ।—শঙ্খ।

স্ত্রীশূদ্রাদির আচমন।—অনুপনীত দ্বিজ-বালক এবং স্ত্রী ও শূদ্র দক্ষিণ হস্তের সমস্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা জল লইয়া ওষ্ঠে একবার ছিটাইবে, এবং পূর্ব্ববৎ ওষ্ঠাধর মার্জ্জনাদি করিবে *।

বিষ্ণুস্মরণ।

সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিষ্ণুস্মরণ করিবার বিধি থাকায়, আচমনান্তে বিষ্ণুস্মরণ করিতে হয়। †

মন্ত্রোচ্চারণ—মন্ত্রপাঠকালে হ্রস্ব, দীর্ঘ, অনুস্বার, বিসর্গ প্রভৃতির যথাযথ উচ্চারণ করিবে। "ঽ" ইহা লুপ্ত অকারের চিহ্ন, ইহার কোনও উচ্চারণ নাই; যথা—জলেঽস্মিন্ = জলেস্মিন্। বেদে (ঁ) চন্দ্রবিন্দুটি অনুস্বারেরই রূপান্তর, অতএব অনুস্বাররূপেই উহার উচ্চারণ করিতে হইবে; যথা—ওঁ = ওং, মধুমাঁ অস্তু = মধুমাং অস্তু ইত্যাদি। যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রে—র, শ, ষ, স ও হকারের পূর্ব্বে অনুস্বার স্থানে একরূপ আদেশ হয়; তাহার উচ্চারণ গুঁ। যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণ গুরুরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। ঋ এই বর্ণটি যুক্তাক্ষর নহে (যেহেতু ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণের সহিত

---

* স্ত্রিয়াস্ত্রৈদশিকং তীর্থং শূদ্রজাতেস্তথৈব চ। সকৃদাচমনাচ্ছুদ্ধি-রেতয়োরেব চোভয়োঃ স্মৃতি। এতদনন্তরম্ ইন্দ্রিয়াদিস্পর্শনন্তু ব্রাহ্মণবদেব।—রঘুনন্দন।

† অনেকে আচমনের জল পানকালেই বিষ্ণুনাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তান্ত্রিক আচমনেই মন্ত্রপাঠসহকারে জলপান করিতে হয়; সাধারণ আচমনে নহে; যেহেতু ব্রহ্মপুরাণে আছে—ত্রিরাচম্য ততঃ শুদ্ধঃ স্মৃত্বা বিষ্ণুং সনাতনম্। ইহাতে আচমনের পরে বিষ্ণুস্মরণ বিহিত হইয়াছে। বিষ্ণু-নামোচ্চারণ-সহকারে আচমনের কোনও প্রমাণ নাই। এবং বিষ্ণুস্মরণ আচমনের অঙ্গও নহে। "নারায়ণং সমস্মৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ।" "প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিম্।" ইত্যাদি বচন দ্বারা কর্ম্মারম্ভে বিষ্ণুস্মরণ বিহিত হওয়ায়, এবং "গায়ত্রী বৈষ্ণবী জ্ঞেয়া বিষ্ণোঃ সংস্মরণায় বৈ" বচনে বিষ্ণুস্মরণের পূর্ব্বে বিষ্ণুগায়ত্রী (তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি) পাঠ করিবার বিধি থাকায়, কর্ম্মারম্ভে আচমনের পর বিষ্ণুগায়ত্রী পাঠ করিয়া বিষ্ণু-নাম উচ্চারণ সপ্রমাণ হইতেছে। কর্ম্মমধ্যে ও কর্ম্মান্তে আচমন করিলে বিষ্ণুস্মরণ করিতে হয় না; এইজন্য সন্ধ্যার মধ্যে সূর্য্যশ্চ ইত্যাদি মন্ত্রে আচমনে ও সন্ধ্যান্তে আচমনে বিষ্ণুস্মরণের ব্যবহারও নাই। আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টকার (১০ পৃঃ ৪ টীঃ), গোভিল, ভবদেব, হলায়ুধ, রঘুনন্দন প্রভৃতি কেহই আচমনে বিষ্ণুনাম উচ্চারণপূর্ব্বক জলপান করিতে বলেন নাই।

যুক্ত হইলে যুক্তাক্ষর হয় না), অতএব উহার পূর্ব্ববর্ণ গুরুরূপে উচ্চারিত হইবে না ; যথা—প্রজাপতিঋষিঃ = প্রজাপতিরিষিঃ। প্রত্যেক মন্ত্রের আদিতেই প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করিতে হয় *। মন্ত্রের মধ্যে পাঠকর্ত্তার বিশেষণ রূপে কোনও পদ পুংলিঙ্গে থাকিলে স্ত্রীলোকেও সেইরূপই পাঠ করিবে (যেহেতু শব্দের অর্থই প্রধান, লিঙ্গ ও বচনের অর্থ প্রধান নহে); যথা—অনুকম্পায় মাং ভক্তং ইত্যাদি। স্বরবর্ণের পূর্ব্বে অনুস্বারের স্থানে ম্ বলিতে হয়, যথা—(ইদং অর্ঘ্যম্) ইদম্ অর্ঘ্যম্ বা ইদমর্ঘ্যম্। বিরামে (অর্থাৎ শেষে দাঁড়ি থাকিলে) ম্ স্থানে বিকল্পে অনুস্বার হয় ; যথা—"বরদং শুভম্।" বা "বরদং শুভং"।

দ্বিজাতিদিগের বিষ্ণুস্মরণমন্ত্র।

[ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ১ ॥ ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।]

* ওঁ উচ্চারণ না করিলে মন্ত্র নিষ্ফল হয়, এবং করিলে উচ্চারণাদিগত দোষ নষ্ট হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা। সূরয়ঃ (জ্ঞানিনঃ) বিষ্ণোঃ (সর্ব্বব্যাপকস্য ঈশ্বরস্য সম্বন্ধি) তৎ (বেদাদি-প্রসিদ্ধং) পরমম্ (উৎকৃষ্টং পূর্ণং বা) পদং (পদ্যতে গম্যতে জ্ঞায়তে ইতি যাবৎ পদং তত্ত্বং) সদা (সর্ব্বদা) পশ্যন্তি (শাস্ত্রদৃষ্ট্যা অবলোকয়ন্তি)। কীদৃশং তত্ত্বম্? দিবি (আকাশে) আততং (সমন্তাৎ প্রসৃতং) চক্ষুঃ ইব (ঈশ্বরস্য চক্ষুঃস্থানীয়ঃ সূর্য্য ইহ চক্ষুঃশব্দেন উচ্যতে—সূর্য্যমণ্ডলমিব সর্ব্বত্র প্রকাশমানং তত্ত্বম্)। অথবা—সূরয়ঃ (বিদ্বাংসঃ) বিষ্ণোঃ (অভেদে ষষ্ঠী—বিষ্ণু-অভিন্নং, বিষ্ণুরূপং) তৎ (শাস্ত্রাদিপ্রসিদ্ধং) পরমম্ (উৎকৃষ্টং) পদং (বস্তু) সদা (সর্ব্বদা) পশ্যন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—দিবি ইব (দিবি আকাশে) আততং (সর্ব্বতঃ প্রসৃতং) চক্ষুঃ (লোকস্য নয়নং—নিরোধাভাবেন নির্ব্বিশেষং পশ্যতি তদ্বৎ)। অনুবাদ।—আকাশে সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশমান, বেদাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, পরমেশ্বরের উৎকৃষ্ট তত্ত্ব জ্ঞানীরা সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন। ১।

সাধারণের বিষ্ণুস্মরণমন্ত্র।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ * ॥২

নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ। †

শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসসম্।
প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধবিম্ ‡ ॥৩
অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ § ॥৪

নমঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ।

---

* কারয়েৎ—(স্বার্থে ণিচ্) কুর্য্যাৎ ইত্যর্থঃ। (২।৩।৪।৫ অঙ্কযুক্ত মন্ত্রগুলি বিধিবাক্য মাত্র। সুতরাং পাঠ না করিলেও চলে)।

† দ্বিজাতিরা "নমঃ" স্থলে "ওঁ" বলিবেন।

‡ বিপ্র ইতি উপলক্ষণম্, কর্ম্মপ্রবৃত্তো জন ইত্যর্থঃ। পুণ্ডরীকং—পুণ্ডরীকাক্ষম্ (ভীমসেনস্থানে ভীমবৎ সংক্ষেপোক্তিঃ)।

§ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা (বাহ্যাভ্যন্তরয়োর্ম্মধ্যে একত্র অপবিত্রঃ, অন্যত্র পবিত্রো বা) সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা (সর্ব্বেষু বাহ্যেষু আভ্যন্তরেষু চ অপবিত্রাবস্থাং প্রাপ্তো বা) যঃ পুণ্ডরীকাক্ষং স্মরেৎ, সঃ (যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধাৎ স ইতি উহ্যম্) সবাহ্যাভ্যন্তরঃ (বাহ্যেন শরীরাদিনা, আভ্যন্তরেণ মন-আদিনা চ সহিতঃ শুচিঃ স্যাৎ। বাহ্যে অপবিত্রঃ অশুচি-স্পর্শাদিনা, আভ্যন্তরে অপবিত্রঃ ক্রোধাদিনা।—ইতি শ্রাদ্ধতত্ত্ব ও হরিবিলাসের টীকা।

যিনি যাবতীয় মঙ্গলজনক পদার্থের মঙ্গলজনক, অভীষ্টলাভের জন্য যিনি উপাস্য, যিনি অভীষ্টদাতা, এবং যিনি মঙ্গলময়, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কর্ম্ম করিবে। ২

বিপ্র প্রভৃতি সকল ব্যক্তি কর্ম্মারম্ভে শঙ্খচক্রধারী বিশ্বব্যাপী দ্বিভুজ পীতাম্বর ও সর্ব্বপাপহারী পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করিবে। ৩

বাহ্য (অর্থাৎ শরীর) এবং আভ্যন্তর (অর্থাৎ মন) এতদুভয়ের একটিতে অপবিত্র ও অন্যটিতে পবিত্র হইয়া, অথবা উভয়েই অপবিত্র অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যে পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করে, সে বাহ্য ও আভ্যন্তরের সহিত পবিত্র হইয়া থাকে। ৪

মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবঃ * ॥৫
নমঃ শ্রীমাধবঃ।

তান্ত্রিক আচমন।

তান্ত্রিক আচমন তিনপ্রকার, যথা—শাক্তাচমন, কাল্যাচমন ও বৈষ্ণবাচমন। যাঁহারা শক্তিমন্ত্রে † দীক্ষিত, তাঁহারা তান্ত্রিক সন্ধ্যায় ও ইষ্টদেবতার পূজায় শাক্তাচমন করিবেন; অন্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে তান্ত্রিক সন্ধ্যায় ও ইষ্টদেবতার পূজায় সাধারণ আচমনই করিবেন; কেবল বৈষ্ণবদিগকে ঐ দুই স্থলেই বৈষ্ণবাচমন করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার তান্ত্রিক পূজায় সকলেরই শাক্তাচমন কর্ত্তব্য; কেবল কালীপূজাতেই কাল্যাচমন করিতে হয়, এবং তান্ত্রিক বিষ্ণুপূজায় বৈষ্ণবাচমনই কর্ত্তব্য। তান্ত্রিক আচমন দ্বিজাতি, স্ত্রী ও শূদ্র—সকলের পক্ষেই সমান।

শাক্তাচমন—(ওঁ) আত্মতত্ত্বায় (স্বাহা), (ওঁ) বিদ্যাতত্ত্বায় (স্বাহা), (ওঁ) শিবতত্ত্বায় (স্বাহা), এই তিন মন্ত্রে তিনবার জল পান করিয়া সাধারণ আচমনের ন্যায় ওষ্ঠাধর-মার্জ্জনাদি করিবে। ‡

---

* মাধবঃ ইত্যন্ত 'ইতি' ইতি শেষঃ।

† কালী, দুর্গা প্রভৃতি যে সকল দেবী মহাদেবের পত্নী বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহাদিগকেই শক্তি বলে। তন্মধ্যে গঙ্গা শক্তি ও বৈষ্ণবী দ্বিবিধ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন। এই জন্য গঙ্গাপূজায় আচমনাদিকার্য্য সাধারণমতে করিতে হয়, আবার শক্তিপূজামতে বলিদানেরও ব্যবস্থা আছে। তান্ত্রিক আচমনে বিষ্ণুস্মরণের বিধি নাই।

‡ তত্ত্ব=স্বরূপ। আত্মতত্ত্ব=জীবাত্মা। বিদ্যাতত্ত্ব=জ্ঞান। শিবতত্ত্ব=পরমাত্মা। জীবাত্মা জ্ঞানলাভ করিয়া পরমাত্মায় মিলিত হউন।

সাধু ব্যক্তিদিগের বাক্যে মাধব, হৃদয়ে মাধব, এবং তাঁহারা সকল কার্য্যেই মাধব এই নাম স্মরণ করিয়া থাকেন। ৫

কাল্যাচমন।—ক্রীং এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার জলপান করিবে। (ওঁ) কাল্যৈ নমঃ, (ওঁ) কপালিন্যৈ নমঃ, এই দুই মন্ত্র বলিয়া দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জন করিবে। (ওঁ) কুল্লায়ৈ নমঃ বলিয়া হস্তপ্রক্ষালন। (ওঁ) কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ বলিয়া মুখস্পর্শ। (ওঁ) বিরোধিন্যৈ নমঃ বলিয়া দক্ষিণ নাসিকা স্পর্শ। (ওঁ) বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ বলিয়া বাম নাসিকা স্পর্শ। (ওঁ) উগ্রায়ৈ নমঃ বলিয়া দক্ষিণ নেত্র স্পর্শ। (ওঁ) উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ বলিয়া বাম নেত্র স্পর্শ। (ওঁ) দীপ্তায়ৈ নমঃ বলিয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ। (ওঁ) নীলায়ৈ নমঃ বলিয়া বাম কর্ণ স্পর্শ। (ওঁ) ঘনায়ৈ নমঃ বলিয়া নাভি স্পর্শ। (ওঁ) বলাকায়ৈ নমঃ বলিয়া হৃদয় স্পর্শ। (ওঁ) মাত্রায়ৈ নমঃ বলিয়া মস্তক স্পর্শ। (ওঁ) মুদ্রায়ৈ নমঃ বলিয়া দক্ষিণবাহুমূল স্পর্শ। (ওঁ) মিতায়ৈ নমঃ বলিয়া বামবাহুমূল স্পর্শ।

বৈষ্ণবাচমন।—(ওঁ) কেশবায় নমঃ, (ওঁ) নারায়ণায় নমঃ, (ওঁ) মাধবায় নমঃ, এই তিন মন্ত্রে তিনবার জল পান। (ওঁ) গোবিন্দায় নমঃ, (ওঁ) বিষ্ণবে নমঃ, এই দুই মন্ত্রে দুই হস্ত প্রক্ষালন। (ওঁ) মধুসূদনায় নমঃ, (ওঁ) ত্রিবিক্রমায় নমঃ বলিয়া ওষ্ঠাধর মার্জ্জন। (ওঁ) বামনায় নমঃ, (ওঁ) শ্রীধরায় নমঃ বলিয়া মুখ মার্জ্জন। (ওঁ) হৃষীকেশায় নমঃ বলিয়া হস্তদ্বয় প্রক্ষালন। (ওঁ) পদ্মনাভায় নমঃ বলিয়া পদে জল প্রোক্ষণ। (ওঁ) দামোদরায় নমঃ বলিয়া মস্তকে জল প্রোক্ষণ। (ওঁ) সঙ্কর্ষণায় নমঃ বলিয়া মুখস্পর্শ। (ওঁ) বাসুদেবায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণ নাসিকা স্পর্শ। (ওঁ) প্রদ্যুম্নায় নমঃ বলিয়া বাম নাসিকা স্পর্শ। (ওঁ) অনিরুদ্ধায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণ নেত্র স্পর্শ। (ওঁ) পুরুষোত্তমায় নমঃ বলিয়া বাম নেত্র স্পর্শ। (ওঁ) অধোক্ষজায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ। (ওঁ) নৃসিংহায় নমঃ বলিয়া বামকর্ণ স্পর্শ। (ওঁ) অচ্যুতায় নমঃ বলিয়া নাভি স্পর্শ। (ওঁ) জনার্দ্দনায় নমঃ বলিয়া হৃদয় স্পর্শ। (ওঁ) উপেন্দ্রায় নমঃ বলিয়া মস্তকস্পর্শ। (ওঁ) হরয়ে নমঃ বলিয়া দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ। (ওঁ) বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া বাম বাহুমূল স্পর্শ।

জ্ঞাতব্য—একাসনে বসিয়া অনেক কার্য্য করিলে সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বান্তে আচমন করিলেই হয় (প্রত্যেক কার্য্যে করিতে হয় না ; তবে বৈদিক ও তান্ত্রিক কার্য্য পর্য্যায়ক্রমে করিলে পৃথক্ আচমন কর্ত্তব্য)। জলে থাকিয়া আচমন করিলে জলেই শুদ্ধিলাভ হয় এবং স্থলে আচমন করিলে স্থলেই শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং জলে স্থলে বসিয়া কোনও কার্য্য করিতে হইলে এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া আচমন কর্ত্তব্য, হোমারম্ভে, ভোজনারম্ভে এবং বৈদিক সন্ধ্যারম্ভে দুইবার আচমন করিতে হয় ; অন্যান্য কর্ম্মে একবার মাত্র *। আচমনের জল হৃদ্গত হইলে ব্রাহ্মণ পবিত্র হয়, কণ্ঠগত হইলে ক্ষত্রিয় পবিত্র হয়, মুখাভ্যন্তর্গত হইলে বৈশ্য পবিত্র হয়, এবং ওষ্ঠস্পৃষ্ট হইলেই শূদ্র পবিত্র হয় (স্ত্রীলোক ও অনুপনীত দ্বিজবালক আচমনাদি কর্ম্মবিষয়ে শূদ্রতুল্য)। দাঁড়াইয়া, কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়া, চলিতে চলিতে, কাঁপিতে কাঁপিতে, কথা কহিতে কহিতে, হাসিতে হাসিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে, ও প্রৌঢ়পাদে বসিয়া † আচমন করিবে না। জলে আচমন করিতে হইলে জানুর ঊর্দ্ধ ও নাভির নিম্ন জলে দাঁড়াইয়া করিতে হয়। উষ্ণ, এবং ফেন ও বুদ্বুদযুক্ত জলে আচমন করিবে না। নির্ম্মল জলে আচমন করিবে, ‡ এবং

* হোমে ভোজনকালে চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি। আচান্তঃ পুনরাচামেদন্যত্রাপি সকৃৎ সকৃৎ। দ্বিরাচম্য ততঃ শুদ্ধঃ স্মরেদ্ বিষ্ণুং সনাতনম্।—ব্রহ্মপুরাণ।

† আসনের উপর পায়ের তলা রাখিয়া বসাকে প্রৌঢ়পাদে বসা বলে। প্রৌঢ়পাদে বসিয়া স্নান, আচমন, দান, ভোজন, দেবপূজা, বেদপাঠ ও পিতৃতর্পণ করিতে নাই। অগত্যা বসিতে হইলে পায়ের তলা ভূমিতে রাখিতে হয় (এই জন্য কন্যাসম্প্রদানকালে বরকে এইরূপে বসিতে হয়)। ভূমিতে প্রৌঢ়পাদে বসিয়া ঐ সকল কার্য্য করা যাইতে পারে। অনেকের বহনীয় কাষ্ঠ ও প্রস্তর, এবং সঙ্কীর্ণ ইষ্টক (গাঁথুনি করা ইট) ভূমিতুল্য ; সুতরাং উহাদের উপরও প্রৌঢ়পাদে বসিয়া কার্য্য করা চলে।—আহ্নিকতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

‡ যে দেশের জল, মৃত্তিকা, ব্রাহ্মণ, শৌচ ও ধর্ম্মাচার যেরূপ, সে দেশে তাহাই গ্রাহ্য। যথা—যেষু দেশেষু যচ্ছৌচং ধর্ম্মাচারশ্চ যাদৃশঃ। তত্র তত্রাবমন্যেত ধর্ম্মস্তত্র

আচমনের জল পানকালে শব্দ করিবে না। কাঁসা, পিত্তল, টিন ও লোহার পাত্র কাইত করিয়া ডাইন হাতে জল লইয়া সেই জলে আচমন করা নিষিদ্ধ, কিন্তু ঐ সকল পাত্রের জল বাঁ হাত হইতে ডাইন হাতে লইয়া আচমন করিলে দোষ হয় না।

রোগাদি বশতঃ আচমনে অশক্ত হইলে, জলের অভাব ঘটিলে এবং কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া হাঁচিলে, থুথু ফেলিলে, নিদ্রাভিভূত হইলে, কসির কাপড় ছুঁইলে নাভির নিম্ন অঙ্গ স্পর্শ ও অশ্রুমোচন করিলে, অথবা উদ্গার (ঢেঁকুর) তুলিলে পুনর্ব্বার আচমন না করিয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে, তাহাতেই সর্ব্ববিধ অপবিত্রতা নষ্ট হইয়া থাকে; যেহেতু, প্রভাসাদি তীর্থ এবং গঙ্গা প্রভৃতি পবিত্র নদী বিপ্রের (অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তির) দক্ষিণ কর্ণে বাস করে * (সেই জন্যই মলমূত্রত্যাগকালে দ্বিজাতিদিগের দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞসূত্র রাখিবার প্রথা আছে)। পরন্তু কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ইতস্ততঃ দর্শন, অধোবায়ু নিঃসরণ, উচ্চ হাস্য, মিথ্যা-কথন, মার্জ্জার ও মূষিকের স্পর্শ, তিরস্কার-বচন ও ক্রোধোদয় ঘটিলে তৎপরেই আচমন করিবে।

হস্তনিয়ম।—হাঁটুর বাহিরে হাত রাখিয়া আচমন, চন্দন-ঘর্ষণ, পূজা প্রভৃতি কোনও কার্য্য করিতে নাই।

প্রাণায়াম।

হৃদয়ে দেবমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা টিপিয়া, বাম নাসা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ (পূরক) করত, বামহস্তে

তাদৃশঃ॥ যেষু স্থানেষু যে দেবা যেষু স্থানেষু যে দ্বিজাঃ। যেষু স্থানেষু যত্তোয়ং যা চ যত্রৈব মৃত্তিকা॥—মরীচি।

* ক্ষুতে নিষ্ঠীবিতে সুপ্তে পরিধানেঽশ্রুপাতনে। কর্ম্মস্থ এষু নাচামেদ্দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ॥—স্মৃতি। আচমনার্হজলাভাবে ইত্যাচারাধ্যায়াৎ দক্ষিণশ্রবণস্পর্শঃ।—আহ্নিকতত্ত্ব। প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা। বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে বসন্তি মনুরব্রবীৎ॥—[illegible]।

বীজমন্ত্র ৪ বার জপ করিবে। তৎপরে অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসা টিপিয়া শ্বাস রোধ (কুম্ভক) করত, ১৬ বার জপ করিবে। পরে দক্ষিণ নাসামাত্র ছাড়িয়া দিয়া তদ্দ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ (রেচক) করত, ৮ বার জপ করিবে। তিনবার প্রাণায়াম করিবারও বিধি আছে; তাহাতে দ্বিতীয় বারে অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসা পূর্ব্ববৎ টিপিয়া রাখিয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করত ৪ বার জপ; অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা টিপিয়া শ্বাসরোধ করত ১৬ বার জপ; এবং বাম নাসা ছাড়িয়া দিয়া শ্বাস ত্যাগ করত ৮ বার জপ করিবে। তৃতীয় বারে প্রথমবারের ন্যায় করিবে। (৪, ১৬ ও ৮ এবং তাহার চতুর্গুণ অর্থাৎ, ১৬, ৬৪ ও ৩২, এবং সমর্থ হইলে উত্তরোত্তর চতুর্গুণ-বারও জপ করা যায়)।

করন্যাস।

আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ—উভয় তর্জ্জনী দ্বারা উভয় অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে। ঈং তর্জ্জনীভ্যাং (স্বাহা)—উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় তর্জ্জনী স্পর্শ করিবে। উং মধ্যমাভ্যাং (বষট্)—ঐরূপে মধ্যমাস্পর্শ। ঐং অনামিকাভ্যাং (হুং)—অনামিকা স্পর্শ। ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং (বৌষট্) —কনিষ্ঠা-স্পর্শ. অঃ অস্ত্রায় (বা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং) (ফট্)—উভয় করের তল ও পৃষ্ঠ স্পর্শপূর্ব্বক দক্ষিণ করতলের মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা বাম করতলে আঘাত করিবে। *

অঙ্গন্যাস।

আং হৃদয়ায় নমঃ—দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্র দ্বারা হৃদয়স্পর্শ। ঈং শিরসে (স্বাহা)—মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা মস্তক-স্পর্শ। উং শিখায়ৈ (বষট্)—অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখাস্পর্শ। ঐং কবচায় (হুং)—বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া আপনাকে জাপটাইয়া

---

* স্ত্রী ও শূদ্রে স্বাহা, বষট্ প্রভৃতি স্থলে নমঃ বলিবে (১২ পৃঃ ৯ পংঃ)।

ধরিবে ও দশাঙ্গুলি দ্বারাই অঙ্গস্পর্শ করিবে। ঔং নেত্রত্রয়ায় (বৌষট্) —বাম করতল দক্ষিণ করের পৃষ্ঠে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা যথাক্রমে দক্ষিণ নেত্র, ললাট ও বাম নেত্র স্পর্শ করিবে *। অঃ অস্ত্রায় (বা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং) (ফট্)— করন্যাসের ন্যায় দুই করতলে আঘাত করিবে।

আং ঈং ইত্যাদির পরিবর্ত্তে যে দেবতার যাহা বীজমন্ত্র, তাহার স্বরবর্ণ ত্যাগ করিয়া, তাহাতে যথাক্রমে আং ঈং ইত্যাদি যোগ করিয়াও ন্যাস করা যায়। যথা—বীজমন্ত্র হ্রাং হইলে—হ্রাং হ্রীং ইত্যাদি। হ্রৌং হইলে—হ্রাং হ্রীং ইত্যাদি। ওঁ, ঐং প্রভৃতি স্বরবর্ণের বীজমন্ত্র হইলে আং ঈং ইত্যাদিই বলিতে হইবে। দেবতাদিগের বীজমন্ত্র ধ্যানমালায় আছে। †

জপ।

জপ তিনপ্রকার—বাচিক, উপাংশু ও মানস। বাচিক অপেক্ষা উপাংশু, এবং উপাংশু অপেক্ষা মানস জপ শ্রেষ্ঠ। অপরে শুনিতে পায় এরূপ জপকে বাচিক জপ বলে, কেবল নিজে শুনিতে পাওয়া যায়, এরূপ ভাবে (অর্থাৎ চুপি চুপি) জপকে উপাংশু জপ বলে, এবং জিহ্বা ও ওষ্ঠের চালনা না করিয়া মনে মনে মন্ত্রস্থ বর্ণের চিন্তাকে মানস জপ বলে। বাচিক জপও উচ্চৈঃস্বরে করিতে নাই। প্রাতঃকালে হৃদয়-সন্নিধানে উত্তান (চিৎ) করে, মধ্যাহ্নে তির্য্যক্ (কাইৎ অর্থাৎ হৃদযাভিমুখ) করে, এবং সায়ংকালে অধোমুখ (উপুড়) করে বৈদিক গায়ত্রী জপ করিবে ‡। অন্যান্য জপ সর্ব্বকালেই তির্য্যক্ করে কর্ত্তব্য।

---

* পূজনীয় দেবতার দুইটি নেত্র হইলে "নেত্রত্রয়ায়" স্থলে "নেত্রাভ্যাং" বলিবে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা আপন নেত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে।

† সমস্ত পুংদেবতার পূজায় আং ঈং ইত্যাদি (বিষ্ণুমন্ত্র), এবং সমস্ত স্ত্রী দেবতার পূজায় হ্রাং হ্রীং ইত্যাদি (দুর্গামন্ত্র) বলিয়াও করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবার বিধি আছে।

‡ তদ্বিষয়ে বিশেষ বচন আছে (সন্ধ্যাভেদে দ্রষ্টব্য)।

জপকালে করদ্বয় বস্ত্রাভ্যন্তরে রাখিবে, এবং দ্বিজাতিরা অঙ্গুষ্ঠে পইতাও জড়াইবেন।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রপর্ব্ব দ্বারা অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব্ব; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ব্ব; অনামিকার অগ্রপর্ব্ব; মধ্যমার অগ্রপর্ব্ব; তর্জ্জনীর অগ্র, মধ্য ও মূল পর্ব্ব যথাক্রমে স্পর্শ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিলে ১০ বার জপ হয়। শক্তি-মন্ত্রজপে (১৮ পৃঃ ৭ টীঃ)—অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব্ব; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্রপর্ব্ব; অনামিকার অগ্র পর্ব্ব; মধ্যমার অগ্র, মধ্য ও মূল পর্ব্ব; এবং তর্জ্জনীর মূল পর্ব্ব স্পর্শ করিবে। দক্ষিণ হস্তে ঐরূপ এক-এক বার জপ করা হইলে, ঐরূপেই বামহস্তের অঙ্গুলী সকলের এক-একটি পর্ব্ব ধরিলে ১০০ বার জপ হয়। ১০০০ জপ করিতে হইলে, প্রত্যেক ১০০ বার জপের পর মটর প্রভৃতি দ্বারা সংখ্যা রাখিবে। চাউল, যব, পুষ্প, দূর্ব্বা, চন্দন ও হস্তপর্ব্ব (অর্থাৎ অঙ্গুলির গাঁইট, মালাজপে করপর্ব্ব) দ্বারা জপসংখ্যা রাখিতে নাই। মালা দ্বারাও জপ করা চলে; কিন্তু তাহাতে মেরুলঙ্ঘন করিবে না (মালার থোপ্‌কে মেরু বলে; থোপের পর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনুলোম-ক্রমে অর্থাৎ সোজা দিকে এক-একটি গুটিকা ধরিয়া জপ সাঙ্গ হইলে, পুনর্ব্বার বিলোমক্রমে অর্থাৎ মালা ঘুরাইয়া শেষ হইতে প্রথম পর্য্যন্ত এক-একটি গুটিকা ধরিয়া জপ করিবে)। মালায় তর্জ্জনী স্পর্শ করিতে নাই, অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা গুটিকার মধ্যভাগ ধরিয়া জপ করিতে হয় *। ৪ বার জপে অনামিকার মধ্য ও মূলপর্ব্ব এবং কনিষ্ঠার মূল ও মধ্য পর্ব্ব ধরিবে। ৬ বার জপে অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব্ব; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্রপর্ব্ব, এবং অনামিকার অগ্র পর্ব্ব ধরিবে। ৮ বার জপে পূর্ব্বোক্তরূপ ১০ পর্ব্বের প্রথম ও শেষ পর্ব্ব ত্যাগ করিবে (অর্থাৎ অনামিকার মূল পর্ব্ব; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ব্ব; অনামিকার অগ্র পর্ব্ব; মধ্যমার অগ্র পর্ব্ব; এবং তর্জ্জনীর অগ্র ও মধ্য পর্ব্ব স্পর্শ

* মালা-জপের অন্যান্য বিবরণ ৪র্থ খণ্ডে আছে।

করিবে। শক্তিবিষয়ে অনামিকার মূল পর্ব্ব, কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ব্ব, অনামিকার অগ্র পর্ব্ব, এবং মধ্যমার অগ্র, মধ্য ও মূল পর্ব্ব স্পর্শ করিবে)।

সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিলে জপ নিষ্ফল হয়, সহস্রবার জপ উত্তম, শতবার জপ মধ্যম, এবং দশবার জপ অধম। অতএব ১০ বারের ন্যূন জপ নিষ্ফল। সর্ব্ববিধ জপের পর ৮ বার অধিক জপ করিবে, সুতরাং ১০ বার জপে ১৮, ১০০ জপে ১০৮, ও ১০০০ জপে ১০০৮ বার জপ কর্ত্তব্য (১০ বার জপে ৮ বার অধিক জপ কেহ করেন না)। জপকালে অঙ্গুলী সকল পরস্পর সংযুক্ত রাখিবে (ফাঁক-ফাঁক না থাকে)। তাড়াতাড়ি না করিয়া ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, এবং এক একটি পর্ব্ব ধরিয়া সংখ্যা রাখিবে। জপকালে অন্য কথা, ক্রোধ, মোহ, হাঁচি, নিদ্রা, থুথু ফেলা, হাই তোলা, গাত্রভঙ্গ, নাভির নিম্ন অঙ্গ স্পর্শ এবং ইতস্ততঃ ও স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টি পরিত্যাগ করিবে। দৈবাৎ হইলে আচমন (বা দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ) ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে। বেড়াইতে বেড়াইতে, হাসিতে হাসিতে, পার্শ্বে চাহিতে চাহিতে, কথা কহিতে কহিতে, প্রৌঢ়পাদে বসিয়া (২০ পৃঃ ক টীঃ) এবং মাথায় কাপড় দিয়া জপ করিতে নাই। জলে অবস্থিত হইয়া গায়ত্রী জপ করিবার নিষেধ আছে, কিন্তু আর্দ্রবস্ত্রে করিতে পারা যায় *।

প্রদক্ষিণ।

দেবতা প্রভৃতিকে আপন দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া পরিভ্রমণ করাকে প্রদক্ষিণ বলে। প্রদক্ষিণকালে (সম্ভব হইলে) দক্ষিণ হস্তে অর্ঘ্যযুক্ত শঙ্খ ধারণ, বামহস্তে ঘণ্টাবাদন, এবং মুখে স্তব উচ্চারণ করিবে।

---

* কদাচিদপি নো বিদ্বান্ গায়ত্রীমুদকে জপেৎ। গায়ত্র্যগ্নিমুখী প্রোক্তা তস্মাদুত্থায় তাং জপেৎ॥—গোভিল। যদি স্যাৎ ক্লিন্নবাসা বৈ গায়ত্রীমুদকে জপেৎ। অন্যথা তু শুচৌ ভূম্যাং কুশোপরি সমাহিতঃ॥—শঙ্খ।

শক্তিকে ১ বার, সূর্য্যকে ৭ বার, এবং অন্যান্য দেবতাকে ৩ বার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। শিবকে অর্দ্ধ-প্রদক্ষিণ করিবে (অর্থাৎ শিব-মূর্ত্তির অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত গিয়া, তথা হইতে পিছু হটিয়া আবার অগ্নিকোণে আসিবে)।

প্রণাম।

প্রণাম তিনপ্রকার—অষ্টাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ ও ত্র্যঙ্গ।

চক্ষু দ্বারা মূর্ত্তি দর্শন ও মন দ্বারা চিন্তা, এবং জানুদ্বয়, পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, বক্ষ ও মস্তক—এই পাঁচ অঙ্গ ভূমি-লগ্ন করিয়া, বাক্য দ্বারা প্রণামমন্ত্র পাঠ করত দণ্ডবৎ প্রণামকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে। উক্তরূপে দৃষ্টি ও বাক্য দ্বারা এবং জানুদ্বয়, করদ্বয়, ও মস্তক দ্বারা ভূমিস্পর্শপূর্ব্বক যে প্রণাম, তাহা পঞ্চাঙ্গ প্রণাম। এবং মস্তকে অঞ্জলি স্থাপনপূর্ব্বক যে প্রণাম, তাহাকে ত্র্যঙ্গ প্রণাম বলে। অষ্টাঙ্গ প্রণাম উত্তম, পঞ্চাঙ্গ প্রণাম মধ্যম, এবং ত্র্যঙ্গ প্রণাম অধম। শিব ও শক্তিকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া, এবং অন্যান্য দেবতাকে বাম দিকে রাখিয়া, প্রণাম করিবে। কিন্তু সম্মুখে রাখিয়া সকল দেবতাকেই প্রণাম করা যাইতে পারে। গুরুজন ও দেব-প্রতিমাকে দেখিলেই প্রণাম করিতে হয়। স্ত্রী, শূদ্র ও অনুপনীত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত বা পূজিত দেবতাকে ব্রাহ্মণে প্রণাম করিবেন না; কিন্তু অনাদিলিঙ্গ হইলে করিতে পারেন। পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনকে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে প্রণাম করা কর্ত্তব্য। গুরুজনদিগকে সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিবে; কিন্তু তাঁহারা বেগে গমন করিতে থাকিলে, অপবিত্র থাকিলে, অন্যমনস্ক থাকিলে, তৈল মাখিলে, স্নান বা আহার করিতে থাকিলে, জপ বা হোম করিতে থাকিলে, এবং তাঁহাদের হস্তে পুষ্প, মৃত্তিকা, কুশ, জল, অগ্নি বা অন্ন থাকিলে, সে সময়ে প্রণাম করিবে না। এক হস্তে প্রণাম করিতে নাই; পশ্চাদ্ভাগেও প্রণাম করিবে না। পিতৃব্য, পিতৃষ্বসা, মাতুল ও মাতৃষ্বসা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে প্রণাম করিবে না। কিন্তু গুরুপত্নী, ভ্রাতৃজায়া ও

বিমাতা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও প্রণম্য। মাতা ভিন্ন কোনও স্ত্রীলোকের পদধূলি লইবে না। পিতা ও মাতা একত্র থাকিলে অগ্রে পিতাকে প্রণাম করিয়া, পরে মাতাকে প্রণাম করিবে (গর্ভে ধারণ ও পোষণের জন্য পিতা অপেক্ষা মাতা গুরুতর হইলেও পিতা অগ্রে পূজ্য ও প্রণম্য; শাস্ত্রে আছে—শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে মথুরায় গিয়া অগ্রে বসুদেবকে প্রণাম করিয়া পরে দেবকীকে প্রণাম করিয়াছিলেন *)। ব্রাহ্মণে প্রণাম করিলে "বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া প্রতিপ্রণাম করিবে। পুত্রাদি প্রণাম করিলে "স্বস্তি" বলিবে। হীনবর্ণে প্রণাম করিলে "জয়োঽস্তু," "কল্যাণমস্তু," "ধর্ম্মে মতিরস্তু" ইত্যাদি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে। আশীর্ব্বাদকালে, দক্ষিণ কর উত্তান-(চিৎ)-ভাবে অধঃপ্রসারিত করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অনামিকার মূলপর্ব্ব স্পর্শরূপ বরমুদ্রা দেখাইবে। রাত্রিতে প্রণাম, আশীর্ব্বাদ নিষিদ্ধ বলিয়া "প্রাতঃপ্রণাম", ও "প্রাতর্জ্জয়োঽস্তু" বলিতে হয়। †

মুদ্রা। ‡

১। অঙ্কুশমুদ্রা—দক্ষিণ হস্তকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, উহা হইতে মধ্যমাকে সরলভাবে এবং তর্জ্জনীকে বক্রভাবে বাহির করিবে।

২। মৎস্যমুদ্রা—দক্ষিণ হস্তকে অধোমুখ করিয়া তাহার পৃষ্ঠে বাম হস্তকে অধোমুখ করিয়া ধরিবে, এবং উভয় অঙ্গুষ্ঠকে বাহির করিয়া রাখিবে।

৩। কূর্ম্মমুদ্রা—বাম করতল উর্দ্ধমুখ করিয়া, তাহার অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যবর্ত্তি স্থানে, অধোমুখীকৃত দক্ষিণ করতলের মধ্যমা ও অনামিকা সংযোগ করিবে। পরে দক্ষিণ তর্জ্জনীর অগ্রভাগে বাম অঙ্গুষ্ঠের

---

* কৃষ্ণোঽপি বসুদেবস্য পাদৌ জগ্রাহ সত্বরঃ। দেবক্যাশ্চ মহাবাহুর্বলদেবসহায়বান্ ॥—বিষ্ণুপুরাণ।

† ন রাত্রৌ দধি ভুঞ্জীত তিক্তসক্তুতিলাংস্তথা। প্রণামকাশিষঞ্চৈব নৈব কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। যদি তত্র প্রকুর্ব্বীত প্রাতঃপূর্ব্বমুদীরয়েৎ ॥—স্মৃতি।

‡ দেবতার 'মুদ্' প্রীতি 'রা' দান করে বলিয়া মুদ্রা।

অগ্রভাগ, এবং দক্ষিণ কনিষ্ঠার অগ্রভাগে বাম তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া, বাম হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা দক্ষিণ কনিষ্ঠার মূল স্পর্শ করিবে।

৪। আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা *—(১) উত্তান (চিৎ) ভাবে অঞ্জলি করিয়া উভয় অঙ্গুষ্ঠ উভয় অনামিকার মূলে যোগ করিয়া "(ওঁ) অমুক-দেবতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" বলিবে। (২) ঐরূপ অঞ্জলিকে অধোমুখ করিয়া "ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ" বলিবে। (৩) অঙ্গুষ্ঠদ্বয় বাহিরে রাখিয়া উভয়মুষ্টি পরস্পর মুখামুখি সংযোগ করিয়া "ইহ সন্নিধেহি" বলিবে। (৪) ঐ মুষ্টিদ্বয়ের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে প্রবেশ করাইয়া "ইহ সন্নিরুধ্যস্ব" বলিবে। ঐরূপ মুষ্টিদ্বয়কে চিৎ করিয়া "অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ" বলিবে।

৫। তত্ত্বমুদ্রা—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাগ্রে অনামিকাগ্র সংযোগ।

৬। ধেনুমুদ্রা—হাত জোড় করিয়া, বাম হস্তের অঙ্গুলীর মধ্যে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীগুলি প্রবেশ করাইয়া, দক্ষিণ তর্জ্জনী বাম মধ্যমাতে, বাম তর্জ্জনী দক্ষিণ মধ্যমাতে, বাম কনিষ্ঠা দক্ষিণ অনামিকাতে, এবং দক্ষিণ কনিষ্ঠা বাম অনামিকাতে যোগ করিবে।

৭। সংহারমুদ্রা—বাম করতল অধোমুখ করিয়া, তদুপরি দক্ষিণ করতল চিৎ করিয়া রাখিবে। তৎপরে বামহস্তের অঙ্গুলীগুলির মধ্যে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীগুলি প্রবেশ করাইয়া, উভয় হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া মোড় দিয়া বক্ষের কাছে ঘুরাইয়া আনিয়া, উভয় তর্জ্জনী এককালে নির্গত করিয়া পরস্পরের অগ্রভাগ স্পর্শ করিবে।

৮। প্রাণাহুতিমুদ্রা (পঞ্চগ্রাসমুদ্রা)—তর্জ্জনী মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ-

---

* (১) আবাহনী, (২) স্থাপনী, (৩) সন্নিধাপনী, (৪) সন্নিরোধনী, (৫) সম্মুখীকরণী। বহু দেবতা হইলে—পূজনীয়দেবতাঃ ইহাগচ্ছন্তু ইহাগচ্ছত, ইহ তিষ্ঠত ইহ তিষ্ঠত; ইহ সন্নিধত্ত; ইহ সন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত, মম পূজাং গৃহ্নীত। [illegible]শিবপূজায় আছে।

সংযোগে প্রাণমুদ্রা, মধ্যমা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ-সংযোগে অপানমুদ্রা ; সর্ব্বাঙ্গুলী-সংযোগে সমানমুদ্রা, তর্জ্জনী ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গুলী সংযোগে উদান-মুদ্রা, অনামিকা, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ-সংযোগে ব্যানমুদ্রা *

দৈবাদি তীর্থ।

১। দৈবতীর্থ—অঙ্গুলীর অগ্রভাগ।

২। কায়তীর্থ (প্রজাপতি-তীর্থ)—কনিষ্ঠার মূল।

৩। পিতৃতীর্থ—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্য।

৪। ব্রাহ্মতীর্থ—অঙ্গুষ্ঠের মূল (১৪ পৃঃ * টীঃ)।

পাদ-প্রক্ষালন।—সর্ব্বত্রই অগ্রে বাম পদ, পরে দক্ষিণ পদ প্রক্ষালন করিবে ও করাইবে। কিন্তু যদি কোনও ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন করে, তবে তাহাকে অগ্রে দক্ষিণ পদ প্রক্ষালন করিতে দিবে। দেবকার্য্যে অর্থাৎ পূজাদিতে পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে, পিতৃকার্য্যে (অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিতে) দক্ষিণমুখে, এবং অন্য সময়ে পশ্চিমমুখে পাদপ্রক্ষালন করিবে। কাংস্যপাত্রে পাদ প্রক্ষালন করিতে নাই। জানু অবধি চরণদ্বয়, এবং মণিবন্ধ (কব্জি) অবধি করদ্বয় প্রক্ষালন করিলে অধিক পবিত্রতা লাভ হয়।

বস্ত্র-পরিধান।—ত্রিকচ্ছ বা তেকোঁচ করিয়া বস্ত্র পরিধান করিবে (পুরুষেরা কোঁচার খুঁটও নাভির নিকট গুঁজিবে) এবং

---

* দ্বিজাতিদিগের ভোজনকালে গণ্ডূষে ও দেবতাকে ভোগ দিতে এই মুদ্রা ব্যবহার করিতে হয়। ইহার মন্ত্র তৃতীয়খণ্ডে "গণ্ডূষ ও পঞ্চগ্রাস" প্রকরণে আছে। বেদভেদে এই ক্রমের ব্যতিক্রম আছে ; কিন্তু উল্লিখিত ক্রম পৌরাণিক বলিয়া সর্ব্ববেদীর সমান। যথা—প্রাণাদিপদেন বক্ষ্যমাণ-প্রাণাপানসমানোদানব্যানানাং ক্রমেণ গ্রহণম্। এষ ক্রমঃ পৌরাণিকত্বাৎ সর্ব্বসাধারণঃ (আহ্নিকতত্ত্ব)। তন্ত্রমতে অন্যপ্রকার যথা—কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠে প্রাণমুদ্রা ; মধ্যমা তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠে অপানমুদ্রা ; মধ্যমা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠে ব্যানমুদ্রা ; কনিষ্ঠা ভিন্ন সমুদয় অঙ্গুলীতে উদানমুদ্রা ; এবং সর্ব্বাঙ্গুলীতে সমানমুদ্রা

বামদিকের কসি অধোমুখে গুঁজিবে। সূচিবিদ্ধ (সেলাই করা), ছিন্ন, দগ্ধ, পরকীয়, মুষিকোৎকীর্ণ (ইঁদুরে কাটা), রজকধৌত, নীল (কৃষ্ণবর্ণ বা কালাপেড়ে), দশাহীন (মুড়ো), মলিন ও অপবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং জামা (সেলাই করা না হইলেও) গায়ে দিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে না। ধৌত (ধোওয়া) ও শুভ্র (সাদা) বস্ত্রই প্রশস্ত *। পরিহিত বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই অপবিত্র হয়। রাত্রিবাস এবং যে বস্ত্র পরিয়া মৈথুন ও মলমূত্রত্যাগ করা যায়, তাহা অপবিত্র †। প্রক্ষালন না করিয়া ঐ সকল বস্ত্র ব্যবহার করিবে না। কিন্তু ক্ষৌম ও লোমজ বস্ত্র (তসর, গরদ, কম্বল প্রভৃতি) ঝাড়িয়া লইলেই শুদ্ধ হয়, এবং কীটদষ্টাদি হইলেও চলিতে পারে। নাভি ঢাকিয়া বস্ত্র পরিধান করিতে হয়। যে বস্ত্রে নাভি হইতে জানু (হাঁটু) পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত না হয়, তাহা পরা না পরায় সমান। প্রেততর্পণ ভিন্ন এক বস্ত্রে কোনও কার্য্য করিতে নাই, উত্তরীয় বস্ত্র আবশ্যক। পরিধেয় ও উত্তরীয় একজাতীয় সূত্রনির্ম্মিত হওয়াই উচিত, তবে নাগাবলী হইলে, ভিন্ন সূত্রেরও চলিতে পারে। স্নান ভিন্ন কোনও কার্য্যে উত্তরীয়রূপে গামছা ব্যবহার করিবে না। উত্তরীয় বস্ত্র যজ্ঞসূত্রের (পইতার) ন্যায় ধারণ করিবে। সকল কার্য্যেই উপবীতী হইবে (অর্থাৎ উত্তরীয়কে বাম স্কন্ধে রাখিবে);

---

* বাম-কটি, পৃষ্ঠ ও নাভিকে কচ্ছ বা কক্ষ বলে। ঐ ত্রিকচ্ছে কাপড় গুঁজিতে হয়। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা নাভির নিকটে খুঁট, ডাইন দিকের পৃষ্ঠে একটি কসি এবং বাঁ দিকে একটি কসি গুঁজিয়া কাপড় পরে। তাহাতেই তাহাদের "তেকোঁচ" করিয়া পরা হয়, এবং "একবস্ত্রেদ্ বাসো ভবতি, তস্য উত্তরার্দ্ধেন প্রচ্ছাদয়তি" (একখানি-মাত্র বস্ত্র হইলে তাহার উত্তরার্দ্ধ দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন করিবে) এই পারস্কর-বচন অনুসারে উত্তরীয়-বস্ত্রাভাবে আঁচল গায়ে দিয়াও তাহারা নিত্যকর্ম্ম করিতে পারে। পুরুষে কোঁচার খুঁট গায়ে দিলে ত্রিকচ্ছ থাকে না।

† কীটস্পৃষ্টন্তু যদ্বস্ত্রং পুরীষং যেন কারিতম্। মূত্রং বা মৈথুনং বাপি তদ্বস্ত্রং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥—অঙ্গিরা। যাবচ্চ রাত্রিবাসোঽস্তি তাবদপ্রযতো নরঃ। তস্মাদ্ ‘বস্ত্রেণ তৎ ত্যাজ্য-বাসো শুদ্ধিমজীপ্সতা ॥—দক্ষ। কর্ম্ম কুর্য্যান্ন কঞ্চুকী।—স্মৃতি।

কেবল পিতৃ-কার্য্যে প্রাচীনাবীতী হইবে (অর্থাৎ উত্তরীয়কে দক্ষিণ স্কন্ধে রাখিবে), এবং মনুষ্যতর্পণে নিবীতী হইবে (অর্থাৎ উত্তরীয়কে মালার ন্যায় কণ্ঠলম্বিত করিবে)। দ্বিজাতিরা উত্তরীয়ের সঙ্গে যজ্ঞসূত্রকেও উক্ত রূপে রাখিবেন *। জলে আর্দ্রবস্ত্রে, স্থলে শুষ্কবস্ত্রে † কার্য্য করিবে। জলে স্থলে কার্য্য করিতে হইলে, শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া, তীরে বসিয়া এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিবে।

দিগ্‌ নির্ণয়।—দেবকার্য্য পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে করিবে; কিন্তু রাত্রিকালে সকল দেবকার্য্যই উত্তরমুখে কর্ত্তব্য। সন্ধ্যা পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে (ঋগ্বেদীর সায়ংসন্ধ্যা ঈষৎ-পশ্চিম বায়ুকোণাভিমুখে) করিবার বিধি আছে ‡। হোমকার্য্য (কি দিনে, কি রাত্রে) পূর্ব্বমুখেই করিবে। শিবপূজা ও শ্যামাপূজা সকল কালেই উত্তরমুখে কর্ত্তব্য। সঙ্কল্প উত্তরমুখে এবং দান পূর্ব্বমুখে করিতে হয়; কিন্তু স্নানের সঙ্কল্প পূর্ব্বমুখে, § এবং কন্যাদান উত্তরমুখে (সাগ্নিকের পক্ষে পশ্চিমমুখে)। পিতৃকার্য্য দক্ষিণমুখে কর্ত্তব্য।

আসন।—কাষ্ঠাসনে, কেবল বস্ত্রাসনে, ও ভূমিতে বসিয়া, এবং দাঁড়াইয়া কর্ম্ম করা নিষিদ্ধ। কিন্তু ভূমিতে প্রৌঢ়পাদে (২০ পৃঃ টীঃ) বসিয়া, এবং জানুর উর্দ্ধ জলে দাঁড়াইয়া কর্ম্ম করা যাইতে পারে।

---

* যে উত্তরীয় বা যজ্ঞসূত্রকে উক্তরূপে রাখা হয়, তাহাকে যথাক্রমে উপবীত, প্রাচীনাবীত ও নিবীত বলে। উপবীত যার আছে, সে উপবীতী; স্ত্রীলিঙ্গে উপবীতিনী ইত্যাদি। স্ত্রীলোকেও যজ্ঞোপবীতের ন্যায় উত্তরীয় ধারণ করিবে।

† আর্দ্রবস্ত্রে সাত বার বাতাস লাগাইলেও তাহা শুষ্কবৎ গণ্য।

‡ উপবিশ্য···প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা।—গোভিল। সায়মুত্তরাপরাভিমুখোঽবষ্টমদেশঃ সাবিত্রীং জপেদর্দ্ধাস্তমিতে মণ্ডল আ নক্ষত্র-দর্শনাৎ।—আশ্বলায়ন। সায়ংকালে উত্তরাং পরাং দিশমভিমুখঃ বায়ুকোণাভিমুখ ইত্যর্থঃ। তত্রাপি নাস্নসাভিমুখঃ, অপিতু অবষ্টম-দেশমভিমুখঃ; প্রতীচ্যাং দিশি য উত্তরো ভাগস্তদভিমুখ ইত্যর্থঃ।—ভাষ্যকার।

§ আরাম (উপবন) ও জলাশয় উৎসর্গের সঙ্কল্পও পূর্ব্বমুখে করিতে হয়।

উপবেশন।—দেবকার্য্যে ডাহিন পায়ের উপর বাঁ পা রাখিয়া, এবং পিতৃকার্য্যে বাঁ পায়ের উপর ডাহিন পা রাখিয়া বসিতে হয়।

কাল-নির্ণয়।—দিনমানকে তিন ভাগ করিলে প্রথম ভাগকে পূর্ব্বাহ্ণ, দ্বিতীয় ভাগকে মধ্যাহ্ন, ও তৃতীয় ভাগকে অপরাহ্ণ বলে। প্রাতঃকৃত্য, দেবপূজা ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের কাল পূর্ব্বাহ্ণ *, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ ও ভোজনের কাল মধ্যাহ্ন; এবং পার্ব্বণশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণের কাল অপরাহ্ণ। প্রাতঃসন্ধ্যার মুখ্যকাল (প্রকৃত সময়) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ১ দণ্ড ও পরে ১ দণ্ড, মধ্যাহ্নসন্ধ্যার মুখ্যকাল ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ের পূর্ব্বে ২ দণ্ড, এবং সায়ংসন্ধ্যার মুখ্যকাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ১ দণ্ড ও পরে ১ দণ্ড †। মুখ্যকালে প্রাতঃসন্ধ্যাদি করা না ঘটিলে গৌণ কালে (অর্থাৎ অন্য সময়ে) করা যায়, কিন্তু অনুক্রমে (অর্থাৎ যার পর যে কার্য্য করিবার বিধি আছে, তদনুসারে) করিতে হইবে। মধ্যাহ্নসন্ধ্যা পূর্ব্বাহ্ণেও করিতে পারা যায় ‡। সন্ধ্যা পতিত হইলে (অর্থাৎ মুখ্যকাল অতীত হইবার পরে করিতে হইলে) অগ্রে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ১০ বার গায়ত্রী জপ করিতে হয় (বৈদিক সন্ধ্যায় বৈদিক গায়ত্রী, ও তান্ত্রিক সন্ধ্যায় তান্ত্রিক গায়ত্রী জপ করিবে)। সায়ংসন্ধ্যার গৌণকাল পরদিনের প্রাতঃসন্ধ্যার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত (তৎপূর্ব্বে রাত্রিভোজন নিষিদ্ধ)। প্রাতঃ-সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নসন্ধ্যার গৌণকাল সায়ংসন্ধ্যার গৌণকাল পর্য্যন্ত (তৎপূর্ব্বে দিবাভোজনও নিষিদ্ধ)। একদিনের কোনও সন্ধ্যা পতিত হইলে দিনান্তরে তাহা আর করিতে হয় না §, কিন্তু তজ্জন্য নিত্যকর্ম্মবাধের

---

* আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ দেবকার্য্য; সেই জন্য অন্য শ্রাদ্ধ করিয়া সায়ংসন্ধ্যা, দানাদি যে সকল কার্য্য করিতে নিষেধ আছে, এ শ্রাদ্ধে সে সমস্ত কার্য্য নিষিদ্ধ নহে।

† পূর্ব্বাপরে তথা সন্ধ্যে সনক্ষত্রে প্রকীর্ত্তিতে সমসূর্য্যেঽপি মধ্যাহ্নে মুহূর্ত্তে সপ্তমোপরি।—স্মৃতি।

‡ "অনাগ্নিমাচরেৎ কুর্য্যাৎ মধ্যাহ্নাৎ প্রাগবিশেষতঃ" ইতি বশিষ্ঠবচনাৎ প্রাতরপি মধ্যাহ্নকর্ম্মানুষ্ঠানম্।—রঘুনন্দন।

§ প্রাতঃসন্ধ্যায়াঃ পতিতত্বে তদ্দিবসীয়-সায়ংসন্ধ্যা-গৌণকালকর্ত্তব্যতা, সন্ধ্যাহীনোঽ-

প্রায়শ্চিত্ত—একদিন উপবাস বা তদনুকল্প আট পণ কড়ির মূল্য (৵৹) দক্ষিণার সহিত উৎসর্গ করিতে হইবে *। সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী, এবং শ্রাদ্ধদিনে বৈদিক সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ (সুতরাং গৌণকালেও কর্ত্তব্য নহে ; কিন্তু যে দিন সায়ংসন্ধ্যার নিষেধ নাই, সেদিন গৌণকালে সংক্রান্তি ও পূর্ণিমাদি তিথিতেও উহা করিতে পারা যায়) †। তান্ত্রিক সায়ংসন্ধ্যা কোনও দিনেই নিষিদ্ধ নহে ‡। রাত্রিকালে দান নিষিদ্ধ, কিন্তু অভয়, বিদ্যা, কন্যা (কন্যাদানকালীন যৌতুকও), দীপ, অন্ন ও আশ্রয় দান করা যায় ; গ্রহণে রাত্রিকালেও দান বিহিত।

প্রাতঃকৃত্য।—মলমূত্রত্যাগ, দন্তধাবন, স্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা—এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্মকেই প্রাতঃকৃত্য বলে। প্রাতঃকৃত্য না করিয়া দেব-কার্য্য বা পিতৃকার্য্য করিলে তাহা নিষ্ফল হয়। বমনান্তে, ক্ষৌরকর্ম্মান্তে ও মৈথুনান্তে স্নান না করিয়া কোনও কার্য্য করিতে নাই §। স্নান না করিলে আর্দ্রবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া ফেলিবে।

শুচির্বিপ্রো হ্যর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ইত্যনেন তদ্দিনকৃত্যানধিকারোক্তেঃ। কিন্তু পূর্ব্বদিবসীয়-সন্ধ্যায়াঃ পরদিবসীয়কৃত্যাধিকারিত্বাপ্রয়োজকত্বেন পূর্ব্বদিবসীয়প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসন্ধ্যয়োঃ পর-দিবসীয়-সন্ধ্যাকালে ন কর্ত্তব্যতেতি।—মলমাসতত্ত্বে গোবামিটীকা।

* বেদোদিতানাং নিত্যানাং কর্ম্মণাং সমতিক্রমে। স্নাতকব্রতলোপে চ প্রায়শ্চিত্ত-মভোজনম্।—মনু। তন্ত্রমতে নিত্যকর্ম্মের বাধে ইষ্টমন্ত্র ১০০ (বৈষ্ণবের পক্ষে ১০০০) জপ, ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের বাধে ১০০০ (বৈষ্ণবের পক্ষে ১০০০০) জপ। এবং সঙ্কর ঘটিলে (অর্থাৎ বহু নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের বাধ হইলে) ১০০০০ জপ করিতে হয়। যথা—"নিত্যাতিক্রমদোষাণাং শান্ত্যৈ বিপ্রাং শতং জপেৎ। নৈমিত্তিকাতিক্রমণে সহস্রং প্রজপেন্মনুম্॥"—তন্ত্ররাজ। "নিত্যে সহস্রং প্রজপেৎ নৈমিত্তিকে তথাযুতম্॥"—গৌতমীয়তন্ত্র (বিষ্ণুবিষয়ে)। সর্ব্বেষামেব পাপানাং সঙ্করে সমুপস্থিতে। প্রায়শ্চিত্তং তন্ত্রোক্ত-মযুতং মন্ত্রজাপজঃ॥"—তন্ত্ররাজ।

† গায়ত্রীজপই প্রকৃত সন্ধ্যা ; মার্জ্জনাদি কার্য্য উহার আনুষঙ্গিক। সুতরাং গায়ত্রীজপও কর্ত্তব্য নহে (সন্ধ্যাতত্ত্ব দেখ)।

‡ সন্ধ্যা সায়ন্তনী কার্য্যা দ্বাদশ্যাদিষ্বপি প্রিয়ে। অকুর্ব্বন্ নিরয়ং যাতি যস্মো নিত্যাগমক্রিয়া।—তন্ত্র।

§ মন্ত্রস্নান (অর্থাৎ "শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ" হইতে "কারিষমবো ধঃ" পর্য্যন্ত মন্ত্রে মার্জ্জন) করিয়া সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম করা যাইতে পারে।

বৈদিক ও তান্ত্রিক কৃত্য।—অগ্রে বৈদিক কার্য্য করিয়া পরে তান্ত্রিক কর্ম্ম করিবে। এক-একপ্রকার বৈদিক কর্ম্মের পর তত্তৎ-প্রকার তান্ত্রিক কর্ম্ম কর্ত্তব্য। বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে অশক্ত হইলে, কেবল ১০ বার গায়ত্রী জপ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিবে এবং ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া ১০ বার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। সায়ংসন্ধ্যা, সায়ংসমিদাধান *(এবং নিত্যপূজার "শীতল" দেওয়া) ভিন্ন আর কোনও দেবকার্য্য বা পিতৃকার্য্য ভোজন করিয়া (এমন কি, জল পর্য্যন্ত খাইয়াও) করিতে নাই; কিন্তু ঔষধ খাইয়া করিতে পারা যায়। পরন্তু ইক্ষু (আক), জল, দুগ্ধ, তাম্বূল, ফল ও ঔষধ খাইয়া স্নানাদিরূপ কার্য্য করা যাইতে পারে †।

জল, কুশ, তিল ও মৃত্তিকা।—গঙ্গাজল ভিন্ন পর্য্যুষিত (বাসি) ও নিবেদিত জলে পূজাদি হয় না ‡। কলসী হইতে জল গড়াইবার সময় বাঁ হাতে কলসী কাইত করিয়া ডাইন হাতে পাত্র ধরিবে। উপুড় হাতে ঘটী প্রভৃতির কাণা ধরিয়া পূজার জল আনিতে নাই। বৃষ্টিজল ও নদ্যাদির প্রথম বেগের জল অব্যবহার্য্য। হরিশয়নে কুশ, কেশে ও মৃত্তিকা বাসি ব্যবহার্য্য নহে, কিন্তু গঙ্গামৃত্তিকা, এবং শ্রাবণী অমাবস্যায় (জন্মাষ্টমীর পর) কুশ তুলিয়া রাখিলে তাহা বাসি ব্যবহার করা যায়। সধবা স্ত্রীদিগের কুশ, কেশে, তিল ও কুশাসন ব্যবহার নিষিদ্ধ (কুশের পরিবর্ত্তে দূর্ব্বা, তিলের পরিবর্ত্তে যব, এবং কুশাসনের পরিবর্ত্তে কম্বলাদির আসন ব্যবহার্য্য)। যে পুরুষের পিতা জীবিত থাকে, তাহাকে মাতৃশ্রাদ্ধাদি কার্য্যে কৃষ্ণতিলে তর্পণ করিতে নাই §।

---

* স্নানং সন্ধ্যা তর্পণাদি জপহোমামরার্চ্চনম্। উপবাসবতা কার্য্যং সায়ংসন্ধ্যাহুতিং বিনা॥—বরাহপুরাণ।

† জলস্যাপি নরশ্রেষ্ঠ ভোজনাদ্ ভেষজাদৃতে। নিত্যক্রিয়া নিবর্ত্তেত কাম্যনৈমিত্তিকৈঃ সহ॥—কালিকাপুরাণ। ইক্ষুমাপঃ পয়শ্চৈব তাম্বূলং ফলমৌষধম্। ভক্ষয়িত্বা তু কর্ত্তব্যাঃ স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥—স্মৃতি।

‡ বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং পুষ্পং বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং জলম্। ন বর্জ্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্জ্যং জাহ্নবীজলম্॥—নারদ।

§ শ্বেত তিলে করিবে।

অঙ্গুরীয়।—নিত্যকর্ম্মে না করিলেও, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মে তর্জ্জনীতে রৌপ্য অঙ্গুরীয়, এবং অনামিকার মূলপর্ব্বে স্বর্ণ অঙ্গুরীয় ও মধ্যপর্ব্বে কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করিবে। রৌপ্য ও স্বর্ণ অঙ্গুরীয়ের অভাবে কেবল কুশাঙ্গুরীয়ও ধারণীয় *।

অশৌচ।—শুচি হইয়াই সকল কর্ম্ম করিতে হয়। জননাশৌচে ও মরণাশৌচে সন্ধ্যাদি কোনও কার্য্যই করিতে নাই, কেবল গায়ত্রীজপ, ইষ্টমন্ত্রজপ, এবং মানসে শিবপূজা ও ইষ্টপূজা করিতে পারা যায়। ক্ষতাশৌচ (রক্তপাত) হইলে, সে দিন সন্ধ্যা ভিন্ন আর কোনও কর্ম্ম করা নিষিদ্ধ। পুরুষের ও অনূঢ়া কন্যার পিতৃ-মাতৃ-মরণে এবং বিবাহিতা স্ত্রীর কেবল পতিমরণে সপিণ্ডীকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত দেহাশুদ্ধি থাকে। দেহাশুদ্ধিতে কেবল নিত্যকর্ম্ম, প্রেততর্পণ (অন্য তর্পণ নহে) এবং পিতা ও মাতার শ্রাদ্ধ করাই চলে। রজস্বলা স্ত্রী তিন দিন অশুচি; কিন্তু চতুর্থ দিনেও (নিত্য, নৈমিত্তিক বা কাম্য) কোনও কর্ম্ম করিতে পারে না; পঞ্চম দিন হইতে ঐ সকল কার্য্যে অধিকারিণী হয়। ১৭ দিনের মধ্যে পুনর্ব্বার ঋতুমতী হইলে অশুচি হয় না, কিন্তু ১৮ দিনে হইলে ১ দিন, ১৯ দিনে হইলে ২ দিন, এবং ২০ দিনে ও তৎপরে হইলে পূর্ব্ববৎ ৩ দিন অশৌচ হয়। গর্ভবতী নারী পাঁচ মাসের পর হইতে নিত্যকর্ম্ম ব্যতীত দেবকার্য্য বা পিতৃকার্য্য করিতে পারে না †। সর্ব্ববিধ অশৌচেই পূর্ব্বসঙ্কল্পিত ব্রতাদির জন্য কায়িক উপবাসাদি করিতে পারা যায়; কিন্তু

---

* দুই হাতের জন্য সামান্যতঃ তিনগাছি কুশে কুশাঙ্গুরীয় প্রস্তুত করিতে হয়। বিশেষ করিয়া করিতে হইলে, বাম হস্তের জন্য বহুকুশ (অন্ততঃ তিন গাছি), এবং দক্ষিণ হস্তের জন্য দুইগাছি, তিনগাছি বা চারিগাছিতে করিবে। প্রাদেশপ্রমাণ (অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ হইতে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত মাপের) কুশে ও দূর্ব্বায় অঙ্গুরীয়, ত্রিপত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হয়। পিতা জীবিত থাকিলে তর্জ্জনীতে রৌপ্য অঙ্গুরীয় ধারণ করিতে নাই; কিন্তু ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার সময়ে আছে।

† "পঞ্চমাসাধিকে গর্ভে গর্ভিণ্যা পচ্যতে যদি। হব্যং দেবা ন গৃহ্ণন্তি কব্যঞ্চ পিতরস্তথা।" —স্মৃতিবর্গ। রক্তস্রাব হইতে আরম্ভ হইলে নিত্যকর্ম্মও নিষিদ্ধ।

ব্রতপ্রতিষ্ঠা (পৃথক্‌সঙ্কল্পাই কার্য্য বলিয়া) করা যায় না (অন্য দ্বারাও করান যাইতে পারে না)। দুর্গোৎসবাদি নিয়মিত কার্য্য ও পূর্ব্বসঙ্কল্পিত ব্রতাদি কার্য্য গুরু বা পুরোহিত স্বয়ংবৃত হইয়া (যজমানের নামেই সঙ্কল্প করিয়া) করিবেন। অশৌচে স্নান (সঙ্কল্পপূর্ব্বক বৈধ স্নান নহে) ও আচমন করিতে দোষ নাই *।

প্রতিনিধি।—রোগাদি বশতঃ কোনও কার্য্য করিতে অশক্ত হইলে পুত্র, জামাতা, সহোদর ভ্রাতা, ভাগিনেয়, গুরু বা পুরোহিতকে শুচি অবস্থায় সেই কার্য্যের ভার দিলে নিজের করাই হয় (অশুচি অবস্থায় ভার দিতে নাই, তখন গুরু বা পুরোহিতকে স্বয়ংবৃত অর্থাৎ স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া সেই কার্য্য করিতে হইবে)। মধুর প্রতিনিধি গুড়, ঘৃতের প্রতিনিধি তিল-তৈল; কুশের প্রতিনিধি কেশে; সর্ব্বদ্রব্যের প্রতিনিধি যব, সর্ব্বপুষ্পের প্রতিনিধি দূর্ব্বা বা তণ্ডুল, সর্ব্ব-উপচারের প্রতিনিধি জল †, সর্ব্ব-বাদ্যের প্রতিনিধি ঘণ্টা। প্রতিনিধিদ্রব্য নিবেদন করিতে মূল দ্রব্যেরই নামোল্লেখ করিবে (অর্থাৎ "ধূপার্থোদকং" ইত্যাদি না বলিয়া "এষ ধূপঃ" ইত্যাদি বলিবে ‡)।

উপচার।—পূজার উপচার প্রধানতঃ তিনপ্রকার—ষোড়শোপচার, দশোপচার ও পঞ্চোপচার। ষোড়শোপচার যথা—আসন (রজতাদি), স্বাগত (কৃতাঞ্জলি হইয়া "অমুকদেবতে স্বাগতং তে" এই

---

* [illegible]-অবস্থায় অশুচির আনীত জলই আচমনে গ্রাহ্য।

† অলাভে সর্ব্বদ্রব্যাণামুদকেনাপি [illegible] জিতঃ। যো দদাতি ধকং হ্যাদং স [illegible] কিং ন পূজিতঃ।—নৃসিংহপুরাণ। সর্ব্বোপচারদ্রব্যাণা-মলাভে ভাবয়েৎ হি। নির্ম্মলেনোদকে-নাথ পূর্ণভেত্যাহ নারদঃ।—রাঘবভট্টধৃত।

‡ শব্দেষু বিপ্রতিপত্তিরিতি কাত্যায়নস্মরণম্। প্রতিনিহিতদ্রব্যে প্রকৃতশব্দঃ প্রয়োজ্যঃ প্রকৃতদ্রব্যবুদ্ধ্যা প্রতিনিধ্যুপাদানাৎ, শব্দান্তরপ্রয়োগে দ্রব্যান্তরবুদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। যথা আজ্য-স্থানে তু বিপ্রস্য পায়সেন [illegible] দর্শনাৎ জল-হস্ত-হোমপক্ষে আজ্য [illegible] এব প্রয়োগঃ।—রঘুনন্দন। ঘৃতং বা যদি বা তৈলং পয়ো বা যদি [illegible]। [illegible] বিনিবেদনে [illegible]।—পূজাসংগ্রহ।

বাক্য), পাদ্য (জল), অর্ঘ্য (দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, গন্ধ, পুষ্প, জল), আচমনীয় (জল), মধুপর্ক (দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, জল—কাংস্যপাত্রস্থ), আচমনীয়, স্নানীয়-জল, বস্ত্র, * আভরণ (রজতাভরণাদি), গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বন্দন (আতপতণ্ডুল লইয়া ৭ বার ঘুরান) †। দেবীপূজায়—মধুপর্কের পর আচমনীয় নহে, দীপের পর নেত্রাঞ্জন, এবং নৈবেদ্যের পর আচমনীয় ‡। কিন্তু সর্ব্বত্রই মধুপর্ক, স্নানীয়জল ও বস্ত্রের পরেও অতিরিক্ত আচমনীয় দিতে হয়, এবং নৈবেদ্যের পর আচমনীয়, পানার্থোদক ও তাম্বূল দিতে হয়। দশোপচার যথা—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক বা স্নানীয় জল, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য। পঞ্চোপচার—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য §। নিবেদনের বা দানের দ্রব্য, এবং যাঁহাকে নিবেদন বা দান করিতে হয় সেই ব্যক্তি, এই উভয়কেই অর্চ্চনা করিতে হয়। ষোড়শোপচার-দ্রব্যের প্রত্যেকটি পৃথক্ পৃথক্ অর্চ্চনা করিয়া দিবার ব্যবহার আছে ; যথা—বামহস্তে

---

* আর্দ্র বস্ত্র (ভিজা কাপড়) দিতে নাই (৩১ পৃঃ † টী)।

† আসনং স্বাগতং পাদ্য-মর্ঘ্য-মাচমনীয়কম্। মধুপর্কাচম-স্নান-বসনাভরণানি চ। সুগন্ধ-সুমনো-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-বন্দনম্। প্রয়োজয়েদর্চ্চনায়া-মুপচারাংস্তু ষোড়শ। (সুমনস্ —পুষ্প)।

‡ আসনং স্বাগতং পাদ্য-মর্ঘ্যমাচমনীয়কম্। মধুপর্কঃ স্নানজলং বস্ত্রং ভূষণকঞ্চবে। পুষ্পং ধূপশ্চ দীপশ্চ নেত্রাঞ্জনমতঃ পরম্। নৈবেদ্যাচমনীয়ে চ উপচারাস্তু ষোড়শ।

§ অর্ঘ্য-পাদ্যাচমনক-মধুপর্কাচমনান্যপি। গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা উপচারা দশ স্মৃতাঃ। (মধুপর্কেঽত্র স্নানীয়মিতি কৃত্বা ব্যবহরন্তি। পাদ্যঞ্চৈব তৃতীয়ন্তু চতুর্থ্যার্ঘ্যং প্রদাপয়েদিতি নরসিংহপুরাণাৎ, অর্ঘ্যপাদ্যাদিকং তথেতি মৎস্যপুরাণাচ্চ পাদ্যার্ঘ্যয়োরাঙ্গয়ে বিকল্পঃ—রঘুনন্দন)। গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তাঃ পূজাঃ পঞ্চোপচারিকাঃ।

এতদ্ভিন্ন অষ্টাদশ উপচার, ষট্ত্রিংশৎ উপচার ও চতুঃষষ্টি উপচারও আছে। তন্মধ্যে দুর্গাপূজায় চতুঃষষ্টি উপচার কাহারও কাহারও আবশ্যক হয় বলিয়া লিখিত হইতেছে। চতুঃষষ্টি উপচারের মধ্যে কোনও বস্তুর অভাবে বা অসম্ভবে তন্মন্ত্রপাঠেই তাহা সিদ্ধ হয়। যথা নবরত্নেশ্বরে—চতুঃষষ্ট্যুপচারাণামভাবে তন্মনুং জপেৎ। তত্তদেব কল্পং- [illegible] সাঙ্গং [illegible] ; চতুঃষষ্টি উপচারের মন্ত্রে প্রথমে "ঐং হ্রীং শ্রীং", তৎপরে

(উপুড হাতে *) ধরিয়া প্রোক্ষণ, এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদাধিপতয়ে (ওঁ) বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় (ওঁ) অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, এতৎ রজতাসনং (ওঁ) অমুকদেবতায়ৈ নমঃ ইত্যাদি। মূলমন্ত্র বলিলে, অগ্রে উহা বলিয়া তৎপরে (ওঁ) অমুকদেবতায়ৈ নমঃ বলিতে হয়। যথা—এতৎ রজতাসনং হ্রীং

উপচারের নাম এবং তৎপরে "কল্পয়ামি নমঃ" বলিতে হয়। যথা—ঐং হ্রীং শ্রীং পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ। ১। এইরূপ আসনং। ২। সুগন্ধিতৈলাভ্যঙ্গং। ৩। মজ্জনশালাপ্রবেশনং (স্নানগৃহে প্রবেশ)। ৪। মজ্জনমণ্ডপে মণিপীঠোপবেশনং। ৫। দিব্যস্নানীয়ং (জল)। ৬। উদ্বর্ত্তনং (গায়ের ময়লা তুলিবার জন্য হরিদ্রাদি)। ৭। উষ্ণোদকস্নানং। ৮। কনককলসস্থিত-সর্ব্বতীর্থাভিষেকং। ৯। ধৌতবস্ত্র-পরিমার্জ্জনং (গামছা)। ১০। অরুণবস্ত্র-পরিধানং (রক্তবস্ত্র)। ১১। অরুণবস্ত্রোত্তরীয়ং। ১২। আলেপমণ্ডপপ্রবেশনালেপমণিপীঠোপবেশনং। ১৩ চন্দনাগুরু-কুঙ্কুম-মৃগমদ-কর্পূর কস্তূরীরোচনা দিব্যগন্ধ-সর্ব্বাঙ্গানুলেপনং। ১৪। কেশভারস্য কালাগুরু-ধূপ-মল্লিকা মালতী জাতী-চম্পকাশোক-শতপত্র-পূগ-কুহরী-পুন্নাগ-কহ্লার-যূথী-সর্ব্বর্ত্তু কুসুম-মাল্যভূষণং। ১৫। ভূষণমণ্ডপপ্রবেশনং। ১৬। ভূষণমণিপীঠোপবেশনং। ১৭। নবরত্নমুকুটং। ১৮। চন্দ্রশকলং (অর্দ্ধচন্দ্রাভরণ)। ১৯। সীমন্তসিন্দূরং। ২০। তিলকং (টিপ)। ২১। কালাঞ্জনং (কাজল)। ২২। কর্ণপালীযুগলং (কাণবালা)। ২৩। নাসাভরণং। ২৪। অধরযাবকং (আলতা)। ২৫। গ্রথনভূষণং। ২৬। কনকচিত্র পদকং। ২৭। মহাপদকং। ২৮। মুক্তাবলীং। ২৯। কনকাবলীং। ৩০। দেবচ্ছন্দকং। ৩১। কেয়ূর-যুগল চতুষ্কং। ৩২। বলয়াবলীং। ৩৩। উর্ম্মিকাবলীং (অঙ্গুর চুর)। ৩৪। কাঞ্চীদামকটিসূত্রং। ৩৫। শোভাখ্যাভরণং। ৩৬। পাদকটকং (মল)। ৩৭। রত্ননূপুরং। ৩৮। পাদাঙ্গুরীয়কং। ৩৯। একরে পাশং। ৪০। অন্যকরে অঙ্কুশং। ৪১। ইতরকরেষু পুণ্ড্রেক্ষুচাপং (পুঁড় আক)। ৪২। অপরকরেষু পুষ্পবাণান্। ৪৩। শ্রীমন্মাণিক্যপাদুকাং। ৪৪। স্বসমান-বেশাস্ত্রাভরণদেবতাভিঃ সহ সিংহাসনারোহণং। ৪৫। কামেশ্বরপর্য্যঙ্কোপবেশনং। ৪৬। অমৃতাশনচষকং (পেয়ালা)। ৪৭। আচমনীয়ং। ৪৮। কর্পূরবাটিকাং। ৪৯। আনন্দোল্লাসবিলাসহাসং। ৫০। মঙ্গলারাত্রিকং। ৫১। শ্বেতচ্ছত্রং। ৫২। চামরযুগলং। ৫৩। দর্পণং। ৫৪। তালবৃন্তং। ৫৫। গন্ধং। ৫৬। পুষ্পং। ৫৭। ধূপং। ৫৮। দীপং। ৫৯। নৈবেদ্যং। ৬০। পানার্থজলং। ৬১। পুনরাচমনীয়ং। ৬২। তাম্বূলং। নমস্কারং। ৬৪।

* নিবেদনীয় দ্রব্য পিতৃকার্য্যে উত্তান (চিৎ) হস্তে, এবং দেবকার্য্যে ও মঙ্গলকার্য্যে ন্যুব্জ (উপুড়) হাতে ধরিতে হয়।

(ওঁ) দুর্গায়ৈ নমঃ ইত্যাদি *। "স্বাগত" কোনও দ্রব্য নহে বলিয়া উহার অর্চ্চনা নাই। তান্ত্রিক পূজায় অগ্রে মূলমন্ত্র, তৎপরে দ্রব্যের নাম, তৎপরে নিবেদনমন্ত্র (পূজামন্ত্র) বলিতে হয়; যথা—ক্রীং এতৎ পাদ্যং (ওঁ) কালিকায়ৈ নমঃ ইত্যাদি †। পূর্ব্বোক্ত উপচারের অভাবে কেবল গন্ধপুষ্পেও পূজা হইতে পারে ‡।

নিবেদন।—বাঁ হাতে বা এক হাতে কোনও দ্রব্য নিবেদন করিতে নাই। অম্বারব্ধ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা § নিবেদন করিবে। নিবেদনীয় দ্রব্য ও পূজার জলাদিতে নখস্পর্শ না হয়। অর্ঘ্য—দেবতার মস্তকে দিতে হয়। গন্ধ—কনিষ্ঠার অগ্রভাগে লইয়া অঙ্গুষ্ঠ-সংযোগে ছিটাইয়া দিবে; পুষ্পাদিতে মাখাইয়া দিতে হইলে অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা উহা ধরিবে ¶ (গন্ধাদি দ্রব্য অগ্রে স্বয়ং ব্যবহার করিলে

---

* সম্প্রদান শব্দ নিত্যক্লীবলিঙ্গ, সুতরাং তিন লিঙ্গেই "সম্প্রদানায়" হইবে। বস্তুং যদ্দীয়তে বস্ত্রমলঙ্কারাদি কিঞ্চন। তেষাং দৈবতমুচ্চার্য্য কৃত্বা প্রোক্ষণপূজনে। উৎসৃজ্য মূলমন্ত্রেণ প্রতিনাম্না নিবেদয়েৎ॥—কালিকাপুরাণ। সম্প্রদানার্চ্চনমাহ মনুঃ—যোঽর্চ্চিতং প্রতিগৃহ্লাতি দদ্যাদর্চ্চিতমেব বা। তাবুভৌ গচ্ছতঃ স্বর্গং নরকন্তু বিপর্য্যয়ে॥ দুর্গাপূজায়াং হ্রীমিতি চতুরক্ষরমপ্যাহ কালিকাপুরাণম্—চতুরক্ষরমন্ত্রেণ পাদ্যাদীনথ ষোড়শ। বিতরেদুপচারাংশ্চ পূর্ব্বপ্রোক্তাংশ্চ ভৈরব। তদনন্তরং প্রণবাদিনমোঽন্ত-দেবতানামোচ্চারণমাহ অগ্নিপুরাণম্—ধ্যাত্বা প্রণবপূর্ব্বন্তু তন্নাম্না সুসমাহিতঃ। নমস্কারেণ পুষ্পাদি বিন্যসেত্তু পৃথক্ পৃথক্॥—দুর্গোৎসবতত্ত্ব। প্রণবাদিসমাযুক্তং নমস্কারান্তকীর্ত্তিতম্। স্বনাম সর্ব্বসত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে॥—ব্রহ্মপুরাণ। মূলমন্ত্র ও পূজামন্ত্র ধ্যানমালায় আছে।

† আদৌ মূলং সমুচ্চার্য্য পশ্চাদ্দেয়মুদীরয়েৎ। সম্প্রদানং তদন্তে তু ত্যাগার্থকপদং ততঃ। এবং ক্রমেণ ষেবেশি উপচারান্ প্রকল্পয়েৎ॥—কুলার্ণব।

‡ অনেনৈব বিধানেন গন্ধপুষ্পে নিবেদয়েৎ।—ব্রহ্মপুরাণ।

§ বাম হস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিলে, তাহাকে অম্বারব্ধ দক্ষিণ হস্ত বলে।

¶ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠসংযুক্তা গন্ধমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা।—আহ্নিকতত্ত্ব॥ মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠৈরঙ্গুল্যগ্রেণ পার্ব্বতি। দদ্যাচ্চ বিমলং গন্ধং মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ॥—তন্ত্রসার। হরিভক্তিবিলাসে পুষ্পাদিতে মাখাইয়া গন্ধ দিবার বিধি আছে।

উচ্ছিষ্ট হয়)। পুষ্প—অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা দিতে হয় *। ধূপ—মধ্যমা ও অনামিকার মধ্যপর্ব্বে রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া দেবতার বাম দিকে (জ্বালিয়া ও নিবাইয়া ধূম) দিবে। দীপ—ধূপের ন্যায় ধরিয়া দক্ষিণ দিকে দিবে (ঘৃতদীপ বা ঘৃতপ্রদীপ দক্ষিণে ও তৈলদীপ বা তৈল-প্রদীপ বামে দিতে হয়)। ধূপ দীপ ভূমিতে রাখিতে নাই—কোনও আধারে বা কলাদিতে গাঁথিয়া রাখিবে, দেবস্থানের দীপ চুরি করিলে অন্ধ, ও নিবাইলে কাণা হয়। পক্ক নৈবেদ্য (অন্নাদি) দেবতার বামে, এবং অপক্ক নৈবেদ্য (তণ্ডুলাদি) দক্ষিণে রাখিতে হয়; কিন্তু সকল-প্রকার নৈবেদ্যই সম্মুখে রাখিতে পারা যায় †। ঈশানকোণ বা বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তাহার উপর নৈবেদ্য রাখিবে। নৈবেদ্য নিরুপকরণ দিতে নাই (উপকরণ অভাবে জল দিয়াও "সোপকরণ" বলিবে)। অর্ঘ্যদানে সামবেদীরা ও ঋগ্বেদীরা 'ইদমর্ঘ্যং' এবং যজুর্ব্বেদীরা (সুতরাং শূদ্রও), 'এষোঽর্ঘঃ' বলিবে ‡। তান্ত্রিক পূজায় নিবেদন মন্ত্রের শেষে (৩৯ পৃঃ ৩ পং) 'নমঃ' স্থলে অর্ঘ্যে (স্বাহা), আচমনীয়ে ও মধুপর্কে (স্বধা), স্নানীয়জলে নিবেদয়ামি, এবং পুষ্পে বৌষট্ বলিতে হয় (অন্যান্য স্থলে নমঃ)। মধুপর্ক, গন্ধ, ধূপ ও দীপ—বিসর্গান্ত করিয়া, এবং আদিতে 'এষঃ' দিয়া নিবেদন করিবে; যথা—এষ মধুপর্কঃ ইত্যাদি। অন্যান্য দ্রব্যের অন্তে অনুস্বার, আদিতে 'ইদম্' বা 'এতৎ' বলিবে, যথা—ইদম্ আসনং, বা এতৎ আসনং ইত্যাদি।

---

* অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ চক্রে পুষ্পং নিবেদয়েৎ।—তন্ত্রসার।

† হাতে করিয়া তণ্ডুল (নৈবেদ্যরূপে) দিতে হইলে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা (তত্ত্বমুদ্রা) দ্বারা লইবে।

‡ সামগানাং সর্ব্বত্রাভিলাপে নপুংসকলিঙ্গেনৈব প্রয়োগঃ। তত্রাপি পাদার্ঘাভ্যাং বহিতি পাণিনিসূত্রেণ যৎ যদ্বিধানং তৎ সামগপ্রয়োগ এব। অন্যত্র নির্দ্ধকার এব অর্ঘশব্দঃ—আহ্নিকতত্ত্ব। অন্যত্র—যজুর্ব্বেদাদিপ্রয়োগে।—টীকা। কিন্তু ঋগ্বেদীয় গৃহ্য-পরিশিষ্টে শ্রাদ্ধপ্রকরণে "ইদমর্ঘ্যং" আছে।

শিব ও সূর্য্যের পূজায় শঙ্খ নিষিদ্ধ। সূর্য্য ও শক্তির পূজায় রক্ত-চন্দন ও জবা প্রভৃতি রক্তপুষ্প প্রশস্ত। শ্যামাপূজায় যন্ত্রপুষ্প * প্রশস্ত। বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গার পূজায় এবং শ্রাদ্ধে শ্বেতচন্দন ও শ্বেতপুষ্পই প্রশস্ত। বিষ্ণুকে শ্বেতাপরাজিতা, শ্বেতজবা, রক্তপদ্ম ও রক্ত করবীরও দেওয়া যায়। তুলসী না হইলে বিষ্ণুপূজা হয় না, এবং বিষ্ণুর সমস্ত উপচার তুলসীযুক্ত করিয়া দিতে হয়। শিব ও শক্তির পূজায় বিল্বপত্র প্রশস্ত। তুলসী অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা (তত্ত্বমুদ্রা) দ্বারা ধরিয়া চিৎ করিয়া, বিল্বপত্র অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ধরিয়া উপুড় করিয়া, এবং পুষ্প যে ভাবে উৎপন্ন হয় সেই ভাবে নিবেদন করিতে হয় †। সূর্য্যকে বিল্বপত্র ও ধুতুরাফুল, এবং গণেশকে তুলসী দিতে নাই। শ্রাদ্ধে দূর্ব্বার গর্ভ (কোঁক) ফেলিয়া দিতে হয় ‡। ধুতুরাফুল শিবপূজায় প্রশস্ত। মালতী, বকুল, জাতি, যূথী (জুই), কুন্দ, শেফালিকা, জবা, বকুল ও কাঠ-টগর পুষ্পে পার্থিব-শিবপূজা হয় (অন্য শিবের পূজা হয় না)। বাঁ হাতে পুষ্পাদি লইয়া দেবতাকে দিতে নাই। শিবের নিকট করতাল, ব্রহ্মার নিকট ঢাক, দুর্গার নিকট বাঁশী, লক্ষ্মীর নিকট (অন্য বাদ্য সত্ত্বে) ঘণ্টা

---

* যন্ত্রপুষ্প যথা—পদ্ম (মুখস্বরূপ), রক্তজবা (স্তনস্বরূপ), কৃষ্ণাপরাজিতা (যোনি-স্বরূপ), রক্তকরবীর (শিবলিঙ্গস্বরূপ), দ্রোণপুষ্প (পাদুকাস্বরূপ)।

† মুদ্রার অনাদেশে তত্ত্বমুদ্রা। যথোৎপন্নং তথা দেয়ং বিল্বপত্রং ত্বধোমুখম্। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ বৃন্তং ধৃত্বা সমর্পয়েৎ॥ বহুপুষ্পসমাযুক্তপ্রদানে নিয়মো ন হি॥ উগ্রগন্ধি তথা দত্ত্বা নিত্যমুদ্বেগমাপ্নুয়াৎ। অগন্ধি দত্ত্বা চাপ্নোতি ছুশ্চুত্বং পরমং নরঃ॥—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর। এইজন্য চন্দনযুক্ত করিয়া সকল পুষ্প দেওয়া হয়। গন্ধদানের পৃথক্ ফল উক্ত হওয়ায়, এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং বা এতৎ সচন্দনবিল্বপত্রং বলিয়া তুলসী ও বিল্বপত্র দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু ষোড়শোপাচারাদি পূজায় পুষ্পমাত্রই পৃথক্ উপচার বলিয়া চন্দনযুক্ত করিয়া দিলেও এতৎ পুষ্পং বলিবে (সচন্দনপুষ্পং বলিতে হইবে না)

‡ শিবপূজাতেও কেহ কেহ দূর্ব্বার কোঁক ফেলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা গৃহস্থের পক্ষে বিধেয় নহে (পুষ্পচয়ন দেখ)। বিষ্ণুপূজায় আতপতণ্ডুল ও দুর্গাপূজায় দূর্ব্বা দিবার যে নিষেধ আছে, তাহা অন্য পুষ্পের প্রতিনিধিরূপেই জানিবে (৩৩ পৃঃ ১০ পং)।

বাজাইতে নাই! মনসাপূজায় ধুনা (যক্ষধূপ) দিবে না। দেবতাকে নির্ম্মাল্য-যুক্ত করিয়া রাখিতে নাই *। পূজাকার্য্য শেষ না হইলে নৈবেদ্য ভাঙ্গিতে নাই। পূজাগৃহে উচ্ছিষ্ট ফেলিতে নাই। শিবোপাসক ভিন্ন ব্যক্তির (বাণলিঙ্গ ভিন্ন) শিবের নির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য †; কিন্তু বিষ্ণু-নির্ম্মাল্যের সহিত গ্রাহ্য হয়। নির্ম্মাল্য ডিঙ্গাইতে ও মাড়াইতে নাই, জলে বা বৃক্ষমূলে উহা নিক্ষেপ করিতে হয়। আশীর্ব্বাদী পুষ্প ও নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিতে হয়।

ষড়ঙ্গধূপ।—ধূপ নানাপ্রকার আছে। তন্মধ্যে ষড়ঙ্গ ধূপ সর্ব্বত্রই প্রশস্ত। চিনি, গাওয়া ঘৃত, মধু, গুগ্‌গুল, অগুরুকাষ্ঠ ও শ্বেতচন্দনকাষ্ঠ একত্র বাটিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বাতি প্রস্তুত করিবে।

আরতি।—আরাত্রিক বা নীরাজন (পঞ্চাঙ্গ)।—১ম, দীপমালা (পঞ্চপ্রদীপ ও কর্পূর); ২য়, জলপূর্ণ শঙ্খ (অভাবে কুশী), ইহার পর দর্পণও দেখান হয়); ৩য়, ধৌত বস্ত্র; ৪র্থ, পল্লব (চূতপল্লব, বিল্বপত্রাদি); (ইহার পর চামরাদি দ্বারা ব্যজনও করা হয়, প্রদক্ষিণও এই সময়ে করিবে); ৫ম, প্রণাম।

কোশার বাম দিকে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহার উপর দীপমালা (পঞ্চ প্রদীপাদি) রাখিয়া "(ওঁ) এতস্মৈ আরাত্রিক-দীপমালায়ৈ নমঃ" বলিয়া ৩ বার জলের ছিটা দিবে। পরে দেবতার মূলমন্ত্র (ধ্যানমালায় আছে) ১০বার জপ করিয়া, দক্ষিণ পদ আসনে এবং বাম পদ ভূমিতে

---

* নিবেদিত দ্রব্যকে নির্ম্মাল্য বলে। তন্মধ্যে স্বর্ণাদি অলঙ্কার দ্বাদশ বৎসর পরে, বস্ত্র ছয় মাস পরে, পট্টবস্ত্র তিন মাস পরে, বিল্বপত্র একদিন পরে নির্ম্মাল্য হয়। তুলসীপত্র নির্ম্মাল্য হইলেও দুষ্ট হয় না, প্রক্ষালন করিয়া তদ্দ্বারা পুনর্ব্বার পূজা করা চলে; যথা—তুলসী পদ্মপুষ্পাণি পলাশ-শ্রীফলানি চ। চত্বারি পুণ্যপুষ্পাণি পুনঃ প্রক্ষাল্য পূজয়েৎ॥—ব্রহ্মপুরাণ।

† শিবলিঙ্গের উপরি যাহা দেওয়া যায়, তাহাই অগ্রাহ্য। যথা—যৎ কিঞ্চিদুপচারং হি লিঙ্গোপরি নিবেদয়েৎ। তন্নির্ম্মাল্যং মহেশানি অগ্রাহ্যং পরমেশ্বরি। বাণলিঙ্গেন দোষোঽস্তি ন চ নির্ম্মাল্যকল্পনা।—ব্রহ্মপুরাণ।

(২০পৃঃ * টী) রাখিয়া দাঁড়াইয়া, বামহস্তে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে আরতি করিবে। দেবতার চরণ-সন্নিধানে ৪ বার, নাভিসমীপে ২ বার, মুখ-সমীপে ৩ বার, এবং সর্ব্বাঙ্গে ৭ বার ঘুরাইবে *। শঙ্খাদি দ্বারা আরতি করিবার সময়, প্রত্যেক অঙ্গের আরতির পর এক-একটু জল ভূমিতে ফেলিবে। সন্ধ্যাকালে আরতির পর শীতল দিবে অর্থাৎ জলপানীয় (ভক্ষ্য) দ্রব্য (ভোগ দেওয়ার নিয়মে—পরে আছে) নিবেদন করিবে।

নামোচ্চারণ।—ব্রাহ্মণের নামের পর 'দেবশর্ম্মা', ক্ষত্রিয়ের 'ত্রাতৃবর্ম্মা,' বৈশ্যের 'দত্তভূতি (বা গুপ্তভূতি),' এবং শূদ্রের উপাধি ও তৎপরে 'দাস' বলিতে হয়। দ্বিজাতি-কন্যার নামের পর 'দেবী', এবং শূদ্রকন্যার নামের পর 'দাসী' বলিবে। সঙ্কল্প প্রভৃতির বাক্যে যেখানে "অমুকঃ" (প্রথমান্ত) আছে, সেখানে যথাসম্ভব দেবশর্ম্মা, ত্রাতৃবর্ম্মা, দত্তভূতিঃ (বা গুপ্তভূতিঃ), দেবী বা দাসী বলিবে; এবং যেখানে "অমুকস্য" (ষষ্ঠ্যন্ত) আছে, সেখানে নামের পর দেবশর্ম্মণঃ ত্রাতৃবর্ম্মণঃ, দত্তভূতেঃ (বা গুপ্তভূতেঃ), দেব্যাঃ বা দাস্যাঃ বলিবে। "অমুক-গোত্র" ইত্যাদি স্থলে অমুক শব্দের পরিবর্ত্তে যথাসম্ভব গোত্রাদি বলিতে হইবে; এবং প্রথমান্ত স্থলে পুংলিঙ্গে অমুকগোত্রঃ ও স্ত্রীলিঙ্গে অমুকগোত্রা, এবং ষষ্ঠ্যন্ত স্থলে পুংলিঙ্গে অমুকগোত্রস্য ও স্ত্রীলিঙ্গে অমুকগোত্রায়াঃ বলিতে হয়।

সঙ্কল্প।—কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম সঙ্কল্প করিয়া করিতে হয় (সঙ্কল্প না করিয়া কার্য্য করিলে, তাহার ফল অত্যল্পমাত্র হয়)। যথা —(বিষ্ণুরোঁ তৎ সৎ †) অদ্য ‡ অমুকে মাসি, অমুকে পক্ষে,

---

* আদৌ চতুষ্পাদতলপ্রদেশে, দ্বির্নাভিদেশে মুখমণ্ডলে ত্রিঃ। সর্ব্বেষু চাঙ্গেষু চ সপ্ত বারান্, আরাত্রিকং ভক্তজনঃ প্রকুর্য্যাৎ।

† সঙ্কল্পের আরম্ভে বিষ্ণুস্মরণ ও পরমব্রহ্মের নামোচ্চারণ করিবার বিধি আছে। ওঁ তৎ সৎ এই তিনটি পরমব্রহ্মের নাম (গীতা ১৭।২৩-২৪)। স্ত্রী ও শূদ্রে "শ্রীবিষ্ণুর্নমঃ" বলিবে।

‡ রাত্রিতে কোনও কার্য্য করিলে কেবল "অদ্য"ই বলিবে, "অদ্যৌ" বলিবে না।

অমুকতিথৌ। গ্রহণাদি নিমিত্ত ঘটিলে তিথির পর তাহারও উল্লেখ করিবে; যথা—অমুকতিথৌ রাহুগ্রস্তে দিবাকরে ইত্যাদি। সঙ্কল্পে তিনপ্রকার মাসের ব্যবহার আছে—সৌর, মুখ্যচান্দ্র ও গৌণচান্দ্র। সূর্য্যের এক এক রাশিতে অবস্থিতিকালকে (বাঙ্গালা দেশের চলিত মাসকে) সৌর মাস বলে (সংক্রান্তির দিন যে সময়ে সূর্য্যের রাশ্যন্তরে সংক্রমণ হয়, তাহা পঞ্জিকায় লেখা থাকে, সেই সময় হইতে আগামিনী সংক্রান্তির ঐরূপ সময় পর্য্যন্ত সৌরমাস)। শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত মুখ্য-চান্দ্রমাস, এবং কৃষ্ণা প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত গৌণ-চান্দ্রমাস (সুতরাং শুক্ল পক্ষে গৌণ ও মুখ্য চান্দ্রমাস একই)। মকর-স্নানাদি রাশিবিহিত কার্য্যে, বিবাহাদি দশবিধ সংস্কারে, ও শ্যামা-পূজা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার তান্ত্রিক কর্ম্মে সৌরমাস (ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসে যে লক্ষ্মীপূজা হয়, তাহাও রাশিবিহিত কার্য্য *)। তিথিকৃত্যে অর্থাৎ জন্মাষ্টমী প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট-তিথি-বিহিত কর্ম্মে গৌণ-চান্দ্র-মাস। এবং তদ্ভিন্ন সমুদায় কার্য্যে মুখ্য চান্দ্রমাস। সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ ও জন্ম-তিথিপূজা সর্ব্বসাধারণের নির্দ্দিষ্ট-তিথি-বিহিত নহে বলিয়া, উহাতে মুখ্য-চান্দ্রমাসের উল্লেখ করিতে হইবে †। সৌরমাসোল্লেখে মাসের পর সূর্য্যের

মাসি—মাস শব্দের সপ্তমীর একব-নে 'মাসে' ও 'মাসি' এই দুই পদ হয়। অমুকে মাসি—বৈশাখে মাসি, জ্যৈষ্ঠে মাসি ইত্যাদি। অগ্রহায়ণ মাসে "মার্গশীর্ষে মাসি" বলিতে হয়, প্রাচীন কালে কার্ত্তিক মাসে বৎসরের শেষ ও মার্গশীর্ষ মাসে বৎসরের আরম্ভ হইত বলিয়া উহাকে অগ্রহায়ণ বলে (অগ্র=প্রথম, হায়ন=বৎসর)। অমুকে পক্ষে—শুক্লে পক্ষে বা কৃষ্ণে পক্ষে। অমুকতিথৌ—প্রতিপদি তিথৌ ; এইরূপ দ্বিতীয়ায়াং, তৃতীয়ায়াং, চতুর্থ্যাং, পঞ্চম্যাং, ষষ্ঠ্যাং, সপ্তম্যাং, অষ্টম্যাং, নবম্যাং, দশম্যাং, একাদশ্যাং, দ্বাদশ্যাং, ত্রয়োদশ্যাং, চতুর্দ্দশ্যাং, পৌর্ণমাস্যাং, অমাবস্যায়াং (বা অমাবাস্যায়াং)।

* পৌষে চৈত্রে তথা ভাদ্রে পূজয়েয়ুঃ স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়ম্। সিংহে ধনুষি মীনে চ স্থিতে সপ্ততুরঙ্গমে।—স্কন্দপুরাণ।

† কেহ কেহ তিথিতত্ত্বে "পৌর্ণমাস্যন্তমাসাদয়ঃ। উপাকর্ম্ম তথোৎসর্গঃ প্রসবাহোঽষ্টকাদয়ঃ। মাসবৃদ্ধৌ পরাঃ কার্য্যা বর্জ্জয়িত্বা তু পৈতৃকম্ ইত্যত্র অষ্টকাসাহচর্য্যাৎ, জন্মাষ্টম্যাং তথা দর্শনাচ্চ" এই লেখা দেখিয়াই রঘুনন্দনের মতে জন্মতিথিকৃত্যে গৌণচান্দ্র মাস বলেন; কিন্তু রঘুনন্দনের মলমাসতত্ত্বে স্পষ্ট

রাশিস্থিতির উল্লেখ করিবে ; যথা—বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে। এইরূপ জ্যৈষ্ঠে—বৃষরাশিস্থে, আষাঢ়ে—মিথুনরাশিস্থে, শ্রাবণে—কর্কট-রাশিস্থে, আশ্বিনে—কন্যারাশিস্থে, কার্ত্তিকে—তুলারাশিস্থে, মার্গশীর্ষে —বৃশ্চিকরাশিস্থে, পৌষে—ধনূরাশিস্থে, মাঘে—মকররাশিস্থে, ফাল্গুনে —কুম্ভরাশিস্থে, চৈত্রে—মীনরাশিস্থে। জলসংক্রান্তি-ব্রত প্রভৃতি সংক্রান্তিবিহিত কার্য্যে মুখ্য-চান্দ্রমাসের উল্লেখ করিয়া, তিথির পর "মহাবিষুব-সংক্রান্ত্যাং" ইত্যাদি বলিয়া সংক্রান্তির নাম উল্লেখ করিবে *। বৈশাখমাসের সংক্রান্তি (চৈত্রমাসের শেষ দিন) হইতে সমুদায় সংক্রান্তির ক্রমান্বয়ে নাম—মহাবিষুব, বিষ্ণুপদী, ষড়শীতি; দক্ষিণায়ন, বিষ্ণুপদী, ষড়শীতি, জলবিষুব বিষ্ণুপদী, ষড়শীতি, উত্তরায়ণ, বিষ্ণুপদী, ষড়শীতি। কার্ত্তিকস্নান ও মাঘস্নান সৌরমাসোল্লেখে ও চান্দ্রমাসোল্লেখেও

লেখা এবং কাশিরাম বাচস্পতি ও রাধামোহন গোস্বামী এই উভয় টীকাকারের মীমাংসা পর্য্যালোচনা করিলে মুখ্যচান্দ্রই গ্রাহ্য হয়, এবং রঘুনন্দনের মতও তাহাই বুঝা যায়। যথা, রঘুনন্দন (মলমাসতত্ত্বে)—অতঃ সাংবৎসরং শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং মাসচিহ্নিতম্।...মাস-চিহ্নিতং শুক্লাদিমাসচিহ্নিতং কর্ত্তব্যম্। ..সাংবৎসরং শ্রাদ্ধমিতি প্রদর্শনমাত্রং, তেন মাসিক-শ্রাদ্ধ-জন্মতিথিকৃত্য-তত্তন্মাসীয়-তত্তত্তিথিবিশেষবিহিতকর্ম্মাণ্যপি অন্বেষণীয়ানি। কাশীটীকা (তিথিতত্ত্বে)—অস্ত তু জন্মতিথিকৃত্যস্ত তিথিবিভাজকধর্ম্মপুরস্কারেণ অবিহিতত্বাৎ তিথি-কৃত্যত্বাভাবেন মুখ্যচান্দ্রেণৈব বাক্যরচনা ইতি শ্রীদত্ত-বাচস্পতিমিশ্র-চূড়ামণিপ্রভৃতয়ঃ। তেষাময়মভিপ্রায়ঃ—উপাকর্ম্মেতি বচনে মানবৃদ্ধৌ পরাঃ কার্য্যা ইত্যস্ত পর্য্যালোচনে জন্মতিথিকৃত্যস্ত মুখ্যচান্দ্রীয়ত্বমেব আয়াতি, গৌণচান্দ্রীয়ত্বে কৃষ্ণপক্ষস্ত পরত্বাভাবাৎ। মলমাসতত্ত্বে স্মার্ত্তস্যাপি তথৈব স্বরসঃ।...জীমূতবাহনস্তু জন্মতিথিকৃত্যে সৌরমাসাদরঃ ইত্যাহ, তন্মতং দুষয়িতুমুপক্রমতে অষ্টকাসাহচর্য্যাদিত্যাদিনা। গোস্বামিটীকা (মলমাস-তত্ত্বে)—বস্তুতস্তু জন্মতিথৌ মুখ্যচান্দ্রেণ বাক্যরচনা, জন্মাষ্টম্যাস্তিথিবিশেষকৃত্যত্বেন বৈষম্যাৎ, অষ্টকাসাহচর্য্যস্তাপ্যস্যাপি 'শেষং চান্দ্রাশ্রিতং (মুখ্যচান্দ্রাশ্রিত') কর্ম্ম' ইত্যাদিবচনাৎ দুর্ব্বলত্বাচ্চ।

* সংক্রান্তিবিহিতে কার্য্যে সংক্রান্তিঃ পরিকীর্ত্তিতা। মাসোল্লেখস্ত্বেতরস্মিন্ রবিরাশি-স্থিতিস্তথা। টীকা—মাসোল্লেখস্ত মুখ্যচান্দ্রেণ। ইতরস্মিন্ সৌরবিহিতে কর্ম্মণি রবিরাশি-স্থিতিরপি উল্লেখ্যা ইত্যর্থঃ।

করা যায়। যেরূপ মাস ধরিয়া স্নান করিবে, সেইরূপ মাসের উল্লেখেই সঙ্কল্প করিবে। বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় (অক্ষয়তৃতীয়ায়) সত্যযুগের আরম্ভ, কার্ত্তিকী শুক্লা নবমীতে (জগদ্ধাত্রীপূজার দিনে) ত্রেতাযুগের আরম্ভ, শ্রাবণী কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে অর্থাৎ গৌণভাদ্রের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে (জন্মাষ্টমীর পর) দ্বাপরযুগের আরম্ভ, এবং মাঘী পূর্ণিমায় কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া ঐ সকল তিথিকে যুগাদ্যা বলে। ঐ সকল তিথি-নিমিত্তিক কার্য্যের সঙ্কল্পবাক্যে তিথির পরে "যুগাদ্যায়াং" বলিতে হয় *। যে তিথিতে যে কর্ম্মের সঙ্কল্প করা যায়, সেই তিথিতে সেই কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে "অমুকতিথাবারভ্য" বলিবে। উপর্য্যুপরি অনেক তিথিতে একই কর্ম্ম করিতে হইলে এবং কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইবার দিন নির্দ্দিষ্ট থাকিলে "অমুকতিথাবারভ্য অমুকতিথিং যাবৎ" বলিতে হয়, যথা দুর্গোৎসবের সঙ্কল্পে—সপ্তম্যাং তিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ। প্রধান কর্ম্মে যে মাসের উল্লেখ হয়, তাহার অঙ্গকর্ম্মেও সেই মাসের উল্লেখ হইবে, যথা—বিবাহাদি-সংস্কারাঙ্গ আভ্যুদয়িকে সৌর-মাস, এবং ব্রতপ্রতিষ্ঠাদির অঙ্গভূত আভ্যুদয়িকে † গৌণ-চান্দ্র মাস। যে কর্ম্মের জন্য সঙ্কল্প করিতে হয়, সঙ্কল্পকর্ত্তা স্বয়ং তাহার ফলভাগী হইলে "করিষ্যে" (আত্মনেপদের ক্রিয়া) বলিবে, অন্যে ফলভাগী হইলে "করিষ্যামি" (পরস্মৈপদের ক্রিয়া) বলিবে; কিন্তু স্বার্থ ও পরার্থ যে কোনও কর্ম্মেরই বৈগুণ্য সমাধানার্থ সঙ্কল্পে ‡ (কর্ম্মকর্ত্তা নিজেই ফলভাগী বলিয়া) "করিষ্যে" বলিতে হয় §। স্বার্থ পরার্থ-মিশ্রিত কর্ম্মে (যেমন বারোয়ারি

---

* কোনও তিথি বা সংক্রান্তি কোনও কার্য্যের নিমিত্ত না হইলে তাহাদের উল্লেখ করিতে হইবে না। অর্থাৎ যুগাদ্যায় যে স্নানাদি ও পার্ব্বণশ্রাদ্ধের বিধান আছে, তাহাতেই "যুগাদ্যায়াং" বলিতে হইবে; কিন্তু ঐ দিন একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করিলে তাহাতে বলিতে হইবে না। এইরূপ সর্ব্বত্র।

† পুরুষে ব্রতাদি প্রতিষ্ঠা করিলে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

‡ বৈগুণ্যসমাধানও অঙ্গকর্ম্ম বলিয়া, উহার সঙ্কল্পে প্রধান কর্ম্মের অনুসারেই মাসোল্লেখ হইবে।

§ শ্রাদ্ধের অনুজ্ঞা-বাক্যে (শ্রাদ্ধ না করার জন্য পাপভাগী ও শ্রাদ্ধ করার জন্য পুণ্যভাগী কর্ত্তা স্বয়ং বলিয়া) "করিষ্যে" বলিতে হয়। অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তে (পঞ্চসূনানিমিত্ত-

পূজায় পূজকও চাঁদা দিলে) "করিষ্যে" বলিতে হইবে *। পরার্থে সঙ্কল্পে প্রথমান্ত করিয়া নিজের গোত্র ও নাম বলিয়া, তৎপরে ষষ্ঠ্যন্ত করিয়া পরের গোত্র ও নাম বলিবে (প্রেতকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে কর্ত্তার নাম বলিতে হয় না)। প্রাতঃকাল হইতেই উপবাসের আরম্ভ বলিয়া, উপবাসের সঙ্কল্প প্রাতঃকালে প্রাতঃসন্ধ্যার পরেই কর্ত্তব্য। বসিয়া সঙ্কল্প করিতে হইলে, দক্ষিণ জানু (হাঁটু) পাতিয়া বসিবে। তাম্রপাত্রে (রৌপ্যাদিপাত্র ও শঙ্খ নিষিদ্ধ) † কুশ (ত্রিপত্র), তিল, হরীতকী (সুপারি ব্যবহার করিতে নাই ‡) ও জল লইয়া উহা বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করিয়া, (পাত্রাভাবে অঞ্জলি দ্বারা জল লইয়া —এক হস্তে নহে) সঙ্কল্প করিবে। পরে ঐ জল ঈশানকোণে ফেলিয়া, কোশাটি উপুড় করিয়া, তাহার উপর পুষ্প বা তণ্ডুল দিবে।

এ স্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ লক্ষ্মীপূজার সঙ্কল্প লিখিত হইতেছে—(বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ) অদ্য ভাদ্রে মাসি সিংহরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীলক্ষ্মীপ্রীতিকামঃ শ্রীলক্ষ্মীপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে। কেহ কেহ করণীয় ব্রতে (অর্থাৎ সঙ্কল্প করিয়া যে মাসিক বা বার্ষিক ব্রত গ্রহণ করা হয়, তাহাতে প্রতিমাসে বা প্রতিবৎসরে ব্রতের দিনে) আর সঙ্কল্প করিতে হয় না বলিয়া, পূজার সঙ্কল্পও করেন না, কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। প্রধান সঙ্কল্পই বারংবার করিতে হয় না বটে, কিন্তু পূজার সঙ্কল্প প্রথমদিনে ও অন্যদিনেও করিতে হয়। তাহার বাক্য— (বিষ্ণুরোঁ তৎ সৎ) অদ্য ..শ্রীঅমুকঃ শ্রীঅমুকদেবতা-প্রীতিকামঃ মৎসঙ্কলিত-

---

পাপক্ষয়রূপ-ফলভাগী কর্ত্তা স্বয়ং বলিয়া) এবং বৃষোৎসর্গাঙ্গ ভারতনামোচ্চারণে ও বিরাটপাঠনায় (হোমীয়হবিরক্ষযত্নজন্য-ফলভাগী পরম্পরাসম্বন্ধে প্রেত হইলেও সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কর্ত্তা স্বয়ং বলিয়া) "করিষ্যে" বলিবে।

* "বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম" (সন্দেহস্থলে পরবর্ত্তি কার্য্য হয়) এই পাণিনি-সূত্রানুসারে পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদের সন্দেহে আত্মনেপদই হইবে (ব্যাকরণে অগ্রে পরস্মৈপদ, তৎপরে আত্মনেপদের নির্দ্দেশ আছে)।

† অষ্টাঙ্গুলন্যূন পাত্র কোনও কার্য্যেই ব্যবহার্য্য নহে।

‡ হরীতকীফলং শস্তং নারিকেলং তথৈব চ। তদভাবে চ রম্ভা বা ন গুবাকং কদাচন॥

অমুকব্রতাঙ্গভূত-অমুকদেবতাপূজন-কর্ম্মাহং করিষ্যে। পুরোহিত করিলে—...অমুকদেবশর্ম্মা (পুরোহিতের নাম) অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য (ব্রতীর নাম) শ্রীঅমুকদেবতাপ্রীতিকামঃ তৎসঙ্কল্পিত-অমুক-ব্রতাঙ্গভূত...করিষ্যামি।

দক্ষিণা।—সঙ্কল্প করিয়া যে সকল কার্য্য করা হয়, তাহাদের শেষে দক্ষিণা দিতে হয়। দক্ষিণা না দিলে কার্য্য সিদ্ধ হয় না। কর্ম্ম-বিশেষে বিশেষ-বিশেষ দক্ষিণা বিহিত আছে; কিন্তু কাঞ্চনই শ্রেষ্ঠ দক্ষিণা বলিয়া প্রায় সকল কার্য্যেই "কাঞ্চন" * তদভাবে "কাঞ্চনমূল্য", তাহাতে অসমর্থ হইলে "যৎকিঞ্চিৎ" (অর্থাৎ হরীতকী প্রভৃতি ভক্ষণযোগ্য ফল বা মূল যা হয় কিছু †) দক্ষিণা দিতে হয়।

দক্ষিণাবাক্য যথা—দক্ষিণাদ্রব্য বামহস্তে ধরিয়া অর্চ্চনা করিয়া অম্বারব্ধ দক্ষিণহস্তে (৩৯ পৃঃ § টী) কোশার জলে ত্রিপত্র ও হরীতকী ধরিয়া (বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ) অদ্য...শ্রীলক্ষ্মীপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতল্লক্ষ্মীপূজনকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং (দক্ষিণাদ্রব্য উপস্থিত না থাকিলে দক্ষিণাং তৎ) কাঞ্চনং (বা কাঞ্চনমূল্যং, বা যৎকিঞ্চিৎ) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নৈ শ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ তুভ্যং সম্প্রদদে ("দদে" নহে)। পরার্থে—"সম্প্রদদে" স্থলে "দদানি" ("সম্প্রদদানি" নহে) ‡। পুং-দেবতা হইলে

* সুবর্ণং পরমং দানং সুবর্ণং দক্ষিণা পরা। সর্ব্বেষামেব দানানাং সুবর্ণং দক্ষিণেষ্যতে। ইতি বচনাৎ কাঞ্চনং দক্ষিণা দেয়া।—রঘুনন্দন। সুবর্ণ শব্দ পুংলিঙ্গ হইলে ১ ভরি সোণা বুঝায়, এবং ক্লীবলিঙ্গ হইলে সোণা মাত্র বুঝায়। উক্ত বচনে সুবর্ণ শব্দ ক্লীবলিঙ্গে নির্দ্দেশ করায় কাঞ্চন অর্থাৎ যে পরিমাণেই হউক সোণা দিতে হয়।

† গৃহ্যপরিশিষ্ট—অলাভে ফলমূলানাং ভক্ষ্যাণাং দক্ষিণাং দদাতি। বৃহস্পতি—হতযজ্ঞো ব্রিয়ঃ দানং হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ। তস্মাৎ পণং কাকিনীং বা ফলপুষ্পমথাপি বা প্রদদ্যাদ্দক্ষিণাং যজ্ঞে তয়া স সফলো ভবেৎ। নারদ—কাকিনী চ চতুর্ভাগো মাসকস্ত পণস্য চ। (কাকিনী=৫ গণ্ডা কড়ি)। পিতৃকার্য্যে রজত (অভাবে রজতমূল্য) বিহিত।

‡ নামগোত্রে সমুচ্চার্য্য প্রদদ্যাচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। পরিতুষ্টেন ভাবেন তুভ্যং সম্প্রদদে ইতি।—ব্যাস। অহমস্মৈ দদানীতি এবমাভাষ্য দীয়তে।—কাত্যায়ন। এই উভয়বচনে উভয়বিধ পাঠ থাকায় পূর্ব্ববচনটি আত্মার্থে, পরবচনটি পরার্থে বলিয়া শাস্ত্রকারের

—যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে শ্রীবিষ্ণবে ইত্যাদি, ব্রাহ্মণ হইলে—অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় তুভ্যং,···ব্রাহ্মণ অনিশ্চিত বা অসন্নিহিত হইলে—যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় ("তুভ্যং" নহে) ইত্যাদি বলিয়া জল-সহিত দক্ষিণাদ্রব্য ভূমিতে রাখিবে। যাঁহাকে পূজা করা যায়, অথবা যাঁহাকে কোনও কার্য্য করিবার জন্য বরণ করা যায়, দক্ষিণা (মূলদক্ষিণা) তাঁহাকেই দিতে হয়। দেবতাকে যে দ্রব্য দেওয়া যায়, তাহা শেষে ব্রাহ্মণকেই দিতে হয়। দক্ষিণা সেই মুহূর্ত্তেই দেওয়া আবশ্যক। মুহূর্ত্ত (২ দণ্ড) অতীত হইলে বিহিত দক্ষিণার দ্বিগুণ, ১ দিন গত হইলে দশগুণ, ১ পক্ষ গত হইলে শতগুণ, ১ মাস গত হইলে পঞ্চশতগুণ, এবং ৬ মাস গত হইলে দ্বিসহস্রগুণ দিতে হয়। ১ বৎসর গত হইলে সে কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া যায়।

অচ্ছিদ্রাবধারণ।—যে কর্ম্ম করা হইল, তাহা যে অচ্ছিদ্র (অর্থাৎ নির্দ্দোষ) হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অবধারণকে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সম্মতি লইয়া নিশ্চয় করাকে) অচ্ছিদ্রাবধারণ বলে। দক্ষিণান্তে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হয় *। বাক্য—(কৃতাঞ্জলি হইয়া) (ওঁ) কৃতৈতল্লক্ষ্মীপূজনকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। ব্রাহ্মণ—ওঁ অস্তু বলিবেন। অচ্ছিদ্রাবধারণের পর কোনও কোনও কার্য্যে "বৈগুণ্য সমাধান" করিতে হয়।

মীমাংসা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধের দক্ষিণাবাক্যে (ভূগুরূপ-ফলভাগী পিত্রাদি বলিয়া) "দদানি" (পরস্মৈপদে) বলিতে হয়। "দদানি" এই লোট্ বিভক্তির অর্থও লটের ন্যায়। "বাক্যস্তু রচনা কার্য্যা বিধিবাক্যানুসারতঃ" সুতরাং সম্প্রদদানি বা দদে বলা উচিত নহে।

* যে কার্য্যে ব্রাহ্মণের নামে দক্ষিণাদ্রব্য উৎসর্গ করা না হয়, সে কার্য্যে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাস্বরূপ কিছু দিয়া, তৎপরে অচ্ছিদ্রাবধারণ কর্ত্তব্য। যেহেতু ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদাদি বিনা-দক্ষিণায় গ্রহণ করিতে নাই। যথা—বৃথা বিপ্রবচো যস্তু গৃহ্লাতি মনুজঃ শুভে। অদত্ত্বা দক্ষিণাং বাপি স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥—নারদীয় পুরাণ। এইজন্য "ব্রতকথা" প্রভৃতি শুনিবার সময় স্ত্রীলোকেরা ব্রাহ্মণকে দিবার জন্য পয়সা প্রভৃতি হাতে করিয়া বসেন; এবং এইজন্যই কন্যাসম্প্রদানের দক্ষিণা বরকে দিয়া, পুরোহিতদিগকেও স্বতন্ত্র দক্ষিণা দিতে হয়।

বৈগুণ্যসমাধান (ত্রুটি মার্জ্জনা)।—বামহস্ত সংযুক্ত দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র সহ ... গ্রহণ করিয়া, (বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি (৪৬ পৃ. ১১ প) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ ... কর্ম্মণি যদ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে ... ৬ পৃঃ ১৮ পং)। ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ ইত্যাদি মন্ত্র (১৬পৃঃ ১১ প) ... করিয়া ১০ বার ওঁ বিষ্ণুঃ (স্ত্রী ও শূদ্রে নমো বিষ্ণুঃ) জপ করিয়া ... —

(ওঁ) অজ্ঞ... যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব ... বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥ ১
(ওঁ) ... কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ... সর্ব্বং হরেনামানুকীর্ত্তনাৎ। ২
শ্রীহরিঃ ... শ্রীহরিঃ। এক গণ্ডূষ জল লইয়া—
ওঁ প্রীয় ... ংকাঙ্ক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
... তুষ্টে প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥৩

এতৎ কর্ম্ম ... র্পিতমস্তু॥৪॥ বলিয়া, বিষ্ণুর উদ্দেশে ঐ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।

* শ্রী। শি। ... ।

অজ্ঞানবশতঃ ... শতঃ যজ্ঞে (পূজাদি কার্য্যে) যাহা স্খলিত হয় (যে ত্রুটি হয়) ... পূর্ণ হইয়া থাকে, ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন। ১

আমি জানিয়া ... জানিয়া যে কর্ম্ম অসম্পূর্ণ করিয়াছি, হরিনাম উচ্চারণে তৎসমস্ত সম্পূর্ণ হউক।

সর্ব্বযজ্ঞের ঈশ্বর ... হরি প্রসন্ন হউন। (তিনি জগন্ময় বলিয়া) তিনি তুষ্ট হইলে জগৎ ... প্রীত করিলে জগৎকে প্রীত করা হইয়া থাকে। ৩

এই কর্ম্ম শ্রী ... ক (সমর্পণ করিলাম)। ৪

আহ্নিক-কৃত্য।

(প্রথমখণ্ড)

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে (অর্থাৎ প্রায় চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে) শয্যা হইতে উঠিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে হয়।

প্রভাতে পাঠ্য মন্ত্র।

ব্রহ্মা মুরারি-স্ত্রিপুরান্তকারী, ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি-রাহু-কেতু,† কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্ ॥১
লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব, শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং, সংসারযাত্রা-মনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥ ২

---

* ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্মরেদ্দেববরানৃষীন্।—বামনপুরাণ। রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো যস্তৃতীয়কঃ। স ব্রাহ্ম ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সম্প্রবোধনে॥—সুমন্ত। দিনমানকে ও রাত্রিমানকে ১৫ ভাগ করিলে এক এক ভাগকে মুহূর্ত্ত বলে। দিন ও রাত্রি-মানের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে মুহূর্ত্তের পরিমাণ ন্যূনাধিক হইয়া থাকে। রাত্রির শেষ প্রহরে যে ৪ মুহূর্ত্ত, তাহাদের তৃতীয় মুহূর্ত্তের নাম ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, এবং চতুর্থ মুহূর্ত্তের নাম রৌদ্রমুহূর্ত্ত—অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত রৌদ্র, এবং তৎপূর্ব্ব মুহূর্ত্ত ব্রাহ্ম। এই উভয়ের মুহূর্ত্তের নামই অরুণোদয়।

† রাহুশ্চ কেতুশ্চ রাহুকেতু, শনিসহিতৌ রাহুকেতু শনিরাহুকেতু।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, রবি সোম, মঙ্গল; বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু—ইঁহারা সকলে আমার সুপ্রভাত করুন।

হে ত্রিলোকপতে, হে চৈতন্যময়, হে সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃদেব (সর্ব্বান্তর্যামিন্), হে লক্ষ্মীকান্ত, হে বিষ্ণো, আমি প্রাতঃকালে উঠিয়া তোমার প্রীত্যর্থে তোমার আজ্ঞাতেই সংসারযাত্রায় প্রবৃত্ত হইব। ২

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি,-র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন,* যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥৩

কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্ ॥ ৪
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ।
যেন সাগরপর্য্যন্তা ধনুষা নির্জ্জিতা মহী ॥
যস্তস্য কীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যা-ন্নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ ॥ ৫
প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা-দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ ৬

---

* স্ত্রীদেবতার উদ্দেশে—ত্বয়া হৃষীকেশি হৃদিস্থয়াহং।

† কল্যং—প্রাতঃ (ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়া)।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই। অধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহাও জানি; কিন্তু তাহা হইতে আমার নিবৃত্তি নাই। হে হৃষীকেশ (সর্বেন্দ্রিয়-পরিচালক), তুমি হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যেরূপে পরিচালিত করিতেছ, আমি তাহাই করিতেছি (সুতরাং আমাকে যেন কর্ম্মের ফলভোগ করিতে না হয়)। ৩

কর্কোটক সর্প, দময়ন্তী, নল এবং রাজর্ষি ঋতুপর্ণের নাম উচ্চারণ করিলে কলিদোষ নষ্ট হয়। (মহাভারতে নলদময়ন্তীর উপাখ্যান দেখ)। ৪

সহস্র-বাহুবিশিষ্ট কার্ত্তবীর্য্য (কৃতবীর্য্যের পুত্র) অর্জ্জুন নামে রাজা ছিলেন। যিনি ধনু দ্বারা সসাগরা পৃথিবীকে জয় করিয়াছিলেন। যে মনুষ্য প্রাতঃকালে উঠিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করে, তাহার ধননাশ হয় না, এবং সে নষ্ট ধন পুনর্ব্বার লাভ করে। [এইটি মৎস্যপুরাণের বচন; মৎস্যপুরাণের যেরূপ পাঠ আছে, সেইরূপই লিখিত হইল। এইজন্য প্রাচীনা গৃহিণীরা কার্ত্তিকের নামে আঁচলে গিরা বাঁধিয়া হারান জিনিস খুঁজিয়া থাকেন; কিন্তু উহা কার্ত্তিক নহে; কার্ত্তবীর্য্য]। ৫

যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতঃকালে দুর্গা দুর্গা এই দ্ব্যক্ষর নাম স্মরণ করে, সূর্য্যোদয়ে যেরূপ অন্ধকার নষ্ট হয়, সেইরূপ তাহার সকল আপদ্ নষ্ট হইয়া থাকে। ৬

পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ ॥ ৭
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ * ॥ ৮

তার পর "(ওঁ) প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" (৯)—এই বলিয়া পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া শয্যা হইতে অগ্রে দক্ষিণপদ ভূমিতে প্রদান করিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া বেদজ্ঞ (বা বিদ্বান্) ব্রাহ্মণ, ভাগ্যবতী রমণী, অগ্নি ও গাভী দর্শন করিলে সে দিন কোনও অমঙ্গল ঘটে না, এবং পাপিষ্ঠ, দুর্ভগা রমণী, মদ্য, উলঙ্গ ও ছিন্ননাসিক ব্যক্তিকে দর্শন করিলে অমঙ্গল ঘটে।

---

* না (মনুষ্যঃ) মহাপাতকনাশনং পঞ্চকং স্মরেৎ।

নল রাজা পুণ্যশ্লোক, যুধিষ্ঠির পুণ্যশ্লোক, সীতা পুণ্যশ্লোকা, এবং নারায়ণ পুণ্যশ্লোক (অর্থাৎ ইঁহাদের নামকীর্ত্তনে দেহ পবিত্র হয়; শ্লোক—যশ যশোগাথা)। ৭

অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা (বালি-পত্নী) ও মন্দোদরী—এই পাঁচজন মহাপাতক নাশ করেন; অতএব মনুষ্য নিত্য ইঁহাদিগকে স্মরণ করিবে (রামাবতারে অহল্যা, তারা ও মন্দোদরী, এবং কৃষ্ণাবতারে কুন্তী ও দ্রৌপদী ভগবানের ভক্ত ও অনুগ্রহভাজন ছিলেন বলিয়া ইঁহাদের নাম পবিত্র)। ৮

প্রিয়দত্তা পৃথিবীকে প্রণাম। প্রিয়েণ দত্তা—প্রিয়দত্তা, প্রিয়ায় দত্তা—প্রিয়দত্তা। পৃথিবীকে যে দান করে, সেও পৃথিবীর (তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার) প্রিয় হয়, এবং যাঁহাকে দান করা হয়, তিনিও তাঁহার প্রিয় হন। এইজন্য 'প্রিয়দত্তা' নামটি পৃথিবীর পরমপ্রিয় বলিয়া দান-প্রতিগ্রহ প্রভৃতি সকল কার্য্যেই এই নামটি বিশেষণরূপে বলিতে হয়। যথা মহাভারতে—নামাস্যাঃ প্রিয়দত্তেতি গুহ্যং দেব্যাঃ সনাতনম্। দানে বাপ্যথবাদানে নামাস্যাঃ পরমং প্রিয়ম্। ৯

মল-মূত্র ত্যাগ ও শৌচ।

মলমূত্রের বেগ ধারণ করিবে না। মলত্যাগের পর উত্তমরূপে জলশৌচ করিয়া মৃত্তিকাশৌচ করিবে।

নখে মাটি প্রবেশ করিলে তৃণাদি দ্বারা বাহির করিবে। জুতা পায়ে দিয়া মলত্যাগ করিবে না। মলত্যাগের পর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবে। মলমূত্র ত্যাগের সময় যজ্ঞসূত্র (পৈতা) দক্ষিণ কর্ণে রাখিবে (২১ পৃঃ ১০ পং)। মূত্রত্যাগ-কালেও কাছা খুলিবে এবং জলশৌচ করিবে। জলপাত্র হস্তে ধারণ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। মলমূত্রত্যাগের পর হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিবে। পথে, ভস্মে, গোষ্ঠে, হলকৃষ্ট ক্ষেত্রে, জলে, চিতায়, পর্ব্বতে, ভগ্ন দেবালয়ে, বল্মীকে (উইঢিপিতে) গর্ত্তে, দাঁড়াইয়া ও চলিতে চলিতে প্রস্রাব করিবে না, এবং নদীতীরে বসিয়াও মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। মলমূত্র-ত্যাগ-কালে কথা কহিতে নাই।

দন্ত-ধাবন।

দন্তকাষ্ঠ, অথবা ঘুঁটের ছাই, কয়লার গুঁড়া বা এঁটেল মাটি দিয়া দন্তমার্জ্জন করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিবে। সুরকি, ঢিল ও পাথরের গুঁড়া নিষিদ্ধ। দন্তমার্জ্জনে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাই ব্যবহার্য্য, অন্য অঙ্গুলী নিষিদ্ধ *। খদির, কদম্ব, করঞ্জ, বট, তেঁতুল, বাঁশ, আম্র, নিম্ব, অপামার্গ (আপাঙ্), বিল্ব, আকন্দ, ও যজ্ঞোডুম্বর—এই সকল কাষ্ঠ দন্তধাবনে প্রশস্ত। প্রতিপদ্, ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, শ্রাদ্ধদিন, বিবাহদিন, জন্মদিন, ব্রতদিন ও উপবাসদিনে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না। দন্তকাষ্ঠাদির অভাবে ও দন্তকাষ্ঠের

---

* ইষ্টকালোষ্ট্রপাষাণৈরিতরাঙ্গুলিভিস্তথা। অঙ্গু। চানামিকাঙ্গুষ্ঠৌ বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনম্॥
—যাজ্ঞবল্ক্য।

অভাবে বা নিষিদ্ধ দিনে ১২ বার কুল্লি করিলেও মুখশুদ্ধি হয়। দন্ত-সংলগ্ন কোনও বস্তু বাহির করিতে সাতিশয় যত্ন করিবে না; রক্ত-পাত হইলে ক্ষতাশৌচ হয়। যাহা সহজে বাহির না হয়, তাহা দন্তবৎ গ্রাহ্য। স্নানকালে দন্ত ধাবন ও স্নানের পর পুষ্পচয়ন করিতে যে নিষেধ আছে, তাহা মধ্যাহ্নস্নানের পক্ষে জানিবে। দন্তধাবনের পর জিহ্বানির্লেখন (জিব-ছোলা) কর্ত্তব্য।

পুষ্প-চয়ন

দেব-পূজার্থে বাম হস্তে পুষ্পাদি চয়ন করিবে না। পুষ্প, তুলসী, বিল্বপত্র বৃন্ত (বোঁটা) সহ তুলিবে *। বিল্বপত্র ও দূর্ব্বা ত্রিপত্রান্বিত রাখিবে (তদতিরিক্ত দূর্ব্বার গর্ভও রাখিবে; কিন্তু পিতৃকার্য্যে দূর্ব্বার গর্ভ রাখিবে না)। উগ্রগন্ধ বা নির্গন্ধ পুষ্প দেবপূজায় অব্যবহার্য্য। মস্তকে, বামহস্তে ও পরিধেয় বস্ত্রে ধৃত, জলে ফেলিয়া প্রক্ষালিত, শ্মশানে উৎপন্ন, এবং বকুল ও শেফালিকা ভিন্ন স্বয়ংপতিত পুষ্প পূজায় অব্যবহার্য্য। আঘ্রাত, গাত্রসংলগ্ন, কীটযুক্ত, ক্রয়ানন্তর যাচ্ঞা-লব্ধ (ফাউ চাওয়া), শুষ্ক

---

* বকুল, শেফালিকা প্রভৃতি স্বয়ংপতিত পুষ্প বৃন্তহীন গ্রাহ্য। বিল্বপত্রের বজ্র (বোঁটার গাঁট) ত্যাগ বিষ্ণুক্রান্তায় (এসিয়া মহাদেশে) নিষিদ্ধ; অশ্বক্রান্তায় (ইয়ুরোপে) বিহিত; এবং রথক্রান্তায় (আফ্রিকায়) বিহিতও নহে ও নিষিদ্ধও নহে, সুতরাং ইচ্ছানুযায়ী; যথা—বিল্বপত্রং মহাবজ্রং ত্রিপত্রং পরমেশ্বরি। অতএব মহেশানি বজ্রহীনং ন দাপয়েৎ।—শিবতন্ত্রে বিষ্ণুক্রান্তাপ্রকরণে। "প্রাণান্তেঽপি ন দাতব্যং সবজ্রং মচ্ছিরোপরি।"—লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে অশ্বক্রান্তাপ্রকরণে। অশ্বক্রান্তেয়ুজাতাখ্যো রথক্রান্তাংশুমানকঃ। বিষ্ণুক্রান্তাসেচনক ইতি খণ্ডত্রয়ান্বিতঃ। (পদার্থদীপিকা)। অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তা এই তিনভাগে ভূখণ্ড বিভক্ত। তন্মধ্যে অশ্বক্রান্তার নাম ইয়ুজাত (ইয়ুরোপ), রথক্রান্তার নাম অংশুমানক (আফ্রিকা), এবং বিষ্ণুক্রান্তার নাম অসেচনক (এসিয়া)। যথা ভবিষ্যপুরাণ পূর্ব্বখণ্ডে—ইয়ুজাতে নরাঃ শুক্লাঃ ...॥ (অংশুমানকে) অত্র জাতা নরাঃ কৃষ্ণাঃ ...। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—(অসেচনকে) অভিজাতাঃ শাবরাস্তা বিপুলাশ্চিত্রমানবাঃ ...॥ ফলশূন্য বিল্ববৃক্ষের পত্র প্রশস্ত নহে; যথা—ফলশূন্যবৃক্ষজাতৈর্বিল্বপত্রৈর্ন চার্চ্চয়েৎ।"—বরদাতন্ত্র। শিবপূজায় দূর্ব্বার গর্ভত্যাগ গৃহস্থের পক্ষে নিষিদ্ধ; যথা—"অন্তঃপুষ্পাং ত্রিপত্রাঞ্চ যো দদ্যান্মচ্ছিরোপরি। জন্মজন্মনি দরিদ্রঃ জায়তে চ নরকং ব্রজেৎ।"—শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, গৃহস্থবিষয়ে।

ও পর্য্যুষিত (বাসি) পুষ্পে পূজা হয় না; কিন্তু পদ্ম প্রভৃতি জলজ পুষ্প, কুন্দ, বকুল, বক, চাঁপা, যাহাদের কলি তুলিলে প্রস্ফুটিত হয় ও যাহা মালাকারের গৃহে থাকে সেই সকল পুষ্প, এবং দূর্ব্বা, বিল্বপত্র ও তুলসী-পত্র পর্য্যুষিত হইলেও ব্যবহার্য্য। বিল্বপত্র, তুলসী, দূর্ব্বা ও পদ্ম ছিন্ন-ভিন্ন হইলেও পূজায় চলে। অশুচি অবস্থায় পুষ্পচয়ন নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রানীত পুষ্পও নিষিদ্ধ, কিন্তু ক্রয় করিলে দোষ হয় না।

তুলসী-চয়নের মন্ত্র।

তুলস্যমৃতনামাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি॥ ১

স্নান করিয়া, উক্ত মন্ত্র পাঠান্তে প্রণাম করিয়া, দক্ষিণ হস্তে বোঁটা-সহিত পত্র ও মঞ্জরী ছিঁড়িয়া কোনও পাত্রে রাখিবে। দ্বাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, সায়ংকাল ও রাত্রিকালে তুলসী তুলিবে না। তুলসী ও বিল্ববৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিতে নাই।

বিল্বপত্র-চয়নের মন্ত্র।

পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালূর শ্রীফল প্রভো।
মহেশপূজনার্থায় ত্বৎপত্রাণি চিনোম্যহম্॥ ২

দ্বাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, মধ্যাহ্ন, সায়ং ও রাত্রিকালে বিল্বপত্র চয়ন নিষিদ্ধ।

হে তুলসি, তোমার নাম অমৃত; তুমি সর্ব্বদা বিষ্ণুর প্রীতিদায়িনী। বিষ্ণুপূজার জন্য তোমাকে চয়ন করিতেছি; হে কল্যাণি, তুমি বরদাত্রী হও। হে কলিকলুষনাশিনি, হে পবিত্রাঙ্গি, তোমার অঙ্গে উৎপন্ন পত্র দ্বারা যাহাতে হরির পূজা করিতে পারি, তাহা কর। ১

হে প্রভো ভাগ্যবন্ পবিত্রবৃক্ষ, তোমার নাম মালূর ও শ্রীফল। আমি মহাদেবের পূজার জন্য তোমার পত্র চয়ন করিতেছি। ২

তৈল-মর্দ্দন।

প্রাতঃস্নানে, পিতৃশ্রাদ্ধে, রবিবারে, এবং অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে তৈল-মর্দ্দন করিবার নিষেধ আছে ; কিন্তু তাহা তিল-তৈল। সর্ষপতৈল ও নারিকেলতৈল, এবং তিলতৈল হইলেও পক্বতৈল (পাকতেল) ও পুষ্পবাসিত (ফুলেল) তৈল নিষিদ্ধ নহে। কুশাসনে বা কম্বলাসনে বসিয়া তেল মাখিতে নাই। অগ্রে মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা একটু তৈল লইয়া "(ওঁ) অশ্বত্থাম্নে নমঃ" বলিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। পরে ব্রাহ্মণ বামপদে, ক্ষত্রিয় দক্ষিণ কর্ণে, বৈশ্য দক্ষিণপদে, এবং শূদ্র মস্তকে সর্ব্বাগ্রে তৈলমর্দ্দন করিবেন। দ্বিজাতির পক্ষে মস্তকে মাথার অবশিষ্ট তৈল অন্য অঙ্গে মাখা নিষিদ্ধ। মস্তকে, কর্ণে ও পদতলে উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দন কর্ত্তব্য।

স্নানবিধি।

শরীর সুস্থ থাকিলে ও সহ্য হইলে প্রত্যহই স্নান করিবে। গৃহস্থের দুই সন্ধ্যায় (প্রাতে ও মধ্যাহ্নে), এবং তপস্বীর তিন সন্ধ্যায় স্নান বিহিত। এক বস্ত্রে স্নান করিতে নাই ; গামছা থাকা আবশ্যক। পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা গা মুছিবে না। স্নানের পর মাথা কাঁপাইবে না। স্নানবস্ত্র জলে নিঙড়াইবে না। স্নান করিতে অশক্ত হইলে আর্দ্র বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করিবে। অরুণোদয়ে অর্থাৎ সূর্য্যপ্রকাশের পূর্ব্ব চারি দণ্ডের (১॥ ঘণ্টার) মধ্যে প্রাতঃস্নান করিতে হয়। তাহার পূর্ব্বে স্নান করিলে, তাহা সেদিনকার স্নান বলিয়া গণ্য হয় না *। জননাশৌচ, মরণাশৌচ, সংক্রান্তি, জন্মদিন ও অশুচিস্পর্শে উষ্ণোদকে

---

* প্রাতঃস্নার্য্যারুণকিরণগ্রস্তাং প্রাচীমবলোক্য স্নায়াৎ।—বিষ্ণু। সূর্য্যোদয়ং বিনা নৈব স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়া ইতি তু অহঃস্নানপ্রধানকালপরম্। প্রবোধে ঘটিকাযুগ্মং প্রভাতে ঘটিকাদ্বয়ম্। দিনবৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েন্ন বিচারয়েৎ। (ঘটিকাত্র দণ্ডদ্বয়ম্): —রঘুনন্দন।

স্নান নিষিদ্ধ। বৈধ বিধিপূর্ব্বক (স্নান) করিতে ইচ্ছা করিলে (অশুচি অবস্থায় অগ্রে একবার অমন্ত্রক স্নান করিয়া) সমন্ত্রক স্নান করিতে হয়। হাঁটুর নিম্ন জলে স্নানাদি কোনও কার্য্য করিতে নাই বলিয়া নাভিমাত্র জলে দাঁড়াইয়া, আচমন করিয়া, "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রে চারিদিকে একহস্ত-পরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া, তাহাতে গঙ্গার আবাহন করিবে—

[বিষ্ণোঃ পাদ-প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।
পাহি নস্ত্বেনসস্তস্মা-দাজন্ম-মরণান্তিকাৎ * ॥ ১
তিস্রঃ কোট্যোঽৰ্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি † ॥ ২
নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবা সিতা।
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাদিনী।
ক্ষেমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী ॥৩
এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীর্ত্তয়েৎ।
ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥ ৪]

---

* নঃ (আমাদিগকে) তু (॰) এনসঃ (পাপ হইতে)।

† তে ইতি ব্যত্যয়েন সপ্তম্যাঃ ষষ্ঠী ছান্দসী।

(হে গঙ্গে) তুমি বিষ্ণুর চরণ হইতে উৎপন্না; তুমি বিষ্ণুশক্তি, এবং বিষ্ণুর পূজনীয়া; সেই হেতু তুমি জন্মাবধি মরণপর্য্যন্ত সমুদায় পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। ১

বায়ু বলিয়াছেন—স্বর্গে মর্ত্তে ও আকাশে সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থ আছে। হে জাহ্নবি, সে সমুদায় তীর্থ তোমাতেই রহিয়াছে। ২

তোমার নাম নন্দিনী, এবং দেবলোকে তোমার নলিনী নামও আছে। বৃন্দা, পৃথ্বী, সুভগা, বিশ্বকায়া, শিবা, সিতা, বিদ্যাধরী, সুপ্রসন্না, লোকপ্রসাদিনী, ক্ষেমা, জাহ্নবী, শান্তা, এবং শান্তিপ্রদায়িনী—এগুলিও তোমার নাম। ৩

স্নানের সময় এই সকল পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিবে। তাহা হইলে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা সেখানে উপস্থিত হন। ৪

অথবা—

[গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি* জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥৫
কুরুক্ষেত্র-গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি স্নানকালে ভবন্ত্বিহ ॥ ৬]

গাত্রে মৃত্তিকা-লেপনের মন্ত্র।

[অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি† সুব্রতে ॥ ৮]

* সিন্ধুসহিতা কাবেরী সিন্ধুকাবেরী। ঋগ্বেদে সিন্ধু নামে নদীর উল্লেখ আছে; যথা—ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি, যথা সিন্ধুঃ সুরথা সুবাসাঃ (৮।৩৬।৫, ৮।৩।৭।৩)। নির্ণয়সিন্ধুধৃত কাত্যায়নবচনে সিন্ধু নামে নদ ও নদী উভয়েরই উল্লেখ আছে। যথা—কর্কটাদৌ রজোদুষ্টা গোমতী বেদবত্রয়ম্। চন্দ্রভাগা সতী সিন্ধুঃ সরযূর্নর্ম্মদা তথা। গঙ্গা চ যমুনা চৈব প্লক্ষজাতা সরস্বতী। রজসা নাভিভূয়ন্তে যে চান্যে নদসংজ্ঞকাঃ। শোণ-সিন্ধুহিরণ্যাখ্যাঃ কোকলোহিতঘর্ঘরাঃ। শতদ্রুশ্চ নদাঃ সপ্ত পাবনাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

† প্রভবারিণি—প্রভবম্ (জন্ম) ঋণোতি হিনস্তীতি ণিন্।

হে গঙ্গে, হে যমুনে, হে গোদাবরি, হে সরস্বতি, হে নর্ম্মদে, হে সিন্ধুনদি, হে কাবেরি, তোমরা প্রত্যেকে এই জলে আগমন কর। ৫

কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্কর—এই সকল পবিত্র তীর্থ আমার স্নানকালে এখানে আসিয়া উপস্থিত হউন। ৬

হে মৃত্তিকে, তুমি অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তা নামে বিভক্ত (৫৫ পৃঃ * টী); তুমি বসুন্ধরা (অর্থাৎ বিবিধ রত্ন ধারণ করিতেছ); আমি যে দুষ্কার্য্য করিয়াছি, তজ্জন্য আমার পাপ তুমি হরণ কর। ৭

শতবাহু শ্রীকৃষ্ণ বরাহরূপ ধারণ করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; তুমি আমার গাত্রে আরোহণ করিয়া সকল পাপ দূর কর। হে সর্ব্বজীবের পুনর্জ্জন্ম-বিনাশিনি, সদাচাররতে মৃত্তিকে, তোমাকে প্রণাম করি। ৮

গঙ্গায় অবতরণের মন্ত্র।

স্বর্গারোহণ-সোপানং ত্বদীয়মুদকং শুভে।

অতঃ স্পৃশামি পাদাভ্যাং গঙ্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥ ৯

এই বলিয়া প্রণাম করিয়া, মস্তকে জল দিয়া, জলে নামিবে

গঙ্গাস্নানে বিশেষ মন্ত্র।

[বিষ্ণুপাদার্ঘসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।

ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি ॥ ১০

শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে * শ্রীমাতর্দ্দেবি জাহ্নবি।

অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্ ॥ ১১]

পরে অঙ্গুলী দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখ আচ্ছাদন করিয়া পূর্ব্বমুখে (নদীতে স্রোতের অভিমুখে) ৩ বার ডুব দিবে। তোলা জলে—সূর্য্যাভিমুখে বসিয়া মস্তকে জল দিতে হয়।

---

* ময়ি শ্রদ্ধয়া (শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়প্রতীত্যা) ভক্তিসম্পন্নে (ত্বাং প্রতি ভক্তিযুক্তে সতি)। অথবা শ্রদ্ধয়া ভক্তেঃ সম্পন্নং (লাভঃ—ভাবে ক্তঃ) যস্যাঃ সকাশাৎ তথাভূতে হে জাহ্নবি (শ্রদ্ধা করিলে যাঁহার নিকট হইতে ভক্তি লাভ করা যায় সেই তুমি)।

হে শুভপ্রদে, তোমার জল স্বর্গে আরোহণ করিবার সোপান, (সিঁড়িতে পা না দিলে উঠা যায় না) সেইজন্য ইহা পা দিয়া স্পর্শ করিতেছি। হে গঙ্গে দেবি, তোমাকে প্রণাম করি। ৯

হে গঙ্গে, তুমি বিষ্ণুর চরণামৃত হইতে উৎপন্না; তুমি (ত্রিধারায়) স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল—এই ত্রিপথে গমন করিতেছ, ধর্ম্মই দ্রবীভূত হইয়া তোমার জলময়ী মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া তুমি ধর্ম্মদ্রবী নামে বিখ্যাত হইয়াছ। হে জাহ্নবি, তুমি আমার পাপ হরণ কর। ১০

হে দেবি জাহ্নবি, হে মাতঃ, আমি শ্রদ্ধা (শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস) বশতঃ তোমার প্রতি ভক্তিযুক্ত হওয়ায়, হে দেবি ভাগীরথি, তুমি স্বীয় অমৃতময় জল দ্বারা আমাকে পবিত্র কর। ১১

স্নানান্তে পাঠ্য।

গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি *।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ১২
পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি † মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো ভব ‡ ॥ ১৩

স্নানান্তে গঙ্গার স্তবপাঠ ও প্রণাম করিবে (সূচীপত্র দেখ)।

তিলক ধারণ।

স্নানান্তে মৃত্তিকা দ্বারা, হোমান্তে ভস্ম দ্বারা, এবং পূজান্তে চন্দন দ্বারা তিলক করা বিহিত। মৃত্তিকা বা গোপীচন্দন দ্বারা, তদভাবে জল দিয়াও তিলক করিবে §। মৃত্তিকা বা জল দ্বারা ("মূর্দ্ধ্নি কণ্ঠে ললাটে চ একৈকং বাহুমূলয়োঃ। হৃদি নাভৌ তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ দ্বয়ং দ্বয়ম্") যথাক্রমে মস্তকে, কণ্ঠে, ললাটে, বাহুদ্বয়-মূলে, ¶ হৃদয়ে, নাভিদেশে ও পৃষ্ঠে এক-একটি, এবং দুই পার্শ্বে দুই-দুইটি ফোঁটা দিবে। সধবারা মৃত্তিকার তিলক করিবে না, কপালে সিন্দুরের টিপ দিবে। ললাটের তিলক ব্রাহ্মণের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র (একটি দীপশিখাকৃতি), ক্ষত্রিয়ের ত্রিপুণ্ড্র (তিনটি

---

* যোজনানাং শতৈঃ—(প্রকৃত্যাদিভ্যস্তৃতীয়া) বহুশতযোজনব্যবধানেন ইত্যর্থঃ।

† "কৈশ্চিদদাদৌ ত্রা পঠ্যতে।"—ইতি স ক্ষিপ্তসারম্।

‡ পাঠান্তর—সর্ব্বপাপহরো হরিঃ।

§ তিলকে অঙ্গুলীর নিয়ম—অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিপ্রদা, মধ্যমা আয়ুষ্করী, অনামিকা অর্থপ্রদা, তর্জ্জনী মুক্তিদায়িনী।

¶ অগ্রে দক্ষিণ, পরে বাম।

যে ব্যক্তি শত শত যোজন দূরে থাকিয়াও গঙ্গা গঙ্গা বলে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবং বিষ্ণুলোকে গমন করে। ১২

আমি পাপযুক্ত (পূর্ব্বে পাপ করিয়াছি), আমি এখনও পাপকর্ম্ম করিতেছি, পাপেই আমার মতি; পাপ হেতুই আমাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। হে পুণ্ডরীকাক্ষ আমাকে রক্ষা কর। আমার সর্ব্বপাপহরণকারী হও।

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি), বৈশ্যের একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, এবং স্ত্রী ও শূদ্রের গোলাকৃতি হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র, ও চন্দন দ্বারা গোলাকার প্রভৃতি যে কোনও আকার তিলক করিতে পারেন। বৈষ্ণবেরা উর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে ছিদ্র (হরিমন্দির) করিবেন।

তিলক ধারণের মন্ত্র।

কেশবানন্ত গোবিন্দ ববাহ পুরুষোত্তম।
পুণ্যং যশস্য-মায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু ॥ ১
(চন্দন দ্বারা)
কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌখ্যং সৌভাগ্য-মতুলং মম।
দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম্ ॥ ২

শূদ্রের পক্ষে—

(ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ কণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তমম্। নাভৌ নারায়ণং চৈব হৃদয়ে মাধবং তথা। গোবিন্দং দক্ষিণে পার্শ্বে তথা বামে ত্রিবিক্রমম্। উর্দ্ধে চ চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং কর্ণয়োর্মধুসূদনম্। ভ্রুবোর্মধ্যে হৃষীকেশং পদ্মনাভঞ্চ পৃষ্ঠকে বাহুমূলে বাসুদেবং সব্যে দামোদরং ন্যসেৎ) কেশব নামে * কপালে, পুরুষোত্তম নামে কণ্ঠে, নারায়ণ নামে নাভিতে, মাধব নামে হৃদয়ে, গোবিন্দ নামে দক্ষিণ পার্শ্বে, ত্রিবিক্রম নামে বাম পার্শ্বে, বিষ্ণু নামে মস্তকে, মধুসূদন নামে কর্ণদ্বয়ে, হৃষীকেশ নামে ভ্রূমধ্যে, পদ্মনাভ নামে পৃষ্ঠে, বাসুদেব নামে দক্ষিণ বাহুমূলে, এবং দামোদর নামে বাম বাহুমূলে তিলক করিবে।

---

* যথা: কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ, মধুসূদনায় নমঃ ইত্যাদি।

হে কেশব, হে অনন্ত, হে গোবিন্দ, হে বরাহ, হে পুরুষোত্তম, এই পবিত্র যশস্কর আয়ুর্বর্দ্ধক তিলক আমার প্রতি প্রসন্ন হউক। ১

আমি এই চন্দন সর্ব্বদা ধারণ করিতেছি; ইহা আমাকে কান্তি, লক্ষ্মী, সন্তোষ, সুখ ও অতুল সৌভাগ্য নিত্য প্রদান করুক। ২

বৈষ্ণবের পক্ষে—

(ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে। বক্ষঃস্থলে মাধবঞ্চ গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে। বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে পার্শ্বে বাহৌ চ মধুসূদনম্। ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে। শ্রীধরং বামবাহৌ চ হৃষীকেশঞ্চ কন্ধরে। পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ। তৎপ্রক্ষালন-তোয়েন বাসুদেবঞ্চ মূর্দ্ধনি) কেশব নামে * কপালে, নারায়ণ নামে উদরে, মাধব নামে বক্ষঃস্থলে, গোবিন্দ নামে কণ্ঠে, বিষ্ণু নামে দক্ষিণ পার্শ্বে, মধুসূদন নামে দক্ষিণ বাহুতে, ত্রিবিক্রম নামে দক্ষিণ স্কন্ধে, বামন নামে বাম পার্শ্বে, শ্রীধর নামে বাহুতে, হৃষীকেশ নামে স্কন্ধে, পদ্মনাভ নামে পৃষ্ঠে, দামোদর নামে কটিদেশে (কোমরে) তিলক দিবে. এবং হস্তপ্রক্ষালন-জল বাসুদেব নামে মস্তকে স্থাপন করিবে।

শিখাবন্ধন।

তিলক ধারণের পর দ্বিজাতিরা গায়ত্রী পাঠ করত শিখাবন্ধন করিবেন।

(স্ত্রী ও শূদ্রের শিখাবন্ধনের মন্ত্র)

ব্রহ্মবাণী-সহস্রাণি শিববাণী-শতানি চ।
বিষ্ণোর্নাম-সহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহম্॥ ১

শিখাবন্ধনপূর্ব্বক আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া কার্য্য করিতে হয়। তৈলাদি-মর্দ্দনকালে ও অশুচি-স্পর্শে শিখা মোচন করিয়া স্নানাদির পর পুনর্ব্বার বন্ধন করিবে।

---

* (ওঁ) কেশবায় নমঃ ইত্যাদি। † তৈরিতি শেষঃ।

বহুসহস্র বেদবাক্য ও বহুশত শিববাক্যস্বরূপ যে বিষ্ণুর সহস্র নাম, তাহা স্মরণ করিয়া আমি শিখাবন্ধন করিতেছি। ১

।শিখামোচনের মন্ত্র।

গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং * করোম্যহম্ ॥ ২

তর্পণবিধি।

তর্পণ—জলদান দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন †। তর্পণ দুই-প্রকার—প্রধান ও অঙ্গ। সন্ধ্যার ন্যায় প্রত্যহ পিতৃযজ্ঞস্বরূপ যে তর্পণ করিবার বিধি আছে, তাহা প্রধান তর্পণ, এবং স্নানাদি কর্ম্মে যে তর্পণ করিবার বিধি আছে, তাহা অঙ্গ-তর্পণ। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য-ভেদে, অন্যান্য কর্ম্মের ন্যায় স্নানও তিনপ্রকার, সুতরাং তর্পণও তিনপ্রকার। স্নানাঙ্গ তর্পণ করিলে আর প্রধান-তর্পণ করিতে হয় না, এবং নৈমিত্তিক বা কাম্য তর্পণ করিলে আর নিত্যতর্পণ করিতে হয় না। কিন্তু একদিনে বহু তীর্থে অথবা গ্রহণাদি বহু নিমিত্তে অনেকবার স্নান করিলে, প্রতিস্নানেই তর্পণ করিবে। কেবল অশুচিস্পর্শনিমিত্তক ও স্বেচ্ছাকৃত স্নানে তর্পণ করিতে হয় না। জীবৎপিতৃক (যাহার পিতা জীবিত আছেন) এবং স্ত্রীলোকের তর্পণে অধিকার নাই) কেবল প্রেত

* তিষ্ঠতু অত্র অচলা ইতি ছেদঃ। শিখামুক্তং—শিখামোচনম্ (ভাবে ক্ত)।

† দেহের বিনাশ হইলেও আত্মার বিনাশ নাই। সুতরাং আমাদের মৃত পিতৃগণের দেহে যে আত্মা অবস্থিত ছিলেন, তিনি এক্ষণে যে শরীরেই অবস্থান করুন, সেই শরীরেই শাস্ত্রোক্ত জলক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ দ্বারা তিনি তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। যেহেতু তর্পণজলের ও শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের পরমাণু (সূক্ষ্মতম অংশ) মন্ত্রবলে তাঁহার বর্ত্তমান দেহের তজ্জাতীয় বস্তুর পরমাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এবং সমস্ত দেবতারা (যাঁহারা আমার শিখাতে আছেন) এক্ষণে অন্যত্র গমন করুন। কেবল লক্ষ্মী ইহাতে অচলা হইয়া থাকুন; আমি শিখামোচন করিতেছি।

তর্পণ করিতে পারে) ; কিন্তু বিধবারা পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রের অভাবে স্বামী, শ্বশুর, ও শ্বশুরের পিতা (আর্য্যশ্বশুর) এই তিন পুরুষের তর্পণ করিতে পারেন। স্নানাঙ্গ তর্পণ স্নানান্তেই (সামবেদীর সন্ধ্যাঙ্গ সূর্য্যোপস্থানের পর অর্থাৎ "উদু ত্যং জাতবেদসং" হইতে "উপজায়ত" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠের পর) কর্ত্তব্য ; কিন্তু স্নানান্তে, সন্ধ্যার মুখ্যকাল অতীত হইবার আশঙ্কা ঘটিলে, অগ্রে সন্ধ্যা করিয়া, তার পর তর্পণ করিবে। স্নান না করিলে প্রধান তর্পণ কর্ত্তব্য ; তাহা মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় করিতে হয়। মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় তর্পণ করিতে হইলে, সামবেদীরা সূর্য্যোপস্থানের পরে এবং ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদীরা সূর্য্যার্ঘ্যের পূর্ব্বে করিবেন। বৃষ্টিজল-সম্পর্কে তর্পণ করিতে নাই। স্থলে তর্পণ করিলে বাম হস্তের লোমশূন্য স্থানে বস্ত্রোপরি তিল রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা অথবা কেবল অঙ্গুষ্ঠ বা কেবল তর্জ্জনী দ্বারা তিল গ্রহণ করিবে। পরিধেয় বস্ত্রে তিল রাখিতে নাই। রবি ও শুক্রবারে, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথিতে এবং অমাবস্যানিমিত্তক শ্রাদ্ধ ভিন্ন অপর শ্রাদ্ধদিনে ও জন্ম-দিনে তিল-তর্পণ নিষিদ্ধ। কিন্তু সংক্রান্তিতে, গ্রহণকালে, গঙ্গা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার তীর্থে, বৃষোৎসর্গে, যুগাদ্যায়, মৃতাহে ও প্রেতপক্ষে নিষিদ্ধ দিনেও তিল-তর্পণ করিবে। তর্পণের জল প্রাদেশপ্রমাণ (৩৫ পৃঃ * টী) ঊর্দ্ধ হইতে জলেই ফেলিবে। স্থলে তর্পণ করিলে, তাম্রপাত্রে তিল রাখিবে এবং তর্পণের জল তাম্রাদি পাত্রে বা কুশের উপর ফেলিবে। অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তে (৩৯ পৃঃ § টী) দেবতর্পণ, মনুষ্যতর্পণ ও ঋষিতর্পণ করিবে। তাম্রাদি পাত্র ব্যবহার করিলে উহা ঐরূপ হস্তের মধ্যেই রাখিবে। তর্পণে তাম্র, রৌপ্য বা স্বর্ণপাত্র (অষ্টাঙ্গুলের ন্যূন না হয়) ব্যবহার করা যায়। দেবতর্পণ, মনুষ্যতর্পণ ও ঋষিতর্পণে তিলের ব্যবহার করিবে না ; যবের ব্যবহার করিতে পারা যায় (চন্দনযুক্ত জলে তর্পণ করিলে ফলবিশেষ আছে)। বেদ-বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক তর্পণও আছে, তাহা এখন কেহই করেন না ; সকলে পৌরাণিক তর্পণই করিয়া থাকেন।

পৌরাণিক কার্য্য সকলের পক্ষেই একরূপ ; সুতরাং এ তর্পণে যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণকে আবাহনে বৈদিক মন্ত্র পড়িতে হয় না (বৈদিক তর্পণেই উহা পাঠ্য)।

পদ্মপুরাণোক্ত তর্পণ।

(সৃষ্টিখণ্ড ২০ অঃ)

(দেবতর্পণ)

স্নানান্তে পূর্ব্বমুখে নাভিমাত্র জলে দাঁড়াইয়া * উপবীতী হইয়া (৩০ পৃঃ ১৭ পং) তিলক ধারণ, শিখাবন্ধন, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া, অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তে (৩৯ পৃঃ § টী) + দৈবতীর্থ দ্বারা (২৯ পৃঃ ৫ পং) নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রত্যেককে এক-এক বার শুদ্ধ জল দিবে—

(ওঁ) ব্রহ্মা তৃপ্যতাং। (ওঁ) বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) রুদ্রস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং ‡। ১

ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণের—"তৃপ্যতাং" স্থানে "তৃপ্যতু" বলিবেন।

ঐরূপ অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তের দৈবতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে একবার শুদ্ধ জল দিবে—

(ওঁ) দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ।

---

* অথবা শুষ্কবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া বসিয়া।

+ ব্রহ্মাদিচতুষ্টয়তর্পণে গোভিল-যাজ্ঞবল্ক্যোক্তপ্রয়োগবিধিগ্রাহ্যঃ। স চ "অন্বারব্ধেন সব্যেন পাণিনা দক্ষিণেন চ।" পদ্মপুরাণীয়তর্পণপক্ষে তু পিতৃপক্ষ এব হস্তাভ্যামিতি শ্রুতেঃ তত্রৈবাঞ্জলিঃ, অন্যত্র নাঞ্জলিরিত্যবগম্যতে।—আহ্নিকতত্ত্ব।

‡ ব্রহ্মাণং তর্পয়েৎ পূর্ব্বং বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতিম্।—পদ্মপুরাণ।

ব্রহ্মা তৃপ্ত হউন। বিষ্ণু তৃপ্ত হউন। মহাদেব তৃপ্ত হউন। প্রজাপতি (দক্ষ) তৃপ্ত হউন। ১

বিদ্যাধরা জলাধারা-স্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষা-মাপ্যায়নায়ৈতদ্ দীয়তে সলিলং ময়া॥ ২

(মনুষ্যতর্পণ *)

পরে দক্ষিণাবর্ত্তে † উত্তরমুখ (সামবেদী ব্রাহ্মণেরা পশ্চিমমুখ) ও নিবীতী (৩১ পৃঃ ২ পং) হইয়া—

(ওঁ) সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥ ৩

এই মন্ত্র দুইবার পাঠ করিয়া অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তের কায়তীর্থ দ্বারা (২৯ পৃঃ ৬ পং) দুই বার শুদ্ধ জল দিবে—

(ঋষিতর্পণ)

পুনর্ব্বার দক্ষিণাবর্ত্তে পূর্ব্বমুখ ও উপবীতী হইয়া অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তের দৈবতীর্থ দ্বারা এক-একবার শুদ্ধ জল দিবে—

(ওঁ) মরীচিস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) অত্রিস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) পুলহ-

---

* সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।। এতে ব্রহ্মসুতাঃ সপ্ত মনুষ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।—কাকাজিনি।

† ডাইন দিক্ দিয়া ঘুরিয়া।

দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, ক্রূরস্বভাব জন্তু, সর্প, সুপর্ণ (গরুড়-জাতীয় পক্ষী), বৃক্ষ, সরীসৃপ, সাধারণ পক্ষী, বিদ্যাধর, জলচর, খেচর নিরাহার, এবং পাপে ও ধর্ম্মে রত যত জীব আছে, তাহাদের তৃপ্তির জন্য আমি এই জল দিতেছি। ২

সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ—ইঁহারা মদ্দত্ত জলে সর্ব্বদা তৃপ্তি লাভ করুন। ৩

স্তৃপ্যতাং। (ওঁ) ক্রতুস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) প্রচেতাস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) ভৃগুস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) নারদস্তৃপ্যতাং *। ৪

ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণেরা "তৃপ্যতাং" স্থানে "তৃপ্যতু" বলিবেন।

(দিব্যপিতৃ-তর্পণ)

পরে বামাবর্ত্তে দক্ষিণমুখ ও প্রাচীনাবতী (৩১ পৃঃ ১ পং) হইয়া দুই হস্তে অঞ্জলি করিয়া পিতৃতীর্থ (২৯ পৃঃ ৭ পং) দ্বারা প্রত্যেককে এক-এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে।—

(ওঁ) অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ সতিলোদকং † তেভ্যঃ (স্বধা)। ‡

---

* মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্। প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ॥ (তর্পয়েদিতি শেষঃ)।

† গঙ্গাজল হইলে "সতিল-গঙ্গোদকং" বলিবে। অন্য তীর্থের জল হইলে সেই তীর্থের নামের সহিত 'উদকং' যোগ করিয়া বলিবে (যথা—ব্রহ্মপুত্রোদকং, যমুনোদকং ইত্যাদি)। তিলের অভাবে কেবল 'উদকং' বলিবে। গঙ্গাদি তীর্থে বিনা তিলে যে তর্পণ হয় না, এমন কথা নহে, সুতরাং তত্তৎস্থলে তিলের অভাবেও 'সতিলগঙ্গোদকং" ইত্যাদি বলিতে পারিবে না (কেবল "গঙ্গোদকং" ইত্যাদিরূপই বলিতে হইবে) যথা—সুগতং সকলং পুণ্যং যজ্ঞদানাদিকং কলম্। গঙ্গাতোয়ৈশ্চ সতিলৈর্দুর্লভং পিতৃতর্পণম্॥ ইতি ভবিষ্যে সতিলগঙ্গাতোয়স্য দুর্লভত্বাভিধানেন তীর্থে তিলাভাবেঽপি প্রতিনিধিনা তর্পণং সূচিতম্। তীর্থমাত্রে তু কর্ত্তব্যং সতিলেনৈব তর্পণমিতি স্কন্দপুরাণে যা তীর্থে তিলরহিততর্পণনিন্দা, সাপি সপ্তম্যাদিনাষদ্ধতিলতর্পণস্য—তীর্থে তিথিবিশেষে চেত্যাদিনা—প্রাপ্তপ্রতিষেধপরা, সুবর্ণাদিপ্রতিনিধিরহিতপরা বা, অন্যথা তিলাভাবেঽপি প্রধানস্য বাধঃ।—রঘুনন্দন। তিলের প্রতিনিধি—সুবর্ণ, রজত বা কুশ। প্রতিনিধি দিলে "সতিল" বলিবে।

‡ অগ্নিষ্বাত্তাস্তথা সৌম্যা হবিষ্মন্তস্তথোষ্মপাঃ। সুকালিনো বর্হিষদ আজ্যপাঃ পিতরঃ ক্রমাৎ॥

মরীচি তৃপ্ত হউন ইত্যাদি। ৪

(ওঁ) সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ ... ... ।

(ওঁ) হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ ... ... ।

(ওঁ) উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ ... ... ।

(ওঁ) সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ ... ... ।

(ওঁ) বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ ... ... ।

(ওঁ) আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ ... ... ।৫

ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণেরা "তৃপ্যন্তা মেতৎ" স্থানে "তৃপ্যন্ত্বেতৎ" বলিবেন।

(যমতর্পণ *)

দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া দাঁড়াইয়া "এতৎ সতিলোদকং (ওঁ) যমায় নমঃ" ইত্যাদিরূপ মন্ত্র তিনবার বলিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা প্রত্যেক নামে তিন অঞ্জলি সতিল জল দিবে। অনেকে নিম্নলিখিত সমস্ত মন্ত্রটি তিন বার বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিয়া থাকেন।

(ওঁ) যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ †।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ ॥ ৬

* ইহা আশ্বিনী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতেই কর্ত্তব্য, যেহেতু তদুপলক্ষেই ভবিষ্যপুরাণে আছে—যাং কাঞ্চিৎ সরিতং প্রাপ্য কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীম্। যমুনায়াং বিশেষেণ নিয়তং তর্পয়েদ্ যমান্ ॥...একৈকস্য তিলৈর্মিশ্রান্ ত্রীংস্ত্রীন দদ্যাজ্জলাঞ্জলীন্। পদ্মপুরাণে তর্পণ-প্রকরণে নাই।

† পৃথক্ তর্পণে "ওঁ অন্তকায় নমঃ" বলিবে ("চান্তকায়" নহে)।

অগ্নিষ্বাত্ত-নামক পিতৃগণ তৃপ্ত হউন, এই সতিল জল তাঁহাদিগকে দিতেছি। এইরূপ সৌম্য, হবিষ্মান্, উষ্মপ, সুকালী, বর্হিষদ্ ও আজ্যপা। ৫

যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্ব্বভূতক্ষয়, ঔডুম্বর, দধ্ন, নীল পরমেষ্ঠী বৃকোদর, চিত্র ও চিত্রগুপ্ত—এই চতুর্দ্দশ যমকে জল দিতেছি। ৬

(ভীষ্মতর্পণ *)

বর্ণজ্যেষ্ঠ বলিয়া ব্রাহ্মণেরা ইহা পিতৃতর্পণের পরে করিবেন, এবং অন্যে তৎপূর্ব্বে (অর্থাৎ এইখানেই) করিবেন।

(ওঁ) বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃত্যপ্রবরায় চ †।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥

এই মন্ত্র ১ বার পড়িয়া উক্তরূপে এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে—

(ওঁ) ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভি-রবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥ ৮

(পিতৃলোকের আবাহন)

দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী ও কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—

(ওঁ) আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্লন্ত্বপোঽঞ্জলিং ‡। ৯

গোত্র, সম্বন্ধ ও নাম উল্লেখপূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিয়া পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী ও

* ভীষ্মতর্পণ কেবল ভীষ্মাষ্টমীতেই (মাঘী শুক্লাষ্টমীতেই) কর্ত্তব্য, যথা—মিত্রায়াপি অসবর্ণায় জলং ন ·য়ম্, সবর্ণেভ্যো জলং দেয়ং নাস র্ণেভ্যা এব চ ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ। ভীষ্মায় তু অসবর্ণায়াপি ভীষ্মাষ্টম্যাং তর্পণং কুর্য্যাৎ, ব্রাহ্মণাদ্যাস্তু যে বর্ণা দদ্যুর্ভীষ্মায় নো জলম্। সংবৎসরকৃতং তেষাং পুণ্যং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ ইতি স্মৃতঃ —আহ্নিকতত্ত্ব।

† প্রচলিত পাঠ সাঙ্কৃতি। কিন্তু নির্ণয়সিন্ধুতে সাঙ্কৃত্য আছে। পাণিনির গর্গাদিগণে সঙ্কৃতি শব্দ থাকায় যঞ্ (ষ্য) প্রত্যয়ই উচিত মনে হয়।

‡ অপোঽঞ্জলিং—অপঃ (জলানি) জলময়মিত্যর্থঃ।

বৈয়াঘ্রপদ্য যাঁহার গোত্র, সাঙ্কৃত্য যাঁহার প্রবর, সেই অপুত্রক ভীষ্মবর্ম্মাকে এই জল দিতেছি। ৭

শান্তনুপুত্র বীর সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম এই জল দ্বারা পুত্রপৌত্রোচিততর্পণাদি-ক্রিয়াজন্য তৃপ্তি লাভ করুন। ৮

আমার পিতৃগণ (পূর্ব্বপুরুষগণ) আসুন, এই জলময় অঞ্জলি গ্রহণ করুন। ৯

প্রপিতামহী—এই নয় জনের প্রত্যেককে যথাক্রমে তিন-তিন অঞ্জলি সতিল জল দিবে এবং মন্ত্রও তিনবার পাঠ করিবে। তৎপরে মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী—এই তিনজনকে এক-এক বার মন্ত্র পাঠ করিয়া, এক-এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে *।

(পিতৃতর্পণ—যজুর্ব্বেদী দ্বিজাতি ও শূদ্রের পক্ষে)

(বিষ্ণুরোঁ) অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্ব, এতত্তে সতিলোদকং (স্বধা)।—বলিয়া ৩ বার জল দিবে।

(বিষ্ণুরোঁ) অমুকগোত্র পিতামহ ... ... (৩ বার)।
" অমুকগোত্র প্রপিতামহ ... ... (৩ বার)।
" অমুকগোত্র মাতামহ ... ... (৩ বার)।
" অমুকগোত্র প্রমাতামহ ... ... (৩ বার)।
" অমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ ... ... (৩ বার)।
" অমুকগোত্রে মাতঃ অমুকদেবি... ... (৩ বার)।
" অমুকগোত্রে পিতামহি ... ... (৩ বার)।
" অমুকগোত্রে প্রপিতামহি ... ... (৩ বার)।
" অমুকগোত্রে মাতামহি ... ... (১ বার)।

---

† পিতামহ অবধি বৃদ্ধপ্রমাতামহী পর্য্যন্ত একাদশ ব্যক্তির মধ্যে কেহ জীবিত, পতিত বা প্রেতাবস্থ থাকিলে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার উপরিতন ব্যক্তিকে ধরিয়া একাদশ সংখ্যা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রপিতামহের পর—বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ; এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহের পর—অতিবৃদ্ধপ্রমাতামহ, অত্যতিবৃদ্ধপ্রমাতামহ। কাহারও নাম জানা না থাকিলে ('যথানাম' না বলিয়া) নিজ নামের পর তাঁহার সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া তৎপরে দেবশর্ম্মন্ প্রভৃতি বলিতে হয়; যেমন—(তর্পণকর্ত্তা রামচন্দ্র হইলে এবং প্রপিতামহের নাম না জানিলে) বিষ্ণুরোঁ। অমুকগোত্র শ্রীরামচন্দ্রদেবশর্ম্ম-প্রপিতামহদেবশর্ম্মন্ ইত্যাদি। যথা—"নামাজ্ঞবিদ্বাংসস্তৎপিতৃপিতামহপ্রপিতামহা ইতি" —আশ্বলায়ন।

" অমুকগোত্রে প্রমাতামহি ... ... (১ বার)।

" অমুকগোত্রে বৃদ্ধপ্রমাতামহি ... ... (১ বার)। ১০

ক্ষত্রিয়েরা "ভ্রাতৃবর্ম্মন্" এবং বৈশ্যেরা "দত্তভূতে" (বা "গুপ্তভূতে") বলিবেন। শূদ্রেরা "বিষ্ণুরোঁ" স্থানে 'বিষ্ণুর্নমঃ" ও "দেবশর্ম্মন্" স্থানে পদবীসহিত দাস (যথা—"ঘোষদাস" ইত্যাদি), 'দেবি' স্থানে 'দাসি' এবং 'স্বধা' স্থানে 'নমঃ' বলিবেন।

(পিতৃতর্পণ—সামবেদী ব্রাহ্মণের পক্ষে)

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুক-দেবশর্ম্মা তৃপ্যতা-মেতৎ
সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা ... ... (৩ বার)।

" অমুকগোত্রঃ পিতামহঃ ... ... (৩ বার)।

" অমুকগোত্রঃ প্রপিতামহঃ ... (৩ বার)।

" অমুকগোত্রঃ মাতামহঃ — — (৩ বার)।

" অমুকগোত্রঃ প্রমাতামহঃ — — (৩ বার)।

" অমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহঃ — — (৩ বার)।

" অমুকগোত্রা মাতা অমুকদেবী তৃপ্যতামেতৎ
সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা — — (৩ বার)।

" অমুকগোত্রা পিতামহী — — (৩ বার)।

" অমুকগোত্রা প্রপিতামহী — — (৩ বার)।

" অমুকগোত্রা মাতামহী — — (১ বার)।

" অমুকগোত্রা প্রমাতামহী — — (১ বার)।

" অমুকগোত্রা বৃদ্ধপ্রমাতামহী — — (১ বার)। ১১

হে "অমুকগোত্র পিতঃ অমুক, তুমি তৃপ্ত হও; তোমাকে এই সতিল জল দিতেছি। ইত্যাদি। ১০

অমুকগোত্র পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্ত হউন; এই সতিল জল তাঁহাকে দিতেছি। ইত্যাদি। ১১

(পিতৃতর্পণ—ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণের পক্ষে)

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রং পিতরং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি, এতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ (৩ বার)।

" অমুকগোত্রং পিতামহং — - (৩ বার)।
" অমুকগোত্রং প্রপিতামহং — — (৩ বার)।
" অমুকগোত্রং মাতামহং — — (৩ বার)।
" অমুকগোত্রং প্রমাতামহং — — (৩ বার)।
" অমুকগোত্রং বৃদ্ধপ্রমাতামহং— — (৩ বার)।
" অমুকগোত্রাং মাতরং অমুকদেবীং তর্পয়ামি, এতৎ সতিলোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ — (৩ বার)।
" অমুকগোত্রাং পিতামহীং — — (৩ বার)।
" অমুকগোত্রাং প্রপিতামহীং — -- (৩ বার)।
" অমুকগোত্রাং মাতামহীং — — (১ বার)।
" অমুকগোত্রাং প্রমাতামহীং — — (১ বার)
" অমুকগোত্রাং বৃদ্ধপ্রমাতামহীং— — (১ বার)।১২

সমর্থ হইলে ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুল, বিমাতা (সপত্ন মাতৃ), সবর্ণ মিত্র প্রভৃতিকে এই সময় উক্তরূপ মন্ত্রে তর্পণ করিবে। ইহাদিগকে এক এক অঞ্জলি সতিল জল দিতে হয়। (ব্রাহ্মণেরা ভীষ্মাষ্টমীতে এইখানে ভীষ্মতর্পণ করিবেন)। ইহার পরেই *—

---

* পিত্রাদীন্ নামগোত্রেণ তথা মাতামহানপি। সন্তর্প্য শক্ত্যা বিধিবদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ। যেহবান্ধবা ইত্যাদি।—পদ্মপুরাণ।

অমুকগোত্র পিতা অমুকদেবশর্ম্মাকে তর্পণ করিতেছি, এই সতিল জল তাঁহাকে দিতেছি। ইত্যাদি। ১২

(ওঁ) যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা, যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তি-মখিলাং যান্তু, যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১৩

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে।

(রামতর্পণ *)

(ওঁ) আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি-পিতৃ-মানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ-মাতামহাদয়ঃ।
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং ॥ ১৪

এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে।

(লক্ষ্মণতর্পণ †)

(ওঁ) আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু ॥ ১৫

এই মন্ত্র তিন বার পড়িয়া তিন অঞ্জলি সতিল জল দিবে।

---

* সম্পূর্ণ তর্পণে অশক্ত হইলে এই তর্পণ করিতে হয়। বনবাসকালে রামচন্দ্র এই মন্ত্রে তর্পণ করিতেন।

† রামতর্পণেও অশক্ত হইলে এই তর্পণ করিবে। বনবাসকালে লক্ষ্মণ (রাম ও সীতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকায় অল্প সময়াভাবে) এই তর্পণ করিতেন।

আমাদের যাহারা বন্ধু নয় বা যাহারা বন্ধু অথবা যাহারা জন্মান্তরে বন্ধু ছিল, এবং যাহারা আমাদের নিকট জলের প্রত্যাশা করে, তাহারা সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করুক। ১৩

ব্রহ্মলোক অবধি যাবতীয় লোকে অবস্থিত জীবগণ (যক্ষনাগাদি), দেবগণ (ব্রহ্মাদি), ঋষিগণ (মরীচ্যাদি) পিতৃগণ (অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি), মনুষ্যগণ (সনকাদি), পিতৃ-পিতামহাদি এবং মাতা ও মাতামহ প্রভৃতি সকলে তৃপ্ত হউন। (আমার কেবল এক জন্মের নহে এবং কেবল আমারও নহে) আমার যে বহুকোটি কুল বহু জন্মান্তরে গত হইয়াছে, সেই সেই কুলের পিতৃপিতামহাদি, ও সপ্তদ্বীপবাসী সমুদায় মানবগণের পিতৃ-পিতামহাদি এবং ত্রিভুবনের যাবতীয় পদার্থ আমার প্রদত্ত জলে তৃপ্ত হউক। ১৪

ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত জগৎ তৃপ্ত হউক। ১৫

(বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক *)

(ওঁ) যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা-গোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং॥ ১৬

এই মন্ত্রে, স্থলে উঠিয়া, সতিল বস্ত্রনিষ্পীড়ন-জল একবার ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। পুনর্ব্বার জলে নামিয়া—

(পিতৃস্তোত)

(ওঁ) পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ †।
পিতরি প্রীতি-মাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব-দেবতাঃ॥ ১৭

(পিতৃপ্রণাম) ‡

(ওঁ) পিতৃন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ,
স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।

---

* জলে বস্ত্র নিংড়াইতে নাই, এবং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক দিবার পূর্ব্বেও বস্ত্র নিংড়াইতে নাই। সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী ও শ্রাদ্ধদিনে বস্ত্রনিষ্পীড়ন নিষিদ্ধ বলিয়া বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক দিতে নাই। স্নান না করিয়া তর্পণ করিলে বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক দিতে হয় না।

† মহাভারত, শান্তি ১৬৬। পদ্ম পুরাণের (সৃষ্টি ৫০) পাঠ—পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমা গতিঃ।

‡ মার্কণ্ডেয় পুরাণ, রুচিস্তবে।

যাঁহারা আমাদের বংশে জন্মিয়া পুত্রহীন ও বংশহীন হইয়া মরিয়াছেন, তাঁহারা তৃপ্ত হউন। আমি তাঁহাদিগকে বস্ত্রনিষ্পীড়ন-জল দিলাম। ১৬

পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপস্যা। পিতা প্রীতিলাভ করিলে সকল দেবতাই প্রীত হন। ১৭

যাঁহারা স্বর্গে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, যাঁহারা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করেন, অভীষ্টফলের কামনা করিলে যাঁহারা সকল বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিতে সমর্থ, এবং কোনও ফলের কামনা না করিলে যাঁহারা মুক্তি প্রদান করেন, সেই পিতৃগণকে প্রণাম করি। ১৮

প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং,

বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু॥ ১৮

কালাশৌচে কেবল প্রেতেরই তর্পণ করিতে হয়, আর কাহারও নহে। সামবেদীর বাক্য—ওঁ অমুকগোত্রং প্রেতং অমুকদেবশর্ম্মাণং সতিলোদকেন তর্পয়ামি (১ বার)। ঋগ্বেদীর—ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে তিলোদকং * (১ বার)। যজুর্ব্বেদীর—(ওঁ) অমুকগোত্র প্রেত অমুক (দেবশর্ম্মন) এতত্তে সতিলোদকং তৃপ্যস্ব (১ বার)। ফলাতিশয়ার্থে সকলেই ৩ বারও জল দিতে পারেন।

তান্ত্রিক সন্ধ্যা। †

হাত পা ধুইয়া, পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে বসিয়া, গায়ত্রী (পরে আছে) পড়িয়া শিখা বাঁধিয়া (শিখা না থাকিলে শিখাস্থান স্পর্শ করিয়া গায়ত্রী পড়িয়া) আচমন করিবে।

আচমন।

(শক্তিমন্ত্রে)—(নমঃ) আত্মতত্ত্বায় নমঃ—বলিয়া ওষ্ঠে জল ছিটাইবে। (নমঃ) বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ—ওষ্ঠে জল ছিটাইবে। (নমঃ) শিবতত্ত্বায় নমঃ—ওষ্ঠে জল ছিটাইবে ‡। অন্য মন্ত্রে—বিনা মন্ত্রে তিনবার ওষ্ঠে জল ছিটাইবে।

জলশুদ্ধি।

অঙ্কুশমুদ্রা (২৭ পৃঃ ১৩ পং) করিয়া, মধ্যমা অঙ্গুলীর § অগ্রভাগ দ্বারা (নখ না ঠেকে) জল স্পর্শ করিয়া বলিবে—

---

* আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র-বৃত্ত।

† তোড়লতন্ত্র (তৃতীয় পটল) ও তন্ত্রসার দেখ।

‡ দ্বিজাতিরা সর্ব্বত্রই প্রথম (নমঃ) স্থলে ওঁ বলিবেন, এবং এখানে শেষের নমঃ স্থলে স্বাহা বলিবেন এবং প্রত্যেক মন্ত্রে জল পান করিবেন। (১৮ পৃঃ ‡ টীঃ)।

§ অঙ্গুলীর নাম ১৪ পৃঃ + টীকা।

(নমঃ) গঙ্গে চ যমুনে চৈব, গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি, জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

বীজমন্ত্র বলিতে বলিতে সেই জল তিনবার ভূমিতে ছিটাইয়া, সাত বার মাথায় ছিটাইবে।

অঙ্গন্যাস।

তত্ত্বমুদ্রা, (২৭ পৃঃ ১২পং) দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিয়া, বলিবে—আং হৃদয়ায় নমঃ। মস্তক স্পর্শ করিয়া—ঈং শিরসে নমঃ *। শিখা স্পর্শ করিয়া—ঊং শিখায়ৈ নমঃ †। দুই হাতে (বাঁ হাত নীচে, ডান হাত উপরে) আপনাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া—ঐং কবচায় নমঃ ‡। বাঁ হাত চিৎ করিয়া তার উপর ডান হাতটিও চিৎ করিয়া রাখিয়া ডান হাতের তর্জ্জনী দ্বারা ডান চোক, মধ্যমা দ্বারা কপাল এবং অনামিকা দ্বারা বাঁ চোক স্পর্শ করিয়া—ঔং নেত্রত্রয়ায় নমঃ §। অঃ অস্ত্রায় ফট্—বলিয়া দুই হাত ঘুরাইয়া ডান হাতের মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা বাঁ হাতের তলায় আঘাত করিবে।

অঘমর্ষণ। ¶

বাঁ হাতে জল রাখিয়া, তাহার উপর ডান হাত চাপা দিয়া "হং যং বং লং রং" ** এই মন্ত্র তিনবার বলিবে। বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়া বিন্দু-বিন্দু জল ফেলিতে থাকিবে এবং তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা সেই জল লইয়া বীজমন্ত্র বলিতে বলিতে সাতবার মাথায় ছিটাইবে। অবশিষ্ট জল ডান

---

* দ্বিজাতিরা নমঃ * স্থলে স্বাহা, নমঃ † স্থলে বষট্, নমঃ ‡ স্থলে হুং, নমঃ § স্থলে বৌষট্ বলিবেন।

¶ অঘ—পাপ, মর্ষণ—সেচন। পাপ ধুইয়া ফেলা।

** হং—আকাশবীজ (ব্যোম), যং—বায়ুবীজ (মরুৎ), বং—বরুণবীজ (অপ্), লং—পৃথিবীবীজ (ক্ষিতি), রং—অগ্নিবীজ (তেজ)। ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতে দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে ; তাহাদের পাপ (মলিনতা) নষ্ট হউক।

হাতে লইয়া নাকের নিকটে ধরিয়া ভাবিবে যে, এই জল বাঁ নাক দিয়া দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত পাপ ধুইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ডান নাক দিয়া বাহির হইয়া আসিল। তার পর আপনার সম্মুখে একখানা পাথর আছে মনে করিয়া তাহার উপর সেই জল "ফট্" বলিয়া (একবার বা তিন বার) আছড়াইয়া ফেলিবে। হাত ধুইয়া পূর্ব্ববৎ আচমন করিবে *।

তর্পণ। †

ইহা স্নানেরই অঙ্গ, কিন্তু অনেকে (মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মতে) সন্ধ্যাতেও ইহা করিয়া থাকেন। যাঁহারা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কেবল মধ্যাহ্নসন্ধ্যাতেই করিবেন। প্রতিসন্ধ্যায় করিতে হইবে না। স্ত্রীলোককে করিতে হয় না। এক-একটি মন্ত্র বলিয়া জল দিবে—

(নমঃ) দেবান্ তর্পয়ামি ‡। (নমঃ) ঋষীন্ তর্পয়ামি। (নমঃ) পিতৃন্ তর্পয়ামি। (নমঃ) গুরূন্ তর্পয়ামি। (নমঃ) পরমগুরূন্ তর্পয়ামি। (নমঃ) পরাপরগুরূন্ তর্পয়ামি। (নমঃ) পরমেষ্ঠিগুরূন্ তর্পয়ামি §। তার পর শক্তিমন্ত্রে (নমঃ) হ্রীং অমুকদেবতাং তর্পয়ামি নমঃ ¶ বলিয়া তিনবার জল দিবে। অন্য মন্ত্রে -(নমঃ) অমুকদেবতাং তর্পয়ামি

---

* ত্রিবারং তাং গণ্ডূষী হস্তৌ প্রক্ষালয়েত্ততঃ। আচম্যোক্তেন মন্ত্রেণ সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

† মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মতে ইহা গায়ত্রীজপের পরে করিতে হয়। তন্ত্রসারধৃত বচনানুসারে অঘমর্ষণের পরেই কর্ত্তব্য।

‡ দ্বিজাতিরা সর্ব্বত্রই প্রথম নমঃ স্থলে ওঁ বলিবেন।

§ গুরু—মন্ত্রদাতা। পরমগুরু—মন্ত্র। পরাপরগুরু—ইষ্টদেবতা। পরমেষ্ঠিগুরু—শিব। যথা—মন্ত্রদাতা গুরুঃ প্রোক্তো মন্ত্রার্থাঃ পরমো গুরুঃ। পরাপর-গুরুস্ত্বং-হি পরমেষ্ঠি-গুরুস্ত্বহম্। (মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ভগবতীর প্রতি শিবের উক্তি)। সর্ব্বত্র গৌরবে বহুবচন।

¶ অমুক স্থলে ইষ্টদেবতার নাম বলিবে। দ্বিজাতিরা শেষের নমঃ স্থলে স্বাহা [illegible]।

(৩বার)। বৈষ্ণবের পক্ষে—(প্রথম হইতে) নমঃ নারদং তর্পয়ামি (তিন বার)। নমঃ পর্ব্বতং তর্পয়ামি (তিন বার)। নমঃ জিষ্ণুং তর্পয়ামি (তিন বার)। নমঃ নিশঠং তর্পয়ামি (তিন বার), নমঃ উ ং তর্পয়ামি (তিন বার)। নমঃ দারুকং তর্পয়ামি (তিন বার)। নমঃ বিষ্বক্‌সেনং তর্পয়ামি (তিন বার)। নমঃ শৈনেয়ং তর্পয়ামি (তিন বার। নমঃ গুরুং তর্পয়ামি (তিন বার)। নমঃ (বীজ মন্ত্র) অমুকদেবতাং তর্পয়ামি নমঃ (তিন বার)। সম্পূর্ণ তর্পণ করিতে অশক্ত হইলে সকলেই কেবল ইষ্টদেবতার তর্পণই করিবে।

সূর্য্যার্ঘ্য ও দেবতার্ঘ্য।

ইদমর্ঘ্যং (নমঃ) শ্রীসূর্য্যায় নমঃ * বলিয়া একটু জল দিবে। তার পর তিন বার গায়ত্রী বলিয়া তিন বার জল দিবে। †

গায়ত্রীধ্যান।

প্রাতঃসন্ধ্যায়—উদ্যদাদিত্য-সঙ্কাশাং, পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং, ধ্যায়েত্তারকিতেম্বরে॥ ১

---

* দ্বিজাতিরা শেষের নমঃ স্থলে স্বাহা বলিবেন এবং "ইদমর্ঘ্যং" এর পূর্ব্বে "হ্রীং হংসঃ" অথবা "ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্যঃ" এই মূলমন্ত্রও বলিবেন।

† গায়ত্রীর পরিবর্ত্তে "সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়াও জল দিবার বিধি আছে। তারাদি দশ মহাবিদ্যার মন্ত্র হইলে "হ্রীং হংসঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশ-শক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং (ওঁ) শ্রীসূর্য্যায় (স্বাহা)। তার পর (ওঁ) উদ্যদাদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ নমঃ" বলিয়া ৩ বার জল দিবে।

উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার আভা, যাঁহার হস্তে পুস্তক ও জপমালা, যিনি কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম পরিয়া আছেন, সেই ব্রহ্মশক্তি গায়ত্রীকে নক্ষত্রযুক্ত আকাশে (অর্থাৎ প্রভাত-কালীন সূর্য্যমণ্ডলে) চিন্তা করিবে। ১

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়—শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং, শঙ্খচক্র-লসৎকরাং।
গদাপদ্মধরাং দেবীং, সূর্য্যাসন-কৃতাশ্রয়াং ॥ ২

সায়ংসন্ধ্যায়—সায়াহ্নে বরদাং দেবীং, গায়ত্রীং সংস্মরেদ্ যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং, বৃষাসন-কৃতাশ্রয়াং ॥
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং, শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং *।
সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থাং, ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ ॥ ৩

দশবার গায়ত্রী জপ করিবে। জপের নিয়ম ২৩।২৪ পৃষ্ঠায় দেখ।

ইষ্টমন্ত্র জপ।

প্রাণায়াম—ডান অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ডান নাক টিপিয়া বাঁ হাতে বীজমন্ত্র চারি বার জপ করিবে। ডান নাক সেইরূপ টিপিয়া রাখিয়াই অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাঁ নাকও টিপিয়া ষোল বার জপ করিবে। ডান নাক ছাড়িয়া দিয়া আট বার জপ করিবে।

ঋষ্যাদিন্যাস—তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিয়া, (নমঃ) অমুক-ঋষয়ে নমঃ। মুখ স্পর্শ করিয়া, (নমঃ) অমুকচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয় স্পর্শ করিয়া, (নমঃ) অমুকদেবতায়ৈ নমঃ।—অমুক স্থলে যে মন্ত্রের যে ঋষি, যে ছন্দ ও যে দেবতা, তাহার নাম বলিবে (ঋষ্যাদি পরে দেখ)।

করন্যাস—আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ (দুই হাতেরই তর্জ্জনী দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ

---

* ধারয়ন্তী ইতি শেষঃ।

যিনি শ্যামবর্ণা, যিনি শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করিতেছেন, সেই (বিষ্ণুশক্তি) গায়ত্রী দেবীকে সূর্য্যমণ্ডলে চিন্তা করিবে। ২

সায়ংকালে বরদায়িনী (শিবশক্তি) গায়ত্রী দেবীকে সাধক এইরূপ চিন্তা করিবে যে, তিনি শুক্লবর্ণা, শুক্লবস্ত্র-পরিধানা, বৃষারূঢ়া, ত্রিনয়না, চারি হস্তে বর পাশ শূল ও নরকপাল [illegible] করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন। ৩

স্পর্শ করিবে)। ঈং তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ * (অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তর্জ্জনী স্পর্শ)। ঊং মধ্যমাভ্যাং নমঃ † (অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মধ্যমা স্পর্শ)। ঐং অনামিকাভ্যাং নমঃ ‡ (অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অনামিকা স্পর্শ)। ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ § (অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠা স্পর্শ)। অঃ অস্ত্রায় ফট (দুই হাত ঘুরাইয়া ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা বাম করতলে আঘাত করিবে)।

অঙ্গন্যাস—পূর্ব্বের মত (৭৭ পৃঃ ৫ পং)।

জপ—হৃদয়ে ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া, গুরু দেবতা ও মন্ত্র তিনকেই এক ভাবিয়া ১৮ বার, ১০৮ বার, অথবা ১০০৮ বার (যেমন পারিবে) ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে ¶।

জপ সমর্পণ।

কুশী বা গণ্ডূষ করিয়া জল লইয়া—

(নমঃ) গুহ্যাতিগুহ্য-গোপ্ত্রী ত্বং, গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি, ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ** ॥ ●

বলিয়া ঐ জল দেবতার বাম হস্ত উদ্দেশে (অনেক হাত হইলে নিম্ন

---

* দ্বিজাতিরা নমঃ * স্থলে স্বাহা, নমঃ † স্থলে বষট্, নমঃ ‡ স্থলে হুং, নমঃ § স্থলে বৌষট্ বলিবেন। প্রপঞ্চসারের মতে শূদ্র অঙ্গন্যাসে স্বাহা ব'লতে পারেন। যথা—তারং তৎসৎ ঠঠান্তমন্তো হৃন্মন্ত্রেণ পাদজঃ। সোঽহংবহ্নিজায়ান্তং ঠঠান্তমন্তো তত্ত্বমাহুরুক্তাঃ। টীকা—(তার) ওঁ তৎসৎ, (ঠঠ) স্বাহা, (আত্মা) হংসঃ, তত্ত্বমসি এবং মধ্যে শূদ্রঃ অঙ্গন্যাসে স্বাহা, প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং হংস ইতি উচ্চারয়েদিত্যর্থঃ।

¶ সহস্রং বা শতং বাপি দশ বাষ্টদিনং জপেৎ। তুণ্যাদষ্টাধিকং তেষামিতি জপ্যে বিধিঃ স্মৃতঃ॥—বিদ্যাকল্পসূত্র।

** পুরুষ দেবতা হইলে গোপ্ত্রী স্থলে গোপ্তা, দেবি স্থলে দেব, এবং সুরেশ্বরি স্থলে সুরেশ্বর বলিবে।

● যাহা গোপনীয় অপেক্ষাও গোপনীয়, তাহা তুমিই গোপন করিয়া রাখ; তুমি আমার কৃত জপ গ্রহণ কর। হে দেবি! হে সুরেশ্বরি! তোমার প্রসাদে আমার সিদ্ধি হউক॥

হস্ত উদ্দেশে) * ভূমিতে ফেলিবে। তার পর আবার পূর্ব্ববৎ প্রাণায়াম করিয়া ইষ্টদেবতাকে ও গুরুকে প্রণাম করিবে (প্রণামমন্ত্র ধ্যানমালায় দেখ)।

দ্রষ্টব্য—প্রত্যহ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সায়ংকালে এই তিন-বার সন্ধ্যা করিতে হয়। প্রাতঃসন্ধ্যার মুখ্যকাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ১দণ্ড (২৪মিনিট) ও পরে ১দণ্ড, মধ্যাহ্নসন্ধ্যার মুখ্যকাল ঠিক মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ২দণ্ড, এবং সায়ংসন্ধ্যার মুখ্যকাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ১দণ্ড ও পরে ১দণ্ড। মুখ্যকালে যে সন্ধ্যা করা না হইবে, সেই সন্ধ্যার পূর্ব্বে আচমনের পর ১০বার গায়ত্রী জপ (প্রায়শ্চিত্ত) করিতে হয়। মধ্যাহ্নসন্ধ্যা না করা পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিতে হয় (ঔষধ খাইলে দোষ হয় না)। প্রাতঃসন্ধ্যার পরেই (অর্থাৎ মধ্যাহ্নসন্ধ্যার মুখ্যকালের পূর্ব্বেও) মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিবার বিধি আছে। সেরূপ করিলে (মুখ্যকাল অতীত না হওয়ায়) উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। কোনও দিন কোনও কারণে সায়ং পর্য্যন্ত কোনও সন্ধ্যাই করা না হইলে, রাত্রে প্রত্যেক সন্ধ্যার পূর্ব্বে উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া অগ্রে প্রাতঃসন্ধ্যা, তার পর মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, তার পর সায়ংসন্ধ্যা করিবে। সম্পূর্ণ সন্ধ্যা করিতে না পারিলে, ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিয়া কেবল ইষ্টমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবে †। পূজা করিতে ইচ্ছা হইলে প্রাতঃসন্ধ্যার পর শিবপূজা, গুরুপূজা ও ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া তার পর মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিবে। স্থানবিশেষে জলের অভাব হইলে বা শুচি হইতে না পারিলে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া "নমঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ" বলিয়া জপ করিবে। অশৌচে সন্ধ্যা করিবে না, কেবল ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। ঋতুমতী হইলে ৪দিন সন্ধ্যা ও জপ করিবে না। গর্ভাবস্থায় রসস্রাব হইতে আরম্ভ হইলে সন্ধ্যাদি করিবে না।

---

* পুরুষদেবতার দক্ষিণ হস্ত উদ্দেশে (অনেক হাত হইল নিম্ন হস্ত) ফেলিতে হয়।

† সংক্ষেপসন্ধ্যামথবা কুর্য্যাদ্গায়ত্রী জপমাত্রকঃ। সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে সেবং ধ্যাত্বা জপেৎ।—গৌতমীয় তন্ত্র।

তান্ত্রিক গায়ত্রী।

[স্ত্রী ও শূদ্রে গায়ত্রীর পূর্ব্বে ঔঁ দিয়া জপ করিবে *। যথা—
চতুর্দ্দশঃ স্বরো নাদ-বিন্দুভূষিতমস্তকঃ। শূদ্রস্ত প্রণবো দেবি কথিত-
স্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥—তন্ত্রসারধৃত]

দক্ষিণাকালিকার গায়ত্রী—কালিকায়ৈ বিদ্মহে, † শ্মশানবাসিন্যৈ
ধীমহি। তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ॥ অর্থ—কালিকাকে (গুরুর
উপদেশে) জানি, শ্মশানবাসিনীকে (অর্থাৎ যিনি পরমব্রহ্মে শক্তিরূপে বাস
করিতেছেন তাঁহাকে) ধ্যান করি। সেই জ্ঞান ও ধ্যান আমাকে ঘোর
সংসারে (সুপথে) প্রেরণ করুক (অথবা হে ঘোরে কালিকে! সেই
জ্ঞান ও ধ্যান আমাকে সুপথে প্রেরণ করুক)। শ্মন্‌শব্দেন শবঃ
প্রোক্তঃ শানং শয়নমুচ্যতে। নির্ব্বচন্তি শ্মশানার্থং মুনে শব্দার্থকোবিদাঃ॥
মহান্ত্যপি চ ভূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে। শেরতেঽত্র শবা ভূত্বা শ্মশানন্ত
ততো ভবেৎ॥—স্কন্দপুরাণ। কেহ কেহ "তন্নোঽঘোরে" পাঠ বলেন,
তাহা অমূলক।

দুর্গার—নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি। তন্নো গৌরী প্রচো-
দয়াৎ॥ (গৌরী আমাকে সেই জ্ঞানে ও ধ্যানে প্রেরণ করুন)।

জগদ্ধাত্রীর—মহাদেব্যৈ বিদ্মহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি। তন্নো দেবী
প্রচোদয়াৎ॥

অন্নপূর্ণার—ভগবত্যৈ বিদ্মহে, মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি। তন্নোঽন্নপূর্ণে
প্রচোদয়াৎ॥

তারার—তারায়ৈ বিদ্মহে; মহোগ্রায়ৈ ধীমহি। তন্নো দেবী
প্রচোদয়াৎ॥

শিবের—তৎপুরুষায় বিদ্মহে, মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ
প্রচোদয়াৎ॥

* দ্বিজাতিরা ঔঁ বলিবেন।

† অভিপ্রেত্যার্থে চতুর্থী। কালিকাকে হৃদয়ে ধরিয়া। এইরূপ সর্ব্বত্র।

গণেশের—তৎপুরুষায় বিদ্মহে, বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ॥

সূর্য্যের—আদিত্যায় বিদ্মহে, মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি। তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ।

বিষ্ণুর ও কৃষ্ণের—ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে, কামদেবায় ধীমহি। তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

গোপালের—কৃষ্ণায় বিদ্মহে, দামোদরায় ধীমহি। তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

রামের—দাশরথায় বিদ্মহে, সীতাবল্লভায় ধীমহি। তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।

ঋষ্যাদি।

অন্নপূর্ণার—ব্রহ্মঋষয়ে, পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে, অন্নপূর্ণাদেবতায়ৈ।

কালীর—ভৈরবঋষয়ে, উষ্ণিকৃছন্দসে, দক্ষিণাকালিকা-দেবতায়ৈ। *

কৃষ্ণের—নারদঋষয়ে, বিরাড়্গায়ত্রীচ্ছন্দসে, শ্রীকৃষ্ণদেবতায়ৈ।

(সমস্ত বিষ্ণুমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা)।

গণেশের—গণকঋষয়ে, নিচৃদ্গায়ত্রীচ্ছন্দসে, গণেশদেবতায়ৈ।

দুর্গা ও জগদ্ধাত্রীর—নারদঋষয়ে, গায়ত্রীচ্ছন্দসে, দুর্গাদেবতায়ৈ।

রামের—ব্রহ্মঋষয়ে, গায়ত্রীচ্ছন্দসে, শ্রীরামদেবতায়ৈ।

বিষ্ণুর—সাধ্যনারায়ণ ঋষয়ে, দৈবীগায়ত্রীচ্ছন্দসে, বিষ্ণুদেবতায়ৈ।

শিবের—বামদেবঋষয়ে, পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে, ঈশানদেবতায়ৈ।

সূর্য্যের—দেবভাগঋষয়ে, গায়ত্রীচ্ছন্দসে, আদিত্যদেবতায়ৈ।

---

* দক্ষিণকালিকা নহে। ধ্যানমালায় দেখ।

বীজমন্ত্রের অর্থ।

(বরদাতন্ত্রে ষষ্ঠপটলে)

শ্রীশিব উবাচ। মন্ত্রার্থং কথয়ামাদ্য শৃণুষ্ব পরমেশ্বরি। বিনা যেন ন সিধ্যেত্তু সাধনৈঃ কোটিশঃ শিবে॥ আদৌ প্রসাদবীজস্য মন্ত্রার্থং শৃণু পার্ব্বতি।

হৌং—শিববাচী হকারস্তু ঔকারঃ স্যাৎ সদাশিবঃ। শূন্যং দুঃখহরার্থন্তু তস্মাত্তেন শিবং যজেৎ॥—হ্ = শিব। ঔ = সদাশিব। ং = দুঃখহরণ।—সর্ব্বদা মঙ্গলকারী শিব আমার দুঃখ হরণ করুন।

দুঁ—দ দুর্গাবাচকং দেবি উকারশ্চাপি রক্ষণে। বিশ্বমাতা নাদরূপঃ কুর্ব্বর্থো বিন্দুরূপকঃ॥—দ্ = দুর্গা। উ = রক্ষা। ‿ = বিশ্বমাতা। ● = কর।—হে জগজ্জননি দুর্গে আমায় রক্ষা কর।

ক্রীঁ—ক কালী ব্রহ্ম র প্রোক্তং মহামায়ার্থকশ্চ ঈঃ। বিশ্বমাতার্থকো নাদো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ॥—ক্ = কালী। র্ = ব্রহ্ম। ঈ = মহামায়া। ‿ = বিশ্বমাতা। ● = দুঃখহরণ।—মহামায়া জগজ্জননী কালী আমার দুঃখ হরণ করুন। *

হ্রীঁ—হকারঃ শিববাচী স্যাদ্ রেফঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। মহামায়ার্থ ঈশব্দো নাদো বিশ্বপ্রসূঃ স্মৃতঃ। দুঃখহরার্থকো বিন্দুর্ভুবনাং তেন পূজয়েৎ।—হ্ = শিব। র্ = প্রকৃতি। ঈ = মহামায়া। ‿ = জগজ্জননী। ● = দুঃখহরণ।—মহাদেবের শক্তি মহামায়া জগজ্জননী দুঃখহরণ করুন।

শ্রীঁ—মহালক্ষ্ম্যর্থকঃ শ স্যাদ্ ধনার্থো রেফ উচ্যতে। ঈস্তুষ্ট্যর্থঃ পরো নাদো বিন্দুর্দুঃখহরাত্মকঃ॥—শ্ = মহালক্ষ্মী। র্ = ধন। ঈ =

---

* তন্ত্রান্তরে—ককারাজ্জলরূপত্বং কেবলং জ্ঞানচেতকা। জ্বলনার্ণসমাযোগাৎ সর্ব্বতেজোময়ী শুভা। দীর্ঘেকারেণ দেবেশি সাধকাভীষ্টদায়িনী॥ বিন্দুনাং নিষ্কলত্বাচ্চ কৈবল্যফলদায়িনী।—ক্ = চিৎ। (জ্বলনার্ণ = অগ্নিবীজ) র্ = তেজোময়ী। ঈ = অভীষ্টপ্রদা। ং = মুক্তিদায়িনী।

তুষ্টি। ‿ = পরম। ॰ = দুঃখহরণ।—পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী আমায় ধন ও সন্তোষ দিন এবং আমার দুঃখ হরণ করুন।

ঐং—সরস্বত্যর্থ ঐ শব্দো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ।—ঐ = সরস্বতী। ং = দুঃখহরণ।—সরস্বতী দুঃখ হরণ করুন।

ক্লীং—ক কামদেব উদ্দিষ্টোঽপ্যথবা কৃষ্ণ উচ্যতে। ল ইন্দ্র ঈ তুষ্টি-বাচী সুখদুঃখপ্রদশ্চ * অং॥—ক্ = কামদেব বা কৃষ্ণ। ল্ = ইন্দ্র, ঐশ্বর্য্যশালী। ঈ = তুষ্টি। ং = সুখপ্রদ ও দুঃখনাশন।—ঐশ্বর্য্যশালী কামদেব বা কৃষ্ণ আমায় সন্তোষ ও সুখ দিন এবং আমার দুঃখ হরণ করুন।

হূঁ—হ শিবঃ কথিতো দেবি ঊ ভৈরব ইহোচ্যতে। পরার্থো নাদ-শব্দস্তু বিন্দুর্দুঃখহরাত্মকঃ॥—হ্ = শিব। ঊ = ভৈরব। ‿ = পরম। ॰ = দুঃখহরণ।—মহাদেব যাঁহার ভৈরব, সেই পরমেশ্বরী আমার দুঃখহরণ করুন।

গং—গণেশার্থে গ উক্তস্তে বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ।—গ = গণেশ। ং = দুঃখহরণ।—গণেশ দুঃখহরণ করুন।

ক্ষ্রৌং—ক্ষ নৃসিংহো ব্রহ্ম রশ্চ ঊর্দ্ধদন্তার্থকশ্চ ঔ। দুঃখহরার্থকো বিন্দুর্নৃসিংহং ...তেন পূজয়েৎ।—ক্ষ্ = নৃসিংহ। র্ = ব্রহ্ম। ঔ = ঊর্দ্ধদন্ত। ং = দুঃখহরণ।—উগ্রদংষ্ট্র ব্রহ্মস্বরূপ নৃসিংহ আমার দুঃখ হরণ করুন।

স্ত্রীঁ—দুর্গোত্তারণবাচ্যঃ সস্তারকার্থস্তকারকঃ। মুক্ত্যর্থো রেফ উক্তোঽত্র মহামায়ার্থকশ্চ ঈ। বিশ্বমাতার্থকো নাদো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ।—স্ = দুর্গোত্তারিণী। ত্ = তারা। র্ মুক্তি। ঈ = মহামায়া। ‿ = বিশ্বমাতা। ॰ = দুঃখহরণ।—জগজ্জননী মহামায়া মোক্ষদা দুর্গোত্তারিণী তারা আমার দুঃখ হরণ করুন।

---

* দা (দানে) + ড = দ, দো (খণ্ডনে) + ড = দ। দশ্চ দশ্চ দে (একশেষ)। সুখদুঃখয়োঃ দে = সুখদুঃখদে। বিশেষ্যানুরোধাৎ একবচনম্।

:—যত্র বিন্দুদ্বয়ং মন্ত্রে একং দুঃখহরার্থকম্। অন্যং সুখপ্রদং দেবি জ্ঞাত্বা চার্থং বিচিন্তয়েৎ॥—যে মন্ত্রে দুই বিন্দু অর্থাৎ বিসর্গ থাকে, তাহাদের একটির অর্থ দুঃখহরণ, অন্যটির অর্থ সুখপ্রদ।

নামাদিবর্ণঃ সর্ব্বেষাং নাম উক্তং স্বয়ম্ভুবা। তেনৈবার্থন্তু জানীয়াদর্থলভ্যন্তু চিন্তয়েৎ॥—অন্যান্য বীজের আদিবর্ণ তত্তৎ দেবতার নাম। এইরূপ অর্থ জানিয়া মন্ত্রকে দেবতারূপে চিন্তা করিবে।

একবীজদ্বয়ং যত্র পৃথগর্থং প্রকল্পয়েৎ। বীপ্সার্থং বা মহেশানি জ্ঞাত্বা মন্ত্রং জপেৎপ্রিয়া॥—যে মন্ত্রে একই বীজ দুইবার থাকে, তাহাদের পূর্ব্বোক্তরূপে ভিন্ন অর্থ করিবে, অথবা অবধারণের জন্য একই অর্থে দুইবার প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিবে।

ঈংবীজেনৈব পুটিতং মূলমন্ত্রং জপেদ্ যদি। তদৈব মন্ত্রচৈতন্যং ভবত্যেব সুনিশ্চিতম্॥—ঈং বীজে পুটিত করিয়া (অর্থাৎ ইষ্টমন্ত্রের আদিতে ও অন্তে ঈং বীজ দিয়া) যদি মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মন্ত্রের চৈতন্য হয়। যথা—ইষ্টমন্ত্র ক্রীঁ হইলে "ঈং ক্রীঁ ঈং" এইরূপ।

দ্রষ্টব্য—দ্রব্যের গুণ বা শক্তির ন্যায় শব্দেরও শক্তি আছে। যেমন বজ্রের শব্দে প্রাণ চমকিয়া উঠে, বীণার শব্দে মন মোহিত হয়। শব্দ দুইপ্রকার—ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গাদির অব্যক্ত শব্দকে ধ্বনি বলে, এবং মনুষ্যাদির ব্যক্ত শব্দকে বর্ণ বলে। বর্ণ বলিতে অ আ ক খ ইত্যাদি। ঋষিগণ বহুকাল দ্রব্যগুণ পর্য্যালোচনা করিয়া যেমন রোগবিশেষের ঔষধ নির্ণয় করিয়াছেন, সেইরূপ বর্ণগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেবতাবিশেষের বীজমন্ত্রও নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তত্তন্মন্ত্রে সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। যদি কেহ অল্প সময়ের মধ্যে মন্ত্রশক্তির ফল প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন, তাহা হইলে প্রবল শীতের সময় অগ্নির চিন্তা করিতে করিতে "রং" এই অগ্নিবীজ অন্ততঃ ১০ হাজার জপ করিয়া দেখিবেন, শরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে।

বীজবিশেষের সংজ্ঞা—অঙ্কুশ = ক্রোং। অস্ত্র = ফট্। কবচ = হুং। কূর্চ্চ = হুঁ। ইন্দ্র = লং। কাম = ক্লীং। চন্দ্র = ঠং। জয়দ = ঐং। পাশ = আং। পৃথ্বী = লং। প্রবন্ধ = শ্রীং হৌং। প্রাসাদ = হৌঁ। ভুবনেশী ও মায়া = হ্রীং। রক্ষা = হুং। লজ্জা = হ্রীং। বরুণ = বং। বর্ম্ম = হুং। বহ্নি = রং। বাগ্‌ভব = ঐং। বায়ু = যং। শক্তি = হ্রুং। শর্ম্মদ = ক্রোং ক্রৌং। শাপঘ্ন = হ্রীং।

শিবপূজা।

(পার্থিব অর্থাৎ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গের পূজা।)

শিবপূজা উত্তরমুখে বসিয়া করিতে হয়। পুষ্পাদি আয়োজন করিয়া বসিবে। কোনও দ্রব্যের অভাব হইলে জল দিবে। শিবলিঙ্গ গড়া না হইলে জলেই পূজা করিবে। কিন্তু তাহাতে আবাহন ও বিসর্জ্জন করিতে হইবে না।

মৃদাহরণ ও গঠন—"(নমঃ) হরায় নমঃ" * বলিয়া এক তোলা বা দুই তোলা মাটি লইয়া, "(নমঃ) মহেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ শিবলিঙ্গ গড়িয়া, মাথাটি একটু টিপিয়া দিয়া তাহার উপর বজ্র (ক্ষুদ্র একটি মাটির গুলি) রাখিয়া, কাঁসার পাত্রের উপর বিল্বপত্র চিৎ করিয়া পাতিয়া (মাঝের পাতার ডগা উত্তরদিকে থাকিবে) তাহার উপর শিবটি বসাইবে (পিনেটুটি উত্তর দিকে থাকিবে)। হস্তলগ্ন মৃত্তিকা অথবা শোধিত ভস্ম কিম্বা চন্দন দ্বারা, অভাবে জল দ্বারা * কপালে ত্রিপুণ্ড্র (অর্দ্ধচন্দ্রাক্রান্ত তিনটি রেখা) করিয়া, গলায় সংশোধিত রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিবে। তার পর শিখা বন্ধন করিয়া আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে (১৩ পৃঃ)।

---

* সকলত্রিপুণ্ড্রং কুর্য্যাদ্ যজ্ঞভস্মেন সর্ব্বদা। তদভাবে চন্দনেন মৃদা বা বারিণাপি বা।—স্মৃতিসংহিতা।

গন্ধাদির অর্চ্চন।

বং এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ (পূজার সমস্ত দ্রব্যে জলের ছিটা দিবে)। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে (নমঃ) শ্রীবিষ্ণবে নমঃ (জলে গন্ধপুষ্প দিবে)*। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ (নমঃ) পূজনীয়দেবতাভ্যো নমঃ (জলে দিবে)। এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ (ভূমিতে দিবে)। এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) নারায়ণায় নমঃ (জলে দিবে)। এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। †

জলশুদ্ধি।

সম্মুখস্থ ভূমিতে জল দিয়া ত্রিকোণ মণ্ডল ‡ করিয়া, তাহার বাহিরে গোলাকৃতি মণ্ডল এবং তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবে। এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) আধারশক্তয়ে নমঃ বলিয়া ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলের উপর গন্ধপুষ্প দিবে। "ফট্" বলিয়া কোশাখানি ধুইয়া তাহার উপর বসাইয়া "নমঃ" বলিয়া তাহাতে জল দিবে। কোশার অগ্রভাগে অর্ঘ্য § সাজাইবে। অঙ্কুশমুদ্রা (২৭ পৃঃ ১৪ পং) দ্বারা কোশার জল স্পর্শ করিয়া বলিবে—

(নমঃ) গঙ্গে চ যমুনে চৈব, গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি, জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

---

* দ্বিজাতিরা সর্ব্বত্রই (নমঃ) স্থলে ওঁ বলিবেন।

† দেবতা, গুরু, ও ব্রাহ্মণকে অগ্রে না দিয়া গন্ধপুষ্প আর কাহাকেও দিতে নাই। যথা—মাল্যানুলেপনাদগ্রং ন প্রদদ্যাত্তু কস্যচিৎ। অন্যত্র দেবতাবিপ্রগুরূণাং ভৃগুনন্দন॥ (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)। সর্ব্বাগ্রে নারায়ণকে অর্চ্চনা করিবার প্রমাণ—অর্চ্চয়িত্বা জগন্নাথং ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ। দদ্যাগ্রং দেবদেবায় ততঃ শেষাণ্যপস্থরেৎ॥ (অগ্নিপুরাণ)।

‡ পুরুষদেবতার পূজায় ত্রিকোণের মস্তক উপর দিকে, এবং স্ত্রীদেবতার পূজায় নিম্নদিকে করিবে।

§ গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা, আতপ চাউল ও জল—এই পাঁচ দ্রব্যে অর্ঘ্য হয়।

তারপর (নমঃ) বলিয়া ঐ জলে গন্ধপুষ্প দিয়া ধেনুমুদ্রা দেখাইবে *। মৎস্যমুদ্রা (২৭পৃঃ ১৫পং) দ্বারা ঐ জল আচ্ছাদন করিয়া ৮ বার † (প্রণব) জপ করিবে। ‡

আসনশুদ্ধি।

এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ— বলিয়া নিজের আসনে গন্ধপুষ্প দিয়া, আসন ধরিয়া বলিবে—

আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ § কূর্ম্মো দেবতা, আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

(নমঃ) পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা, দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং, পবিত্রং কুরু চাসনং॥১

জোড়হাত করিয়া বাঁ দিকে ঝুঁকিয়া নমস্কার করিবে—

(নমঃ) গুরুভ্যো নমঃ, (নমঃ) পরমগুরুভ্যো নমঃ, (নমঃ) পরাপর-

* কোনও মুদ্রা করিতে না পারিলেও দোষ হয় না।

† পূজায় ১০ বার জপ।

‡ স্ত্রী ও শূদ্রে "নমঃ" এই মন্ত্র জপ করিবেন। মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও বিনিয়োগ জানিয়া মন্ত্র পাঠ করিলে অধিক ফল হয়।

§ আসনমন্ত্রের অনুষ্টুপ ছন্দঃ হইলেও সর্ব্বশাস্ত্রে সুতলং ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, অলঙ্কারশাস্ত্রে চিত্রকাব্যের মধ্যে রচনাভেদে পদ্মবন্ধ, খড়্গবন্ধ, অট্টালিকাবন্ধ ইত্যাদি নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে আসনমন্ত্রটি অট্টালিকাবন্ধে রচিত। সুতল শব্দের অর্থ অট্টালিকাবন্ধ। যথা—"সুতলোঽট্টালিকাবন্ধ-নাগলোকপ্রভেদয়োঃ" (মেদিনী)।

১হে পৃথিবি, তুমি সকল লোককে ধরিয়া আছ। হে দেবি, বিষ্ণু (কূর্ম্মরূপে) তোমাকে ধরিয়া আছেন। তুমি আমাকে সর্ব্বদা ধারণ কর এবং আসনটিকে পবিত্র কর। ভাবার্থ—কূর্ম্মরূপী বিষ্ণু ধরিয়া থাকায় তুমি যেমন অবিচল আছ, তুমি ধরিয়া থাকায় জগলোক যেমন অবিচল আছে, সেইরূপ পূজাকালে আমিও যেন অবিচল থাকি। ১

গুরুভ্যো নমঃ *। ডান দিকে ঝুঁকিয়া—(নমঃ) গণেশায় নমঃ। মস্তকের উপর জোড় হাত করিয়া—(নমঃ) শিবায় নমঃ। †

সমর্থ হইলে হৌং মন্ত্রে প্রাণায়াম (৮০পৃঃ ৯ পং), ঋষ্যাদিন্যাস (৮৪পৃঃ ১১ পং), করন্যাস (৮০ পৃঃ ১৮ পং) ও অঙ্গন্যাস (৭৭ পৃঃ ৫পং) করিবে।

প্রতিষ্ঠা—"(নমঃ) শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব" বলিয়া শিবলিঙ্গের উপর পুষ্প বা আতপতণ্ডুল দিবে।

আবাহন—(নমঃ) পিনাকধৃক্ ‡ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ; ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ; ইহ সন্নিধেহি; ইহ সন্নিরুধ্যস্ব; অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ (আবাহনাদির মুদ্রা ২৮পৃঃ ৪পং)।

স্নপন—"ইদং স্নানীয়জলং (নমঃ) পশুপতয়ে নমঃ" বলিয়া শিবের মাথায় জল দিয়া, বজ্রটি নামাইয়া পিনেটের গোড়ায় রাখিবে §।

পঞ্চদেবতার পূজা। ¶

(গণেশ) এষ গন্ধঃ (নমঃ) গণেশায় নমঃ (শিবের উপর দিবে), এতৎ পুষ্পং (নমঃ) গণেশায় নমঃ, এষ ধূপঃ (নমঃ) গণেশায় নমঃ, এষ দীপঃ

---

* এখানে পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ বলিতে হয় না। যথা—কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বামে গুরুত্রয়ং যজেৎ। গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুং তথা। দক্ষপার্শ্বে গণেশঞ্চ মূর্দ্ধ্নি দেবং বিভাবয়েৎ॥ (গৌতমীয় তন্ত্র)।

† অন্য দেবতার পূজায় সেই দেবতারই নাম বলিবে। যথা—(ওঁ) বিষ্ণবে নমঃ, (ওঁ) কালিকায়ৈ নমঃ ইত্যাদি।

‡ ধৃঞ্ (প্রাপ্তি)+ক্বিপ্।

§ লিঙ্গচ্ছিদ্রে মহেশানি মহাবহ্নিঃ প্রজায়তে। অতএব বরারোহে বজ্রং দদ্যাচ্ছিদ্রোপরি। সবজ্রং পূজয়েদ্দেব সবজ্রং স্থাপনং চরেৎ। সবজ্রং স্থাপয়িত্বা চ ত [illegible] ব পবিত্যজেৎ।—বৃহল্লিঙ্গেশ্বর তন্ত্র। বৈষ্ণবেরা বজ্রটি শিবের পৃষ্ঠদেশে পর্য্য রাখিবেন।

¶ যে দেবতারই পূজা করা হউক, তাহাতেই আচমন, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস ও পঞ্চদেবতার পূজা করিতে হয়। কিন্তু একাসনে বসিয়া অনেক দেবতার পূজা করিলে ঐ সকল কার্য্য সর্ব্বপ্রথমে একবারমাত্র

(নমঃ) গণেশায় নমঃ, এতন্নৈবেদ্যং (নমঃ) গণেশায় নমঃ। (নমঃ) গণেশায় নমঃ বলিয়া প্রণাম *। উক্তরূপ পঞ্চোপচারে পূজা করিতে না পারিলে, এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) গণেশায় নমঃ বলিয়া কেবল গন্ধপুষ্পেই পূজা করিবে। সূর্য্যাদির পক্ষেও এইরূপ।

(সূর্য্য) এষ গন্ধঃ (নমঃ) শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ইত্যাদি। অর্ঘ্য লইয়া—ইদমর্ঘ্যং (যজুর্ব্বেদী—এযোর্ঘঃ †) (নমঃ) এহি সূর্য্য সহস্রাংশো, তেজোরাশে জগৎপতে। অনুকম্পয় মাং ভক্তং, গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥—বলিয়া শিবের উপর দিবে ‡।

করিলেই হইবে, প্রত্যেক বারে করিতে হইবে না। পঞ্চদেবতার নাম ও ক্রম মতভেদে ভিন্নপ্রকার এবং মতান্তরে ষড়্দেবতাদি থাকিলেও মূলে লিখিত গণেশাদি পঞ্চদেবতা ও তাঁহাদের পূজাক্রমই সর্ব্বত্র প্রচলিত। তাহার কারণ, উপাসক পাঁচপ্রকারমাত্র আছেন—শাক্ত (শক্তির উপাসক) শৈব (শিবের উপাসক), সৌর (সূর্য্যের উপাসক), বৈষ্ণব (বিষ্ণুর উপাসক) ও গাণপত্য (গণেশের উপাসক)। যে কোনও উপাসকই হউন, যে কোনও দেবতারই পূজা করুন উপাস্য দেবতার সহিত অভেদ জ্ঞানে পূজা করিবার জন্যই এই বিধি। তন্ত্রসারধৃত আগমকল্পদ্রুমে আছে—ভূতশুদ্ধ্যাদিকাং পূজাং সমাপ্য তত্র পূজয়েৎ গণেশসূর্য্যবিষ্ণুশিবদুর্গাশ্চাবাহ্য মন্ত্রবিৎ॥

* ধ্যান ও প্রণামের মন্ত্র পড়িতে ইচ্ছা হইলে ধ্যানমালায় দেখ। এতে গন্ধপুষ্পে, এতৌ ধূপদীপৌ এরূপ একসঙ্গে বলিবে না। ধ্যাত্বা প্রণবপূর্ব্বন্তু দৈবতন্তু সমাহিতঃ। নমস্কারেণ পুষ্পাণি বিন্যসেত্তু পৃথক্ পৃথক্॥—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য।

† ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যজুর্ব্বেদিবৎ সর্ব্বকার্য্য করিবেন।

‡ যাবন্ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় নিবেদিতম্। তাবন্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং শঙ্করং বা মহেশ্বরীম্॥ (ব্রহ্মপুরাণ) এইজন্য অগ্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিতে হয়। উক্ত বচনে বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা পূজায় পূর্ব্বে সূর্য্যপূজা বিহিত হওয়ায় এবং "দেবতাদৌ যদা মোহাদ্গণেশো ন চ পূজ্যতে। তদা পূজাফলং হন্তি বিঘ্নরাজো গণাধিপঃ।" এই ভবিষ্যপুরাণবচনানুসারে সর্ব্বাগ্রে গণেশপূজা কর্ত্তব্য। রঘুনন্দন পদ্মপুরাণের বচনকেই সর্ব্বাধিক প্রমাণ করিয়া অগ্রে সূর্য্যপূজা সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু ঐ পদ্মপুরাণেই (সৃষ্টি ৬৩।৪) আছে—গণেশাৎ পুজয়েদগ্রে তাবন্নার্ঘ্যং পরে তিহ। বিনায়কত্বমাপ্নোতি যথা গৌরীসুতো হি সঃ॥

(বিষ্ণু) এষ গন্ধঃ (নমঃ) বিষ্ণবে নমঃ ইত্যাদি।

(শিব) এষ গন্ধঃ (নমঃ) শিবায় নমঃ ইত্যাদি।

(দুর্গা) এষ গন্ধঃ (নমঃ) দুর্গায়ৈ নমঃ ইত্যাদি।

তার পর এষ গন্ধঃ (নমঃ) সর্ব্বদেবতাভ্যো নমঃ ইত্যাদি বলিয়াও পূজা করিবে।

ধ্যান *—কূর্ম্মমুদ্রা (২৭ পৃঃ ১৯পং) দ্বারা † পুষ্প বা বিল্বপত্র লইয়া, বুকের কাছে ধরিয়া—

(নমঃ) ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং

রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু মৃগ-বরা ভীতি-হস্তং প্রসন্নম্।

পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুত-মমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং,

বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম ‡ ॥ ২

* ধ্যান শব্দের অর্থ চিন্তা। অতএব ধ্যানের মন্ত্র পড়িতে পড়িতে হৃৎপদ্মের মধ্যে দেবতার মূর্ত্তি চিন্তা করিতে হয়।

† ভগবান্ কূর্ম্মরূপে যেমন নিশ্চলভাবে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, সেইরূপ ধ্যানের নিশ্চলতা বিধানের জন্যই কূর্ম্মমুদ্রা করিবার বিধি।

‡ মৃগ—বর ও অভয়ের ন্যায় মৃগও একটি মুদ্রা। অভয়মুদ্রা "ঊর্দ্ধীকৃতো বামহস্তঃ প্রসৃতোঽভয়মুদ্রিকা।" বামহস্ত ঊর্দ্ধ করিয়া করতল প্রসারিত করিলে অভয়মুদ্রা হয় (দ্বিভুজ দেবতার পক্ষে বামহস্ত, চতুর্ভুজ-পক্ষে দক্ষিণ হস্ত)। বরমুদ্রা—"অধঃস্থিতো দক্ষহস্তঃ প্রসৃতো বরমুদ্রিকা" নিম্ন দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিলে বরমুদ্রা হয়। মৃগমুদ্রা—"মিলিতানামিকাঙ্গুষ্ঠং মধ্যমাগ্রে নিযোজয়েৎ। শিষ্টাঙ্গুল্যুচ্ছ্রিতে কুর্য্যান্মৃগমুদ্রেয়মীরিতা" অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ মিলিত করিয়া মধ্যমার অগ্রভাগে যোগ করিলে এবং কনিষ্ঠা ও

মহাদেবকে এইরূপ ধ্যান করিবে যে রজতপর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার আভা, সুন্দর অর্দ্ধচন্দ্র তাঁহার শিরোভূষণ, রত্নময় বেশভূষায় তাঁহার দেহ উজ্জ্বল, তাঁহার চারি হস্তে পরশু (কুঠার), মৃগমুদ্রা, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা রহিয়াছে তিনি প্রসন্নমূর্ত্তি, পদ্মের উপর বসিয়া আছেন, চারি দিকে দেবতারা তাঁহাকে স্তব করিতেছেন, তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিয়া আছেন; তিনি জগতের আদি, জগতের কারণ, সকল ভয় দূর করেন, তাঁহার পাঁচটি মুখ এবং প্রতিমুখে তিনটি করিয়া চক্ষু। ২

ঐ পুষ্প বা বিল্বপত্রটি নিজ মস্তকে দিয়া, বুকের কাছে বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতল উত্তান (চিৎ) করিয়া ধরিয়া, চক্ষু মুদিয়া মানসপূজা * করিবে (অর্থাৎ তাঁহাকে হৃৎপদ্মে বসাইয়া তাঁহার চরণে দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয় সমস্তই মনে মনে অর্পণ করিবে) পুনর্ব্বার কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ঐরূপ ধ্যান করিয়া, পুষ্পটি নাসিকার নিকটে ধরিয়া, হৃদয়স্থ

—————

তর্জ্জনীকে ঊর্দ্ধ করিয়া ধরিলে মৃগমুদ্রা হয় (মৃগমুদ্রায় ভক্তের অন্বেষণ বুঝায়)—তন্ত্রসার ধৃত। পঞ্চবক্ত্র—সমস্ত উপনিষদের সারভূত পাঁচটি মন্ত্রই মহাদেবের পঞ্চমুখ হইয়া আছে (ভাগবত ৮।৭।২৯)। তন্মধ্যে "সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি" ইত্যাদি মন্ত্র সদ্যোজাত নামে পশ্চিমমুখ, "বামদেবায় নমো" ইত্যাদি মন্ত্র বামদেব নামে উত্তর মুখ, "অঘোরেভ্যোঽথ" ইত্যাদি মন্ত্র অঘোর নামে দক্ষিণমুখ, "তৎপুরুষায়" ইত্যাদি মন্ত্র তৎপুরুষ নামে পূর্ব্বমুখ, এবং 'ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং" ইত্যাদি মন্ত্র ঈশান নামে ঊর্দ্ধ মুখ (সম্পূর্ণ মন্ত্র ও তাহাদের অর্থ—৪র্থ খণ্ডে যথাস্থানে দ্রষ্টব্য)। ঈশান ও তৎপুরুষ মুখ দুইই পূর্ব্বাভিমুখে আছে, তন্মধ্যে ঈশান মুখই প্রধান বলিয়া শিবরাত্রব্রতে তাহার পূজাতেই তৎপুরুষমুখের পূজা সিদ্ধ হইয়া থাকে (প্রধানাপ্রধানয়োর্মধ্যে প্রধানে কার্য্যসম্প্রত্যয়ঃ)। ত্রিনেত্রম্—ত্রীণি চ ত্রীণি চ ত্রীণি চ ত্রীণি চ ত্রীণি চ (একশেষে) ত্রীণি, ত্রীণি নেত্রাণি যস্য তম অর্থাৎ যাঁহার প্রতিমুখে তিনটি নেত্র। উদাত্ত অনুদাত্ত, স্বরিত নামে মন্ত্রের স্বরত্রয়ই নেত্র বলা হইয়াছে, অথবা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণভূত সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণই তাঁহার তিন নেত্র (ভাগবত ৮।৭।৩০)।

* যথার্থ মানসপূজা—হৃৎপদ্ম আসন। শিরস্থ অধোমুখ সহস্রদল পদ্ম হইতে গলিত যে অমৃত তাহা পাদ্য। মন অর্ঘ্য। ঐ অমৃত আচমনীয়। ঐ অমৃত স্নানীয় জল। দেহস্থ আকাশতত্ত্ব বস্ত্র। ক্ষিতিতত্ত্ব গন্ধ। চিত্ত (বুদ্ধি) পুষ্প। প্রাণবায়ু ধূপ। তেজস্তত্ত্ব দীপ। হৃদয়ে কল্পিত সুধাসমুদ্র নৈবেদ্য। অনাহতধ্বনি (বক্ষস্থলের শব্দ) বাদ্য। বায়ুতত্ত্ব চামর। শিরস্থ সহস্রদল পদ্ম ছত্র। শব্দতত্ত্ব গীত। ইন্দ্রিয়কর্ম্ম নৃত্য। যথা—হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ। পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যান্মনস্ত্বর্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ। আচামমমৃতেনৈব স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতম্। আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাদ্‌ গন্ধঃ স্যাৎ ক্ষিতিতত্ত্বকম্॥ চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণং প্রকল্পয়েৎ। তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ। অনাহতধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্। সহস্রারং ভবেচ্ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকম্। নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি পূজামিত্থং প্রকল্পয়েৎ।

দেবতা নিশ্বাস দ্বারা নির্গত হইয়া ঐ পুষ্পে অধিষ্ঠান করিলেন ভাবিয়া, পুষ্পটি শিবলিঙ্গের উপর রাখিয়া পূজা করিবে।

পূজা—এতৎ পাদ্যং নমঃ শিবায় নমঃ * (জল দিবে)। এইরূপ ইদমর্ঘ্যং (যজুর্ব্বেদী—এষোঽর্ঘঃ) †. (অর্ঘ্য)। ইদমাচমনীয়ং... (জল)। এষ মধুপর্কঃ... (জল)। ইদমাচমনীয়ং.. (জল)। এষ গন্ধঃ (পুষ্প বা বিল্বপত্র করিয়া চন্দন) এতৎ সচন্দন-বিল্বপত্রং ‡...। এতৎ পুষ্পং..। এষ ধূপঃ...। এষ দীপঃ । এতন্নৈবেদ্যং ·। ইদমাচমনীয়ং .। ইদং পানীয়জলং..। ইদং তাম্বূলং ।

গৌরীপূজা—গৌরীপীঠে (পিনেটের গোড়ায়) এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) গৌর্য্যৈ নমঃ বলিয়া গন্ধপুষ্প দিবে।

অষ্টমূর্ত্তির পূজা।

বেদির (বেড়ের) উপর পূর্ব্বাদিক্রমে বামাবর্ত্তে পূজা করিবে। যথা—এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ (পূর্ব্বদিকে)। এইরূপ.. (নমঃ) ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ (ঈশানকোণে)।.. (নমঃ) রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ (উত্তরদিকে)।. (নমঃ) উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ (বায়ুকোণে)। ..(নমঃ) ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ (পশ্চিম দিকে)। .. (নমঃ) পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ (নৈঋতকোণে)।...(নমঃ)

* কোনও বস্তুর নিবেদনকালে নমঃ শব্দের অর্থ—দান। এতৎ পাদ্যং মহেশানি ষড়ক্ষরমনুং ততঃ। নমস্কারং সমুচ্চার্য্য দদ্যাল্লিঙ্গোপরি ক্রমাৎ॥—তোড়ল তন্ত্র। অন্যান্য উপচারেও এইরূপ। শিবের মূলমন্ত্র—দ্বিজাতির পক্ষে ওঁ নমঃ শিবায় (ষড়ক্ষর)', স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে "নমঃ শিবায়" (পঞ্চাক্ষর)। নমোঽন্তেন শিবেনৈব স্ত্রীণাং পূজা বিধীয়তে। এবকারেণ প্রণবনিবৃত্তি, এবং শূদ্রস্যাপি।—আহ্নিকতত্ত্ব।

† শিবের অর্ঘ্যে বিল্বপত্র ও বোঁটা সহ কাঁটানী রম্ভাও দেওয়া যায়

‡ ইহার পর দ্বিজাতিরা ত্র্যম্বক মন্ত্র (ধ্যানমালায় আছে) পাঠ করিতে পারেন। অনেক বিল্বপত্রও দিতে পার, তখন প্রতিবারেই মন্ত্র বলিতে হইবে।

মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ (দক্ষিণদিকে)।...(নমঃ) ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ (অগ্নিকোণে)। * (ইচ্ছা হইলে) এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ (নমঃ) শিবায় নমঃ, এষ বিল্বপত্রাঞ্জলিঃ (নমঃ) শিবায় নমঃ।

তৎপরে মূলমন্ত্র (৯৫পৃঃ টী) ১০ বার জপ করিয়া, কুশী বা গণ্ডূষ করিয়া জল লইয়া—

(নমঃ) গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং, গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব, ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর॥—

বলিয়া শিবের নিম্ন দক্ষিণহস্ত উদ্দেশে ভূমিতে জল ফেলিবে। তার পর অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষিণ গাল, এবং বাম বাহু দ্বারা বাম বগল বাজাইতে বাজাইতে মুখে "বম্ বম্ বম্" † উচ্চারণ করিবে। এই সময় ঘণ্টাও বাজাইতে পার এবং শিবের স্তবও পড়িতে পার। তার পর ইচ্ছা হইলে প্রদক্ষিণ করিবে ‡।

প্রণাম—নমঃ শিবায় শান্তায়, কারণত্রয়-হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং, ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥৩

---

* ক্ষিতি (পৃথ্বী) প্রভৃতি আটটি শিবের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি এবং সেই সেই মূর্ত্তি অনুসারে তাঁহার সর্ব্ব প্রভৃতি আট নাম (শকুন্তলা নাটকের মঙ্গলাচরণ এবং মহিম্নস্তবের ২৬ ও ২৮ শ্লোক দেখ)।

† অ-উ-ম্ = ওম্, ব-অ-ম্ = বম্। সুতরাং ওঁ ও বম্ ইহাদের একই অর্থ।

‡ শিবে অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ অর্থাৎ দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত গিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া ঈশান কোণে যাইবে। সোমসূত্র (শিবের জল যেখান দিয়া গড়াইয়া যায় অর্থাৎ উত্তর দিক্) লঙ্ঘন করিতে (ডিঙ্গাইতে) নাই।

---

৩ যিনি শিব, যিনি শান্তমূর্ত্তি, যিনি সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন জগৎকারণের কারণ, তাঁহাকে প্রণাম করি। হে পরমেশ্বর, তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি, তুমিই আমার গতি (আশ্রয়)।

বিসর্জ্জন—"(নমঃ) মহাদেব ক্ষমস্ব" (৪) বলিয়া শিবলিঙ্গের উপর জল দিয়া উহাকে উত্তর-শিয়রে শুয়াইয়া দিবে। সংহারমুদ্রায় (২৮পৃঃ ১৭পং) একটি পুষ্প লইয়া আঘ্রাণ করিতে করিতে,তেজোময় দেবতা শ্বাসবায়ুযোগে হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন ভাবিয়া,পুষ্পটি ফেলিয়া দিয়া, হাত ধুইয়া, ঈশান-কোণে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, কিছু নির্ম্মাল্য লইয়া, "(নমঃ) চণ্ডেশ্বরায় নমঃ" * বলিয়া ঐ মণ্ডলের উপর রাখিবে। তৎপরে শিবলিঙ্গ ও সমস্ত নির্ম্মাল্য বৃক্ষমূলে বা জলে নিক্ষেপ করিবে।

পাষাণাদি-নির্ম্মিত † শিবের পূজা করিতে হইলে জলশুদ্ধি হইতে অঙ্গন্যাস পর্য্যন্ত করিয়া "ইদং স্নানীয়জলং (নমঃ) শিবায় নমঃ" বলিয়া স্নান করাইবে। তার পর গণেশাদির পূজা হইতে প্রণাম পর্য্যন্ত করিবে। শিবের কোনও প্রসিদ্ধ নাম থাকিলে তাহাও বলিবে। যথা—(নমঃ) বিশ্বেশ্বরায় শিবায় নমঃ, এইরূপ তারকেশ্বরায় শিবায় ইত্যাদি। পাষাণাদি-নির্ম্মিত চর (যাহা নাড়া-চাড়া যায়) শিবলিঙ্গ বিল্বপত্রে বসাইবে না। বাণলিঙ্গে ও শালগ্রামশিলায় সকল দেবতারই পূজা করা যায়; কিন্তু শালগ্রামে কালী প্রভৃতি শবাসনার পূজা করিতে নিষেধ আছে। মহাদেবের পূর্ব্বমুখ সংহারক বলিয়া তাঁহার সম্মুখে না বসিয়া দক্ষিণদিকে বসিয়া পূজা করিতে হয়। শালগ্রামে ও বাণলিঙ্গে ঈশ্বরের বিভূতি বহুল পরিমাণে আছে বলিয়াই ঐ দুই শিলায় পূজাকার্য্য বিহিত হইয়াছে। উহাতে কোনও দেবতার আবাহন ও বিসর্জ্জন করিতে হয় না। স্ত্রী, শূদ্র ও অনুপনীত দ্বিজের পক্ষে শালগ্রামশিলায় পূজা ও তাহা

---

* চণ্ডেশ্বর নামে এক অনুচর মহাদেবের নির্ম্মাল্যবাহক। বিষ্ণুর—বিষক্সেনায়। সূর্য্যের—তেজশ্চণ্ডায়। গণেশের—উচ্ছিষ্টগণেশায়। শক্তির—শেষিকায়ৈ বা উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালিন্যৈ। অন্যদেবের—নির্ম্মাল্যধারিণে। অন্যদেবীর—নির্ম্মাল্যধারিণ্যৈ।

† পাষাণ, স্বর্ণ, রজত, পারদ, মুক্তা বা স্ফটিক দ্বারা নির্ম্মিত।

ক্ষমস্ব কর—অর্থাৎ তুমি মহৎ অপেক্ষাও মহৎ হইলেও ক্ষুদ্র মূর্ত্তি গড়িয়া, এবং সর্ব্বগ্রাহী হইলেও তুচ্ছ উপচার দিয়া যে পূজা করিলাম তাহা ক্ষমা কর।

স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। উঁহাদের স্পৃষ্ট বা পূজিত শিলায় ব্রাহ্মণকে পূজা করিতে নাই, তবে অনাদিলিঙ্গ হইলে করিতে পারেন।

দুইটি শিবলিঙ্গ ও দুইটি শালগ্রামশিলা এক সঙ্গে পূজা করিতে নাই। পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিতে হয়। বহু লিঙ্গ ও বহু শিলা একত্র থাকিলে একটিরই পূজা করিবে; অন্যগুলিকে স্নান করাইয়া গন্ধাদি দ্বারা কেবল সাজাইয়া রাখিবে। "আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে" (স্কন্দপুরাণ) সকল দেবতার আধার বলিয়া এবং সমস্তই উহাতে লীন হয় বলিয়া লিঙ্গ বলে। চর লিঙ্গ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণের ন্যূন, এবং স্থাবর লিঙ্গ হস্তপ্রমাণের ন্যূন করিবে না।

শিবরাত্রিব্রতে বিশেষ।

প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া, প্রাতঃকালেই সঙ্কল্প (৪৩ পৃঃ ২০ পং) করিবে। যথা—প্রথমতঃ আচমন করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—

(ওঁ) সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ, সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমি,-রাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায়, কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং॥ ৫

(বিষ্ণুরোঁতৎসৎ) অদ্য ফাল্গুনে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ (অথবা—ত্রয়োদশ্যাং তিথাবারাভ্য) অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীশিব-প্রীতিকামঃ শিবরাত্রিব্রতমহং করিষ্যে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—

(ওঁ) শিবরাত্রিব্রতং হ্যেতৎ করিষ্যেঽহং মহাফলং।
নির্ব্বিঘ্নমস্তু মে চাত্র ত্বৎপ্রাসাদাজ্জগৎপতে॥

সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কাল (অখণ্ড কাল), উভয় সন্ধ্যাকাল (প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল পঞ্চভূত (ক্ষিতি, জল, অগ্নি বায়ু, আকাশ), দিন, রাত্রি, দিক্‌পাল পবন (বায়ুকোণে অধিপতি অখণ্ড বায়ু), ভূমি, আকাশ (অখণ্ড আকাশ) এবং শূন্যমার্গচারী দেবতা ব্রহ্মার আদেশ পালন করিয়া এই কার্য্যে (সাক্ষিরূপে) উপস্থিত হউন। ৫

চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারো ভূত্বা শম্ভো পরেহহনি।
ভোক্ষ্যেহহং ভুক্তিমুক্ত্যর্থং শরণং মে ভবেশ্বর ॥ ৬

রাত্রে, পাষাণাদি-নির্ম্মিত অথবা পার্থিব শিবলিঙ্গে ৪ প্রহরে ৪ বার পূজা করিবে। অসমর্থ হইলে ১ম প্রহরেই ৪ বার পূজা করিবে। পার্থিব শিবলিঙ্গ প্রতিবারে গড়িয়া লইবে। প্রতি প্রহরে অগ্রে দুগ্ধাদি দ্বারা স্নান করাইয়া পরে পূর্ব্ববৎ জল দিয়া স্নান করাইবে; এবং স্নানান্তে অর্ঘ্য দিয়া, তৎপরে দশোপচারে পূজা করিয়া, বিসর্জ্জনান্ত কার্য্য করিবে (পাষাণাদি-নির্ম্মিত লিঙ্গে বিসর্জ্জন করিতে হয় না)।

প্রথম প্রহরে দুগ্ধ দ্বারা—ইদং স্নানীয়দুগ্ধং (ওঁ) হৌং ঈশানায় নমঃ—বলিয়া স্নান করাইবে। অর্ঘ্যমন্ত্র *—

(ওঁ) শিবরাত্রিব্রতং দেব পূজাজপ-পরায়ণঃ।
করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর ॥৭

দ্বিতীয় প্রহরে দধি দ্বারা—ইদং স্নানীয়দধি (ওঁ) হৌং অঘোরায় নমঃ—বলিয়া স্নান করাইবে। অর্ঘ্যমন্ত্র—

(ওঁ) নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ ॥ ৮

---

* অগ্রে ইদমর্ঘ্যং বা "এষোঽর্ঘঃ" বলিয়া, পরে ঐ অর্ঘ্যমন্ত্রটি পাঠ করিয়া, পরে "(ওঁ) নমঃ শিবায় নমঃ" বলিয়া শিবের মস্তকে দিবে।

আমি এই মহাফলপ্রদ শিবরাত্রিব্রত করিব। হে জগদীশ্বর, তোমার প্রসাদে এ কার্য্যে আমার বিঘ্ননাশ হউক। হে শম্ভো আমি চতুর্দ্দশীতে নিরাহার থাকিয়া পরদিন ভোজন করিব। হে ঈশ্বর, ভোগ ও মোক্ষের জন্য তুমি আমার আশ্রয় হও। ৬

হে দেব, আমি পূজা ও জপে তৎপর হইয়া যথাবিধি শিবরাত্রিব্রত করিতেছি। হে মহেশ্বর, আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর। ৭

তুমি মঙ্গলরূপ, তুমি শান্তমূর্ত্তি, এবং তুমি সর্ব্বপাপহারী। তোমাকে প্রণাম করি; তুমি প্রসন্ন হও। শিবরাত্রিতে এই অর্ঘ্য দিতেছি; উমার সহিত তুমি প্রসন্ন হও। ৮

তৃতীয় প্রহরে ঘৃত দ্বারা—ইদং স্নানীয়ঘৃতং (ওঁ) হৌং বামদেবায় নমঃ—বলিয়া স্নান করাইবে। অর্ঘ্যমন্ত্র—

(ওঁ) দুঃখ-দারিদ্র্য-শোকেন দগ্ধোঽহং পার্ব্বতীশ্বর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্য-মুমাকান্ত গৃহাণ মে ॥ ৯

চতুর্থ প্রহরে মধু দ্বারা—ইদং স্নানীয়মধু (ওঁ) হৌং সদ্যোজাতায় নমঃ—বলিয়া স্নান করাইবে। অর্ঘ্যমন্ত্র—

(ওঁ) ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্য-মুমাকান্ত গৃহাণ মে ॥ ১০

পরে প্রভাতে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—

(ওঁ) অবিঘ্নেন ব্রতং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সমর্পিতং।
ক্ষমস্ব জগতাং নাথ ত্রৈলোক্যাধিপতে হর ॥ ১১
যন্ময়াদ্য কৃতং পুণ্যং তদ্রুদ্রস্য নিবেদিতং।
ত্বৎপ্রসাদান্ময়া দেব ব্রতমদ্য সমাপিতং ॥ ১২
প্রসন্নো ভব মে শ্রীমন্ মদ্ভুক্তিঃ প্রতিপদ্যতাং।
ত্বদালোকনমাত্রেণ পবিত্রোঽস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ১৩

হে পার্ব্বতীপতে, আমি দুঃখ দারিদ্র্য ও শোকে সন্তপ্ত হইয়া শিবরাত্রিতে অর্ঘ্য দিতেছি, হে উমাকান্ত তুমি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর। ৯

হে শঙ্কর, আমি অনেক পাপ করিয়াছি, তুমি সে সকল হরণ কর। আমি শিবরাত্রিতে অর্ঘ্য দিতেছি হে উমাকান্ত, তুমি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর। ১০

হে দেব, তোমার প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে আমি তোমাকে ব্রত অর্পণ করিলাম। হে জগতের নাথ, হে ত্রৈলোক্যের অধিপতি হর, ক্ষমা কর। ১১

আমি আজ যে পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছি, তাহা রুদ্রকে নিবেদন করিলাম। হে দেব, তোমার প্রসাদে আজ আমি ব্রত সমাপন করিলাম। ১২

হে শ্রীমন্, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমার পূজার সিদ্ধি হউক। তোমার দর্শনমাত্রেই আমি নিশ্চয় পবিত্র হইয়াছি। ১৩

বিসর্জ্জনান্তে কথা (পরেই আছে) শ্রবণ করিয়া দক্ষিণা দিবে—(ওঁ) "এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ" তিনবার বলিয়া দক্ষিণা-দ্রব্যে তিন-বার জলের ছিটা দিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া বামহস্তে (উপুড হাতে) ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে কুশ (ত্রিপত্র) ধরিয়া (বিষ্ণুর্ওঁতৎসৎ) অদ্য... শ্রীশিবপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতচ্ছিবরাত্রিব্রতকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণা-মেতৎ কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে শ্রীশিবায় তুভ্যং সম্প্রদদে। "(ওঁ) কৃতৈতচ্ছিবরাত্রিব্রতকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিবে। ব্রাহ্মণ "ওঁ অস্তু" বলিবেন। পরদিনে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া, চতুর্দ্দশী থাকিলে তাহার মধ্যে, না থাকলে অমাবস্যায় পারণ (চরণামৃত বা জলগণ্ডূষ পান অথবা অন্নাদি ভোজন) * করিবে। পারণের মন্ত্র—

(ওঁ) সংসার-ক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর।
প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥ ১৪

উপবাস-দিনে তৈলমর্দ্দন, বিলাস-দ্রব্য উপভোগ, দিবানিদ্রা, পাশা-খেলা ও স্ত্রীপুরুষ-সহবাস নিষিদ্ধ। পারণ-দিনে দ্বিতীয়বার ভোজন, পরান্ন-ভোজন, দূর-পথে গমন, ক্লেশকর কর্ম্ম, স্ত্রীপুরুষ-সহবাস ও দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ †। দিবানিদ্রা বা পুনঃপুনঃ জল পান করিলে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে বা করাইবে। সধবা স্ত্রীকে উপবাসব্রত (শিবরাত্রি, সাবিত্রী-চতুর্দ্দশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি) করিতে নাই, করিলে স্বামীর আয়ুঃক্ষয় হয়; তবে

* উপবাস ভঙ্গ করাকে পারণ বলে।

† শাকং মধু পরান্নঞ্চ ত্যজেদুপবসন্ স্ত্রিয়ম্।—স্মৃতিসন্তোষ। (গুরু, মাতুল, পিতা ও পুত্রের অন্ন পরান্ন নহে)। পুনর্ভোজনমধ্বানং যানমায়াসমৈথুনে। উপবাসফলং হন্ত্যুর্দিবানিদ্রা চ পঞ্চমী॥ (অধ্বানং প্রতি যানম্ ইত্যেকম্)।—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

হে শঙ্কর, আমি সংসার-যাতনায় দগ্ধ। এই ব্রতের ফলে তুমি আমার প্রতি প্রসন্নবদন হইয়া সন্তুষ্ট হও। হে নাথ, আমাকে জ্ঞান-চক্ষু প্রদান কর। ১৪

নিতান্ত ইচ্ছা হইলে স্বামীর অনুমতি লইয়া করিতে পারে। সঙ্কল্পিত ব্রত ভঙ্গ করিলে মস্তকমুণ্ডন ও ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পুনর্ব্বার সেই ব্রত গ্রহণ করিতে হয় (অসমর্থপক্ষে ত্রিরাত্র উপবাসের অনুকল্প ২৪ পণ কড়ির মূল্য ।৶০ উৎসর্গ এবং কেশধারণেচ্ছায় উহার দ্বিগুণ উৎসর্গ কর্ত্তব্য। প্রমাদাদি বশতঃ একবার ব্রতভঙ্গ হইলে, অথবা কোনও অঙ্গ হানি ঘটিলে তাহাতে ব্রত নষ্ট হয় না, সুতরাং পুনর্ব্বার ব্রতগ্রহণের আবশ্যকতা নাই *। উপবাসে প্রাণসংশয় ঘটিলে বা অশক্ত হইলে জল, ফল, মূল, ঘৃত, দুগ্ধ ঔষধ, অথবা গুরু ও ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া পূজান্তে বা রাত্রে হবিষ্যান্ন খাইলে ব্রত-ভঙ্গজন্য দোষ হয় না †। এক কার্য্যের উপবাসের দিন অন্য কার্য্যের জন্য ভোজন বিহিত হইলে (যেমন শ্রাদ্ধে শেষ-ভোজন ইত্যাদি), তৎপরিবর্ত্তে আঘ্রাণ করিবে, এক এক কার্য্যের পারণের দিন অন্য কার্য্যের জন্য উপবাস করা আবশ্যক হইলে, কেবল জল দ্বারা পারণ করিবে।

শিবরাত্রি-ব্রতকথা।‡

(ওঁ) নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব

* লোভাদ্ মোহাদ্ ভয়াদ্ বাপি ব্রতভঙ্গো যদা ভবেৎ। উপবাসত্রয়ং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাদ্বা কেশমুণ্ডনম্। প্রায়শ্চিত্তমিদং কৃত্বা পুনরেব ব্রতী ভবেৎ। (বাপকঃ সমুচ্চয়ে)। —পদ্মপুরাণ। সর্ব্বভূতভয়ং ব্যাধিঃ প্রমাদো গুরুশাসনম্। অব্রতঘ্নানি কথ্যন্তে সকৃদেতানি শাস্ত্রতঃ। দেবল। কাম্যে নিত্যে চ বৈদিককর্ম্মমাত্রে যথাকথঞ্চিৎ প্রধাননিষ্পত্তৌ নাঙ্গানুষ্ঠানার্থং প্রধানাবৃত্তিঃ।—প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব।

† অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ। হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্ব্বচনমৌষধম্।—বৌধায়ন। নক্তং হবিষ্যমন্নমোদনং বা ইত্যাদি।—পদ্মপুরাণ।

‡ পুরাণপাঠে স্ত্রী শূদ্রাদির অধিকার না থাকায় তাঁহারা নিজেই কথা পড়িতে পারেন। অশক্ত হইলে কথা পর্য্যন্ত কেবল ব্রাহ্মণের মুখে শুনিবেন (জ্ঞানবান্ হইলেও অন্য বর্ণের মুখে নহে)। যথা—ব্রাহ্মণং বাচকং বিদ্যান্ নান্যবর্ণজমাদরাৎ। শ্রুত্বান্যবর্ণজাদ্ রাজন্ বাচকান্নরকং ব্রজেৎ। —ভবিষ্যপুরাণ।

ততো জয়মুদীরয়েৎ * ॥ (৩) পুরা কৈলাসশিখরে সর্ব্বরত্ন বিভূষিতে। দেব দানব-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-চারণ-সেবিতে। অপ্সরোভিঃ পরিবৃতে নৃত্যন্তীভিঃ বিতস্ততঃ। সর্ব্বর্ত্তু-কুসুমাকীর্ণে সর্ব্বর্ত্তু ফল শোভিতে। স্থিরচ্ছায়-দ্রুমাকীর্ণে সন্তানক বনাবৃতে। পারিজাত-প্রসূনোত্থ গন্ধামোদিত-দিঙ্মুখে। আকাশগঙ্গা-সলিল তরঙ্গগণ নাদিতে। ত্রৈগুণ্য লালিতৈশ্চারু মরুদ্ভিঃ রুপবীজিতে। ব্রহ্মর্ষি-বদনোদ্ভূত বেদধ্বনি-নিনাদিতে। উবাস সুচিরং প্রীতো ভবো গিরিজয়া সহ॥ ১॥ সুখোষিতা কদাচিত্তু দেবী পপ্রচ্ছ শঙ্করম্॥ শ্রীদেব্যুবাচ॥ কর্ম্মণা কেন ভগবন্ ব্রতেন তপসাপি বা। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং হেতুস্ত্বং পরিতুষ্যসি॥ ২॥ ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা ভগবান শঙ্করোঽব্রবীৎ॥ শ্রীশঙ্কর উবাচ॥ ফাল্গুনে কৃষ্ণপক্ষস্য যা তিথিঃ

* এইটি সকল পুরাণের গায়ত্রীস্বরূপ। এইজন্য সকল পুরাণের আদিতেই ইহা পাঠ করিতে হয়। ইহার ব্যাখ্যা মৎসম্পাদিত চণ্ডীটীকায় সবিস্তর আছে।

নারায়ণকে, নরোত্তম নরকে (পরম পুরুষকে) এবং দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় (অর্থাৎ পুরাণাদি গ্রন্থ) পাঠ করিবে। কৈলাস পর্ব্বতের একটি শিখর সর্ব্বপ্রকার রত্নে ভূষিত। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ যেখানে বাস করেন। অপ্সরারা নৃত্য করিতে করিতে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। উহা সকল ঋতুর অর্থাৎ বারো মাসের পুষ্পে পরিপূর্ণ ও সকল ঋতুর অর্থাৎ বারো মাসের ফলে শোভিত। উহার সকল স্থানেই এরূপ বৃক্ষ সকল আছে যে, তাহাদের ছায়া সর্ব্বদা সমভাবেই থাকে, এবং সন্তানক নামে পুষ্পবৃক্ষের বনে উহা বেষ্টিত রহিয়াছে। পারিজাত পুষ্প হইতে গন্ধ উঠিয়া সকল দিক্ আমোদিত করিতেছে। স্বর্গগঙ্গার জলের শত শত তরঙ্গ উঠিয়া সেখানে শব্দ করিতেছে। ত্রিগুণে সুন্দর (অর্থাৎ শীতল সুগন্ধ ও মৃদু) বায়ু বহিয়া চতুর্দ্দিকে সে স্থানটিকে শীতল করিয়া রাখিয়াছে। সেখানে ব্রহ্মর্ষিদিগের মুখ হইতে বেদপাঠের শব্দ উঠিতেছে। এমন সেই কৈলাস পর্ব্বতের শিখরে পূর্ব্বে এক সময়ে মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত বাস করিয়াছিলেন। ১। সুখে বাস করিয়া একদিন পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্, তুমি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের কারণ (অর্থাৎ তুমি তুষ্ট হইলে লোককে চতুর্ব্বর্গ দিয়া থাক), অতএব কি কার্য্য, কি ব্রত অথবা কিরূপ তপস্যা করিলে তুমি তুষ্ট হও? । ২॥ ভগবান্ মহাদেব দেবীর এই কথা শুনিয়া বলিলেন—গৌণ ফাল্গুনমাসে কৃষ্ণ

স্যাচ্চতুর্দ্দশী। তস্যাং যা তামসী রাত্রিঃ সোচ্যতে শিবরাত্রিকা॥ তত্রো পবাসং কুর্ব্বাণঃ প্রসাদয়তি মাং ধ্রুবম্॥ ৩॥ ন স্নানেন ন বস্ত্রেণ ন ধূপেন ন চার্চ্চয়া। তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ॥ ৪॥ ত্রয়োদশ্যাং কৃতস্নানো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ। নিরামিষং হবিষ্যং বা সকৃদ্ভুঞ্জীত নান্যথা॥ ৫॥ মন্নাম সংস্মরন্ রাত্রৌ শয়ীত স্থণ্ডিলে কুশে। রাত্রিশেষে সমুত্থায় কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ॥ সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবদ্ বিল্বপত্রাণ্যুপার্জ্জয়েৎ॥ ততো নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা সন্ধ্যাঞ্চোপাস্য পশ্চিমাম্। নদ্যাদৌ স্থণ্ডিলে বাপি লিঙ্গে বা স্থাবরে চরে। বিল্বপত্রৈর্বিমৃজ্যাথ লিঙ্গপীঠং প্রপূজয়েৎ॥ ৬॥ একতঃ সর্ব্বপুষ্পং স্যাদ্ বিল্বপত্রং তথৈকতঃ॥ মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চ স্বর্ণপুষ্পাদিভিস্তথা। ন তথা জায়তে প্রীতি- বিল্বপত্রৈর্যথা মম॥ ৭॥ প্রহরে প্রহরে স্নানং পূজাঞ্চৈব বিশেষতঃ। কুর্ব্বীত মম গন্ধাদ্যৈঃ পুষ্পধূপাদিভিস্তথা॥ ৮॥ দুগ্ধেন প্রথমে স্নানং দধ্না চৈব

পক্ষে যে চতুর্দ্দশী তিথি, তাহাতে যে অন্ধকারময়ী রাত্রি হয়, তাহাকে শিবরাত্রি বলে। সেই দিন যে উপবাস করে, সে আমাকে নিশ্চয়ই পরিতুষ্ট করিয়া থাকে।৩। সেই দিন উপবাস করিলে আমি যেমন তুষ্ট হই তেমন তুষ্ট স্নানেও হই না, বস্ত্রেও হই না, ধূপেও হই না, পূজায়ও হই না এবং পুষ্পেও হই না।৪। (পূর্ব্বদিনে) ত্রয়োদশীতে স্নান করিয়া ব্রহ্মচারী ও একাগ্রচিত্ত হইয়া নিরামিষ বা হবিষ্য একবারমাত্র খাইবে, তাহার অন্যথা করিবে না।৫। রাত্রে আমার নাম স্মরণ করত পরিষ্কৃত স্থানে কুশের শয্যায় শয়ন করিবে তার পর রাত্রিশেষে উঠিয়া আবশ্যক কার্য্য (অর্থাৎ মল-মূত্রত্যাগ, দন্তধাবন ও প্রাতঃস্নান) করিবে। পরে নিত্যক্রিয়া (অর্থাৎ দেবপূজা ও মধ্যাহ্নসন্ধ্যা) করিয়া এবং (সায়ংকালে) সায়ংসন্ধ্যাও করিয়া, নদী প্রভৃতির তীরে অথবা পরিষ্কৃত স্থানে স্থাবর-লিঙ্গে (অর্থাৎ অচল শিবলিঙ্গে) কিংবা চর লিঙ্গে (অর্থাৎ যাহা নাড়াচাড়া যায় এরূপ শিবলিঙ্গে) বিল্বপত্র দ্বারা লিঙ্গপীঠ (অর্থাৎ বেদির নিম্নভাগ) মার্জ্জনা করিয়া (আমাকে) পূজা করিবে।৬। সমস্ত পুষ্প একদিকে, আর বিল্বপত্র একদিকে (অর্থাৎ আমার পূজায় সর্ব্বপ্রকার পুষ্প অপেক্ষা বিল্বপত্রই শ্রেষ্ঠ)। বিল্বপত্রে আমার যেমন সন্তোষ হয়, মণি মুক্তা ও প্রবালে এবং স্বর্ণপুষ্পাদিতেও সেরূপ হয় না।৭। প্রহরে প্রহরে আমায় স্নান করাইবে এবং গন্ধ পুষ্প ধূপ প্রভৃতি দ্বারা বিশেষরূপে পূজা করিবে।৮।

দ্বিতীয়কে। তৃতীয়ে তু তথাজ্যেন চতুর্থে মধুনা তথা ॥ ৯ ॥ পঞ্চরাত্র-বিধানেন মূলমন্ত্রেণ চৈব হি। পূজয়েন্মাং যথাশক্তি নৃত্যগীতাদিভির্নরঃ ॥১০ অপরেদ্যুস্ততো বিপ্রান্ মম ভক্তাংশ্চ ভুব্রতান্। ভোজয়িত্বা তথাভ্যর্চ্য পারণং স্বয়মাচরেৎ ॥ ১১ ॥ এবমেতদ্ ব্রতং দেবি মম প্রীতিকরং পরম। যজ্ঞ-দানতপাংস্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম ॥১২॥ এতদ্ব্রতপ্রভাবেণ গাণপত্য-মবাপ্নুয়াৎ। সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ পৃথ্ব্যাং জায়তে কামচারতঃ ॥১৩॥ তিথেরস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং কথ্যমানং ময়া শৃণু ॥ অস্তি বারাণসী নাম পুরী সর্ব্বগুণৈর্যুতা। ব্যাধস্তত্রাবসদ্ ঘোরঃ সর্ব্বদা প্রাণিহিংসকঃ॥ খর্ব্বঃ কৃষ্ণবপুঃ ক্রূরঃ পিঙ্গাক্ষঃ পিঙ্গকেশকঃ। বাগুরা পাশ-শল্যাদি-প্রপূরিত-গৃহান্তরঃ ॥ ১৪ ॥ স একদা বনং গত্বা হত্বা চ বিবিধান্ পশূন। মাংসভারং বহন গেহং স্বকীয়ং গন্তুমুদ্যতঃ॥ সোঽশক্তমর্থস্য তং ভারং বোঢ়ুং শ্রান্তো বনান্তরে। বিশ্রামহেতোঃ সুষাপ মূলে বৈ কস্যচিত্তরোঃ ॥ ১৫ ॥ অথাস্তমগমৎ

প্রথম প্রহরে দুগ্ধ দ্বারা দ্বিতীয় প্রহরে দধি দ্বারা, তৃতীয় প্রহরে ঘৃত দ্বারা, এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দ্বারা স্নান করাইবে। ৯। নারদকৃত পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বিধানে ও মূলমন্ত্রে যথাশক্তি নৃত্য-গীতাদি দ্বারা আমাকে পূজা করিবে। ১০। তার পর পরদিনে আমার ভক্ত ও সদাচার-রত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া ও (ভোজন-দক্ষিণাদি দ্বারা) তুষ্ট করিয়া নিজে পারণ করিবে। ১১ হে দেবি, এইরূপে এই ব্রত করিলে তাহা আমার পরম প্রীতিকর হয়। যজ্ঞ দান ও তপস্যা ইহার ষোল ভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নহে। ১২। এই ব্রতের প্রভাবে গাণপত্য লাভ করে (অর্থাৎ আমার যে প্রমথগণ আছে, তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে), এবং ইচ্ছা করিলে পৃথিবীস্থ সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইতে পারে। ১৩। এই তিথির মাহাত্ম্যও আমি বলিতেছি শুন—বারাণসী নামে সর্ব্বগুণযুক্ত যে পুরী আছে, সেখানে এক ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ব্যাধ বাস করিত। সে সর্ব্বদা জীবহিংসায় রত থাকিত। সে খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ ও নিষ্ঠুরস্বভাব, এবং তাহার চক্ষু ও কেশ কটাবর্ণ। ফাঁদ দাড় বাণ প্রভৃতিতে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ ছিল। ১৪। সে একদিন বনে গিয়া নানাবিধ পশু মারিয়া মাংসের ভার লইয়া নিজ গৃহে যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে সেই ভার বহন করিতে অশক্ত ও পরিশ্রান্ত হওয়ায় বিশ্রামের জন্য বনের মধ্যে একটা বৃক্ষের মূলে নিদ্রা গেল। ১৫। এদিকে সূর্য্য অস্ত গেল এবং ভয়ঙ্কর রাত্রি

সূর্য্যো নিশা ভূতা ভয়প্রদা। ততঃ উত্থায় সোঽপশ্যন্ন কিঞ্চিৎ তিমিরাবৃতম্ ॥ ১৬ ॥ ততোমর্শবশাত্তত্র বৃক্ষে শ্রীফলসংজ্ঞকে। লতাপাশৈর্বহুবিধৈ-র্মাংসভারং ববন্ধ সঃ ॥ ১৭ ॥ তমেব বৃক্ষমারুহ্য তস্থৌ মূলে শ্বাপদ-ভীতিতঃ। শীতার্ত্তশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ কম্পান্বিত কলেবরঃ। জজাগার তদা রাত্রৌ প্লুতো নীহার-বারিণা ॥ ১৮ ॥ দৈবযোগাচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি মামকম্। শিবরাত্রিস্তিথিঃ সা চ নিরাহারশ্চ লুব্ধকঃ ॥ ১৯ ॥ অথ তদ্দেহসংসর্গী হিমপাতো মমোপরি। জজ্ঞে তদা বরারোহে ভগ্নপত্রচ্যুতিঃ ক্ষণাৎ ॥ ২০॥ তস্য তেনৈব ভাবেন মম তোষো মহানভূৎ। তিথের্মাহাত্ম্যতো দেবি বিল্বপত্রস্য চেশ্বরি ॥ ২১ ॥ ন স্নানং ন তথা পূজা ন নৈবেদ্যাদি-সম্ভবং। তথাপি তিথিমাহাত্ম্যাৎ তত্র মেঽর্চ্চা মহাফলা ॥ ২২ ॥ অথ প্রভাতে বিমলে গতোঽসৌ নিজমন্দিরম্। কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূতস্তমভ্যগাৎ ॥ ২৩ ॥ বদ্ধুকামস্তু তং দূতং পাশেন বিবিধেন চ। পুরুষো বারয়ামাস মদীয়ো মন্নিয়োগতঃ ॥২৪॥ অথোভয়োর্ব্যাধিহেতোঃ কলহঃ সুমহানভূৎ। অথাহতো

উপস্থিত হইল। তখন সে উঠিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না; সমস্তই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ১৬। সে সেইখানে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া বহুপ্রকার লতা দিয়া দড়ি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা একটি বিল্ববৃক্ষে সেই মাংসের ভার বন্ধন করিল। ১৭। গাছের গোড়ায় থাকিলে হিংস্র জন্তুর ভয় আছে ভাবিয়া সেই বৃক্ষে উঠিল। এবং শীতার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, ও কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া রাত্রিতে সে জাগিয়া রহিল। তাহার সর্ব্বশরীর তখন শিশিরের জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। ১৮। দৈবযোগে সেই বৃক্ষের মূলে আমার একটি লিঙ্গ ছিল, এবং সেদিন শিবরাত্রি তিথি, আর ব্যাধও উপবাসী ছিল। ১৯। তার পর তাহার দেহসংসৃষ্ট হিমের জল আমার উপর পড়িল; এবং হে সুন্দরি, তখনই সেই সঙ্গে ভগ্ন বিল্বপত্রও পড়িল। ২০। হে ঈশ্বরি, তিথির মাহাত্ম্যে তাহার সেই ভাবেই আমার অত্যন্ত সন্তোষ হইয়াছিল। ২১। স্নান নাই হউক, পূজা না হউক, এবং নৈবেদ্যাদির আয়োজন না থাকুক; তথাপি তিথির মাহাত্ম্যে সেদিনে আমার (যেমন-তেমন) পূজাও মহাফলপ্রদ হইয়া থাকে। ২২। তার পর প্রাতঃকালে চারিদিক্ পরিষ্কৃত হইলে সেই ব্যাধ নিজ গৃহে গেল। কোনও সময়ে তাহার আয়ুঃশেষ হইলে তাহার নিকটে যমদূত আসিল। ২৩। সেই দূত নানাপ্রকার দড়ি দিয়া তাহাকে বাঁধিতে উদ্যোগ

মদীয়েন দূতেন যমকিঙ্করঃ। যমং সমানয়ামাস মৎপুরদ্বার-মুজ্জ্বলম্ ॥ ২৫ ॥ দৃষ্ট্বা স নন্দিনং তত্র সর্ব্বামকথয়ৎ কথাম্। ব্যাধস্য চ কুকর্ম্মত্বং যাবজ্জীবং দুরাত্মতাং। ২৬॥ তচ্ছ্রুত্বা তস্য সর্ব্বজ্ঞো বচনং নন্দিকেশ্বরঃ। ব্যাধস্য তদ্দিনে কর্ম্ম শ্রাবয়ামাস তং যমম্ ॥ ২৭ ॥ নন্দী উবাচ ॥ এবমেব ন সন্দেহো যাবজ্জীবং দুরাত্মবান। পাপমেবাকরোদ্ ব্যাধো ধর্ম্মরাজ তথাপ্যসৌ। শিবরাত্রি প্রভাবেণ নীতঃ সর্ব্বেশসন্নিধম্ ॥ ২৮ ॥ ততোঽসৌ বিস্ময়াবিষ্টো বন্দিত্বা নন্দিনং যমঃ। দূতান্বিতো যযৌ গেহং স্বকীয়ং শিবভাবতঃ ॥ ২৯ ॥ এবমস্য প্রভাবং তে ব্রতস্য বরবর্ণিনি। ত্বয়োক্তং তব ভাবেন কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥ ৩০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং বিস্মিতা হিমশৈলজা। প্রশশংস সদৈবৈতচ্ছিবরাত্রিব্রতং মুদা ॥ ৩১ ॥ বান্ধবেভ্যোঽপ্যকথয়দ্ ব্রতমেতৎ পার্ব্বতী। তৈশ্চাপি কথিতং পৃথ্ব্যাং রাজভ্যো ভক্তিভাবতঃ ॥ ৩২ ॥ এবমেতদ্ ব্রতং পৃথ্ব্যাং প্রকাশ-মুপপাদিতম ॥ ৩৩ ॥

করিলে, আমার আদেশে আমার দূত গিয়া তাহাকে বারণ করিল। ২৪। পরে ব্যাধের জন্য উভয়ের মহাবিবাদ উপস্থিত হইল। তার পর আমার দূত যমদূতকে প্রহার করায়, সে যমকে আমার উজ্জ্বল পুরীর দ্বারে লইয়া আসিল। ২৫। যম সেখানে নন্দীকে দেখিয়া সকল কথা কহিলেন। ব্যাধ যে যাবজ্জীবন কুকর্ম্ম ও দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহাও তাহাকে বলিলেন। ২৬। সর্ব্বজ্ঞ নন্দী তাঁহার সেই কথা শুনিয়া ব্যাধের সেই দিনের কার্য্য সেই যমকে শুনাইল। ২৭ নন্দী বলিল—হে ধর্ম্মরাজ ব্যাধ যাবজ্জীবন দৌরাত্ম্য ও পাপই করিয়াছে বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই তথাপি হে ধর্ম্মরাজ, শিবরাত্রির প্রভাবে তাহাকে মহেশ্বরের নিকট আনা হইয়াছে। ২৮। তার পর সেই যম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নন্দীকে নমস্কার করিয়া শিবের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া দূতের সহিত নিজ গৃহে গমন করিলেন। ২৯। হে সুন্দরি, তোমার ভক্তিভাব বুঝিয়া, এই ব্রতের এইরূপ প্রভাব তোমাকে বলিলাম, আর তোমাকে কি বলিব বল? । ৩০। পার্ব্বতী ভগবানের সেই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া আনন্দে সর্ব্বদাই এই শিবরাত্রিব্রতের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৩১। পরে পার্ব্বতী বান্ধবদিগকেও এই ব্রত বলিয়াছিলেন। এবং তাঁহারাও ভক্তিভাবে পৃথিবীতে রাজাদিগের নিকট কহিয়াছিলেন। ৩২ ॥ এইরূপে এই ব্রত পৃথিবীতে প্রচার লাভ করিয়াছে। ৩৩। এই সংসারে মহাদেব অপেক্ষা

ভূতেশ্বরাদিহ পরোঽস্তি ন পূজনীয়ো, নৈবাশ্বমেধসদৃশঃ ক্রতুরস্তি লোকে। গঙ্গাসমং ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমস্তি, নান্যদ্‌ব্রতঞ্চ শিবরাত্রিসমং তথাস্তি ॥৩৪

ইতি শিবরহস্যে শ্রী শবরাত্রিব্রতকথা সমাপ্তা।

গুরু ও ইষ্টদেবতার পূজা।

(সামান্য পূজা)

প্রাতঃসন্ধ্যা ও শিবপূজা করিয়া, তান্ত্রিক আচমন (১৮ পৃঃ) করিবে। তার পর "এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া দ্বারদেশে গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ করিয়া, প্রাণায়াম (৮০ পৃঃ ৯ পং), ঋষ্যাদিন্যাস (৮৪ পৃঃ ১১ পং), করন্যাস (৮০ পৃঃ ১৮ পং), ও অঙ্গন্যাস (৭৭ পৃঃ ৫ পং) করিবে। কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া গুরুর ধ্যান * করিয়া, সেই পুষ্প নিজের মস্তকে দিয়া গুরুর মানস পূজা (৯৪ পৃঃ ৩ পং) করিবে। পুনর্ব্বার কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া গুরুর ধ্যান করিয়া, গুরু উপস্থিত থাকিলে তাঁহার চরণে না থাকিলে জলে সেই পুষ্পটি দিয়া গুরুর পূজা করিবে। যথা— ঐং এতৎ পাদ্যং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। এইরূপ ঐং ইদমর্ঘ্যং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ†। ঐং ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ ‡। ঐং এষ মধুপর্কঃ (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ ‡। ঐং ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ ‡। ঐং এষ গন্ধঃ (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। ঐং এতৎ পুষ্পং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ §। ঐং এষ ধূপঃ (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। ঐং এষ দীপঃ (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। ঐং এতৎ নৈবেদ্যং (নমঃ)

* গুরুর ও ইষ্টদেবতার ধ্যান ও প্রণাম ধ্যানমালায় আছে।

† দ্বিজাতিরা নমঃ স্থানে স্বাহা বলিবেন।

‡ দ্বিজাতিরা নমঃ স্থানে স্বধা বলিবেন।

§ দ্বিজাতিরা নমঃ স্থানে বৌষট বলিবেন।

আর শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই, জগতে অশ্বমেধের তুল্য আর যজ্ঞ নাই, ত্রিভুবনে গঙ্গার তুল্য আর তীর্থ নাই, সেইরূপ শিবরাত্রির তুল্য আর ব্রতও নাই। ৩৪।

শ্রীগুরবে নমঃ। ঐং ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ †। ঐং ইদং পানার্থজলং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। ঐং ইদং তাম্বূলং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। তার পর এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) গুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) পরমগুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) পরাপরগুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। গুরুকে প্রণাম করিবে।

কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প নিজ মস্তকে দিয়া মানস পূজা করিবে। পুনর্ব্বার কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প যন্ত্রে, পটে বা জলে দিয়া পূজা করিবে। যথা—(ইষ্টমন্ত্র) এতৎ পাদ্যং (নমঃ) শ্রী · দেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্ট) ইদমর্ঘ্যং (নমঃ) শ্রী···দেবতায়ৈ নমঃ *। (ইষ্ট) ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রী··· দেবতায়ৈ নমঃ †। (ইষ্ট) এষ মধুপর্কঃ (নমঃ) শ্রী ··দেবতায়ৈ নমঃ †। (ইষ্ট) ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রী · দেবতায়ৈ নমঃ †। (ইষ্ট) এষ গন্ধঃ (নমঃ) শ্রী·· দেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্ট) এতৎ পুষ্পং (নমঃ) শ্রী দেবতায়ৈ নমঃ ‡। (ইষ্ট) এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ (নমঃ) শ্রী···দেবতায়ৈ নমঃ (তিন বার) এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) আবরণদেবতাভ্যো নমঃ। (ইষ্ট) এষ ধূপঃ নমঃ শ্রী···দেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্ট) এষ দীপঃ (নমঃ) শ্রী দেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্ট) এতৎ নৈবেদ্যং (নমঃ) শ্রী · দেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্ট) ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রী···দেবতায়ৈঃ নমঃ †। (ইষ্ট) ইদং পানার্থজলং (নমঃ) শ্রী দেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্ট) ইদং তাম্বূলং (নমঃ) শ্রী দেবতায়ৈ নমঃ।

ইষ্টমন্ত্র জপ ও "গুহ্যাতিগুহ্য" ( ) মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া, (ইচ্ছা হইলে স্তব পাঠ করিয়া) পুনর্ব্বার প্রাণায়াম করিয়া প্রণাম করিবে।

[দ্বিজাতিরা একগণ্ডূষ জল লইয়া···ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহ-

---

* দ্বিজাতিরা নমঃ স্থানে স্বাহা বলিবেন।

† দ্বিজাতিরা নমঃ স্থানে স্বধা বলিবেন। ‡ দ্বিজাতিরা নমঃ স্থানে বৌষট্।

ধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং, তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা; মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রী...দেবতায়ৈ সমর্পয়ামি ওঁ তৎসৎ। ১।—বলিয়া ইষ্টদেবতার শ্রীচরণ উদ্দেশে জলগণ্ডূষ ভূমিতে ত্যাগ করিবে।]

তুলসী-গাছে জল দিবার মন্ত্র।

(তুলসী-স্নান)

গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীং।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনীং ॥ ১

(প্রণাম

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥ ২

অশ্বত্থ-বন্দনা জল দিবার মন্ত্র)

চক্ষুঃস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্নদর্শনং।
শত্রূণাঞ্চ সমুত্থান-মশ্বত্থ শময়াশু মে ॥
অশ্বত্থরূপী ভগবান্ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ ॥ ৩

ইতঃপূর্ব্বে প্রাণ বুদ্ধি দেহ ও স্বভাবের বশে, জাগরণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় মন বাক্য হস্ত পদ উদর ও লিঙ্গ দ্বারা, যাহা ভাবিয়াছি, যাহা বলিয়াছি এবং যাহা করিয়াছি, তৎসমুদায় ব্রহ্মে সমর্পিত হউক। আমাকে এবং আমার যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় সম্পূর্ণরূপে অমুক দেবতাকে সমর্পণ করি। ১

বিষ্ণুপ্রিয়া, ভক্তজনের জ্ঞানদাত্রী, জগদ্ধাত্রী, বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনী তুলসী দেবীকে স্নান করাই। ১

হে বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনি তুলসীদেবি, তুমি বৃন্দা, তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি সত্যবতী; তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। ২

হে অশ্বত্থ, তুমি আমার চক্ষুঃস্পন্দ (চোক-নাচা), ভুজস্পন্দ ও দুঃস্বপ্নদর্শন এবং

(প্রণাম)

অশ্বত্থ বৃক্ষরূপোঽসি মহাদেবেতি বিশ্রুতঃ।
বিষ্ণুরূপ ধরোঽসি ত্বং পুণ্যবৃক্ষ নমোঽস্তু তে ॥ ৪

বিপ্রপাদোদক-পানের মন্ত্র।

বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপাত্রেণ পিবন্তু পিতরোদকম্ ॥ ৫

বিষ্ণুচরণামৃত-গ্রহণের মন্ত্র।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামার্ত্তিনাশন।
সর্ব্বপাপ-প্রশমনং পাদোদকং প্রযচ্ছ মে ॥ ৬

ঐ পান ও মস্তকে ধারণের মন্ত্র।

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনং।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং ॥ ৭

বিষ্ণুচরণামৃত (অর্থাৎ শালগ্রামের স্নানজল) অগ্রে পান করিয়া পরে মস্তকে দিবে। উহা শঙ্খপাত্রস্থ ও তুলসীপত্রযুক্ত করিয়া পান করিলে

শত্রুগণের মৃত্যু য় শীঘ্র উপশম কর। অশ্বত্থরূপধারী ভগবান্ জনার্দ্দন আমার উপর প্রীত হউন। ৪

হে অশ্বত্থ তুমি বৃক্ষরূপী, তুমি মহাদেব বলিয়া বিখ্যাত তুমি বিষ্ণুরূপধারী, হে পুণ্যবৃক্ষ তোমাকে প্রণাম করি। ৪। মহাদেব+ইতি=মহাদেবেতি—সন্ধিরার্ষঃ।

আমি বিপ্রপাদোদক পান করায়, যত দিন পৃথিবী থাকিবে, তত দিন আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ পদ্মপাত্রে (সুগন্ধ শীতল) জল পান করুন। (পীত্বা স্থিতস্য মম। পিতরঃ+উদকং—পিতরোদকং—আর্ষঃ সন্ধিঃ)। ৫

হে কৃষ্ণ, হে মহাবাহো, হে ভক্তদিগের দুঃখবিনাশন, তুমি আমাকে সর্ব্বপাপনাশক পাদোদক প্রদান কর। ৬

অকালমৃত্যুহরণকারি ও সর্ব্বব্যাধিবিনাশক বিষ্ণুচরণামৃত পান করিয়া আমি মস্তকে ধারণ করি। ৭

সর্ব্বাধিক ফল হয়। স্বতঃ পবিত্র বলিয়া উহা পান করিয়া আচমনাদি করিতে হয় না। বিপ্রপাদোদক পানের পর (পূর্ব্বে নহে) বিষ্ণুচরণামৃত পান করিতে হয়, এবং বিষ্ণুচরণামৃত পান না করিয়া মস্তকে ধারণ করিতে নাই। *

ভোজন-বিধি।

হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া, পরিষ্কৃত স্থানে বসিয়া, প্রসন্নচিত্তে, ভোজন করিবে। জল-প্রোক্ষিত স্থানে (ব্রাহ্মণে চতুষ্কোণ, ক্ষত্রিয়ে ত্রিকোণ, বৈশ্যে গোলাকৃতি) মণ্ডল করিয়া তদুপরি ভোজনপাত্র স্থাপন করিবে। উপনীত দ্বিজাতিদিগকে ভোজনের পূর্ব্বে গণ্ডূষ ও পঞ্চগ্রাস, এবং ভোজনের পরেও গণ্ডূষ করিতে হয় (তৃতীয় খণ্ডে গণ্ডূষ ও পঞ্চ-গ্রাসের মন্ত্রাদি আছে)। উত্তরমুখে ও কোণাভিমুখে ভোজন করিবে না। পিতা ও মাতা জীবিত থাকিলে দক্ষিণমুখেও ভোজন নিষিদ্ধ। পূর্ব্ব-ভুক্ত বস্তুর সম্যক্ পরিপাক না হইলে এবং অতিক্ষুধাতে ভোজন অকর্ত্তব্য (অতি ক্ষুধা হইবার পূর্ব্বেই ভোজন করা উচিত)। দিবসে গুরুতর আহার হইলে রাত্রিভোজন করা নিষিদ্ধ। যানে, শ্মশানে, দেবালয়ে, শয়নাবস্থায়, দাঁড়াইয়া, চলিতে চলিতে, আর্দ্র বস্ত্রে, আর্দ্র মস্তকে, অতি-প্রত্যূষে, সায়ংকালে, পা ছড়াইয়া, মস্তকে বস্ত্র জড়াইয়া, হস্তে বা ক্রোড়ে ভোজনপাত্র রাখিয়া, চর্ম্মাসনে বসিয়া এবং পাদুকা পরিধান করিয়া ভোজন করিবে না। এক পঙ্‌ক্তিতে অনেকে ভোজন করিতে থাকিলে, কাহাকেও ছুঁইবে না এবং অগ্রে উঠিবে না। শেষ

---

* বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা। য আচামতি সংমোহাদ্ ব্রহ্মহা স উচ্যতে॥ শালগ্রামশিলাতোয়মপীত্বা যস্তু মস্তকে। প্রক্ষেপণং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে॥ বিষ্ণুপাদোদকাৎ পূর্ব্বং বিপ্রপাদোদকং পিবেৎ। বিরুদ্ধমাচরন্ মোহাদ্ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে।—হরিভক্তিবিলাসধৃত।

না রাখিয়া ভোজন সমাপন করিবে না; কিন্তু জল, ক্ষীর, দধি, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, ছাতু ও শাক নিঃশেষেই ভোজন করিবে (ইহাদের শেষ থাকিলে আর কাহাকেও তাহা খাইতে দিবে না)। উচ্ছিষ্ট পাত্রে ঘৃতগ্রহণ এবং রাত্রিকালে দধিভোজন নিষিদ্ধ। বাম-হস্তে বা এক হস্তে জলপান করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ (বামহস্তে জলপান করিতে হইলে দক্ষিণ হস্ত তাহার সহিত যোগ করিবে)। ভোজনের পর বসিয়া থাকিলে ভুঁড়ি হয়, শুইলে শরীর পুষ্ট হয়, বেড়াইলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, এবং দৌড়িলে আয়ুঃক্ষয় হয়।

অভক্ষ্য।

গৃঞ্জন (গাঁজর), পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), কবক (ভুঁইছাতু) ও বৃথামাংস খাইতে নাই। বৈষ্ণবের পক্ষে সাদা বেগুনও অখাদ্য।

তিথিবিশেষে অভক্ষ্য।

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়াতে বৃহতী (কণ্টকারী), তৃতীয়ায় পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমীশাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁইশাক, ত্রয়োদশীতে বেগুন, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় মৎস্য ও মাংস খাইবে না *। রবিবারে আমিষ-ভোজন নিষিদ্ধ।

আমিষ-দ্রব্য।

মৎস্য ও মাংস প্রধান আমিষ। পাণ, গোঁড়া-লেবু, বাঙ্গানটে ও দগ্ধ বস্তুও আমিষ বলিয়া গণ্য।

হবিষ্যান্ন।

আতপতণ্ডুল, খই, কাঁচা মুগ, তিল, যব, মটর, বাস্তুক (বেতো শাক), হিঞ্চা, লতাদির মূল, সৈন্ধব ও করকচ লবণ গব্য-দুগ্ধ (সর-

---

* ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে চন্দ্রের আকর্ষণে প্রাণিশরীরে রসের বৈলক্ষণ্য ঘটে। সেই রসের সহিত যে যে দ্রব্যের রস মিলিত হইলে দেহের অনিষ্ট হয়, সেই সকল দ্রব্যই সেই সকল তিথিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

তোলা না হয়), গব্যদধি, গব্য-ঘৃত, কাঁটাল, আম্র, কদলী, লবলী (নোড়), আমলকী, হরীতকী, জীরা, তেঁতুল, ইক্ষু (আক), ইক্ষুর চিনি (গুড নহে),—এই সকল হবিষ্যদ্রব্য।

তাম্বূল।

পাণের বৃন্ত (বোঁটা) খাইলে ব্যাধি, অগ্রভাগ খাইলে পাপ ও শিরা খাইলে বুদ্ধিনাশ হয়; এবং শুষ্কপর্ণভক্ষণে আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে।

শয়নবিধি।

রাত্রিকালে ভোজনান্তে মুখ ও হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া, উত্তমরূপে মুছিয়া শয়ন করিবে। এবং নারায়ণকে প্রণাম করিয়া তদীয় মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রা যাইবে। পশ্চিম ও উত্তর দিকে মাথা করিয়া শয়ন করিবে না; কিন্তু প্রবাসে পশ্চিম দিকে মাথা করিয়া শুইতে হয়*। প্রাতঃকালে, সায়ংকালে, উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া), নগ্ন (উলঙ্গ) অবস্থায় এবং তৈলাক্ত মস্তকে শয়ন করা নিষিদ্ধ।

স্ত্রীসংসর্গ।

চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিকে পর্ব্ব বলে। পর্ব্বদিনে, দিবাভাগে, প্রভাতে, সায়ংকালে, ব্রতদিনে, শ্রাদ্ধদিনে, ও পীড়িত অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ। রজস্বলা (প্রথম ৩ দিনের মধ্যে) ও পূর্ণগর্ভা স্ত্রীতে উপগত হইবে না। সংসর্গকালে স্ত্রীপুরুষের দেহ পবিত্র, এবং মন প্রসন্ন ও ভগবচ্চিন্তানিরত থাকা আবশ্যক।

ক্ষৌরবিধি।

বৃহস্পতিবারে ও শুক্রবারে ক্ষৌরকার্য্য নিতান্ত দোষাবহ; কিন্তু

---

* প্রত্যক্‌শিরাঃ প্রবাসে তু ন কদাচিদুদক্‌শিরাঃ—গর্গ।

অশৌচান্তাদি-কারণ বশতঃ করিতে পারা যায়। নাপিতের গৃহে গিয়া ক্ষৌরকার্য্য করাইতে নাই। অগ্রে কেশ, তৎপরে শ্মশ্রু (গোঁপ-দাড়ি), সর্ব্বশেষে নখ—এইরূপ ক্রমে ক্ষৌরকার্য্য কর্ত্তব্য। অশৌচান্তদিনে নখ-লোমাদির মধ্যে যাহা সর্ব্বদা ত্যাগ করা যায়, তাহাই ত্যাগ করিবে। অনর্থক কেশমুণ্ডন করিতে নাই; কিন্তু পিতৃমাতৃমরণে (শিখারহিত) কেশমুণ্ডন কর্ত্তব্য। আরোগ্যাদি-কামনায় কেশ-শ্মশ্রু প্রভৃতি ধারণ করিলে, কেবল পিতৃমাতৃমরণের অশৌচান্তেই, তাহা মুণ্ডন করিয়া, পুনর্ব্বার ধারণ করিবে। প্রয়াগে ও প্রায়শ্চিত্তের (অসম্পূর্ণ গো-প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন) পূর্ব্বাহ্নকৃত্যে, এবং চূড়াকরণে ও উপনয়নে শিখা-সহিত কেশ-মুণ্ডন করিবে; অন্যত্র শিখামুণ্ডন করিবে না। কন্যা ও সধবার পক্ষে সর্ব্বত্রই কেশমুণ্ডনের পরিবর্ত্তে সমস্ত কেশের অগ্রভাগ অঙ্গুলিদ্বয় পরিমাণে ছেদন করিবে।

নূতন বস্ত্র পরিধান।

বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে বিহিত। অন্য বারে নিষিদ্ধ।

---

* সূর্য্যে চাল্পধনং ব্রণঃ শশিদিনে ক্লেশঃ সদা ভূমিজে, বস্ত্রাণাং বহুতা বুধে সুরগুরো বিদ্যাগমঃ সম্পদঃ। নানাভোগযুতঃ প্রমোদশয়নং দিব্যাঙ্গনা ভার্গবে, সৌরে স্যাঃ খলু রোগশোককলহা বস্ত্রে ধৃতে নূতনে।—কর্ম্মলোচন।

পরিশিষ্ট।

ধ্যানমালা

এবং প্রণাম-মন্ত্র, বীজ-মন্ত্র প্রভৃতি।

গণেশের ধ্যান।

খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দন্মদগন্ধ-লুব্ধ-মধুপ ব্যালোল-গণ্ডস্থলং।
দন্তাঘাত-বিদারিতারি-রুধিরৈঃ সিন্দূর-শোভাকরং
বন্দে শৈলসুতা-সুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদং॥ ১

পূজামন্ত্র—(ওঁ) গণেশায় নমঃ। বীজমন্ত্র—গং। এতৎ পাদ্যং 'গং (ওঁ) গণেশায় নমঃ' এইরূপ বীজ বা মূল মন্ত্র সহিত * মন্ত্রে +

---

* কোনও কোনও দেবতার অনেক মূলমন্ত্র আছে। এ পুস্তকে বাহুল্যপরিহারার্থে প্রধানটিই প্রদর্শিত হইল। যে সকল মূলমন্ত্রে ওঁ বা স্বাহা শব্দ আছে, স্ত্রী ও শূদ্রকে সে সকল মন্ত্র বলিতে নাই। তৎপরিবর্ত্তে পূজামন্ত্রই বলিবে। তান্ত্রিক মন্ত্র ভিন্ন সকল মন্ত্রের আদিতেই ওঁ বলিতে হয়; কিন্তু যে মন্ত্রের আদিতে ওঁ আছে তাহার আদিতে আর ওঁ বলিতে হয় না। এইরূপ যে মন্ত্রের অন্তে নমঃ বা স্বাহা থাকে, তাহার অন্তে পুনর্ব্বার নমঃ বা স্বাহা বলিতে হয় না। তান্ত্রিক মন্ত্রে অক্ষরসংখ্যা নিয়ত বলিয়া, উহার আদিতে ওঁ বলিলে অক্ষরসংখ্যার বৃদ্ধি হয়। 'প্রণবে প্রণবো বর্জ্জ্যঃ"—বাগীশ্বরতন্ত্র। নমোঽন্তে ন নমো দদ্যাৎ স্বাহান্তে দ্বিঠঃমেব চ"—মন্ত্রকল্পপ্রকাশ।

† আবির্ভাবের কারণকে বীজ এবং প্রতিষ্ঠার কারণকে মূল বলে। যে মন্ত্র জপ

---

† যিনি খর্ব্ব ও স্থূলকায়, একটি গজরাজের মুখই যাঁহার মুখ, যিনি লম্বোদর ও সুন্দর ক্ষরিত মদের গন্ধে লুব্ধ হইয়া ভ্রমর সকল (বসিতে গিয়া) যাঁহার গণ্ডস্থলকে ব্যাকুল করিতেছে; যিনি দন্তের আঘাতে শত্রুদিগকে বিদীর্ণ করিয়া তাহাদের রক্তে সিন্দূরের শোভা ধারণ করেন, সেই পার্ব্বতীনন্দন সিদ্ধিদাতা অভীষ্টপ্রদ গণপতিকে বন্দন করি।১

পূজা করা যায় (৩৮ পৃ: ৪পং)। বীজমন্ত্র, মূলমন্ত্র অথবা নামই জপের মন্ত্র *। প্রণামমন্ত্র না জানিলে পূজার মন্ত্রেই প্রণাম করিবে। মূলমন্ত্র পৃথক্ না থাকিলে বীজমন্ত্রই মূলমন্ত্র জানিবে। পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইলে দেবতা-বিশেষে বিশেষ মন্ত্র পড়িয়া, তদভাবে প্রার্থনামন্ত্র বা স্তবের শ্লোক পড়িয়া তৎপরে পূজার মন্ত্র বলিবে; অথবা কেবল পূজার মন্ত্রেই পুষ্পাঞ্জলি দিবে। সকল দেবতার পক্ষে এইরূপ। গণেশের স্ত্রী— পুষ্টি (পুষ্ট্যৈ নমঃ)। বাহন—মূষিক (মূষিকায় নমঃ) †।

করিলে বর্ণশক্তিপ্রভাবে হৃৎপদ্মে দেবতার আবির্ভাব হয়, তাহাকে বীজমন্ত্র বলে; এবং যে মন্ত্রের প্রভাবে ঐ স্থানে দেবতা স্থিতিলাভ করেন, তাহার নাম মূলমন্ত্র।

* নাম জপের সময় প্রথমান্ত করিয়া বলিতে হয়; যথা—গণেশঃ, বিষ্ণুঃ, দুর্গা ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন যে নামে বিভক্তি দিতে হয় না। তদ্বিষয়ে তাঁহারা "কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরং নাম" এই বচনকে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেন, এবং বৃষোৎসর্গে ভারত-নামোচ্চারণে "ভারত" এইরূপ বিভক্তিহীন শব্দ জপ করিতে বলেন। কিন্তু সে কথা আমাদের সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু "নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত" এই বচনে বিভক্তিহীন শব্দ প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। "কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরং নাম" এ স্থলে কৃষ্ণ শব্দ বিভক্তিহীন নহে 'কৃষ্ণঃ ইতি' স্থানে আর্ষপ্রয়োগ হেতু বিসর্গলোপের পরও সন্ধি হইয়াছে। নামে বিভক্তিযোগ অনাবশ্যক হইলে "হরিরিত্যবশেনাহ" ইত্যাদি স্থলেও বিভক্তি থাকিত না; "হরি হরি স্বসুহৃদ্ভিরিতং" এই বৃহন্নারদীয় বচনের টীকাকার হরেঃ হরেঃ স্বস্থলে মধ্যদেশে লৌকিকী ভাষা হরি হরীতি" লিখিয়া উপপত্তি করিতে যাইতেন না, "গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটং রট এই লঘুভাগবতীয় বচনের টীকাকার "হে গোবিন্দেতি গোবিন্দ ইতি চ" লিখিয়া উভয়ত্রই বিভক্তিনির্দ্দেশের প্রয়াস পাইতেন না; "হরির্বিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ" এই ভাগবতীয় শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী 'হরির্বিরিঞ্চিহরা ইতি বক্তব্যে সন্ধিরার্ষঃ' লিখিতেন না; এবং পদ্ধতিকারেরাও অমুকদেবশর্ম্মাসীতি নাম কথয়তি" ও বৃষোৎসর্গে "ভারতমিতি বদেৎ" এরূপ বিভক্তিযুক্ত করিয়া লিখিতেন না।

† দেবতার প্রীত্যর্থেই তাঁহার বাহনাদির পূজা করা হইয়া থাকে।

প্রণামমন্ত্র।

দেবেন্দ্র-মৌলি-মন্দার-মকরন্দ-কণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজ-রেণবঃ ॥ ২

সূর্য্যের ধ্যান।

রক্তাম্বুজাসন মশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতা-মধিপং ভজামি
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ
র্মাণিক্যমৌলি-মরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রং ॥ ৩

পূজামন্ত্র—(ওঁ) শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। বীজমন্ত্র—হ্রীং। [মূলমন্ত্র—হ্রীং হংসঃ, অথবা—ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্যঃ।]

প্রণামমন্ত্র।

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং ॥ ৪

বিষ্ণুর ধ্যান।

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্য
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।

দেবরাজ ইন্দ্রের শিরঃস্থিত মন্দারপুষ্পের মধুকণায় যাহা রক্তবর্ণ হইয়াছে, সেই গণেশের পাদপদ্মের রেণু (আমাদের) বিঘ্ন হরণ করুক। ২

রক্তপদ্ম যাঁহার আসন, যিনি সকল গুণের সাগর, যিনি সকল জগতের অধিপতি যিনি পদ্মসদৃশ চারি হস্তে দুইটি পদ্ম অভয় ও বর ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার মুকুটে পদ্মরাগমণি রহিয়াছে, যাহার দেহ রক্তবর্ণ, এবং যাহার তিনটি নেত্র; সেই সূর্য্যকে আমি ভজনা করি। ৩

জবাপুষ্পবর্ণ, কশ্যপনন্দন মহাদীপ্তিশালী, অন্ধকারনাশক, সর্ব্বপাপহারী সূর্য্যকে আমি প্রণাম করি। ৪

কেয়ূরবান্ মকর-কুণ্ডলবান কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ * ॥ ৫

পূজামন্ত্র—(ওঁ) বিষ্ণবে নমঃ। [বীজমন্ত্র—ওঁ। মূলমন্ত্র—ওঁ নমো নারায়ণায়। তুলসী দিবার মূলমন্ত্র—ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। হোমের মন্ত্র—ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি (১৬ পৃঃ)]। বাহন গরুড (গরুড়ায় নমঃ)। বিষ্ণুপূজার পর লক্ষ্মী ও সরস্বতীরও পূজা করিতে হয়।

প্রার্থনামন্ত্র।

পাপোঽহং পাপকর্ম্মাঽহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো ভব ॥ ৬
নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে।
অশেষক্লেশনাশায় লক্ষ্মীকান্ত নমোঽস্তু তে ॥ ৭
হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।

---

* সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ—সরসিজং=পদ্মম্। অসনম্—(অস্যতে ক্ষিপ্যন্তে ভূমৌ পাত্যন্তে রিপবঃ অনেন ইতি অসনং—করণে অনট) গদাস্ত্রম্। সরসিজঞ্চ অসনঞ্চ সরসিজাসনে, তয়োঃ সন্নিবিষ্টঃ (সম্যক্ আসক্তঃ), গদাপদ্মধারী ইত্যর্থঃ। দ্বিভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিও শাস্ত্রে উক্ত আছে। যথা মৎস্য-পুরাণে (২৫৭অঃ) কচিদষ্টভুজং বিদ্যাচ্চতুর্ভুজমথাপরম্। দ্বিভুজশ্চাপি কর্ত্তব্যো ভবনেষু পুরোধনা॥ চতুর্ভুজস্ত বক্ষ্যামি যথৈবায়ুধসংস্থিতিঃ। দক্ষিণেন গদা পদ্মং বাসুদেবস্য কারয়েৎ। বামতঃ শংখ চক্রে চ কর্ত্তব্যে ভূতিমিচ্ছতা॥ কনক কুণ্ডলবানিতি পাঠান্তরম্।

নারায়ণকে সর্ব্বদা এইরূপ ধ্যান করিবে—তিনি হৃদয়স্থ সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে (জ্যোতিঃ রূপে) অবস্থিত, তাঁহার হস্তে কেয়ূর (বাজু), কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডল, মস্তকে মুকুট ও বক্ষে হার আছে; তিনি সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল-মূর্ত্তি এবং শঙ্খচক্রধারী। ৫

অনুবাদ।—৬১পৃঃ। ৬

কমললোচন ও অশেষক্লেশনাশন পরমাত্মা হরিকে প্রণাম করি। হে লক্ষ্মীকান্ত, তোমাকে প্রণাম করি। ৭

যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥ ৮

প্রণামমন্ত্র।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ৯
ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্ন-মভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চি নুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ ১০
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরে প্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগা দরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়ে প্সিত-মন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ *॥ ১১

* কলিযুগে শেষোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে প্রণাম করিবার বিশেষ বিধি ভাগবতে আছে।

হে হরি, হে মুরারি, হে মধুকৈটভরিপু, হে গোপাল, হে গোবিন্দ, হে মুকুন্দ, হে শৌরি (বসুদেবের পিতার নাম শূর, তাঁহার বংশধর), হে যজ্ঞেশ্বর, হে নারায়ণ, হে কৃষ্ণ, হে বিষ্ণু, হে জগদীশ্বর, আমি নিরাশ্রয়, আমাকে রক্ষা কর ৮

যিনি বেদপ্রতিপাদ্য দেবতা, যিনি গো ও ব্রাহ্মণদিগের বিশেষরূপে হিতকারী, যিনি জগতের হিতকারী সেই গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। ৯

যাহা সকলের সর্ব্বদা চিন্তনীয়, যাহা সংসারযাতনা হরণ করে, যাহা সকল অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকে, যাহা গঙ্গাদি সকল তীর্থের আধার, শিব ও ব্রহ্মা যাহার স্তব করেন, যাহা সকলের আশ্রয়প্রদ, কেবল মুখে 'আমি তোমার ভৃত্য' বলিলেই যাহা সকল কষ্ট দূর করিয়া থাকে এবং যাহা ভবসাগরের তরিস্বরূপ, হে প্রণতপালক মহাপুরুষ, তোমার সেই পাদপদ্মে আমি প্রণাম করি। ১০

হে ধার্ম্মিকবর, (রামরূপে) তোমার যে পাদপদ্ম, পিতার বাক্যে, একান্ত দুস্ত্যজ দেববাঞ্ছিত রাজলক্ষ্মীকেও পরিত্যাগ করিয়া, বনে গিয়াছিল, এবং প্রিয়তমা সীতার

শিবের ধ্যান।

শিবের ধ্যান, পূজামন্ত্র ও প্রণামমন্ত্র শিবপূজাবিধিতে (৮৮পৃঃ) আছে। বীজমন্ত্র—হৌং। মূলমন্ত্র—নমঃ শিবায় [বা—ওঁ নমঃ শিবায়]। [বিল্বপত্র দিবার মূলমন্ত্র—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে, সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনা,-ন্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ স্বাহা ॥*]

জয়দুর্গার ধ্যান।

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈ-ররিকুল-ভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈ-রুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাং।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবন-মখিলং তেজসাপূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥ ১২

পূজামন্ত্র—(ওঁ) দুর্গায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র হ্রীং। [মূলমন্ত্র—ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা]। বাহন—সিংহ (বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ)।

প্রণামমন্ত্র।

সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৩

---

* যিনি পুণ্যশ্লোক, এবং যিনি উপাসকদিগের শারীরিক-স্বাস্থ্যবর্দ্ধক, সেই

অভিলষিত মায়ামৃগের অনুসরণ করিয়াছিল, হে মহাপুরুষ! তোমার সেই পাদপদ্মে আমি প্রণাম করি ১১

জয়দুর্গাকে এইরূপ ধ্যান করিবে—কাল মেঘের ন্যায় তাঁহার বর্ণ, তিনি কটাক্ষে শত্রুগণের ভয় উৎপাদন করেন; তাঁহার মুকুটে চন্দ্রকলা নিবদ্ধ আছে; তিনি চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ ও ত্রিশূল ধারণ করিতেছেন; তাঁহার তিনটি চক্ষু; তিনি সিংহস্কন্ধে আরূঢ়া; তিনি স্বীয় তেজে সমগ্র ত্রিভুবনকে পূর্ণ করিতেছেন; তিনি দেবগণে পরিবেষ্টিত ও সিদ্ধিকামীদিগের সেবিত। ১২

হে সকল মঙ্গলজনক পদার্থেরও মঙ্গলকারিণি, হে মঙ্গলময়ি, হে সর্ব্বকার্য্য সাধয়িত্রি, হে শরণাগতবৎসলে, হে গৌরবর্ণে, হে বিষ্ণুশক্তিস্বরূপে তোমাকে প্রণাম করি। ১৩

লক্ষ্মীর ধ্যান।

পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ সৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং।
গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং
রৌক্মপদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু * ॥ ১৪

পূজামন্ত্র—(ওঁ) লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ। [বীজমন্ত্র—শ্রীং]। লক্ষ্মী-পূজার পর নারায়ণ, কুবের (কুবেরায় নমঃ) ও অষ্টনিধির (অষ্টনিধিভ্যো নমঃ) পূজা করিতে হয়।

প্রার্থনামন্ত্র।

নমামি সর্ব্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াৎ ত্বদর্চ্চনাৎ ॥ ১৫

প্রণামমন্ত্র।

বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে ॥ ১৬

মহাদেবকে পূজা করি কাঁকুড়-ফল যেমন বৃন্ত হইতে স্বয়ং বিচ্যুত হয়, সেইরূপ আমরা তাঁহার প্রসাদে সংসার হইতে যেন বিচ্যুত হই, কিন্তু মুক্তিমার্গ হইতে যেন বিচ্যুত না হই।

* পাশেতি দক্ষিণে পাশাক্ষমালাভ্যাং, বামে পদ্মাঙ্কুশাভ্যাং ভূষিতাম্ ; বামকরে হেমপদ্ম দক্ষিণকরে বরং দধতী মতো দ্বিভুজামিত্যর্থঃ।—রঘুনন্দন।

লক্ষ্মীকে এইরূপ ধ্যান করিবে—তাঁহার দক্ষিণ ভাগে পাশ-অস্ত্র ও জপমালা এবং বাম ভাগে পদ্ম ও অঙ্কুশ, তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্টা ত্রিভুবনের মাতা, গৌরবর্ণা, সুরূপা ও সকল অলঙ্কারে ভূষিতা, তাঁহার বামহস্তে স্বর্ণপদ্ম আছে এবং তিনি দক্ষিণ হস্তে বরদান করিতেছেন (সুতরাং দ্বিভুজা)। ১৪

হে হরিপ্রিয়ে তুমি সকল প্রাণীকে বর প্রদান করিয়া থাক, তোমাকে আমি প্রণাম করি। যাহারা তোমার শরণাগত হয়, তাহাদের যে গতি, তোমার পূজার ফলে আমারও যেন সেই গতি হয়। ১৫

হে পদ্ম-ধারিণি, হে পদ্মবাসিনি, হে শুভপ্রদে, হে মহালক্ষ্মি, তুমি বিশ্বরূপের (বিষ্ণুর) ভার্য্যা। তুমি আমাকে সকল দুঃখ হইতে রক্ষা কর। তোমাকে প্রণাম করি। ১৬

সরস্বতীর ধ্যান।

তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভর-নমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকর-কমলোদ্যল্লেখনী-পুস্তকশ্রীঃ
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ ॥ ১৭

পূজামন্ত্র—(ওঁ) সরস্বত্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—ঐং। [মূলমন্ত্র—বদ বদ বাগবাদিনি স্বাহা]। আবাহনে—(ওঁ) সরস্বতি দেবি (২৮পৃঃ ৪পং)। শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীর পূজা করিয়া লক্ষ্মী, নারায়ণ, মস্যাধার (দোয়াত), লেখনী, পুস্তক ও বাদ্যযন্ত্রেরও পূজা করিতে হয় *।

পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র।

যা কুন্দেন্দু-তুষারহার-ধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা
যা বীণাবরদণ্ড-মণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্কর-প্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাম্পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ-জাড্যাপহা ॥ ১৮

* মন্ত্র—মস্যাধারায় নমঃ (বহু হইলে—মস্যাধারেভ্যো নমঃ), লেখন্যৈ নমঃ বা লেখনীভ্যো নমঃ, পুস্তকায় নমঃ, বা পুস্তকেভ্যো নমঃ, বাদ্যযন্ত্রায় নমঃ, বা বাদ্যযন্ত্রেভ্যো নমঃ।

যিনি নূতন চন্দ্রকলা ধারণ করিতেছেন যিনি শুভ্রবর্ণা, স্তনভরে যাঁহার অঙ্গ নত হইয়া পড়িয়াছে যিনি শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা যাঁহার নিজ করকমলে লেখনী ও পুস্তকের শোভা প্রকাশ পাইতেছে সেই বাগ্দেবী (সরস্বতী) সমস্ত বিদ্যাধনলাভে অধিকারী করিবার জন্য আমাদিগকে রক্ষা করুন। ১৭

যিনি কুন্দপুষ্প, চন্দ্র ও তুষারমালা অর্থাৎ বরফরাশির ন্যায় শ্বেতবর্ণা, যিনি শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা, যাঁহার হস্ত উত্তম বীণাদণ্ডে শোভিত, যিনি শ্বেত বস্ত্রে আবৃতা; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ প্রভৃতি দেবগণ সর্ব্বদা যাঁহাকে বন্দনা করেন, যিনি অশেষ মূর্খতা অপহরণ করেন সেই ভগবতী সরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন। ১৮

সা মে বসতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তকধারিণী।
মুরারিবল্লভা দেবী সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী॥ ১৯
সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে॥ ২০

প্রার্থনামন্ত্র।

যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোক-পিতামহঃ।
ত্বাং পরিত্যজ্য সন্তিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা॥ ২১

প্রণামমন্ত্র।

সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ *॥ ২২

(নীলসরস্বতী—তারার নামান্তর।)

মনসার ধ্যান।

দেবীমম্বা-মহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাং
হংসারূঢ়া-মুদারাং সুললিতবসনাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ।

---

* বেদাঙ্গ—শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চয়ঃ। জ্যোতিষাময়নং চৈব বেদাঙ্গানি ষড়েব হি॥ বিদ্যাস্থান—পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥ এতাবতা বেদ, বেদান্ত ও বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানের অন্তর্গত হইলেও প্রাধান্য হেতু পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে।

যিনি বীণা ও পুস্তকধারিণী, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ, সেই বিষ্ণুপত্নী সরস্বতী দেবী আমার জিহ্বায় অধিষ্ঠান করুন। ১৯

হে অতুলৈশ্বর্য্যশালিনি, বিদ্যাস্বরূপে, কমল-লোচনে, বিশ্বরূপে, বিশালনয়নে সরস্বতি, আমাকে বিদ্যা দাও; তোমাকে প্রণাম করি। ২০

সর্ব্বলোকের পিতামহ (মনুষ্যগণ যাঁহার অপত্য, সেই মনুর পিতা বলিয়া) দেব ভগবান্ ব্রহ্মা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন থাকিতে পারেন না (অর্থাৎ তুমি যেমন কখনও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাক না), আমার প্রতি সেইরূপ বরদাত্রী হও। ২১

সরস্বতীকে সর্ব্বদা প্রণাম করি। যিনি ভদ্রকালী অর্থাৎ মঙ্গলবিধায়িনী, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম [illegible]। বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গাদি চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থানকেও প্রণাম করি।২২

স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্নৈ-রনেকৈ-
র্বন্দেহহং সাষ্টনাগা-মুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাং ॥ ২৩

পূজামন্ত্র—(ওঁ) মনসাদেব্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—মং। স্নুহিবৃক্ষে (শিজ্ গাছে) মনসার পূজা হয় বলিয়াই উহাকে "মনসা-গাছ" বলে।

প্রণামমন্ত্র।

আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবি নমোহস্তু তে। ২৪

মনসাপূজার পর, অষ্টনাগেরও পূজা করিতে হয় *। যথা—(ওঁ) অনন্তায় নমঃ। এইরূপ—বাসুকয়ে। পদ্মায়। মহাপদ্মায়। তক্ষকায়। কুলীরায়। কর্কটায় শঙ্খায়।

শীতলার ধ্যান।

শীতলাং গর্দ্দভারূঢ়াং শ্যামবর্ণাং সুলোচনাং।
দক্ষিণে মার্জ্জনীমুষ্টাং † বামে কলসধারিণীং।
দিগম্বরীং দ্বিভুজাঞ্চ নানালঙ্কারভূষিতাং।
এবং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবীং সর্ব্বরোগবিনাশিনীং ॥ ২৫

---

* অনন্তো বাসুকিং পদ্মো মহাপদ্মোহথ তক্ষকঃ।
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খো হ্যষ্টৌ নাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

† মুষ্টিশব্দাৎ অর্শ আদিত্বাৎ অস্ত্যর্থে অৎ। দিগম্বরীত্যত্র ঙীপ আর্ষঃ।

সর্পগণের মাতা চন্দ্রবদনা সুন্দরপ্রভা, বরদায়িনী হংসবাহনে অবস্থিতা, মহাকায়া, সুন্দরবসনা, সিদ্ধিকামীদিগের সেবিতা সহাস্যবদনা, সুবর্ণ ও মণিগণে এবং বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ ফণী দ্বারা ভূষিতশরীরা, অষ্টনাগসহিতা ইচ্ছারূপিণী, সর্পময়ী দেবীকে বন্দনা করি।২৩

হে মনসাদেবি, তুমি আস্তিক মুনির মাতা, বাসুকির ভগিনী, এবং জরৎকারু মুনির পত্নী, তোমাকে প্রণাম করি। ২৪

শীতলাদেবীকে এইরূপ ধ্যান করিবে—তিনি গর্দ্দভে আরূঢ়া, শ্যামবর্ণা ও সুলোচনা, তিনি দক্ষিণ করে সম্মার্জ্জনী (ঝাঁটা) মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিয়াছেন, এবং বাম করে কলস ধারণ করিতেছেন, তিনি দিগম্বরা, দ্বিভুজা, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা এবং সর্ব্বরোগ-বিনাশিনী। ২৫

পূজামন্ত্র—(ওঁ) শীতলায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—শীং। আবাহনে—ওঁ) শীতলে দেবি।। বাহন—রাসভ (রাসভায় নমঃ)।

প্রণামমন্ত্র।

নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীং।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং শূর্পালঙ্কৃতমস্তকাং ॥ ২৬

দক্ষিণাকালীর ধ্যান *।

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং।
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ-খড়্গ-বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজাং।
অভয়ং বরদঞ্চৈব-দক্ষিণোর্দ্ধাধ-পাণিকাং।
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধির-চর্চ্চিতাং।
কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্ম-ভয়ানকাং †
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং ‡ পীনোন্নত পয়োধরাং।

---

* ইঁহার দক্ষিণ পদ শবরূপী শিবের বক্ষে থাকে। পুরুষকে দক্ষিণ ও শক্তিকে বামা বলে, সেই বামা দক্ষিণকে জয় করিয়া (অর্থাৎ তাঁহার উপাসনায় যত আয়াসে মুক্তিলাভ হয় তদপেক্ষা) অল্প আয়াসে মুক্তি দেন বলিয়া দক্ষিণা কালী। যথা—দক্ষিণঃ পুরুষঃ প্রোক্তো বামা শক্তিনিগদ্যতে। বামা যা দক্ষিণং জিত্বা মহামোক্ষপ্রদায়িনী। অতঃ সা দক্ষিণা কালী ত্রিষু লোকেষু গীয়তে।—মহানির্ব্বাণতন্ত্র। সমাসেও দক্ষিণাকালিকা হইবে (যেহেতু এখানে দক্ষিণা শব্দ নিত্যপুংস্ক নহে এবং সজ্ঞাবাচকও বটে)।

† "শবযুগ্মভয়ানকাং" স্থলে "দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বি কচোচ্চয়াম্" ইতি চ পাঠান্তরম্।

‡ করালাস্যামিত্যত্র পুনরুক্তিপরিহারায় কেচিৎ "অরেবিদম্ আবং (র স্থানে লঃ) করে আল বদনং যস্যাঃ তামিতি ব্যাচক্ষতে কিন্তু তত্রাপি সদ্যশ্ছিন্নশির ইত্যত্র পুনরুক্তিঃ স্যাৎ। বামাধোর্দ্ধেত্যাদৌ 'প্রায়ং সাস্তা অদন্তাঃ স্যু'রিতি বচনাৎ "পিণ্ডং দদ্যাদ্ গয়াশিরে" ইত্যাদিবৎ অধশব্দঃ অকারান্তঃ। অভয়ং বরদঞ্চৈবেত্যত্র এবশব্দঃ ইতিসমানার্থঃ

গর্দ্দভারূঢ়া, দিগম্বরা, সম্মার্জ্জনী ও কলস ধারিণী, শূর্প (কুলা) দ্বারা শোভিতমস্তকা শীতলা দেবীকে প্রণাম করি। ২৬

শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং।
সৃক্কদ্বয়-গলদ্রক্ত ধারা-বিস্ফুরিতাননাং।
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং।
বালার্ক মণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাং।
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি-লম্বমান-কচোচ্চয়াং।
শবরূপ-মহাদেব হৃদয়োপরি-সংস্থিতাং।
শিবাভির্ঘোর-রাবাভি-শ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং।
মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাং।
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন-সরোরুহাং।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং ধর্ম্মকাম-সমৃদ্ধিদাং॥

তদ্যোগে অভয়মিত্যত্র বরদামিত্যত্র চ প্রশংসা, তৎ এবশব্দেন সহ দক্ষিণোর্দ্ধাধঃপাণিশব্দস্য বহুব্রীহিসমাসঃ।

যিনি (অভক্তের পক্ষে) ভয়ঙ্করবদনা (বহির্মুখে ভয়ঙ্করা), (আকৃতিতে) ভয়ঙ্করা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা দক্ষিণা কালিকা নামে বিখ্যাতা, সর্ব্বোত্তমা ও মুণ্ডমালায় ভূষিতা, যাঁহার বামদিকের নিম্ন ও উর্দ্ধ হস্তে যথাক্রমে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড ও খড়্গ আছে, এবং দক্ষিণ দিকের উর্দ্ধ ও নিম্ন হস্তে যথাক্রমে অভয় ও বরমুদ্রা রহিয়াছে, যিনি মহামেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা (কৃষ্ণবর্ণা) এবং দিগম্বরা, যাঁহার কণ্ঠ সংলগ্ন মুণ্ডমালা হইতে গলিত রক্তে সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত হইয়াছে, দুইটি শবকে (বা বালককে) কর্ণাভরণ করিয়া যিনি ভয়ঙ্করা হইয়াছেন, যাঁহার দন্ত ভয়ঙ্কর ও মুখবিবর ভয়ঙ্কর, যাঁহার পয়োধর স্থূল ও উন্নত, যিনি শবদিগের করসমূহ দ্বারা স্বীয় কটিভূষণ রচনা করিয়াছেন, যাঁহার মুখ অট্টহাস্যযুক্ত, উভয় ওষ্ঠপ্রান্ত (চোয়াল) হইতে রক্তধারা গলিত হওয়ায় যাঁহার মুখ আরক্ত হইয়াছে; যাঁহার রব ভয়ঙ্কর, যিনি অত্যন্ত উগ্রমূর্ত্তি ও শ্মশানরূপ গৃহে (অর্থাৎ পরব্রহ্মে ৮৩ পৃঃ ৭প) বাস করিয়া থাকেন, প্রাতঃকালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় যাঁহার তিনটি চক্ষু, যাঁহার দন্ত উন্নত, যাঁহার কেশরাশি দক্ষিণ অঙ্গ ব্যাপিয়া লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে, যিনি শবরূপী মহাদেবের হৃদয়োপরি অবস্থিতা ও ভয়ঙ্করশব্দকারী শৃগালগণে চতুর্দ্দিকে বেষ্টিতা, মহাকালের সহিত যিনি বিপরীত বিহার (অর্থাৎ মহাকাল জগৎকে সংহারার্থ আপন করাল গ্রাসে আকর্ষণ করিতেছেন এবং তিনি তন্মধ্য হইতে স্বীয় ভক্তগণকে রক্ষা করিবার জন্য আপন ক্রোড়ে আকর্ষণ করিতেছেন এইরূপ ক্রীড়া) করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন; সুখে

পূজামন্ত্র—(ওঁ) দক্ষিণাকালিকায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—হ্রীং। মূলমন্ত্র—ক্রীং [অথবা—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা]। আবাহনে দক্ষিণে কালিকে···। শবরূপী শিব—"মহাপ্রেত-পদ্মাসন"। পূজার মন্ত্র—হসৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র।

আয়ুর্দ্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে * ॥ ২৮
দুর্গোত্তারিণি দুর্গে ত্বং সর্ব্বাশুভ-নিবারিণি।
ধর্ম্মার্থমোক্ষদে দেবি নিত্যং মে বরদা ভব ॥ ২৯
কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি।
ধর্ম্মকামপ্রদে দেবি নারায়ণি নমোহস্তু তে ॥ ৩০

সমস্ত শক্তিমূর্ত্তিকেই এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া যায় (অন্যান্য মন্ত্রও আছে) এবং সকলেরই প্রণামমন্ত্র—সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি (১২১ পৃঃ)। যাঁহারা নিষ্কাম পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র বলিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের জন্য আমার বাঙ্গালা চণ্ডীর শেষে দেবীস্তোত্র আছে †। কালীপূজার পর মহাকাল-ভৈরবের পূজা করিতে হয়।

* বিধবাদিগের এ মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিবার কোনও আপত্তি নাই; যেহেতু দেবতাদিগের নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহা তাঁহারা সময় বুঝিয়া ও অধিকারী বুঝিয়াই দিয়া থাকেন। ভগবতি—বর্ণাধিক্য আর্ষ।

† এ স্থলে একটি কথা বক্তব্য—কেবল নিষ্কাম-মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিলেই নিষ্কাম হওয়া

(অর্থাৎ ভক্তগণের রক্ষাবিধান জন্য আনন্দে) যাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইয়াছে এবং (ভক্তের পক্ষে) যাঁহার বদনকমল সদাই ঈষদ্ধাস্যযুক্ত; সেই ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও ঐশ্বর্য্য-দায়িনী কালীকে এইরূপ ধ্যান করিবে। ২৭

হে ভগবতি, আমাকে আয়ুঃ দাও, যশ দাও, সৌভাগ্য দাও, পুত্র দাও, ধন দাও, এবং সকল অভীষ্ট বস্তু প্রদান কর। ২৮

হে বিপদুদ্ধারিণি, সর্ব্বানিষ্টনাশিনি, ধর্ম্মার্থমোক্ষদায়িনি দুর্গে দেবি, তুমি সর্ব্বদা আমার প্রতি বরদাত্রী হও। ২৯

হে কালি, হে মহাকালি, হে কালিকে, হে পাপনাশিনি, হে ধর্ম্মকামপ্রদায়িনি, হে

মহাকালের ধ্যান।

মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং।
বিভ্রতং দণ্ডখট্বাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুং।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং।
ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালা-বিভূষিতং।
জটাভার-লসচ্চন্দ্র-খণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভং॥ ৩১

পূজামন্ত্র—(ওঁ) মহাকালভৈরবায় নমঃ। [মূলমন্ত্র—হুং ক্ষৌং যাং রাং লাং বাং ক্রোং মহাকালভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীং শ্রীং ফট্ স্বাহা]। মহাকালের পূজার পর পুনর্ব্বার পঞ্চোপচারে কালীর পূজা করিবে।

কালীর ধ্যানান্তর।

যাঁহারা ক্রীং এই একাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহারা এই ধ্যানে পূজা করিবেন—

শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাং।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপাল-কর্ত্তৃকাকরাং।
মুক্তকেশীং ললজ্জিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চতুর্ব্বাহু-সমাযুক্তাং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥ ৩২

যায় না, সকল বিষয়েই কামনাশূন্য হইতে পারিলে (এমন কি ক্ষুধায় ভোজনের ইচ্ছা এবং পিপাসায় পানের ইচ্ছা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারিলে) তবে নিষ্কাম হওয়া যায়।

দেবি নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম করি। ([illegible] এক নাম পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে)। ৩০

দেবীর দক্ষিণ ভাগে মহাকালকে ([illegible]) পূজা করিবে। তিনি ধূম্রবর্ণ, দণ্ড ও খট্বাঙ্গধারী, দীর্ঘদন্ত [illegible] তাঁহার কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত; তিনি স্থূলোদর, রক্তবস্ত্রপরিধায়ী [illegible] মুণ্ড[illegible], তাঁহার জটাজটে চন্দ্রকলা শোভা [illegible] ৩১

শবোপরি আরূঢ়া, মহাভয়ঙ্করা [illegible] বরপ্রদা [illegible]

জগদ্ধাত্রীর ধ্যান।

সিংহস্কন্ধাধিসংরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং।
শঙ্খশার্ঙ্গ-সমাযুক্ত-বামপাণিদ্বয়ান্বিতাং।
চক্রঞ্চ পঞ্চ বাণাংশ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে।
রক্তবস্ত্রপরীধানাং বালার্কসদৃশীতনুং *।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীং।
ত্রিবলীবলয়োপেত-নাভিনাল-মৃণালিনীং।
রত্নদ্বীপময়দ্বীপে সিংহাসন-সমন্বিতে।
প্রফুল্ল-কমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীং॥ ৩৩

পূজামন্ত্র—(ওঁ) জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ †। বীজমন্ত্র—দুং [মূলমন্ত্র—হ্রূং দুং স্বাহা]। আবাহনে—জগদ্ধাত্রীদুর্গে দেবি…। প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র—কালীর ন্যায় (১২৮ পৃঃ)। বাহন—সিংহ (জয়দুর্গার ন্যায়—১২১ পৃঃ)।

* সদৃশীতনুং—পুংবদ্ভাবাভাব আর্ষঃ।

† উক্ত অর্থে 'জগদ্ধাতা' নামে কোনও পুংদেবতা না থাকায় সংজ্ঞাবাচক জগদ্ধাত্রী শব্দ উক্তপুংস্ক নহে; সুতরাং পুংবদ্ভাব হইবে না।

তাহার (বামাধঃকরে) কপাল (মড়ার মাথার খুলি) ও (বামোর্দ্ধকরে) কাটারি, তিনি মুক্তকেশী, লোলজিহ্বা, পুনঃপুনঃ রুধির পান করিতেছেন, চতুর্ভুজা, তাঁহার (দক্ষিণাধঃকরে) বর ও (দক্ষিণোর্দ্ধকরে) অভয়, এইরূপ চিন্তা করিবে। ৩২

যিনি সিংহের স্কন্ধে অধিষ্ঠিতা, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা, চতুর্ভুজা, মহতী দেবশক্তি, সর্পময় যজ্ঞোপবীত ধারিণী, যাঁহার বাম হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও ধনু, এবং যিনি দক্ষিণ হস্তে চক্র ও পঞ্চ বাণ ধারণ করিতেছেন, যিনি রক্তবস্ত্রপরিধানা; প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার দেহের বর্ণ; যিনি নারদাদি মুনিগণের সেবিত, এবং সংসারমধ্যে অতি সুন্দরী; যাঁহার উদরে নাভিপদ্মের মৃণালস্বরূপ রোমাবলী, বলয়াকৃতি ত্রিবলির (কুঞ্চিত মাংসের তিনটি রেখার) সহিত যুক্ত আছে; যিনি (হৃৎপদ্মমধ্যে কল্পিত সুধাসমুদ্রে) রত্নদ্বীপরূপ দ্বীপের উপর প্রফুল্ল কমলে উপবিষ্টা আছেন, সেই হরকামিনীকে এইরূপে ধ্যান করিবে। ৩৩

অন্নপূর্ণার ধ্যান।

রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া-
মন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাং।
নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীং ॥ ৩৪

পূজামন্ত্র—(ওঁ) অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—হ্রীং *। [মূলমন্ত্র—হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা]। আবাহনে—অন্নপূর্ণে দেবি…। প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র—কালীর ন্যায় (১২৮ পৃঃ)।

মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান।

দেবী ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা।
রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জ্বলমণ্ডিতা।
রক্তকৌষেয়বসনা স্মিতবক্ত্রা শুভাননা।
নবযৌবন-সম্পন্না চার্বঙ্গী ললিতপ্রভা ॥ ৩৫

পূজামন্ত্র—(ওঁ) মঙ্গলচণ্ডিকায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—হ্রীং। মূলমন্ত্র—

---

* ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি সর্ব্বত্র মায়াবীজেন কুর্য্যাৎ। তথাচ নিবন্ধে, ষড়ঙ্গানি মায়য়া কুর্য্যাৎ ততো দেবীং বিচিন্তয়েৎ। কল্পে চ, যদ্বীজাদ্যা ভবেদ্বিদ্যা তদ্বীজেনাঙ্গকল্পনা।—তন্ত্রসার, অন্নপূর্ণাকল্প।

যিনি রক্তবর্ণা ও বিচিত্র বস্ত্র পরিধানা, নবোদিত চন্দ্রকলা যাঁহার চূড়ায় আছে; যিনি অন্নদানে রত ও স্তনভারে নত; অর্দ্ধেন্দুশেখর মহাদেবকে নৃত্য করিতে দেখিয়া যিনি আনন্দিত, সেই ভবদুঃখহারিণী ভগবতীকে ভজনা করি। ৩৪

যাহার নাম মধুর ও মনোহর, যাঁহার হস্তে বর ও অভয় মুদ্রা, যিনি দ্বিভুজা ও গৌরবর্ণা, যিনি রক্তপদ্মাসনে উপবিষ্টা ও মুকুট দ্বারা উজ্জ্বলরূপে ভূষিতা, যিনি রক্তবর্ণ কৌষেয় (চেলির) বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন, যিনি সহাস্যবদনা, সুন্দরাননা ও নবযৌবনা, যিনি সুন্দরাঙ্গী ও মধুর-লাবণ্যযুক্তা, তিনিই দেবী মঙ্গলচণ্ডী। ৩৫

জয়দুর্গার ন্যায় (১২১ পৃঃ)। আবাহনে—মঙ্গলচণ্ডিকে দেবি ...। প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র—কালীর ন্যায় (১২৮ পৃঃ)।

ষষ্ঠীর ধ্যান।

দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাং।
পট্টবস্ত্র-পরীধানাং পীনোন্নত পয়োধরাং।
অঙ্কার্পিতসুতাং ষষ্ঠী-মম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ॥ ৩৬

পূজামন্ত্র—(ওঁ) ষষ্ঠীদেব্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—ষং। (ষষ্ঠীর নামান্তর দেবসেনা, ইনি কার্ত্তিকেয়ের স্ত্রী)। আবাহনে—ষষ্ঠীদেবি...। বাহন—মার্জ্জার (মার্জ্জারায় নমঃ)। বটবৃক্ষ ষষ্ঠীর প্রিয়।

প্রণামমন্ত্র।

জয় দেবি জগন্মাত-র্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠি দেবিকে॥ ৩৭

মার্কণ্ডেয়ের ধ্যান।

দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং সুবৃদ্ধং চিরজীবিনং।
দণ্ডাক্ষসূত্রহস্তঞ্চ মার্কণ্ডেয়ং বিচিন্তয়েৎ॥ ৩৮

পূজামন্ত্র—(ওঁ) মার্কণ্ডেয়ায় নমঃ। বীজমন্ত্র—মাং। আবাহনে—মার্কণ্ডেয়...।

দ্বিভুজা, সুবর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গী, রত্নময় অলঙ্কারে ভূষিতা, হস্তে বর ও অভয়মুদ্রা ধারিণী শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় বদনযুক্তা, পট্টবস্ত্র পরিধানা, স্থূল ও উন্নত স্তনশালিনী, পদ্মাসনা এবং যাঁর ক্রোড়দেশে পুত্র[illegible] ব[illegible]য়াছেন, সেই ষষ্ঠীকে এইরূপ ধ্যান করিবে। ৩৬

হে জগজ্জননি জগদানন্দকারিণি [illegible] তুমি [illegible]প্রসন্না হও। মঙ্গলময়ি, আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে দেবি ষষ্ঠি তোমাকে প্রণাম করি। ৩৭

দ্বিভুজ, জটাধারী, সুন্দর। [illegible] দণ্ড ও জপমালা [illegible] মার্কণ্ডেয়কে ধ্যান করিবে। ৩৮

প্রণাম মন্ত্র।

সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥ ৪২

পূজামন্ত্র—(ওঁ) গঙ্গায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র 'গাং'। মূলমন্ত্র—গাং গঙ্গায়ৈ বিশ্বরূপিণ্যৈ শিবামৃতায়ৈ শান্তিপ্রদায়ৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ (পদ্মপুরাণে—ওঁ নমো গঙ্গায়ৈ বিশ্বরূপিণ্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ)। পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র—কালীর ন্যায় (.২. পৃঃ)। দশহরা গঙ্গার মূলমন্ত্র—ওঁ নমো নারায়ণ্যৈ দশহরায়ৈ গঙ্গায়ৈ নমো নমঃ। দশহরা গঙ্গাপূজাবিধি—স্নান করিয়া, দশ প্রস্থ ([illegible]) [illegible] তিল ও গব্য-ঘৃত জলে দিয়া যথাশক্তি উপচারে মূলমন্ত্রে গঙ্গার পূজা করিবে, যথা—এতৎ পাদ্যং (ওঁ) নমো নারায়ণ্যৈ দশহরায়ৈ গঙ্গায়ৈ নমো নমঃ (ওঁ) গঙ্গায়ৈ নমঃ ইত্যাদি। তৎপরে দশবিধ ফল নিবেদন করিয় (অর্চনায়—এতেভ্যো দশবিধ-ফলেভ্যো নমঃ, নিবেদনে—এতানি দশবিধ ফলানি)। ব্রহ্মা (ব্রহ্মণে নমঃ), বিষ্ণু শিব, সূর্য্য, ভগীরথ (ভাগীরথায় নমঃ), ও হিমালয়ের (হিমবতে নমঃ) পূজা করিবে। নৈবেদ্যের দশ প্রস্থ লইয়া দশটি ব্রাহ্মণকে দিবে, তৎপরে আচার বশতঃ মনসা পূজাও করিবে।

বাণলিঙ্গের ধ্যান।

প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভং।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমং।
শৃঙ্গারাদি রসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরং॥ ৪৩

সদ্যঃ [illegible] দুঃখবিনাশকারিণী, সুখদায়িনী, ও মোক্ষদায়িনী, গঙ্গাই পরমা গতি। ৪২

অতিশয় মত্ত, শক্তিযুক্ত, মহাদ্যুতিশালী, কামবাণান্বিত, সংসারকে দগ্ধ করিতে সমর্থ, শৃঙ্গারাদি রসে উল্লাসিত, পরমেশ্বর বাণনামক দেবকে ধ্যান করিবে। ৪৩

পূজামন্ত্র—(ওঁ) বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। বীজমন্ত্র ও মূলমন্ত্র ঐং *। ব্রাহ্মণের পক্ষে শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রক্তবর্ণ, স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে এবং ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণের পক্ষেই কৃষ্ণবর্ণ বাণলিঙ্গ প্রশস্ত।

প্রণামমন্ত্র।

বাণেশ্বরায় নরকার্ণব-তারণায়
জ্ঞানপ্রদায় করুণামৃত সাগরায়।
কর্পূর কুন্দ-ধবলেন্দু-জটাধরায়
দারিদ্র্যদুঃখ-দহনায় নমঃ শিবায়॥৪৪

রামের ধ্যান।

কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষ-মিন্দ্রনীল-সমপ্রভং।
দাক্ষণাংশে দশরথং পুত্রাবেক্ষণ-তৎপরং।
পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণং দেবং সচ্ছত্রং কনকপ্রভং।
পার্শ্বে ভরতশত্রুঘ্নৌ তালবৃন্ত-করাবুভৌ।
অগ্রে ব্যগ্রং হনুমন্তং রামানুগ্রহকাঙ্ক্ষিণং †॥৪৫

* এবং ধ্যাত্বা বাণলিঙ্গং যজেত্তং পরমং শিবম্। মনসা গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ সম্পূজ্যান্তে মনুং স্মরেৎ॥ প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা বাণলিঙ্গং তু তর্পয়েৎ। তাদাত্ম্যং দেবয়োরৈক্যং বিভাব্য বাগ্‌ভবং জপেৎ॥ যোগসার। বাগ্‌ভব ঐং। বাণ-নামক অসুরের আরাধিত বলিয়া বাণলিঙ্গ নাম।

† ধ্যায়েদিতি শেষঃ।

যিনি নরকার্ণব সমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন, যিনি জ্ঞানপ্রদ এবং করুণামৃত সাগর, যিনি কর্পূর ও কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্র এবং চন্দ্রশোভিত জটা ধারণ করিতেছেন, সেই দারিদ্র্য দুঃখ-নাশকারী বাণেশ্বর শিবকে প্রণাম করি। ৪৪

যাঁহার অঙ্গ কোমল, নয়ন বিশাল ও যাঁহার প্রভা ইন্দ্রনীল মণির ন্যায়, সেই রামকে ধ্যান করিবে, এবং তাঁহার দক্ষিণে পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত দশরথ, পৃষ্ঠে ছত্রধারী স্বর্ণকান্তি লক্ষ্মণ দেব, পার্শ্বদ্বয়ে হস্তে তালবৃন্ত (পাখা) ধারী ভরত ও শত্রুঘ্ন দুইজন, ও সম্মুখে রামের কৃপা-ভিখারী ব্যগ্রচিত্ত হনুমানকেও ধ্যান করিবে। ৪৫

পূজামন্ত্র—(ওঁ) শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। বীজমন্ত্র—রাং। বাহন—হনূমান্ (হনূমতে নমঃ)।

প্রণামমন্ত্র।

রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ * ॥ ৪৬

সীতার ধ্যান।

নীলাম্ভোজ-দলাভিরাম-নয়নাং নীলাম্বরালঙ্কৃতাং
গৌরাঙ্গীং শরদিন্দু-সুন্দরমুখীং বিস্মেব বিম্বাধরাং।
কারুণ্যামৃতবর্ষিণীং হরিহরব্রহ্মাদিভির্বন্দিতাং
ধ্যায়েৎ সর্ব্বজনেপ্সিতার্থফলদাং রামপ্রিয়াং জানকীং ॥ ৪৭

পূজামন্ত্র—(ওঁ) সীতায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—সীং।

প্রণামমন্ত্র।

দ্বিভুজাং স্বর্ণবর্ণাভাং রামালোকন-তৎপরাং।
শ্রীরাম-বনিতাং সীতাং প্রণমামি পুনঃপুনঃ ॥৪৮

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান।

স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্ত-মনারতং।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।

---

* "কচিদ্বিশেষেণ সামান্যো ন বাধ্যতে" ইতি ন্যায়াৎ 'পতয়ে' ইতি।

রাম, রামভদ্র, রামচন্দ্র, বেধা (সৃষ্টিকারী), রঘুনাথ, (জগতের) নাথ, সীতাপতিকে প্রণাম করি। ৪৬

যাঁহার নয়ন নীলপদ্মের দলের (পাবড়ির) ন্যায় সুন্দর, যিনি নীল বস্ত্রে শোভিতা, যিনি গৌরাঙ্গী, যাঁহার মুখ শরতের চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, যাঁহার অধর বিম্ব (তেলাকুচা) ফলের ন্যায় রক্তবর্ণ ও হাস্যযুক্ত, যিনি করুণামৃত বর্ষণ করিতেছেন, যিনি হরিহরব্রহ্ম-প্রভৃতির বন্দিতা, যিনি সকল লোকের বাঞ্ছিতফলপ্রদায়িনী, সেই রামপ্রিয়া জানকীকে ধ্যান করি। ৪৭

দ্বিভুজা, স্বর্ণবর্ণা, রামমূর্ত্তি-দর্শনেই ব্যগ্রা, রামপত্নী সীতাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। ৪৮

আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ ॥
পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ।
মুক্তাহার লসৎপীন-তুঙ্গস্তন-ভরানতাঃ।
স্রস্ত-ধম্মিল্ল বসনা মদস্খলিত-ভাষণাঃ।
দন্তপঙ্‌ক্তি-প্রভোদ্ভাস স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ।
বিলোভয়ন্তীর্বিবিধৈ-বিভ্রমৈর্ভাবগর্ভিতৈঃ ॥ *

ফুল্লেন্দীবরকান্তি-মিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্ক-মুদার-কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-তনুং গো-গোপ-সংঘাবৃতং
গোবিন্দং কমলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥ ৪৯

---

* [illegible] গোপকন্যা [illegible] গোবিন্দং স্মরেৎ ইত্যন্বয় পুণ্ডরীকাক্ষমোক্ষ [illegible] পাদ [illegible] বদনাম্ভোজে ইত্যাদি [illegible] গোপকন্যা [illegible] (স্বাভিপ্রায় [illegible] চেষ্টাবিশেষৈঃ [illegible]) বিভ্রমৈঃ [illegible] তাদি বিলাসবিশেষৈঃ)।

পুণ্ডরীকাক্ষ (পদ্মলোচন) শ্রীগোবিন্দকে এইরূপ ধ্যান করিবে। রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনে বহুসহস্র গোপকন্যা তাঁহাদের নয়নরূপ ভ্রমরবৃন্দকে নিজ মুখরূপ কমলে প্রেরণ করিতেছেন (অর্থাৎ গোপকন্যারা লোলুপ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন) তাঁহারা কামবাণে পীড়িত হইয়া অনেকক্ষণ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে উৎসুক হইয়াছেন, তাঁহারা মুক্তাহারে শোভিত এবং স্থূল ও উন্নত স্তনভারে নত হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহাদের কবরী ও বসন খসিয়া পড়িয়াছে মধুপান করায় তাঁহাদের বাক্য স্খলন হইতেছে; দন্তপঙ্‌ক্তির আভায় উদ্ভাসমান ও কম্পমান অধর দ্বারা তাঁহারা শোভিত হইতেছেন, হৃদয়ভাব-প্রকাশক বিবিধ বিলাসে সেই গোবিন্দের মন ভুলাইতে তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, এবম্ভূত গোপকন্যাদিগকে যিনি সতত মোহিত করিতেছেন। প্রফুল্ল নীলপদ্মের ন্যায় যাঁহার বর্ণ, চন্দ্রের ন্যায় যাঁহার মুখ, যিনি ময়ূরপুচ্ছকে মস্তকের ভূষণ করিতে ভালবাসেন, যাঁহার (বক্ষে) শ্রীবৎস (একপ্রকার রোমের চিহ্ন), যিনি বৃহৎ কৌস্তুভমণি গলদেশে ধারণ করিতেছেন, যিনি পীতাম্বর ও

পূজামন্ত্র—(ওঁ) শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। বীজমন্ত্র—ক্লীং। [মূলমন্ত্র—ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা]। প্রণামমন্ত্র—বিষ্ণুবৎ (১২০ পৃঃ)।

রাধিকার ধ্যান।

অমল-কমল-কান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং
শশধর সম বক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাং।
স্তনযুগ-গত মুক্তা-দামদীপ্তাং কিশোরীং
ব্রজপতি সুত কান্তাং রাধিকা-মাশ্রয়েহহং ॥ ৫০

পূজামন্ত্র (ওঁ) শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—রাং।

প্রণামমন্ত্র।

নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীং।
বৃষভানুসুতাং * দেবীং বন্দে রাধাং জগৎপ্রসূং ॥ ৫১

গোপালের ধ্যান।

পঞ্চবর্ষ-মতিদৃপ্তমঙ্গনে, ধাবমান-মতিচঞ্চলেক্ষণং।
কিঙ্কিণীবলয়হারনূপুরৈ,-রঞ্জিতং নমত গোপবালকং ॥ ৫২

---

* হিন্দীতে ষর উচ্চারণ খ; এইজন্য কেহ কেহ বৃখভানু বা বৃকভানু বলেন।

সুন্দর, গোপীগণ নীলপদ্মসদৃশ আপন আপন নয়ন দ্বারা যাঁহার মূর্ত্তিকে অর্চ্চনা করেন (অর্থাৎ সর্ব্বদা দর্শন করেন), যিনি গো ও গোপ সমূহে পরিবেষ্টিত, যিনি মধুর ধ্বনিবিশিষ্ট বেণুর বাদনে তৎপর, ও সর্ব্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট ভূষণধারী, সেই গোবিন্দকে ভজনা করি। ৪৯

নির্ম্মল পদ্মের ন্যায় স্নিগ্ধ যাঁহার বর্ণ, যিনি নীলবসন পরিধানা ও সুকেশী, চন্দ্রসদৃশ যাঁহার মুখ, খঞ্জন পক্ষীর ন্যায় যাঁহার চক্ষু, যিনি সুন্দরী স্তনদ্বয়ের উপরিস্থিত মুক্তামালায় যিনি দীপ্তিমতী ও কিশোরী (অর্থাৎ নবযুবতী), সেই নন্দসুতের প্রেয়সী রাধিকাকে আমি আশ্রয় করি। ৫০

নবযুবতী স্বর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গী, পূর্ণানন্দযুক্তা, পবিত্রা, বৃষভানুর কন্যা, বিশ্বজননী রাধাদেবীকে প্রণাম করি। ৫১

পঞ্চমবর্ষবয়স্ক, অতিহৃষ্টচিত্ত, প্রাঙ্গণে ধাবমান, অতিচঞ্চলনয়ন এবং ঘুঙুর, বালা, হার ও নূপুরে ভূষিত গোপবালককে প্রণাম কর। ৫২

পূজামন্ত্র- (ওঁ) গোপালায় নমঃ। বীজমন্ত্র—ক্লীং। [মূলমং —গোপালায় স্বাহা]।

প্রণামমন্ত্র।

নীলোৎপলদলশ্যামং যশোদানন্দনন্দনং।

গোপিকানয়নানন্দং গোপালং প্রণমাম্যহং ॥৫৩

তুলসীর ধ্যান

ধ্যায়েদ্দেবীং নবশশিমুখীং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীং

বিদ্যোতন্তীং কুচযুগ-ভরানম্রকল্পাঙ্গযষ্টিং।

ঈষদ্ধাস্যাং কমলবদনাং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনেত্রাং

শ্বেতাঙ্গীং শ্রী-অভয়বরদাং শ্বেতপদ্মাসনস্থাং ॥৫৪

পূজামন্ত্র ওঁ তুলসীদেব্যৈ নমঃ। স্নানের ও প্রণামের মন্ত্র (১১০ পৃঃ)। তুলসী গাছে হরির পূজাও হয় (মন্ত্র—ওঁ হরয়ে নমঃ)।

তারার ধ্যান।

প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং।

খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ।

নবযৌবন-সম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষি

চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাং।

খড়্গাকর্ত্তৃসমাযুক্ত সব্যেতর ভুজদ্বয়াং।

কপালোৎপল সংযুক্ত-সব্যপাণি যুগান্বিতাং।

নীলপদ্মের দলের ন্যায় শ্যামবর্ণ যশোদার ও নন্দের পুত্র, গোপিকাদের নয়নানন্দদায়ক গোপালকে আমি প্রণাম করি। ৫৩

নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর যাঁর মুখ, পক্ক বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ যাঁর অধর, যিনি প্রভাবশালিনী, স্তনদ্বয়ের ভারে যাঁহার দেহযষ্টি ঈষৎ অবনত হইয়াছে, যিনি ঈষৎ হাস্যযুক্তা ও সুন্দরবদনা, এবং চন্দ্র সূর্য ও অগ্নি যাঁহার চক্ষু; যিনি শ্বেতাঙ্গী, অভয় ও বর-দাত্রী এবং শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা, সেই তুলসীদেবীকে এইরূপে ধ্যান করিবে। ৫৪

পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলৌ বক্ষোভ্য ভূষিতাং।
বালার্কমণ্ডলাকার লোচনত্রয়ভূষিতাং।
জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীং *।
স্বাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কার বিভূষিতাং।
বিশ্বব্যাপক তোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাং॥৫

পূজামন্ত্র। ওঁ তারায়ৈ নমঃ। আবাহনে - তারে দেবি ...। বীজমন্ত্র—স্ত্রীং। মূলমন্ত্র—হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্। পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র কালীর —জয়দুর্গার ন্যায় (১২১ পৃঃ)। তারার নামান্তর—নীলসরস্বতী ও বামাকালী।

গুরুর ধ্যান।

ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
শ্বেতাম্বর-পরীধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনং।
বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহং।
বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিত বিগ্রহং।
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কং॥

* (ভক্তানাম্ অভয়ঙ্করাঽপি) করালা (ভয়ঙ্করা) এব আচরন্তী ইতি কিবন্তাৎ নামধাতোঃ শিন্।

যিনি বামপদ অগ্রে ও দক্ষিণপদ পশ্চাতে রাখিয়া দণ্ডায়মানা, দারুণস্বভাবা, মুণ্ডমালায় ভূষিতা, খর্ব্বাকৃতি লম্বোদরী ভয়ঙ্করা, কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃতা নবযৌবনসম্পন্না, ললাটে পাঁচটি নরকপালে ভূষণা লোলজিহ্বা মহাভয়ঙ্করা, বরপ্রদা, যাঁহার দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে খড়্গ ও কাটারী এবং বাম হস্তদ্বয়ে নরকপাল ও পদ্ম, মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ একটি উগ্র জটা ও সর্পত্রয়াকৃতভূষণ শোভা পাইতেছে, যিনি নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ নয়নত্রয়ে ভূষিতা, জ্বলন্ত চিতার মধ্যে অবস্থিতা, বিকটদন্ত ও করালিনী, ভয়ঙ্করা আপনার ভাবেই আপনি সহাস্য বদন স্ত্রীজনোচিত ভূষণে ভূষিতা, এবং (প্রলয়কালীন) জগদ্ব্যাপি জলের মধ্যে শ্বেতপদ্মে অবস্থিতা, সেই দেবীকে এইরূপ ধ্যান করিবে। ৫৫

শিরঃস্থিত শ্বেতবর্ণ সহস্রদলপদ্মে গুরুকে এইরূপ ধ্যান করিবে—তিনি দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ,

পূজামন্ত্র—(ওঁ) শ্রীগুরবে নমঃ। বীজমন্ত্র—ঐং।

প্রণামমন্ত্র।

অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৫৭
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞা
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৫৮
গুরুব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু-গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুদেবঃ পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৫৯

ব্রহ্মার ধ্যান।

ব্রহ্মা কমণ্ডলুধর-শ্চতুর্বক্ত্র-শ্চতুর্ভুজঃ।
কদা চিদ্রক্ত কমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন ॥
বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তুঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ।
কমণ্ডলুর্বামকরে স্রুবো হস্তে তু দক্ষিণে ॥
দক্ষিণাধস্তথা মালা বামাধশ্চ তথা স্রুচা।
আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্ব্বেহগ্রতঃ স্থিতাঃ ॥

শ্বেতবস্ত্র পরিধান রক্ত মাল্য ও চন্দনে ভূষিত করদ্বয়ে বর ও অভয়ধারী, শান্ত ও করুণাময় মূর্ত্তিধারী, বামভাগে পদ্মধারিণী শক্তি কর্তৃক আলিঙ্গিত, সহাস্যবদন, সুপ্রসন্ন এবং সাধকের অভীষ্টপ্রদ। ৫৬

যাহা পরিপূর্ণ অখণ্ডাকার জগৎ ব্যাপিয়া আছে সেই বস্তু যিনি আমাকে দেখাইয়াছেন, সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি। ৫৭

আমার যে মানসচক্ষু অজ্ঞানরূপ তিমিরে (ছানি) অন্ধ ছিল তাহাকে যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা (কাজলের বাতি) দিয়া ফুটাইয়া দিয়াছেন সেই গুরুকে প্রণাম করি। ৫৮

গুরুই ব্রহ্মা গুরুই বিষ্ণু গুরুই মহেশ্বর গুরুই পরব্রহ্ম সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি। ৫৯

সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী।
সর্ব্বে চ ঋষয়ো হ্যগ্রে কুর্য্যাদেভিশ্চ চিন্তনং ॥৬০

পূজামন্ত্র—(ওঁ) ব্রহ্মণে নমঃ। বীজমন্ত্র—ব্রোং। আবাহনে—(ওঁ) ব্রহ্মন্ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি। গায়ত্রী—পদ্মাসনায় বিদ্মহে, হংসারূঢ়ায় ধীমহি, তন্নো ব্রহ্মন্ প্রচোদয়াৎ। "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" বলিয়া অষ্টদল পদ্মে পূজা করিয়া, পদ্মের অষ্টদলে পূর্ব্বাদিক্রমে দক্ষিণাবর্ত্তে অষ্ট দিক্‌পালের (ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান *) পূজা করিবে। তৎপরে ব্রহ্মার পূজা করিয়া, দক্ষিণ পার্শ্বে শিব, বামপার্শ্বে বিষ্ণু, দক্ষিণ হস্তে স্রুব (স্রুবায় নমঃ) ও মালা (মালায়ৈ নমঃ), বাম হস্তে কমণ্ডলু (কমণ্ডলবে নমঃ) ও স্রুক্ (স্রুচে), দক্ষিণ পার্শ্বে সরস্বতী, বাম পার্শ্বে সাবিত্রী (সাবিত্র্যৈ নমঃ), সম্মুখে পদ্ম (পদ্মায় নমঃ), হংস (হংসায় নমঃ), বেদ (বেদেভ্যো নমঃ) ও ঋষিগণকে (ঋষিভ্যো নমঃ) পূজা করিবে। ব্রহ্মার পূজায় পূর্ণিমা ও অমাবস্যাই প্রশস্ত।

প্রণাম।

চতুর্ব্বদন দৃপ্ত-চতুর্ব্বেদ কুটুম্বিনে।
দ্বিজাদ্যচিত সৎকর্ম্ম সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ ॥৬১

* ইন্দ্রায় নমঃ, এইরূপ অগ্নয়ে, যমায়, [illegible] ।

ব্রহ্মা কমণ্ডলুধারী চতুর্ম্মুখ, চতুর্ভুজ; কখনও রক্তপদ্মে, কখনও [illegible] হংসে আরূঢ়; রক্তবর্ণ, ও অ[illegible] উপকরণ। ঊর্দ্ধ বাম হস্তে কমণ্ডলু ঊর্দ্ধ দক্ষিণ হস্তে স্রুব (আহুতি দিবার পাত্র) অধঃ দক্ষিণ হস্তে জপমালা, এবং অধঃ বাম হস্তে স্রুক (হাতা)। বাম পার্শ্বে আজ্যস্থালী, সম্মুখে সমস্ত বেদ, বামপার্শ্বে সাবিত্রী, দক্ষিণ পার্শ্বে সরস্বতী ও সম্মুখে ঋষিগণ; ইঁহাদের সহিত ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে। ৬০

যিনি চতুর্ম্মুখে গৃহে চতুর্ব্বেদকে পালন করিতেছেন এবং যিনি দ্বিজাতিদিগের কর্ত্তব্য সৎকর্ম্মসমূহের সাক্ষী, সেই ব্রহ্মাকে প্রণাম করি। ৬১

নূতন খাতা।

নবর্ষারম্ভে খাতা বদ্‌লাইবার দিনে বিষ্ণুর ও লক্ষ্মীর পূজা করিয়া খাতার প্রথম পত্রে সিন্দূর দ্বারা একটি পুত্তলী আঁকিয়া তাহাতে চন্দনের তিলক দিয়া তাহার উভয় পার্শ্বে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার ছাপ দিতে হয়।

পুণ্যাহ।

জমীদারদিগের কাছারিতে নববর্ষের প্রথম খাজনা আদায়ের দিনকে পুণ্যাহ ("পুণ্যে") বলে। ইহাতে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা কর্ত্তব্য।

গন্ধেশ্বরীপূজা।

বৈশাখী পূর্ণিমায় গন্ধবণিকেরা এই পূজা করিয়া থাকে। ইহা দুর্গার পূজা। জয়দুর্গার ধ্যান প্রভৃতি ১২১ পৃঃ।

চাক-পূজা।

কুম্ভকারেরা চড়কের পূর্ব্বদিনে তাহাদের চাকের উপর শিবলিঙ্গ গড়িয়া সমস্ত বৈশাখ মাস কার্য্য বন্ধ রাখে। মৃত্তিকা দ্বারা পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্ম্মিত হয়, সুতরাং তাহারা মৃত্তিকা দ্বারা কার্য্য করে বলিয়া শিবের প্রীত্যর্থে নববর্ষারম্ভে চড়ক-পর্ব্ব (ইহা শিবেরই পর্ব্ব) উপলক্ষে ঐরূপ করিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম শনিবারে ঐ শিবকে চাক হইতে তুলিয়া তাঁহার পূজা, দণ্ড সহ চক্রের পূজা। মন্ত্র—ওঁ সদণ্ড-কুলালচক্রায় নমঃ) এবং অন্যান্য যন্ত্রের পূজা (মন্ত্র—ওঁ কুলালযন্ত্রেভ্যো নমঃ) করিবে। কুম্ভাদিতে হিঙ্গুলের রঙ্ দেওয়া হয় বলিয়া হিঙ্গুলা দেবীরও (ঘটস্থাপনপূর্ব্বক) পূজা করিবে (মন্ত্র—ওঁ হিঙ্গুলায়ৈ নমঃ)। তার পর পোয়ানের মুখের উপরিভাগে সিন্দূরের পুত্তলী আঁকিয়া তাহাতে ব্রহ্মার আবাহন ও পূজা (১৪১ পৃঃ) করিয়া পোয়ানের মুখে একমুষ্টি খড় জ্বালিয়া দিয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম করিবে।

বিশ্বকর্ম্ম-পূজা।

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে (ভাদ্রমাসের শেষ দিনে) কর্ম্মকার প্রভৃতি শিল্পীরা এই পূজা করে।

(ধ্যান)

দংশপাল মহাবীর সুচিত্র-কর্ম্মকারক।
বিশ্বকৃৎ বিশ্বধৃচ্চ ত্বং রসনা-মানদণ্ডধৃক্ ॥ ৬২

পূজামন্ত্র— (ওঁ) বিশ্বকর্ম্মণে নমঃ। বীজমন্ত্র—বিং। আবাহনে—(ওঁ) বিশ্বকর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি।

প্রণামমন্ত্র।

শিল্পাচার্য্য মহাভাগ দেবানাং কার্য্যসাধক।
বিশ্বকর্ম্মন্ নমস্তুভ্যং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়ক ॥ ৬৩

ইঁতুপূজা।

অগ্রহায়ণমাসে প্রতি-রবিবারে শস্যসম্পত্তিকামনায় (রবিশস্যের বৃদ্ধি কামনায়) এই পূজা করিতে হয়। ইহা সূর্য্যের পূজা ; এইজন্য রবিবারে করিতে হয় ও রবিশস্য ছড়াইয়া তন্মধ্যে ঘট পাতিতে হয়। মিত্র শব্দে সূর্য্য ; মিত্র হইতে ক্রমশঃ মিতু ও ইঁতু হইয়াছে। ধ্যান ও প্রণাম (১১৮ পৃঃ)। আবাহনে—(ওঁ) মিত্র ইহাগচ্ছ ইত্যাদি। পূজামন্ত্র-(ওঁ) মিত্রায় নমঃ। *

---

* সূর্য্যের প্রচলিত বহু নাম থাকিতে অপ্রচলিত মিত্র নামটিই গ্রহণ করা হইল কেন?—এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য—আদিত্যহৃদয়ে দ্বাদশমাসে সূর্য্যের যে দ্বাদশ নাম

হে বিশ্বকর্ম্মন্, তুমি দংশ (সাঁড়াশী) দ্বারা সকলকে রক্ষা করিতেছ, তুমি মহাবীর, তুমি অতি সুন্দর শিল্পকার্য্য করিয়া থাক, তুমি জগতের নির্ম্মাণ ও পোষণ করিতেছ, এবং তুমি রসনা (মাপদড়ি) ও মানদণ্ড (মাপকাঠি) ধারণ করিতেছ। ৬২

হে শিল্পগুরো, হে মহাত্মন্, হে দেবকার্য্যসাধক, হে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ বিশ্বকর্ম্মন্ তোমাকে প্রণাম করি ৬৩

আ'ল দুর্গার পূজা। *

পূজামন্ত্র—(ওঁ) দুর্গায়ৈ নমঃ। ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র (১২১ পৃঃ)।

ঘেঁটুপূজা।

চৈত্রসংক্রান্তিতে (ফাল্গুন মাসের শেষ দিনে) কর্ত্তব্য। পূজা-মন্ত্র—(ওঁ) ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ। বীজমন্ত্র—ঘং। আবাহনে (ওঁ) ঘণ্টাকর্ণ ইত্যাদি। পূজার পর কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে—

ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্ব্বব্যাধি-বিনাশন।
বিস্ফোটকভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল॥ ৬৭

পঞ্চাননের ধ্যান।

(শিবের নাম পঞ্চানন, এবং তাঁহার প্রমথগণের মধ্যে একজনের নামও পঞ্চানন। ইঁহাকে লোকে পঞ্চানন্দ বলে)

দ্বিভুজং জটিলং শান্তং করুণাসাগরং বিভুং।
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং যজ্ঞসূত্রসমন্বিতং।
লোচনত্রয়সংযুক্তং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদং।
ব্যাধীনামীশ্বরং দেবং পঞ্চাননমহং ভজে॥৬৮

উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আছে "মার্গশীর্ষে তপেন্মিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।" (অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য্যের নাম মিত্র, পৌষ মাসে বিষ্ণু)।

* আলি-দুর্গা হইতে আল-দুর্গা হইয়াছে। ক্ষেত্রের আলিতে এই পূজা হয়।

হে ঘণ্টাকর্ণ, তুমি মহাবীর এবং সর্ব্বরোগ-বিনাশক। হে মহাবলশালিন, বিস্ফোটক-ভয় উপস্থিত হইলে তুমি রক্ষা করিও, রক্ষা করিও। ৬৭

যিনি দ্বিভুজ, জটাধারী, শান্ত, দয়ার-সাগর, সর্ব্বব্যাপী, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধান, যজ্ঞো-পবীতধারী, ত্রিনয়ন, ভক্তগণের অভীষ্টফলদাতা ও সকল রোগের নিয়ামক, সেই পঞ্চানন দেবকে ভজনা করি। ৬৮

স্নানের সঙ্কল্প ও মন্ত্র।

সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিতে হইলে অগ্রে একটি ডুব দিয়া, পরে আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া, পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া, এক অঞ্জলি জল লইয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—

(বিষ্ণুরোঁতৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি, অমুকে পক্ষে, অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ স্নানমহং করিষ্যে। পরে গঙ্গার আবাহন (৫৮ পৃঃ ৭ পং) বা সর্ব্বতীর্থের আবাহন (৫৯ পৃঃ ১ পং) করিয়া পূর্ব্ববৎ (৫৮ পৃঃ ৩ পং) স্নান করিবে। বিশেষ বিশেষ স্নানে—সঙ্কল্পবাক্যে বিশেষ বিশেষ পদ প্রয়োগ এবং আবাহনান্তে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

গঙ্গাস্নানে।

সঙ্কল্পে—... সর্ব্বপাপক্ষয়কামঃ অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং ।

[বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে ইত্যাদি (৬০ পৃঃ)।]

সৌর বৈশাখে প্রাতঃস্নান।

সঙ্কল্পে—(বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ) অদ্য বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথাবারভ্য মেষস্থরবিং যাবৎ প্রত্যহম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে। গঙ্গাস্নানে—অর্দ্ধপ্রসূত-গবীলক্ষদানজন্যফল-সম-ফল-প্রাপ্তিকামঃ গঙ্গায়াং প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে।

মন্ত্র *—

[বৈশাখং সকলং মাসং মেষসংক্রমণে রবেঃ।
প্রাতঃ সনিয়মং স্নানে প্রীয়তাং মধুসূদনঃ॥
মধুহন্তুঃ প্রসাদেন ব্রাহ্মণানাং-মনুজ্ঞয়া।
নির্ব্বিঘ্নমস্তু মে পুণ্যং বৈশাখস্নানমন্বহম্॥

* হরিভক্তিবিলাসধৃত।

মাধবে মেষগে ভানৌ মুরারে মধুসূদন।
প্রাতঃস্নানেন মে নাথ যথোক্তফলদো ভব॥
যথা তে মাধবো মাসো বল্লভো মধুসূদন।
প্রাতঃস্নানেন মে তস্মিন্ ফলদো ভব পাপহা॥ ১]

দশহরা। *

গঙ্গাস্নানের সঙ্কল্পে—দশবিধপাপক্ষয়কামঃ। হস্তানক্ষত্রযোগে—হস্তা-নক্ষত্রযুক্তদশম্যাং তিথৌ ০ দশজন্মার্জ্জিত-দশবিধপাপক্ষয়কামঃ। মঙ্গলবার ও হস্তা-নক্ষত্র উভয়ের যোগে—কুজবারাধিকবণক-হস্তানক্ষত্রযুক্ত-দশম্যাং তিথৌ ০ দশবিধপাপক্ষয়পূর্ব্বক-শত-গুণ বাজিমেধাযুতজন্য-পুণ্যসম-পুণ্যপ্রাপ্তি-কামঃ +। মন্ত্র—

[অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতং॥
পারুষ্য-মনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্বিধং॥
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং॥

* দশবিধ পাপ ক্ষয় করেন বলিয়া দশহরা।

\+ অযুত (১০ হাজার) বাজিমেধ (অশ্বমেধ) যজ্ঞের শতগুণ পুণ্যের সমান পুণ্য পাইতে ইচ্ছুক হইয়া।

সূর্য্যের মেষরাশিসঙ্কারে সমস্ত বৈশাখ মাস ব্যাপিয়া আমি নিয়মপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান করিব, মধুসূদন আমার প্রতি প্রীত হউন। মধুসূদনের প্রসাদে ও ব্রাহ্মণদিগের অনুমতিতে আমার পুণ্যজনক বৈশাখস্নান প্রত্যহ নির্বিঘ্ন হউক। হে মুরারে, হে মধুসূদন, হে নাথ, মেষরাশিস্থ সূর্য্যে বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নান করায় আমার প্রতি যথোক্তফলপ্রদ হও। হে মধুসূদন, বৈশাখ মাস যেহেতু তোমার প্রিয়, সেইহেতু তাহাতে প্রাতঃস্নান করায় তুমি আমার পক্ষে ফলপ্রদ ও পাপহারী হও। ১

এতানি দশ পাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি।
স্নাতস্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে ॥ ২

তৎপরে ['বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে' ইত্যাদি (৬০ পৃঃ)]।

কার্ত্তিকমাসে প্রাতঃস্নান।

[কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ * ॥ ৩]

গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে।

সঙ্কল্পে—...সর্ব্বপাপক্ষয়কামঃ অস্মিন্ গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে...। মন্ত্র—
[ত্বং দেব সরিতাং নাথ, ত্বং দেবি সরিতাং বরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা, মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ ॥]

মাঘমাসে প্রাতঃস্নান।

[মাঘমাসমিমং পুণ্যং স্নাম্যহং দেব মাধব।
তীর্থস্যাস্য জলে নিত্যং প্রসীদ ভগবন্ হরে ॥ ৫

* ময়া সহ—মা লক্ষ্মীঃ তয়া সহ।

কেহ কোনও ব ; দান না করিলে তাহা গ্রহণ করা, অবৈধ জীবহিংসা, পরস্ত্রীগমন—এই তিনপ্রকার কায়িক পাপ। অপ্রিয়-বচন, মিথ্যাকথন, নিজদোষ গোপনার্থ অন্যবিধ কথন, অনর্থক-বাক্য-বিন্যাস এই চারিপ্রকার বাচিক পাপ। পরদ্রব্য হরণের চিন্তা, মনে মনে পরের অনিষ্ট চিন্তা, বৃথা কাজে মনোনিবেশ—এই তিনপ্রকার মানসিক পাপকর্ম্ম। হে বিষ্ণুপদোদ্ভবে জাহ্নবি দেবি, তোমার জলে আমি স্নান করিলে, আমার দশবিধ পাপ যেন নাশ পায়। ২

হে জনার্দ্দন, হে দেবদেব হে দামোদর, লক্ষ্মীর সহিত তোমার প্রীত্যর্থে আমি কার্ত্তিকমাসে প্রাতঃস্নান করি। ৩

হে নদীপতে সমুদ্রদেব, তুমি; আর হে নদীশ্রেষ্ঠে গঙ্গাদেবি, তুমি; তোমাদের উভয়ের সঙ্গমে (মিলনস্থানে) স্নান করিয়া আমি সকল পাপ পরিত্যাগ করি। ৪

হে দেব মাধব, এই পবিত্র মাঘমাস ব্যাপিয়া, আমি এই তীর্থের জলে প্রত্যহ স্নান করিতেছি। হে ভগবন হরে, প্রসন্ন হও। ৫

দুঃখদারিদ্র্যনাশায় শ্রীবিষ্ণোস্তোষণায় চ।
প্রাতঃস্নানং করোম্যদ্য মাঘে পাপবিনাশনং ॥ ৬
মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
স্নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভব ॥ ৭]

তীর্থভিন্ন জলে ৪র্থ মন্ত্র, এবং চান্দ্র মাসের উল্লেখ করিয়া (৪৪ পৃঃ ৭ পং) স্নান করিলে ৬ষ্ঠ মন্ত্র বলিবে না।

রটন্তীস্নান *।

সঙ্কল্পে—রটন্ত্যাং চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ অরুণোদয়বেলায়াং·· যমাদর্শন-কামঃ—। স্নানান্তে যমতর্পণ (৬৯ পৃঃ ৮ পং) করিতে হয়।

মাকরী সপ্তমীতে স্নান।

অরুণোদয়-কালে সাধারণ জলে স্নানের সঙ্কল্পে—···অরুণোদয়বেলায়াং সূর্য্যগ্রহণ কালীন-গঙ্গাস্নানজন্য-ফলসম-ফলপ্রাপ্তিকামঃ স্নানমহং করিষ্যে। গঙ্গাস্নানের সঙ্কল্পে—বহুশতসূর্য্যগ্রহণকালীন···গঙ্গায়াং স্নানমহং·· স্নানান্তে সাতটি বদরীপত্র (কুলপাতা) ও সাতটি আকন্দপত্র মস্তকে ধরিয়া,

[যদ্যজ্জন্ম কৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোকঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী ॥ ৮] †

* স্নান করিলে কাহাকেও যমদর্শন করিতে হয় না—এই কথা রটন (ঘোষণা) করে বলিয়া রটন্তী।

† জন্ম—জন্মকালং ব্যাপ্য (কালাবচ্ছেদিকাযাং ক্রিয়ায়াং কালস্যোপচারঃ)। তৎ—তৎ তৎ পাপম্।

দুঃখ ও দারিদ্র্য নাশের জন্য এবং শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষের জন্য, আমি মাঘমাসে পাপনাশক প্রাতঃস্নান করিতেছি। ৬

হে অচ্যুত, হে মাধব, হে দেব, মাঘমাসে মকররাশিস্থ সূর্য্যে এই স্নান করায়, আমার প্রতি শাস্ত্রোক্ত-ফলপ্রদ হও। ৭

আমি সপ্ত জন্মের মধ্যে যে যে জন্মকাল ব্যাপিয়া যে যে পাপ করিয়াছি, আমার সেই সেই পাপ এবং ছিদ্র (অন্যান্য দোষ) ও শোক মাকরী সপ্তমী নষ্ট করুন। ৮

এই মন্ত্র বলিয়া পুনর্ব্বার স্নান করিবে। তৎপরে সূর্য্যোদয়ের পর সূর্য্যার্ঘ্য দিবে, যথা— (বিষ্ণুর্ম্মোতৎসৎ) অদ্য আয়ুরারোগ্য-সম্পৎকামঃ শ্রীসূর্য্যায় অর্ঘ্যমহং সম্প্রদদে (পবার্থে—দদানি) বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া, সাতটি বদরীফল (কুল), আকন্দপত্র, ধান্য, তিল, দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল ও রক্তচন্দনযুক্ত জলরূপ অর্ঘ্য লইয়া—এষোঽর্ঘঃ (সামবেদী ও ঋগ্বেদী ইদমর্ঘ্যং) "(ওঁ) এহি সূর্য্য সহস্রাংশো" (৯২ পৃঃ ৬ পং) ইত্যাদি মন্ত্র এবং—

(ওঁ) জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে।
সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে॥ ৯

(ওঁ) শ্রীসূর্য্যায় নমঃ বলিয়া নিবেদন করিবে। তার পর

(ওঁ) সপ্তসপ্তিবহপ্রীত সর্ব্বলোকপ্রদীপন।
সপ্তম্যাং হি নমস্তুভ্যং নমোঽনন্তায় বেধসে॥ ১০

বলিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিবে।

বারুণীস্নান। *

সঙ্কল্পে—শতভিষানক্ষযুক্ত ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ বারুণ্যাং বহুশত-সূর্য্য গ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানজন্য-ফলসম ফলপ্রাপ্তিকামঃ। মহাবারুণীতে—শনিবারাধিকরণক শতভিষানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহাবারুণ্যাং বহু

---

* বরুণ অধিপতি বলিয়া শতভিষা নক্ষত্রকে বারুণ বলে। মধু কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে অর্থাৎ চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে শতভিষা নক্ষত্র হইলে তাহাকে বারুণীর যোগ কহে। এবং শনিবারে বারুণী হইলে মহাবারুণী আবার মহাবারুণীতে শুভ যোগ (২৭ যোগের মধ্যে ২৩শ যোগ) ঘটিলে মহামহাবারুণী হয়।

হে সপ্তব্যাহৃতি (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ ও সত্যলোক) স্বরূপে দেবি, তুমি সপ্তাশ্বযুক্ত সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করিতেছ, তুমি সমস্ত পদার্থের সৃষ্টিকারিণী সপ্তমী, তোমাকে প্রণাম করি। (সপ্তি—অশ্ব)। ৯

হে সপ্তাশ্ববাহন, হে প্রসন্নচিত্ত, হে সর্ব্বলোকের উদ্ভাসক সূর্য্যদেব, সপ্তমীতে তোমাকে প্রণাম করি। তুমি অনন্ত ও তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা। তোমাকে প্রণাম করি। ১০

কোটিসূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নানজন্য-ফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ। মহা-মহাবারুণীতে—শনিবারাধিকরণক-শুভযোগ-শতভিষানক্ষত্রযুক্তত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহামহাবারুণ্যাং.. ত্রিকোটি-কুলোদ্ধরণ-কামঃ। বারুণীযোগ না ঘটিলে—মধু-কৃষ্ণ ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ।

ব্রহ্মপুত্রস্নান।

চৈত্রী শুক্লাষ্টমীতে (অশোকাষ্টমীতে) ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে হয়। সঙ্কল্পে—...অষ্টম্যাং তিথৌ অশোকায়াং... সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বক-সর্ব্বতীর্থ-স্নানজন্য-ফলসম-ফল-প্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ ব্রহ্মপুত্রে...। মন্ত্র—

[ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘা-গর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর ॥ ১১]

অন্য স্রোতোজলে স্নানের সঙ্কল্পে—বাজপেয়যজ্ঞ-ফলসম-ফল-প্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ স্রোতোজলে ·। স্নানান্তে সন্ধ্যাদি সমাপনের পর বিষ্ণুচরণামৃতের সহিত আটটি অশোক-কলিকা পান করিবে (অর্থাৎ না চিবাইয়া এক একটি গিলিয়া খাইবে)। পানের মন্ত্র—

ত্বামশোক হরাভীষ্ট মধুমাস-সমুদ্ভব।
পিবামি শোকসন্তপ্তো মামশোকং সদা কুরু * ॥ ১২

করতোয়া-স্নান।

সঙ্কল্পে—সর্ব্বপাপক্ষয়কামঃ অস্যাং করতোয়ায়াং...। সোমবারে অমাবস্যায় অরুণোদয়কালে—সোমবারাধিকরণকামাবস্যায়াং তিথৌ অরুণোদয়-বেলায়াং......শতসূর্য্যগ্রহণকালীন-স্নানজন্য-ফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ ...। স্নানমন্ত্র—

---

* স্ত্রীলোকেও মন্ত্রটি ঐরূপই পাঠ করিবেন (১৬ পৃঃ ৩ পং)।

হে মহাত্মন্, শান্তনুবংশের আনন্দদায়ক, অমোঘা দেবীর গর্ভজাত, লৌহিত্য (নামান্তর) ব্রহ্মপুত্র, আমার পাপ হরণ কর। ১১

হে অশোক, তুমি মহাদেবের প্রিয়, চৈত্র মাসে তুমি উৎপন্ন হও। শোকসন্তপ্ত হইয়া আমি তোমাকে পান করিতেছি; তুমি আমাকে সর্ব্বদা শোকরহিত কর।

[করতোয়ে সদানীরে সরিচ্ছ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে * ॥১৩]

গ্রহণ-স্নান। †

সঙ্কল্প—(সূর্য্যগ্রহণে)—অমুকতিথৌ রাহুগ্রস্তে দিবাকরে·· দশ-কোটিগুণ-(চন্দ্রগ্রহণে - রাহুগ্রস্তে নিশাকরে . কোটিগুণ)-গঙ্গাস্নানজন্য-ফল-সমফলপ্রাপ্তিকামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। (গঙ্গাভিন্ন জলে—কেবল 'গঙ্গাস্নানজন্য' বলিবে, এবং 'গঙ্গায়াং' স্থলে 'অস্মিন্ জলে' বলিবে। রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ ও সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে চূড়ামণি

---

* গৌরীবিবাহকালে মহাদেবের কর হইতে সম্প্রদানের জল পতিত হইয়া এই নদীর উৎপত্তি হয়, এইজন্য ইহার নাম করতোয়া।

† অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ ও পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয়। গ্রহণকালে চন্দ্র যে রাশিতে থাকে, সেই রাশি যাহার জন্মরাশি, অথবা জন্মরাশি হইতে চতুর্থ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম বা দ্বাদশ হয়, তাহার গ্রহণ দেখিতে নাই। জন্মনক্ষত্রেও গ্রহণ দেখিতে নাই। গ্রহণকালে সর্ব্ববিধ অশৌচেই (বজ্রস্বলাশৌচেও) স্নান ও তর্পণ করা যায়, কিন্তু দান ও শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। মৃতাশৌচে দান ও শ্রাদ্ধও করা চলে। যাহাদের গ্রহণ দেখিতে নাই, তাহারা কেবল মুক্তিস্নান করিবে। গ্রহণকালে সকল জলই গঙ্গাজল-তুল্য। সূর্য্যগ্রহণের পূর্ব্বে ৪ প্রহর ও চন্দ্রগ্রহণের পূর্ব্বে ৩ প্রহর উপবাসী থাকিবে। চন্দ্রের গ্রস্তোদয় হইলে দিবাভোজন নিষিদ্ধ। বালক, বৃদ্ধ ও রোগীর পক্ষে গ্রহণের পূর্ব্বে ৬ দণ্ডমাত্র উপবাসের বিধি আছে। গ্রহণপুরশ্চরণে—দর্শনান্তে স্নানাদি করিয়াও সঙ্কল্পবাক্যে 'গ্রাসাদিমুক্তিপর্য্যন্তং' বলায় দোষ হয় না; যথা—স্নানসন্ধ্যাসঙ্কল্পৈঃ কালবিলম্বশ্চ বাচানবত্বাৎ ন দূষণাবহঃ গ্রহণপুরশ্চরণস্থলে দর্শনাদিনা কালবিলম্ববৎ, দৃষ্ট্বা স্নাত্বা সুসংযতঃ ইতি বচনস্তু তত্র সত্ত্বাৎ—ইতি তিথিতত্ত্বে কাশিরামটীকা। গ্রস্তাস্তে ও গ্রস্তোদয়ে পুরশ্চরণ হয় না। ('সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সূতকং রাহুদর্শনে। স্নাত্বা কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত শৃতমন্নং বিবর্জ্জয়েৎ") রাহুদর্শনে সকল বর্ণেরই অশৌচ হয়; অতএব স্নান করিয়া (শুচি হইয়া) কর্ম্ম করিবে ও পক্কান্ন পরিত্যাগ করিবে।

হে করতোয়ে, তুমি সর্ব্বদা জলে পূর্ণ; তুমি নদীশ্রেষ্ঠা ও সুবিখ্যাতা। তুমি পৌণ্ড্রদেশকে (বগুড়া প্রভৃতি) সর্ব্বদা প্লাবিত করিতেছ; তুমি মহাদেবের কর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি আমার পাপ হরণ কর। ১৩

যোগ হয়। তাহার সঙ্কল্পে—চূড়ামণিযোগে অনন্তগঙ্গাস্নান-জন্য .। মুক্তিস্নানে—'রাহুগ্রস্তে' স্থানে 'রাহুমুক্তে' বলিবে। মুক্তিস্নানের মন্ত্র—

[উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং সূর্য্য সঙ্গবঃ।
কর্ম্মচণ্ডাল যোগোত্থং কুরু পাপক্ষয়ং মম * ॥ ১৪]

চন্দ্রগ্রহণে 'সূর্য্যসঙ্গবঃ' স্থানে 'চন্দ্রসঙ্গবঃ' বলিবে।

অর্দ্ধোদযযোগে স্নান † ।

সঙ্কল্পে—মাঘে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে রবিবারাধিকরণক-ব্যতী পাতযোগ-শ্রবণানক্ষত্রযুক্তামাবস্যায়াং তিথৌ অর্দ্ধোদয়যোগে... কোটিসূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নানজন্য ফলসম-ফলপ্রাপ্তিকামঃ ।

* কর্ম্মণা চণ্ডালঃ কর্ম্মচণ্ডালঃ (রাহুস্ত্বম্) তস্য (তব) যোগেন উত্থম্ (উৎপন্নং প্রযুক্তমিতি যাবৎ) মম পাপক্ষয়ং কুরু। পাপোৎপত্তেঃ যৎ প্রয়োজক ত্বং পাপক্ষয়স্যাপীতি বোধ্যং, তদভাবে পাপাসম্ভবাৎ পাপাভাবে পাপক্ষয়াসম্ভবাচ্চ।

† মধ্য পৌষ ও গৌণ মাঘ মাসের অমাবস্যার দিন দিবাভাগে যদি রবিবার, শ্রবণানক্ষত্র ও ব্যতীপাত যোগ ঘটে, তাহাকে অর্দ্ধোদয যোগ বলে। অর্দ্ধোদয়-যোগে সকল জল গঙ্গাজলতুল্য, সকল ব্রাহ্মণই ব্রহ্মতুল্য, এবং সকল দানই মেরু দানতুল্য হয়। উহা তিথিকৃত্য বলিয়া সঙ্কল্পে গৌণচান্দ্র মাসের উল্লেখ হইবে। 'অমার্কপাতশ্রবণৈর্যুক্তা চেৎ পৌষমাঘয়োঃ। অর্দ্ধোদয়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমঃ। দিবৈব যোগঃ শস্তোঽয়ং ন চ রাত্রৌ কদাচন।'—অর্কপাতশ্রবণৈঃ যুক্তা পৌষমাঘয়োঃ যা অমা, সঃ (বিধেয়প্রাধান্যাৎ পুংস্ত্বম্—সা অমা ইত্যর্থঃ) অর্দ্ধোদয়ঃ বিজ্ঞেয়ঃ। পৌষমাঘয়োরিতি —'মাঘমাসস্য শেষে যা প্রথমে ফাল্গুনস্য চ। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী সা তু শিবরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা' ইত্যত্র যথা একস্যাস্তিথের্মাঘীয়ত্ব-ফাল্গুনত্বে মুখ্যগৌণবৃত্তিভ্যাম্ অবিরুদ্ধে" ইতি ব্যাখ্যাতং, তথাত্রাপি ব্যাখ্যেয়ম্। তত্তশ্চ মুখ্যপৌষস্য গৌণমাঘস্য অমাবস্যেতি বোদ্ধব্যম্।

হে রাহো! উঠ, চলিয়া যাও, সূর্য্যের (বা চন্দ্রের) গ্রাস পরিত্যাগ কর। তুমি কর্ম্মে চণ্ডাল, তোমার সম্পর্কে আমার যে পাপ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা তুমি ক্ষয় কর। ১৪

বজ্রভয়-নিবারণের মন্ত্র।

রামং স্কন্দং হনুমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরং।
যে স্মরন্তি বিরূপাক্ষং ন তেষাং বৈদ্যুতাদ্ ভয়ং॥ ১৫

"জৈমিনি" স্মরণেও বজ্রভয় দূর হয়।

সর্পভয়-নিবারণের মন্ত্র।

অসিতঞ্চার্ত্তিমন্তঞ্চ সুনীথং বাপি যঃ স্মরেৎ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ নাস্য সর্পভয়ং ভবেৎ॥ ১৬
যো জরৎকারুণা জাতো জরৎকারৌ মহাযশাঃ।
আস্তীকঃ সর্পসত্রে বঃ পন্নগান্ যোঽভ্যরক্ষত।
তং স্মরন্তং মহাভাগা ন মাং হিংসিতুমর্হথ॥ ১৭
সর্পাপসর্প ভদ্রং তে দূরং গচ্ছ মহাবিষ।
জনমেজয়স্য যজ্ঞান্তে আস্তীকবচনং স্মর॥ ১৮

শ্রীরাম, কার্ত্তিক, হনুমান, গরুড় ভীমসেন ও মহাদেবকে যাহারা স্মরণ করে, তাহাদের বৈদ্যুতের (বজ্রের) ভয় হয় না। ১৫

যে ব্যক্তি দিবসে বা রাত্রে অসিত, আর্ত্তিমান্ ও সুনীথ মুনিকে স্মরণ করে, তাহার সর্পভয় হয় না। ১৬

যে অতি যশস্বী আস্তীক, জরৎকারু মুনি দ্বারা জরৎকারুর (মনসাদেবীর) গর্ভে জন্মিয়া, হে সর্পগণ, তোমাদিগকে সর্পযজ্ঞে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি স্মরণ করিতেছি, হে মহাভাগ সর্পগণ। আমাকে তোমরা হিংসা করিও না। ১৭

হে মহাবিষ সর্প। সর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি দূরে গমন কর। জনমেজয়ের যজ্ঞান্তে আস্তীকের বাক্য স্মরণ কর।—জরৎকারু মুনি পিতৃগণের অনুরোধে নিজের সমান-নাম্নী নাগরাজ বাসুকির ভগিনী জরৎকারুকে বিবাহ করেন। আস্তীক মুনি তাঁহাদের পুত্র। রাজা পরীক্ষিৎ সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার পুত্র জনমেজয় জাতক্রোধ হইয়া সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে সমস্ত সর্পই অগ্নিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে। শেষে বাসুকির অনুনয়ে আস্তীক মুনি গিয়া নানা স্তুতিবাক্যে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া সর্পযজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত, এবং মৃত সর্পগণকে পুনর্জ্জীবিত করেন। তাহা। বাসুকি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে তিনি বলিলেন—যে আমার নাম কীর্ত্তন

অজীর্ণতা-নিবারণের মন্ত্র।

অগস্তি-বহ্নির্বড়বানলশ্চ, ভুক্তং মমান্নং জরয়ন্ত্বশেষং।
সুখঞ্চ মে তৎপরিণামসম্ভবং, যচ্ছন্ত্বরোগং মম চাস্তু দেহে ॥ ১৯
আতাপির্ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেঽগস্ত্যঃ প্রসীদতু ॥ ২০

এই দুইটি বা একটি মন্ত্র পাঠ করিয়া পেটে হাত বুলাইবে।

নষ্টচন্দ্র-দর্শনে।

সিংহঃ প্রসেন-মবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদী স্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ ॥ ২১

জলগণ্ডূষ লইয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তাহা পান করিবে।

করিবে, তাহার যেন সর্পভয় না হয় এবং সর্পগণ যেন সেস্থান হইতে প্রস্থান করে। বাসুকি বলিলেন—তাহাই হইবে, এবং যে সর্প ইহার অন্যথাচরণ করিবে, তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে।—মহাভারত।

অগস্ত্য, অগ্নি ও বড়বানল (সমুদ্রগর্ভস্থ অগ্নি) আমার ভুক্ত অন্ন নিঃশেষে জীর্ণ করুন, আমাকে তাহার পরিপাকজন্য সুখ দিন, এবং আমার দেহ আরোগ্য হউক। ১৯

যিনি মহাসুর আতাপি ও বাতাপিকে ভক্ষণ করিয়াছেন, এবং যিনি সমুদ্রকে (এক গণ্ডূষে) শুষ্ক করিয়াছেন, সেই অগস্ত্য আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ২০

সিংহ প্রসেনকে মারিয়াছে, জাম্ববান্ সিংহকে মারিয়াছেন। হে সুকুমারক, তুমি কাঁদিও না; এই স্যমন্তক মণি তোমারই। ২১।—শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি সত্রাজিৎ সূর্য্যের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে স্যমন্তক নামে একটি মণি প্রাপ্ত হন। ঐ মণি প্রতিদিন বহু স্বর্ণ প্রসব করে, এবং দুর্ভিক্ষ মারীভয় প্রভৃতি নিবারণ করে। কিন্তু অশুচি অবস্থায় যে ধারণ করে, তাহার প্রাণনাশ করিয়া থাকে। রাজা উগ্রসেনের জন্য কৃষ্ণ ঐ মণি প্রার্থনা করিলে, সত্রাজিৎ উহা প্রসেনকে দিয়াছি বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। একদিন সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন ঐ মণি কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক বনে মৃগয়া করিতে যাইলে একটা সিংহ তাহাকে বধ করিয়া মণিটি লইয়া ঋক্ষরাজ জাম্ববানের গুহাদ্বার দিয়া যাইতেছিল; জাম্ববান্ তাহাকে বিনাশ করিয়া ঐ মণিটি গ্রহণ করেন, এবং সুকুমারক-

একটি-তারা-দর্শনে।

আকাশে একটিমাত্র তারা দেখিলে নারদকে স্মরণ করিবে।

দুঃস্বপ্ন-দর্শনে।

গোবিন্দ-স্মরণ ও অশ্বত্থ বন্দনা (১১০ পৃঃ) করিবে।

জন্মাষ্টমীর পারণমন্ত্র।

(ওঁ) সর্ব্বায় সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বপতয়ে সর্ব্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ্ণুচরণামৃত পান করিবে।

আকাশপ্রদীপ-দানের মন্ত্র।

দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥ ২২

কার্ত্তিক মাসে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই মন্ত্রে শূন্যে প্রদীপ দিবে। প্রথম দিন বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিবে।

নামক স্বীয় পুত্রের খেলনা করিয়া দেন। এদিকে প্রসেন প্রত্যাগত হইল না দেখিয়া,সকলেই কাণাকাণি করিতে লাগিল যে, কৃষ্ণই মণির লোভে প্রসেনকে বধ করিয়াছেন। এই অপকলঙ্ক দূর করিবার জন্য কৃষ্ণ সৈন্যসহ কতিপয় প্রধান ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া প্রসেনের অন্বেষণার্থ বনে গমন করিলেন। সেখানে জাম্ববানের গুহাদ্বারে রোদনপরায়ণ শিশু পুত্রকে ধাত্রী ঐ শ্লোক বলিয়া সান্ত্বনা করিতেছিল। উহা শুনিয়া সকলে কৃষ্ণকে নির্দ্দোষ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। সৌর ভাদ্রমাসের উভয়পক্ষের চতুর্থীতেই যে চন্দ্র উদিত হয়, তাহা নষ্টচন্দ্র। নষ্টচন্দ্র দর্শনে অপকলঙ্ক হয়। শুক্লা চতুর্থীকে হরিতালিকা বলে। "ভাদ্রমাসের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীতে কেহ চন্দ্র দেখিও না" এই বলিয়া হরি (শ্রীকৃষ্ণ) ঐদিন তালিকা (হাত-তালী) দিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম হরিতালিকা।

হে দামোদর, লক্ষ্মীর সহিত তোমার উদ্দেশে তুলারাশিতে (সৌর কার্ত্তিক মাসে) আকাশে প্রদীপ দিতেছি। তুমি অনন্ত ও বেধা (সৃষ্টিকর্ত্তা); তোমাকে প্রণাম করি। ২২

ভূতচতুর্দ্দশী। *

এই দিন সন্ধ্যাকালে দেবগৃহ, নিজগৃহ, প্রাঙ্গণ, নদীতীর প্রভৃতিতে প্রদীপ দিলে, নরক-নিবারণ হয়। স্নানান্তে যমতর্পণও কর্ত্তব্য।

দীপান্বিতা অমাবস্যা। †

এই দিন পার্ব্বণশ্রাদ্ধের পর উল্কাদান (আঁজল-পিঁজল), সন্ধ্যাকালে অলক্ষ্মীর পূজা (উঠানে গোময় পুত্তলীতে বাম হস্তে কৃষ্ণপুষ্প দ্বারা বিমুখে বসিয়া, ওঁ অলক্ষ্ম্যৈ নমঃ বলিয়া), ও শূর্পবাদ্য-সহকারে তাঁহাকে গৃহসীমা হইতে বহিষ্করণ, তৎপরে লক্ষ্মীপূজা, এবং লক্ষ্মীর প্রীত্যর্থে গৃহাদিতে দীপদান করিতে হয়। ‡

(দীপদানের মন্ত্র)

ত্বং জ্যোতিঃ শ্রী রবিশ্চন্দ্রো বিদ্যুৎসৌবর্ণতারকাঃ।
সর্ব্বেষাং জ্যোতিষাং জ্যোতি-র্দীপজ্যোতিঃস্থিতে নমঃ॥ ২৩

(উল্কাগ্রহণ-মন্ত্র)

শস্ত্রাশস্ত্রহতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতদর্শয়োঃ।
উজ্জ্বল-জ্যোতিষা দেহং দহেয়ং ব্যোমবহ্নিনা॥ ২৪

---

* এই দিন ভূত তাড়ান হয় বলিয়া ইহাকে ভূতচতুর্দ্দশী বলে।

† শ্যামাপূজার অমাবস্যাকে (দীপ দিতে হয় বলিয়া) দীপান্বিতা বলে। উল্কা-গ্রহণাদি কার্য্যত্রয় দক্ষিণমুখে পিতৃরীতিক্রমে কর্ত্তব্য।

‡ আঁজল-পিঁজল—অঞ্জলি-পিঞ্জলি—অঞ্জলি দ্বারা গৃহীত দীপকাষ্ঠিকা। সমুদ্র-মন্থনকালে লক্ষ্মীর পূর্ব্বে অলক্ষ্মী উঠিয়াছিলেন; তজ্জন্য তাঁহার অপর নাম জ্যেষ্ঠা।

হে লক্ষ্মি, তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী, তুমি সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, সুবর্ণ ও নক্ষত্র এই সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতিঃ, এই দীপের জ্যোতিতেও তুমি আছ; তোমাকে প্রণাম। ২৩

যে সকল প্রাণী শস্ত্র ও অশস্ত্র (সর্পাদি) দ্বারা নিহত হইয়াছে, তাহাদিগের দেহ ভূতচতুর্দ্দশী ও অমাবস্যায় উজ্জ্বল-দীপ্ত শূন্যস্থ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করি। ২৪

(উল্কাদান-মন্ত্র)

অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
উজ্জ্বল-জ্যোতিষা দগ্ধা-স্তে যান্তু পরমাং গতিং ॥ ২৫

(পিতৃ-বিসর্জ্জন-মন্ত্র)

যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে *।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তো ব্রজন্তু তে ॥ ২৬

গোগ্রাস-দানের মন্ত্র।

পূজামন্ত্র—(ওঁ) গোভ্যো নমঃ (গোবৰে বহুবচন)।

সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্নন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ ॥ ২৭

(গো-প্রণাম-মন্ত্র)

নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ ॥ ২৮

---

* মহালয়—মহস্য (পিতৃগণের উৎসবস্য) আলয়ঃ। পিতৃলোকদিগের উৎসবের আলয় (অর্থাৎ প্রেতপক্ষ)। পিতৃলোকেরা ঐ সময়ে শ্রাদ্ধভোজনের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। মহালয়ের (প্রেতপক্ষের) অমাবস্যাকে মহালয়ামাবস্যা বলে।

আমার বংশে যে সকল জীব অসংস্কৃত অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, এবং যাহাদের অগ্নি-সংস্কার হয় নাই, তাহারা এই উজ্জ্বলজ্যোতি দ্বারা দগ্ধ হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হউক। ২৫

যাঁহারা যমলোক পরিত্যাগ করিয়া মহালয়ে (শ্রাদ্ধ ভোজনের জন্য) আসিয়াছেন, তাঁহারা এই উজ্জ্বল আলোকে পথ দেখিয়া প্রতিগমন করুন। ২৬

সুরভী (দেবগাভী) হইতে উৎপন্না, সকলের হিতকারিণী, পবিত্রা, পুণ্যরাশিস্বরূপা, ত্রিভুবনের মাতৃরূপা গাভী আমার প্রদত্ত ঘাসগ্রাস গ্রহণ করুন। ২৭

সুরভি-বংশোদ্ভবা ব্রহ্মকন্যা পবিত্রা শ্রীমতী গাভীকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। ২৮

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

ভগিনী ভ্রাতাকে তিলক দিয়া, পরে অন্ন দিয়া বলিবে—

ভ্রাতস্তবাগ জাতাহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভং।

প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥ ২৯

কনিষ্ঠা ভগিনী—"ভ্রাতস্তবানুজাতাহং" ইত্যাদি বলিবে। ভ্রাতারও ভগিনীকে কিছু দিতে হয় (শাস্ত্রে আছে—"দানানি চ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিশেষতঃ")। এই দিন যমুনা নিজ ভ্রাতা যমকে খাওয়াইয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভ্রাতা ও ভগিনীর পুনর্ভোজন ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় পূজা করিতে হইলে, ভোজনের পূর্ব্বে ভ্রাতা স্বয়ং তাহা করিবে, বা ব্রাহ্মণ দ্বারা করাইবে। সঙ্কল্পে—স্বরক্ষণকামো যমাদিপূজনমহং করিষ্যে। পরে (ওঁ) যমায় নমঃ—এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া, অর্ঘ্য লইয়া, এষোঽর্ঘঃ (সামবেদী ও ঋগ্বেদী—ইদমর্ঘ্যং)—

(ওঁ) এহ্যেহি মার্ত্তণ্ডজ পাশহস্ত, যমান্তকালোকধরামরেশ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-কৃত-দেবপূজাং, গৃহাণ চার্ঘ্যং ভগবন্নমস্তে॥ ৩০

(ওঁ) যমায় নমঃ বলিয়া অর্ঘ্য দিবে। প্রণামমন্ত্র—

(ওঁ) ধর্ম্মরাজ নমস্তুভ্যং নমস্তে যমুনাগ্রজ।

পাহি মাং কিঙ্করৈঃ সার্দ্ধং সূর্য্যপুত্র নমোঽস্তু তে॥ ৩১

তৎপরে চিত্রগুপ্ত (চিত্রগুপ্তায় নমঃ), যমদূত (যমদূতেভ্যো নমঃ), ও যমুনাকে (যমুনায়ৈ নমঃ) পূজা করিবে। যমুনার প্রণামমন্ত্র—

ভাই, আমি তোমার অগ্রজা (জ্যেষ্ঠা, বা অনুজা—কনিষ্ঠা); তুমি যমরাজ ও যমুনার সন্তোষের জন্য এই উত্তম অন্ন ভোজন কর। ২৯

হে সূর্য্যপুত্র, হে পাশহস্ত, হে যম, হে অন্তক, হে উজ্জ্বল-দণ্ডধারিন্, হে দেবশ্রেষ্ঠ, এস এস। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যে দেবপূজা করিলাম, তাহা গ্রহণ কর। হে ভগবন্, তোমাকে প্রণাম করি। ৩০

হে ধর্ম্মরাজ, তোমাকে প্রণাম। হে যমুনার অগ্রজ, তোমাকে প্রণাম। কিঙ্করদিগের সহিত তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে সূর্য্যপুত্র, তোমাকে প্রণাম করি। ৩১

(ওঁ) যমস্বসর্নমস্তেঽস্তু যমুনে লোকপূজিতে।

বরদা ভব মে নিত্যং সূর্য্যপুত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৩২

সুপ্রসবের মন্ত্র।

" অস্তি গোদাবরীতীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী।

তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ ॥ ৩৩

এই মন্ত্রে জল পড়িয়া খাওয়াইলে গর্ভিণীর প্রসবকষ্ট হয় না।

ঘটোৎসর্গ।

মহাবিষুবসংক্রান্তি (চৈত্রমাসের শেষ দিন), অক্ষয়তৃতীয়া অথবা সৌরবৈশাখ মাসের যে কোনও দিনে মৃত-পিতৃপিতামহাদি ও স্বামী এবং ইষ্টদেবতার উদ্দেশে, অথবা নিজের জন্য সভোজ্য বা শক্তু-সহিত (ছাতু সহ) ও সোপকরণ (তালবৃন্তাদি সহ) জলপূর্ণ ঘট উৎসর্গ করিতে হয়। পূর্ব্বমুখে বসিয়া, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ-পূর্ব্বক গন্ধাদির ও নারায়ণাদির অর্চনা (৮৯ পৃঃ) করিয়া, ঘটে চন্দন লেপন করিবে। তাহার মন্ত্র

ঘট ত্বং ধর্ম্মরূপেণ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।

ত্বয়ি লিপ্তে সন্তু লিপ্তা-শ্চন্দনৈঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ৩৪

পরে বামহস্তে (উপুড় হাতে) ঘট ধরিয়া "এতস্মৈ সভোজ্য-সোপকরণ-জলপূর্ণ ঘটায় নমঃ (গামছা দিলে—এতস্মৈ সবস্ত্র-সভোজ্য .., গঙ্গাজল হইলে—গঙ্গাজলপূর্ণ)" বলিয়া ঘটে ৩ বার জলপ্রোক্ষণ করিবে। "এতে

হে যমের ভগিনি, সর্ব্বলোক পূজিতে যমুনে, তোমাকে প্রণাম করি। হে সূর্য্যপুত্রি, আমার প্রতি সর্ব্বদা বরদায়িনী হও ; তোমাকে প্রণাম করি। ৩২

গোদাবরীতীরে জম্ভলা নামে এক রাক্ষসী আছে, তাহার স্মরণ করিলেই গর্ভিণী যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়।৩৩

হে ঘট, পূর্ব্বে ব্রহ্মা তোমাকে ধর্ম্মরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তোমাকে চন্দনে লিপ্ত করায় সকল দেবতাই লিপ্ত হউন। ৩৪

গন্ধপুষ্পে (ওঁ) এতস্মৈ সভোজ্য-সোপকরণজলপূর্ণ-ঘটায় নমঃ,...এতদধিপতয়ে (ওঁ) শ্রীবিষ্ণবে নমঃ,...এতৎসম্প্রদানায় (ওঁ) ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া, দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র জলে ধরিয়া, "(বিষ্ণুরোঁতৎসৎ) অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ (স্ত্রীলোকে—...কামা) ইমং সভোজ্য-সোপকরণ-জলপূর্ণ-ঘটং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং যথাসম্ভব-গোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায় দদানি।" বলিয়া ঘটে জলপ্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে দক্ষিণা দিবে—কাঞ্চনমূল্য পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিয়া "(বিষ্ণুরোতৎসৎ) অদ্য...শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি-কামনয়া কৃতৈতৎ-সভোজ্য-সোপকরণ-জলপূর্ণ-ঘটদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় দদানি।" বলিয়া দক্ষিণাদ্রব্যে জলপ্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "(ওঁ) কৃতৈতৎসভোজ্য-সোপকরণ-জলপূর্ণ-ঘট-দানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। এই-রূপে পিতামহাদির নামেও উৎসর্গ করিবে। বাক্যে—পিতামহস্য ইত্যাদি। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ,প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ—প্রত্যেকের নামে পৃথক্-পৃথক্, অথবা পিতৃপক্ষের তিনজনের নামে একটি এবং মাতামহপক্ষের ৩ জনের নামে একটি ঘট উৎসর্গ করিবে। স্বামীর জন্য বাক্যে—ভর্ত্তুঃ। ইষ্টদেবতার জন্য বাক্যে—...অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ (স্ত্রীলোকে—...গোত্রা,...দেবী বা দাসী) শ্রীমদিষ্টদেবতা-প্রীতিকামঃ (স্ত্রীলোকে—কামা) যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নৌ শ্রীমদিষ্টদেবতায়ৈ তুভ্যং সম্প্রদদে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—

পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ।
পানীয়স্য প্রদানেন প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ॥ ৩৫

নিজের জন্য বাক্যে—...অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ মনোরথসফলত্বকামঃ

যে জল প্রাণীদিগের প্রাণ, যে জল অতিশয় পবিত্র, সেই জল প্রদান করায় জনার্দ্দন আমার প্রতি প্রীত হউন। ৩৫

...যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় সম্প্রদদে। এবং দক্ষিণান্তে "পানীয় প্রাণিনাং" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া, তার পর বলিবে—

এষ ধর্ম্মঘটো দত্তো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।
অস্য প্রদানাৎ সফলা মম সন্তু মনোরথাঃ॥ ৩৬

তৎপরে, "পিতা স্বর্গঃ" (৭৫ পৃঃ) মন্ত্রে পিতৃস্তুতি ও "পিতৃনমস্যে" (৭৫ পৃঃ) মন্ত্রে প্রণাম করিয়া, একগণ্ডুষ জল লইয়া—

প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥ ৩৭

এতৎ কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু॥ ৩৮

—বলিয়া ভূমিতে জলগণ্ডুষ ত্যাগ করিবে, এবং "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" (১২০ পৃঃ) মন্ত্রে বিষ্ণুকে প্রণাম করিবে।

দানোৎসর্গ।

নিজের, অন্যের, অথবা প্রেতের জন্য ষোড়শ দান, দ্বাদশ দান অথবা অন্ন জল-বস্ত্র উৎসর্গ করিবার বিধি আছে।

ষোড়শদানের দ্রব্য।

ভূম্যাসনং জলং বস্ত্রং প্রদীপোঽন্নং ততঃ পরম্।
তাম্বূল-চ্ছত্র গন্ধাশ্চ মাল্যং ফলমতঃ পরম্।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব স্বরূপ এই ধর্ম্মঘট দান করিলাম, ইহা দান করায় আমার সকল অভিলাষ সিদ্ধ হউক। ৩৬

পুণ্ডরীকাক্ষ, সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি তুষ্ট হউন। তিনি তুষ্ট হইলে সমস্ত জগৎ তুষ্ট হয়। সুতরাং তাঁহাকে তুষ্ট করিলে, সমস্ত জগৎকে তুষ্ট করা হয়।

এই কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলাম। ৩৮।—ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ করিলে তাহার সকল বৈগুণ্য (ত্রুটি) অপগত হয়। কেহ কেহ "এতৎকর্ম্মফলং" বলেন। কিন্তু তাহা সকাম কর্ম্মীর পক্ষে নহে (নিষ্কাম কর্ম্মীর পক্ষে)। অর্প্যতে যৎ তৎ অর্পণম্—কর্ম্মবাচ্যে অনট্।

শয্যা চ পাদুকা গাশ্চ কাঞ্চনং রজতং তথা।
দানমেতৎ ষোড়শকং প্রেতমুদ্দিশ্য দীয়তে॥

ভূমি (অভাবে—ধান্য, মৃত্তিকা ও ভূমিমূল্য), আসন, জল, বস্ত্র, দীপ, অন্ন, তাম্বূল, ছত্র, গন্ধ, মাল্য (শুক্লপুষ্প), ফল (দুইটি দেওয়ার ব্যবহার আছে), শয্যা, পাদুকা (পাদুকাযুগল বা উপানদ্‌যুগল), গো (গোমূল্য ।০), কাঞ্চন, রজত। *

দ্বাদশদানের দ্রব্য।

ভূম্যাসনং জলং চান্নং বস্ত্রং তাম্বূলকং ফলম্।
গন্ধশ্ছত্রং পাদুকা চ শয্যা গাবী চ দ্বাদশ॥

ভূমি, আসন, জল, অন্ন, বস্ত্র, তাম্বূল, ফল, গন্ধ, ছত্র, পাদুকাযুগল, শয্যা, গোমূল্য।

উক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে সশস্য-ভূমিমূল্য, জল, দীপ, অন্ন, তাম্বূল, গন্ধ, মাল্য, ফল, গোমূল্য—তৈজসাধার (পিত্তলাদি ধাতুপাত্রে) রাখিয়া দান করিলে ফলাধিক্য হয় (মাটির মালসায় ভূমিমূল্য ও গোমূল্য কড়ি অনেকে দিয়া থাকেন, তাহা উচিত নহে)। সবস্ত্র † করিয়া দানোৎসর্গের ন্যায়

* মল মল্ল ধারণে ইতি মলধাতোঃ ণ্যঃ প্রত্যয়ঃ। মাল্যং (গন্ধসাহচর্য্যাৎ) ধারণার্হং পুষ্পম্, শুক্লপুষ্পমিত্যর্থঃ।—ইতি অধিবাসমন্ত্রব্যাখ্যা। পাদুকা—কাষ্ঠনির্ম্মিত (খড়ম)। উপানহ—চর্ম্মনির্ম্মিত (জুতা)।

† স্কন্দপুরাণে কন্যাদান, গোদান ও আসনদানে সাম্বরের বিধান থাকায় সর্ব্বত্রই এরূপ ব্যবহার আছে যথা আসনকন্যাগোদানেষু সাম্বরশ্রুতেঃ অন্যত্রাপি তথা ব্যবহারঃ (শুদ্ধিতত্ত্ব)। অনেকে সবস্ত্র করিবার জন্য একখানি গামছা করেন, এবং তদ্দ্বারাই সমস্ত দ্রব্যকে সবস্ত্র বলেন, কেহ কেহ প্রত্যেক দ্রব্যে বস্ত্রখণ্ড (কাপড়ের টুকরা) বাঁধেন, কিন্তু দুইটিতেই দোষ আছে। যেহেতু একবার "সবস্ত্র অমুক দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দিলাম" বলিলে সেই বস্ত্রখানিও দান করা হইয়া থাকে, সুতরাং তাহা পুনর্ব্বার দান করা যাইতে পারে না। অপিচ "আসনং যঃ প্রযচ্ছেত্তু সংবীতং ব্রাহ্মণায় বৈ" এই বচনে সংবীত পদের অর্থ "বস্ত্রাচ্ছাদিত" অর্থাৎ বস্ত্র দ্বারা আবৃত (রঘুনন্দন); সুতরাং খণ্ডবস্ত্র দেওয়া উচিত নহে; যথা—বস্ত্রাচ্ছাদিতমিতি আচ্ছাদকবস্ত্রং দাতব্যং, ন

ঐ সকল দ্রব্য উৎসর্গ করিবে। বাক্যে—ইদং সবস্ত্র-তৈজসাধার-সশস্য-ভূমিমূল্যং,* সবস্ত্র-তৈজসাধার-জলং (গঙ্গাজল হইলে গঙ্গাজলং) ইত্যাদি বলিবে। নিজের জন্য উৎসর্গ করিলে বাক্যে "...অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ স্বর্গকামঃ...সম্প্রদদে" বলিবে। অন্যের (বা প্রেতের) জন্য করিলে " অমুকগোত্রস্য অমুকস্য (প্রেতস্য) স্বর্গকামঃ... দদানি" বলিবে †। গ্রহণ-

তু ক্ষুদ্রবস্ত্রখণ্ডম্। এবঞ্চ অনাচ্ছাদকবস্ত্রখণ্ডদানাচারো ন সমীচীন ইতি বোধ্যম্ (শুদ্ধিতত্ত্বে কাশিরামটীকা)।

* বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে—পিত্তলাধার, রজতাধার, তাম্রাধার, স্বর্ণাধার।

† সামান্যতঃ বিষ্ণুই সকল দ্রব্যের দেবতা এবং বিষ্ণুপ্রীতিই সকল দানের ফল। বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে ভূমির ও ভূমিমূল্যের বিষ্ণু দেবতা, ষষ্টিবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্ন-স্বর্গবাস ফল (অর্চনায়—এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ, উৎসর্গবাক্যে—ষষ্টিবর্ষসহস্রাবিচ্ছিন্ন-স্বর্গবাসকামঃ ইদং সশস্যভূমিমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং)। আসনের—উত্তানাঙ্গিরাঃ দেবতা, রাজহ্রাস্নুত্তমস্বর্গ ফল (এতদধিপতয়ে উত্তানাঙ্গিরসে নমঃ, উত্তানাঙ্গিরোদৈবতং)। জলের বরুণ দেবতা, তৃপ্তিপ্রাপ্তি ফল (বরুণায় নমঃ)। বস্ত্রের—বৃহস্পতি দেবতা, চন্দ্রসালোক্যপ্রাপ্তি ফল (বৃহস্পতয়ে নমঃ)। দীপের—অগ্নি দেবতা, উত্তমচক্ষুঃপ্রাপ্তি ফল (অগ্নয়ে নমঃ)। অন্নের—প্রজাপতি দেবতা, অক্ষয়সুখপ্রাপ্তি ফল (প্রজাপতয়ে নমঃ)। তাম্বুলের—বনস্পতি দেবতা, মেধাবিত্ব সুভগত্ব-প্রাজ্ঞত্ব-দর্শনীয়ত্ব প্রাপ্তি ফল (বনস্পতয়ে নমঃ, ছত্রের উত্তানাঙ্গিরাঃ দেবতা, সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্তত্ব-শ্রীমত্ত্ব-বহুপুত্রত্ব প্রাপ্তি ফল। গন্ধের—গন্ধর্ব্ব দেবতা ব্রহ্মপদপ্রয়াণ ফল। মাল্যের বনস্পতি দেবতা, অত্যন্তসুখিত্বভবন ফল। ফলের বনস্পতি দেবতা, মুদাযুক্তত্ব ফল। শয্যার উত্তানাঙ্গিরাঃ দেবতা, অত্যন্তসুখিত্বভবন ফল। পাদুকাযুগলের উত্তানাঙ্গিরাঃ দেবতা, স্বর্গলোক-সুখগমন ফল। গোর—রুদ্র দেবতা, সূর্য্যলোকপ্রাপ্তি ফল। কাঞ্চনের অগ্নি দেবতা, দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তি ফল। রজতের চন্দ্রমাঃ দেবতা, উত্তমরূপপ্রাপ্তি ফল (চন্দ্রমসে নমঃ, চন্দ্রমোদৈবতং)। বিনা তৈজসাধারে উৎসর্গ করিলেই উক্তরূপ দেবতা ও ফল উল্লেখ করিতে হয়। কিন্তু তৈজসাধারের সহিত উৎসর্গ করিলে বিষ্ণু দেবতা ও স্বর্গ ফলই বলিতে হইবে। তৈজসাধার না হইলেও সবস্ত্র করিয়া উৎসর্গ করিতে হয়। শালগ্রামশিলা-সমীপে দানাদি কার্য্য করিলে কোটিগুণ, শিবসমীপে ও অগ্নিসমীপে অক্ষয়, গঙ্গাতীরে কোটিকোটিগুণ ফল হয়। ভাদ্রী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে যে পর্য্যন্ত গঙ্গার জল উঠে, তাহাকে গর্ভ বলে, গর্ভ হইতে দেড়শত হস্ত পর্য্যন্ত তীর, এবং তীর হইতে দুইক্রোশ

কালীন দানে—(সূর্য্যগ্রহণে) অমুকদ্রব্য-দশলক্ষদানজন্য-ফলসমফল-প্রাপ্তি-কামঃ, (চন্দ্রগ্রহণে) অমুকদ্রব্যলক্ষদানজন্য···,চূড়ামণিযোগে—অনন্তামুক-দ্রব্যদানজন্য···। দীপ ও গন্ধ উৎসর্গ করিবার বাক্যে—'ইদং' স্থানে "ইমং" বলিবে, এবং শয্যা উৎসর্গ করিবাব বাক্যে 'এতস্মৈ' স্থানে "এতস্যৈ", 'ঘটায়,' স্থানে "শয্যায়ৈ," 'ইমং' স্থানে "ইমাং" ও 'শ্রীবিষ্ণু-দৈবতং' স্থানে "শ্রীবিষ্ণুদেবতাকাং" বলিতে হয়। ব্রাহ্মণের নামে উৎ-সৃষ্ট (উৎসর্গ করা) দানদ্রব্য ব্রাহ্মণকেই দিতে হয়, অন্য কাহাকেও দিলে দান নিষ্ফল হয়। উৎসর্গবাক্যে "ব্রাহ্মণায়" এইরূপ একবচনে প্রয়োগ করিলেও উৎসৃষ্ট দ্রব্য বহুব্রাহ্মণকে দেওয়া যাইতে পারে (যেহেতু জাতি-সামান্যে বা প্রত্যেকাপেক্ষায় একবচন হইয়া থাকে)। বহুবচনে প্রয়োগ করিতে হইলে, অর্চ্চনায়—"এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ (ওঁ) ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" এবং উৎসর্গবাক্যে—"যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ" বলিতে হয়।

ভূমিদান।

বাস্তবিক ভূমি দান করিতে হইলে, "এতস্যৈ সবস্ত্রায়ৈ প্রিয়দত্তায়ৈ (৫৩ পৃঃ) ভূম্যৈ নমঃ" * বলিয়া ৩বার জল প্রোক্ষণ করিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে (ওঁ) বিষ্ণবে নমঃ,···এতৎসম্প্রদানায় (ওঁ) ব্রাহ্ম-ণায় নমঃ,···(ওঁ) এতস্যৈ সবস্ত্রায়ৈ প্রিয়দত্তায়ৈ ভূম্যৈ নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—

(ওঁ) পৃথিবী বৈষ্ণবী পুণ্যা পৃথিবী বিষ্ণুপালিতা।
পৃথিব্যাস্তু প্রদানেন প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ॥ ১

পর্য্যন্ত ক্ষেত্র। তীরে বা ক্ষেত্রে যে যে কার্য্য করা যায়, তাহা গঙ্গাতেই করা বলিয়া গণ্য। তীর্থস্থানে, বিশেষতঃ গঙ্গার প্রবাহ অবধি চারি হাত পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে প্রতিগ্রহ করিতে নাই; সুতরাং ব্রাহ্মণে তত্তৎস্থানে প্রতিগ্রহ না করিয়া স্থানান্তরে করিবেন।

* ভূমি সন্নিধানে না থাকিলে "এতস্যৈ" স্থানে "তস্যৈ" বলিবে।

পৃথিবী বিষ্ণুদেবতাকা ও পবিত্রা; পৃথিবী বিষ্ণু কর্ত্তৃক পালিতা। সেই পৃথিবীকে দান করায় জনার্দ্দন আমার উপর প্রীত হউন। ১

উৎসর্গবাক্য—...শ্রীঅমুকঃ ষষ্টিবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্নস্বর্গবাসকামঃ ইমাং * সবস্ত্রাং প্রিয়দত্তাং ভূমিং শ্রীবিষ্ণুদেবতাকামহং । ব্রাহ্মণ "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া সেই ভূমিকে প্রদক্ষিণ করিবেন †। তৎপরে দাতা দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

ধেনু দান।

ধেনুকে পূর্ব্বমুখে রাখিয়া, "এতস্যৈ সবস্ত্রায়ৈ ধেন্বৈ নমঃ" বলিয়া তবার জল প্রোক্ষণ করিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে (ওঁ) রুদ্রায় নমঃ,.. এতৎসম্প্রদানায় (ওঁ) ব্রাহ্মণায় নমঃ,..(ওঁ) এতস্যৈ সবস্ত্রায়ৈ ধেন্বৈ নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া—

(ওঁ) যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেম্ববস্থিতা।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু ॥ ২
(ওঁ) দেহস্থা যা চ রুদ্রাণী শঙ্করস্য চ যা প্রিয়া।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু ॥ ৩
(ওঁ) বিষ্ণোর্বক্ষসি যা লক্ষ্মী-যা লক্ষ্মীর্ধনদস্য চ।
যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং সা ধেনুর্বরদাস্তু মে ॥ ৪
(ওঁ) চতুর্ম্মুখস্য যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ।
চন্দ্রার্কশক্রশক্তির্যা ধেনুরূপাস্তু সা শ্রিয়ে ॥ ৫

---

* ভূমি সন্নিধানে না থাকিলে "ইমাং" স্থানে "তাং" বলিবে।

† "ওঁ' শব্দের অর্থ—স্বীকার (অর্থাৎ এই দান স্বীকার করিলাম)। "স্বস্তি" শব্দের অর্থ—মঙ্গল (অর্থাৎ প্রতিগ্রহজন্য আমার যেন কোনও দোষ না হয়)। ভূমি সন্নিধানে না থাকিলে উদ্দেশেই প্রদক্ষিণ করিবে।

যিনি লক্ষ্মীরূপে সর্ব্বপ্রাণীতে অবস্থান করেন, যিনি দেবতাতেও অবস্থিত আছেন, সেই দেবী ধেনুরূপে আমাকে শান্তি প্রদান করুন। ২। যিনি মূর্ত্তিমতী রুদ্রাণী, যিনি শঙ্করের প্রিয়া, সেই দেবী ধেনুরূপে আমাকে শান্তি প্রদান করুন। ৩। যিনি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীরূপে বাস করেন, যিনি কুবেরের লক্ষ্মী, এবং যিনি সর্ব্বপ্রাণীর লক্ষ্মী, সেই ধেনু আমার প্রতি বরদায়িনী হউন। ৪। যিনি ব্রহ্মার লক্ষ্মী (বিভূতি), যিনি অগ্নির

(ওঁ) স্বধা ত্বং পিতৃসঙ্ঘানাং স্বাহা যজ্ঞভুজাং যতঃ।
সর্ব্বপাপহরা ধেনু-স্তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে॥ ৬
(ওঁ) সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্ববেদময়ীং তথা।
সর্ব্বলোকনিমিত্তায় সর্ব্বলোকামাপ স্থিরাং।
প্রযচ্ছামি মহাভাগা-মক্ষয়ায় সুখায় চ॥ ৭

উৎসর্গবাক্য— শ্রীঅমুকঃ সূর্য্যলোকপ্রাপ্তিকাম ইমাং সবস্ত্রাং ধেনুং রুদ্রদেবতাকামহং। ব্রাহ্মণ "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া পুচ্ছ ধারণ করিবেন। তৎপরে দাতা দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। (বৈতরণী গো-দানের প্রণালী স্বতন্ত্র)।

পুস্তক-দান। *

উপনিষদ্, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র দান করিলে সর্ব্বদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুস্তকগুলি কোনও আধারে রাখিয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া অর্চ্চনা করিবে—(ওঁ) এতেভ্যঃ সবস্ত্র-পুস্তকেভ্যো নমঃ (৩বার জল প্রোক্ষণ), এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে (ওঁ) সরস্বত্যৈ নমঃ, এতৎ-সম্প্রদানেভ্যঃ (ওঁ) ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) এতেভ্যঃ সবস্ত্র-পুস্তকেভ্যো নমঃ। উৎসর্গবাক্য—(বিষ্ণুরোঁতৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সুকৃত-দশশতাশ্বমেধযজ্ঞফল-সমফল—সম্যগিষ্টরাজসূয়সহস্রফল সমফল-চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণকালীন-বহুব্রাহ্মণসম্প্রদানক-সর্ব্বশস্য-সুসম্পূর্ণ-সর্ব্বরত্নোপশোভিত-মহীদানজন্যফল-সমফলপ্রাপ্ত্যোতৎ-

* শুদ্ধিতত্ত্ব ও কাশিরামবাচস্পতি-কৃত টীকা অনুসারে লিখিত।

স্বাহা (শক্তি), এবং যিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও ইন্দ্রের শক্তি, ধেনুরূপিণী সেই দেবী আমার সম্পদের জন্য হউন। ৫। যেহেতু তুমি পিতৃগণের স্বধা (দুগ্ধাদি দ্বারা তৃপ্তিকারিণী), দেবগণের স্বাহা (ঘৃতাদি দ্বারা তৃপ্তিকারিণী) এবং সর্ব্বপাপহারিণী ধেনু, সেইহেতু আমাকে শান্তি প্রদান কর। ৬। যে দেবী সর্ব্বদেবময়ী ও সর্ব্ববেদময়ী, যিনি সর্ব্বলোকের আধার হইয়াও স্থিরা এবং যিনি মহৈশ্বর্য্যশালিনী, সর্ব্বশুভলোকপ্রাপ্তি ও অক্ষয়সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহাকে দান করিতেছি। ৭

পুস্তকাবস্থিতাক্ষর-সমসংখ্য-বর্ষসহস্র-স্বর্গবাসৈতৎপুস্তকাবস্থিতাক্ষরপঙ্ক্তি-সমসংখ্য-সকুল্যনরকোদ্ধরণপূর্ব্বক স্বর্গনয়নৈ তৎপুস্তকাবস্থিতপত্রসমসংখ্য-যুগসহস্রাবচ্ছিন্ন-কুলসহিতাত্মীয়স্বর্গাধিকরণক-হর্ষ—বহুজন্মশতকৃত-পাতক-নাশ—ভোগভূষিতাক্ষয়-পুণ্যময়লোকগমন-কামঃ * (বা—শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি-কামঃ) এতানি সবস্ত্র-পুস্তকানি অর্চ্চিতানি সরস্বতীদৈবতানুহং যথাসম্ভব-গোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ সম্প্রদদে। দক্ষিণাবাক্য—(বিষ্ণুরোঁতৎসৎ) অদ্য···কামনয়া কৃতৈতৎপুস্তকদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চন-মূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ সম্প্রদদে। আচ্ছিদ্রাবধারণ—(ওঁ) কৃতৈতৎপুস্তকদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু (প্রতিবচন—ওঁ অস্তু)।

দানসাগর।

ষোড়শ দানের প্রত্যেক দ্রব্য ষোড়শসংখ্যক হইলে দানসাগর হয়।

দোষে দান।

চন্দ্রদোষে (অর্থাৎ চন্দ্রশুদ্ধি না থাকিলে) শঙ্খ (শাঁখ), নক্ষত্রদোষে লবণ, তিথিদোষে আতপতণ্ডুল, বারদোষে ধান্য, এবং লগ্নদোষে কাঞ্চন উৎসর্গ করিতে হয়। লবণ, তণ্ডুল ও ধান্যের পরিমাণ এক সেরের কম না হয়। কাঞ্চনের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই।

---

* অযুতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ উত্তমরূপে সম্পাদন করিলে যে ফল হয় তত্তুল্য ফল, সহস্রসংখ্যক রাজসূয় যজ্ঞ উত্তমরূপে সম্পাদন করিলে যে ফল হয় তত্তুল্য ফল এবং চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণকালে বহু ব্রাহ্মণকে সর্ব্বশস্যপূর্ণ ও সর্ব্বরত্নশোভিত ভূমি দান করিলে যে ফল হয় তত্তুল্য ফল প্রাপ্তি এবং এই পুস্তকে যত অক্ষর আছে তত সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া স্বর্গবাস, এই পুস্তকে যত পঙ্ক্তি আছে তত পুরুষের নরকোদ্ধারপূর্ব্বক স্বর্গপ্রাপ্তি, এই পুস্তকে যত পত্র আছে তত সহস্র যুগ ব্যাপিয়া স্ববংশের সহিত আত্মীয়গণের স্বর্গবাস-পূর্ব্বক হর্ষলাভ, এবং বহুশত জন্মে যত পাপ করিয়াছি তৎসমস্ত নাশপূর্ব্বক সুখভোগ-সমন্বিত অক্ষয় পুণ্যময় লোকে গমন কামনায়।

দ্বিতীয়-খণ্ড।

স্তবমালা।

দ্রষ্টব্য—পবিত্র হইয়া, সুস্পষ্টরূপে, মিষ্টস্বরে, ধীরে ধীরে, অর্থবোধ-সহকারে, একাগ্রচিত্তে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে, বিশুদ্ধ রূপে উচ্চারণ করিয়া স্তব পাঠ করিতে হয়। মনে মনে স্তব পাঠ করা নিষিদ্ধ *। স্তবের আদিতে ও অন্তে দ্বিজাতিরা প্রণব, এবং স্ত্রী, শূদ্র ও অনুপনীতেরা নমঃ বলিবে। কোনও স্তবের আদিতে যদি "অমুক উবাচ" থাকে, তাহা হইলে তাহার পরে, এবং স্তবের শেষে "ইতি" ইত্যাদির পূর্ব্বে প্রণব বা নমঃ বলিতে হয়। প্রত্যেক স্তবের শেষে—"যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ। পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর" (স্ত্রীদেবতার স্তবে 'সুরেশ্বর' স্থলে "সুরেশ্বরি") বলিবে, কিন্তু নবগ্রহস্তোত্রের পরে "ত্বৎ-প্রসাদাৎ সুরেশ্বর" স্থলে "প্রসাদাদ্ বো নবগ্রহাঃ" বলিতে হইবে।

শঙ্করাচার্য্যকৃত গঙ্গাস্তব।

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবন তারিণি তরল-তরঙ্গে।
শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনি বিমলে, মম মতি-রাস্তাং তব পদ-কমলে ॥ ১
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতঃ, তব জল-মহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং, ত্রাহি কৃপাময়ি মা-মজ্ঞানং ॥ ২

---

* মনসা যৎ স্মরেৎ স্তোত্রং বচসা বা মনুং জপেৎ। উভয়ং নিষ্ফলং যাতি ভিন্ন-ভাণ্ডোদকং যথা ॥—তন্ত্রসারধৃত।

হে দেবি, হে সুরেশ্বরি, হে ভগবতি, হে ত্রিভুবননিস্তারকারিণি, হে শঙ্করশিরশ্চারিণি, হে নির্ম্মলে, হে গঙ্গে, তোমার চরণকমলে যেন আমার মতি থাকে। ১

হে মা সুখদায়িনি ভাগীরথি, তোমার জলের মহিমা বেদে বর্ণিত আছে। আমি তোমার মহিমা জানি না; আমি অজ্ঞান। হে কৃপাময়ি, আমাকে রক্ষা কর। ২

হরিপদ পদ্ম-তরঙ্গিণি গঙ্গে, হিম-বিধু মুক্তা-ধবল-তরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃত-ভারং, কুরু কৃপয়া ভব-সাগর-পারং ॥ ৩
তব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতং।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥ ৪
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিত গিরিবর মণ্ডিত ভঙ্গে
ভীষ্মজননি খলু মুনিবর কন্যে, নরক-নিবারিণি ত্রিভুবন ধন্যে ॥ ৫
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবার-বিহারিণি গঙ্গে, বিবুধ-বধূ কৃত তরলাপাঙ্গে ॥ ৬
তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ, পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ
নরক নিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষ-বিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥ ৭

হে গঙ্গে, তুমি হরিপাদপদ্ম হইতে নদীরূপে উৎপন্ন হইয়াছ। তোমার তরঙ্গ হিম, চন্দ্র ও মুক্তার ন্যায় শ্বেতবর্ণ। মা, আমার পাপভার দূর কর, কৃপা করিয়া আমাকে ভবসাগর হইতে পার কর। ৩

যে তোমার পবিত্র জল পান করিয়াছে, সেই বিষ্ণুপদ লাভ করিয়াছে। হে মা গঙ্গে, তোমার প্রতি যে ভক্তিমান্ হয়, যম তাহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না। ৪

হে পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, তুমি গিরিরাজ হিমাচলকে বিদীর্ণ করিয়া যেখান দিয়া নির্গত হইয়াছ, সেখানে তোমার তরঙ্গ কতই শোভা ধারণ করিতেছে। তুমি ভীষ্মের জননী, তুমি জহ্নুমুনির কন্যা, তুমি নরকনিবারিণী এবং তুমি ত্রিভুবনে প্রশংসনীয়া।

তুমি কল্পতরুর ন্যায় জগতে সকলের অভীষ্ট ফল প্রদান কর। তোমাকে যে প্রণাম করে, তাহাকে শোকসাগরে পড়িতে হয় না। হে গঙ্গে, তোমাকে সাগরের সহিত বিহার করিতে যাইতে দেখিয়া দেবপত্নীগণ তোমার প্রতি চঞ্চল কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। ৬

যদি কেহ তোমার স্রোতে স্নান করে, তোমার কৃপায় তাহাকে আর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। হে নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, তুমি পাপবিনাশিনী এবং মহিমাতে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। ৭

প্রাবলসদঙ্গে পুণ্য-তরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুট-মণি-রাজিত চরণে, সুখদে শুভদে সেবক-শরণে * ॥৮
রোগং শোকং পাপং তাপং, হর মে ভগবতি কুমতি-কলাপং।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥ ৯
অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু ময়ি করুণাং কাতর বন্দ্যে।
তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥ ১০
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ।
অথ গব্যূতৌ শ্বপচো দীনঃ, ন পুনর্দূরে নৃপতি-কুলীনঃ ॥ ১১
ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবর-কন্যে।
গঙ্গাস্তব-মিম-মমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যং ॥ ১২

* সেবকানাং শরণং রক্ষণং যস্যাঃ সা সেবকশরণা (পঞ্চম্যন্ত বহুব্রীহি)।
ত্রাহি—ত্রা অদাদি+লোট্ হি "কেশ্চিদদাদৌ ত্রা পঠ্যতে ইতি সংক্ষিপ্তসারম্)।
+ বসুধায়াঃ হারঃ তৎসম্বোধনে। 'ক্রোড়া হারা তথা দারা ত্রয় এতে যথাক্রমম্। ক্রোড়ে হারে চ দারেষু শব্দাঃ প্রোক্তা মনীষিভিঃ" (ব্যাড়ি ও শুভাঙ্ক)।

তোমার অঙ্গ উজ্জ্বল, তোমার তরঙ্গ পবিত্র, তোমার কটাক্ষ করুণাপূর্ণ। হে জাহ্নবি, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বিরাজ কর। ইন্দ্রের মুকুটস্থ মণির আভায় তোমার চরণ সুশোভিত হয়, তুমি সুখদা ও শুভদা, এবং ভক্তগণের আশ্রয়দায়িনী। ৮

হে ভগবতি, তুমি আমার রোগ, শোক, পাপ, তাপ ও কুমতিসমূহ হরণ কর। ত্রিভুবনের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠা; পৃথিবীর বক্ষে তুমি হারের ন্যায় শোভা পাইতেছ; এ সংসারে তুমি আমার গতি। ৯

হে অলকানন্দে (কৈলাসপুরীর আনন্দদায়িনি), হে পরমানন্দময়ি, হে কাতর জনের বন্দনীয়ে, আমার প্রতি করুণা কর। তোমার তটের নিকটে যাহার নিবাস, নিশ্চয়ই তাহার বৈকুণ্ঠে বাস। ১০

তোমার এই জলে কচ্ছপ কিংবা মৎস্য হইয়া থাকাও ভাল; তোমার তীরে কৃশ সরট (কৃকলাস) হইয়া থাকাও ভাল। অথবা তোমা হইতে দুই ক্রোশের মধ্যে দরিদ্র চণ্ডাল হইয়া থাকাও ভাল; কিন্তু দূরদেশে নৃপতিবংশেও জন্মগ্রহণ ভাল নহে। ১১

হে ভুবনেশ্বরি, হে জগৎপাবনি, হে প্রশংসনীয়ে, হে দেবি জলময়ি জহ্নুতনয়ে, যে মনুষ্য এই পবিত্র গঙ্গাস্তব নিত্য পাঠ করে, সে সত্যসত্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়। ১২

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ, তেষাং ভবতি সদা সুখ-মুক্তিঃ।
মধুর-কান্তপদ-পজ্ঝটিকাভিঃ, পরমানন্দ-কলিত-ললিতাভিঃ॥ ১৩
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং, বাঞ্ছিতফলদং বিদিত-মুদারং।
শঙ্কর-সেবক-শঙ্কর-রচিতং, পঠতু চ বিষয়ীদ-মিতি সমাপ্তং॥ ১৪
ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং গঙ্গাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

বাল্মীকি-কৃত গঙ্গাষ্টক।

মাতঃ শৈলসুতা-সপত্নি বসুধা-শৃঙ্গার-হারাবলি,
স্বর্গারোহণ বৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসত স্বদম্বু পিবত-স্বদ্বীচিমুৎপ্রেঙ্খত-
স্বন্নাম স্মরত-স্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ॥ ১
ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তরগতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরং
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ।

যাঁহাদের হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি আছে, তাঁহাদের সর্ব্বদা সুখভোগ ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। পরমানন্দে গ্রথিত—ললিত—এবং মধুর ও সুন্দর-পদযুক্ত পজ্ঝটিকা ছন্দে শঙ্করসেবক শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত, সংসারের সার বস্তু, অভীষ্টফলপ্রদরূপে বিদিত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট এই গঙ্গাস্তোত্র সংসারী ব্যক্তি পাঠ করুন। এইখানেই ইহা সমাপ্ত হইল। ১৩। ১৪

হে মা, তুমি পার্ব্বতীর সপত্নী, তুমি পৃথিবীর বিলাস হারযষ্টি (অর্থাৎ পৃথিবীর বক্ষে নৃত্যকালীন হারের ন্যায় শোভা পাইতেছ), তুমি স্বর্গে উঠিবার বিজয়পতাকা, (অর্থাৎ রাজারা সমরে শত্রুজয় করিয়া বিজয়পতাকা ধারণ করিলে যেমন অবাধে তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন, সেইরূপ তোমাকে আশ্রয় করিলে অবাধে স্বর্গে আরোহণ করা যায়), (ভগীরথ তোমাকে পৃথিবীতে আনিয়াছিলেন বলিয়া) তোমার নাম ভাগীরথী। তোমার নিকটে প্রার্থনা করি, যেন তোমার তীরে বাস করিয়া, তোমার জল পান করিয়া, তোমার তরঙ্গের উপর ভাসিয়া, তোমার নাম স্মরণ করিয়া এবং তোমাতে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিতে থাকিতেই আমার দেহত্যাগ হয়।১। হে গঙ্গে, তোমার তীরে তরুকোটরে

নৈবান্যত্র মদান্ধ-সিন্ধুর-ঘটা সংঘট্ট-ঘণ্টা-রণৎ-
কার-ত্রস্ত-সমস্ত-বৈরিবনিতা লব্ধস্তুতির্ভূপতিঃ ॥ ২
কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচীভি-রান্দোলিতং
স্রোতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতম্।
দিব্যস্ত্রী কর-চারু-চামর-মরুৎ-সংবীজ্যমানঃ কদা
দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ ॥ ৩
অভিনব-বিষবল্লী-পাদপদ্মস্য বিষ্ণো-
র্মদনমথন-মৌলের্মালতীপুষ্প-মালা।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মী
ক্ষয়িত-কলি-কলঙ্কা জাহ্নবী নঃ * পুনাতু ॥ ৪

* বিশেষণরহিত অস্মদ্ শব্দ বিকল্পে বহুবচনান্ত হয়।

পক্ষী হইয়া থাকাও ভাল; হে নরকনিবারিণি, তোমায় জলে মৎস্য কিংবা কচ্ছপ হইয়া থাকাও ভাল, কিন্তু অন্যত্র (অর্থাৎ গঙ্গাহীন দেশে), যাহার মদমত্ত গজ-সমূহের পরস্পর আস্ফালনে উত্থিত (তাহাদের গলসংলগ্ন) ঘণ্টার শব্দে ভীত হইয়া পলায়িত শত্রুগণের বনিতারা (স্ব স্ব পতির প্রাণরক্ষার্থ) যাহাকে স্তব করিতে থাকে, সেরূপ রাজা হওয়াও কিছু নহে। ২। হে পরমেশ্বরি ত্রিপথগামিনি ভাগীরথি, কবে (তোমার জলে এ দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যমূর্ত্তি ধরিয়া আমি যখন স্বর্গে যাইব তখন) অপ্সরারা সুন্দর চামর হস্তে লইয়া তাহার বাতাস দিয়া আমাকে শীতল করিতে থাকিবে, এবং সেই অবস্থায় আমি আমার এ দেহটাকে দেখিব যে, কাকে ঠুকরাইতেছে, কুকুরে গ্রাস করিতেছে, তোমার তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে, স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, আবার তটে লাগিতেছে এবং শৃগালেরা কাড়াকাড়ি করিতেছে। ৩। যিনি বিষ্ণুপাদপদ্মের কোমল মৃণালস্বরূপ) অর্থাৎ বিষ্ণুপাদপদ্মের নিম্নে দণ্ডাকারে অবস্থিত), হরমস্তকে মালতী ফুলের মালাস্বরূপ (অর্থাৎ হরমস্তকে পতিত), এবং যিনি অনির্ব্বচনীয় মোক্ষ-চিহ্নিত (অর্থাৎ যাহা দেখিলেই তদ্দ্বারা মুক্তি পাওয়া যায় বলিয়া লোকের ধারণা হয় এরূপ) শমনজয়ের পতাকা-স্বরূপ, তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে বিরাজ করিতেছেন। সেই কলি-কলুষনাশিনী গঙ্গা আমাকে পবিত্র করুন। ৪। যাহা (তীরস্থিত) তাল, তমাল, শাল

যত্তৎ তাল-তমাল-শাল সরল ব্যালোল-বল্লী-লতা- *
চ্ছন্নং সূর্য্যকর-প্রতাপ-রহিতং শঙ্খেন্দু-কুন্দোজ্জ্বলম্।
গন্ধর্ব্বামর সিদ্ধ-কিন্নরবধূ তুঙ্গস্তনাস্ফালিত
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলম্॥ ৫
গাঙ্গং বারি মনোহারি, মুরারি-চরণচ্যুতম্।
ত্রিপুরারি-শিরশ্চারি, পাপহারি পুনাতু মাম্॥ ৬

পাপাপহারি দুরিতারি † তরঙ্গধারি
দূরপ্রচারি গিরিরাজ-গুহাবিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদ-রজোবিহারি
গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি॥ ৭

বরমিহ গঙ্গাতীরে, সরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ।
ন পুনর্দূরতরস্থঃ, করিবর-কোটীশ্বরো নৃপতিঃ॥ ৮

* বল্লী—লতাবিশেষঃ শাখা চ (মেদিনী)। ব্রততিঃ শাখা চ (অমর)।

† দুরিতম্ ঋণোতি হিনস্তীতি দুরিত ঋ + ণিন = দুরিতারিন্।

ও সরল বৃক্ষের আন্দোলিত শাখাশ্রিত লতাসমূহে আচ্ছন্ন থাকিয়া, সূর্য্যকিরণের উত্তাপ পাইতেছে না (অর্থাৎ যাহা অতি সুশীতল), যাহা শঙ্খ চন্দ্র ও কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্রবর্ণ (অর্থাৎ অতি নির্ম্মল), এবং যাহা গন্ধর্ব্ব অমর, সিদ্ধ ও কিন্নরগণের কামিনীদিগের পীন পয়োধরে আলোড়িত হয় (অর্থাৎ দেবপত্নীরা প্রত্যহ স্নান করেন বলিয়া তাঁহাদের অঙ্গরাগ ও দিব্য কুঙ্কুমাদি দ্বারা যাহা সুবাসিত), সেই নির্ম্মল গঙ্গাজলে প্রতিদিন যেন আমি স্নান করিতে পাই। ৫। হরিপদ হইতে বিগলিত, মহাদেবের মস্তকে অবস্থিত, পাপহারি মনোহর গঙ্গাজল আমাকে পবিত্র করুক। ৬। যাহা নদী পাপ হরণ করে, যাহা প্রাক্তন দুষ্কৃত নাশ করে, যাহা তরঙ্গ ধারণ করে, যাহা হিমালয়ের গুহা বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইয়াছে, এবং যাহা শ্রীহরির পদরজঃ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, সেই মঙ্গলজনক গঙ্গাজল সতত আমাকে পবিত্র করুক। ৭। এই গঙ্গাতীরে কৃকলাস, কাক, বা কৃশকায় কুকুর হইয়া থাকাও ভাল, তথাপি দূরে কোটিসংখ্যক করিবরের অধিপতি রাজা হওয়াও কিছু নহে। ৮। (গঙ্গাজলে স্নান করার ত কথাই নাই) যে

গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রয়তঃ প্রভাতে
বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ।
প্রক্ষাল্য সোঽপি কলিকল্মষ-পঙ্ক-মাশু
মোক্ষং লভেৎ * পততি নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ ॥ ৯

ইতি শ্রীবাল্মীকি-বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তম্।

ব্যাসকৃত গঙ্গাষ্টক। †

যত্ত্যক্তং জননীগণৈর্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈ- ‡
র্যস্মিন পান্থ-দৃগন্ত-সন্নিপতিতে তৈঃ স্মর্যতে শ্রীহরিঃ।
স্বাঙ্কে ন্যস্য তদীদৃশং বপুরহো স্বপ্রীয়সে পৌরুষং
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা § মাতাসি ভাগীরথি ॥ ১

অচ্যুতচরণ-তরঙ্গিণি, শশি-শেখর মৌলি-মালতীমালে।
ত্বয়ি তনু-বিতরণ সময়ে, হরতা দেয়া ন মে হরিতা ॥ ২

---

* পরস্মৈপদমার্ষম্। লভেত ইতি সাধু।

† দরাফ খাঁ নামে একজন মুসলমান হিন্দুধর্ম্মে অনুরাগী হইয়া মৃত্যুকালে এই স্তব পাঠ করায় তদবধি ইহা "দরাফ খাঁ-কৃত গঙ্গাস্তব" বলিয়া প্রথিত হইয়াছে।

‡ ত্যক্তং ভবতি। স্পৃষ্টং ন ভবতি।

§ করুণাপরায়ণেষু দয়াশীলেষু জনেষু মধ্যে পরা শ্রেষ্ঠা।

মনুষ্য প্রভাতে পবিত্র হইয়া বাল্মীকি-বিরচিত গঙ্গাষ্টক পাঠ করে, সেও কলি-কলুষরূপ পঙ্ক প্রক্ষালন করিয়া অচিরে মুক্তিলাভ করে, তাহাকে আর ভবসাগরে পড়িতে হয় না।

যে মানবদেহ (মৃত হইলে) জননীরাও ত্যাগ করেন বন্ধুবান্ধবেরাও যাহা স্পর্শ করে না, যাহা পথিকদিগের কটাক্ষে পতিত হইলে তাহারা হরিস্মরণ করে, এরূপ দেহকে তুমি ক্রোড়ে রাখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাক। অতএব হে ভাগীরথি, তুমিই দয়াশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা (অর্থাৎ তোমার মত দয়া আর কাহারও নাই) এবং তুমিই যথার্থ মাতা (স্নেহময়ী জননীও পুত্রের মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া থাকেন; কিন্তু তুমি ত্যাগ কর না)। ১

মা! তুমি নদীরূপে হরিপাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, এবং মহাদেবের মস্তকে মালতীপুষ্পের মালাস্বরূপ বিরাজ করিতেছ। তোমাতে যখন আমি দেহ ত্যাগ করিব,

শূন্যীভূতা শমন-নগরী নীরবা রৌরবাস্তা
যাতায়াতৈঃ প্রতিদিন-মহো ভিদ্যমানা বিমানাঃ।
সিদ্ধৈঃ সার্দ্ধং দিবি দিবিষদঃ সার্ঘ্যপাত্রৈকহস্তা *
মাতর্গঙ্গে যদবধি তব প্রাদুরাসীৎ প্রবাহঃ॥ ৩

পয়ো হি গাঙ্গং ত্যজতামিহাঙ্গং, পুনর্ন চাঙ্গং যদি বৈতি চাঙ্গম্ †।
করে রথাঙ্গং শয়নে ভুজঙ্গং, যানে বিহঙ্গং চরণে চ গাঙ্গং॥ ৪

* অর্ঘ্যপাত্রাণাম্ একানি, অর্ঘ্যপাত্রৈকাণি, তৈঃ সহ বর্ত্তমানাঃ সার্ঘ্যপাত্রৈকাঃ, তথাভূতাঃ হস্তাঃ যেষাং তে, একৈকার্ঘ্যপাত্রযুক্তহস্তাঃ ইত্যর্থঃ।

† যদি বা অঙ্গম্ এতি (প্রাপ্নোতি), তদা করে রথাঙ্গম্ এতি ইত্যাদি। "প্রায়ে গত্যর্থা জ্ঞানার্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাশ্চ স্যুঃ" ইতি ইধাতোরত্র প্রাপ্ত্যর্থকত্বম্।

তৎকালে তুমি আমাকে হরত্ব দিও, হরিত্ব দিও না।—তোমাতে যে দেহত্যাগ করে, সে বিষ্ণুরূপ বা শিবরূপ ধারণ করিয়া থাকে। আমার এই প্রার্থনা যে, আমি যেন বিষ্ণু না হইয়া শিব হই; বিষ্ণু হইলে তুমি পায়ে থাকিবে, তাহাতে আমি অপরাধী হইব; শিব হইলে তুমি আমার মাথায় থাকিবে। ২

হে মা গঙ্গে। যে দিন হইতে তোমার প্রবাহ পৃথিবীতে প্রকাশ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে শমনপুরী শূন্য হইয়াছে (তোমার জলে দেহত্যাগ করিয়া প্রায় সকলেই বিষ্ণুলোকে ও শিবলোকে যাইতেছে, সুতরাং যমপুরের লোকসংখ্যা কমিয়া গিয়াছে)। রৌরব প্রভৃতি নরক নীরব হইয়াছে (পাপীরা ঐ সকল নরকে গিয়া যন্ত্রণায় চীৎকার করিত; এখন সেখানে লোকাভাবে সে চীৎকার আর নাই)। বিমান সকল প্রতিদিন যাতায়াত করিয়া ভগ্নাবস্থ হইয়াছে (তোমার জলে মৃত ব্যক্তিদিগকে বিষ্ণুলোকে ও শিবলোকে লইয়া যাইবার জন্য প্রত্যহ শত শত পুষ্পকরথ যাতায়াত করিতেছে; তাহাদের সংস্কার করিবারও অবসর নাই)। স্বর্গে দেবতারা সিদ্ধ প্রভৃতি দেবযোনিদিগের সহিত এক-একটি অর্ঘ্যপাত্র হস্তে লইয়া অবস্থান করিতেছেন (বিষ্ণুলোকে ও শিবলোকে যাইতে হইলে স্বর্গ দিয়া যাইতে হয়; তাহাদের সম্মানের জন্য অনুচরবর্গের সহিত দেবতাদিগকে অর্ঘ্যপাত্র হস্তে লইয়াই নিরন্তর কালযাপন করিতে হইতেছে)। ৩

এই যে গঙ্গাজল, ইহাতে যাহারা দেহ ত্যাগ করে, তাহাদের আর দেহ হয় না (অর্থাৎ তাহারা নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করে)। আর যদিই তাহারা দেহ পায়, তাহা হইলে হস্তে শঙ্খ, শয়নে সর্প, যানে পক্ষী ও চরণে গঙ্গাজল পাইয়া থাকে (অর্থাৎ তাহারা বিষ্ণুদেহ লাভ

কত্যক্ষাণি করোটয়ঃ কতি কতি দ্বীপি-দ্বিপানাং ত্বচঃ
কাকোলাঃ কতি পন্নগাঃ কতি সুধাধাম্নশ্চ খণ্ডাঃ কতি।
কিঞ্চ ত্বঞ্চ কতি ত্রিলোকজননি ত্বদ্বারি-পূরোদরে
মজ্জজ্জন্তু-কদম্বকং সমুদয়ত্যেকৈক-মাদায় যৎ॥ ৫
কুতোঽবীচির্বীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং *
ত্বমাপীতা পীতাম্বর-পুর-নিবাসং বিতরসি।
ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে যদি পততি কায়স্তনুভৃতাং
তদা মাতঃ শাতক্রতব-পদলাভোঽপ্যতিলঘুঃ॥ ৬

---

* অবীচিঃ—নরকবিশেষঃ। "তত্ত্বেদাস্তুপনাবীচিমহারৌরব-রৌরবাঃ" ইত্যমরঃ। অত্র অবীচিরিতি সর্ব্বেষাং নরকাণামুপলক্ষণম্।

করে, সুতরাং সেই দেহে হস্তে সুদর্শনচক্র ধারণ করে, অনন্তশয্যায় শয়ন করে, গরুড়ে আরোহণ করিয়া যাতায়াত করে, এবং তাহাদের চরণ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৪

হে ত্রিলোক-জননি, তোমার জল-প্রবাহের মধ্যে কত রুদ্রাক্ষ আছে? কত মড়ার মাথার খুলি আছে? কত ব্যাঘ্র ও হস্তীর চর্ম্ম আছে? কত বিষ আছে? কত সর্প আছে? কত অর্দ্ধচন্দ্র আছে? আর তুমিই বা কত আছ? যেহেতু তোমার জলে নিমগ্ন হইয়া যে সকল জীব দেহ ত্যাগ করে, তাহারা প্রত্যেকেই ঐ সকল বস্তুর এক-একটি লইয়া উত্থিত হয়।—তোমাতে যাহারা দেহত্যাগ করে, তাহারা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। শিবের আভরণ—গলে রুদ্রাক্ষমালা, হস্তে নর-কপাল-রূপ ভিক্ষাপাত্র, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, পৃষ্ঠে গজচর্ম্ম, কণ্ঠে বিষ, সর্ব্বাঙ্গে সর্প, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র এবং মস্তকে গঙ্গা। তোমার জলে ঐ সকল বস্তু কত আছে যে, এত লোক তোমার জলে মরিয়া শিব হইয়া প্রত্যেকেই ঐ সকল বস্তু লাভ করিতেছে। ৫

তোমার তরঙ্গ যদি নয়নপথে পতিত হয় (অর্থাৎ তোমাকে যদি দর্শন করা যায়) তাহা হইলে নরকভয় আর কোথায়? তোমাকে পান করিলে তুমি বিষ্ণুলোক প্রদান কর। হে গঙ্গে, তোমার ক্রোড়ে যদি দেহীদিগের দেহ পতিত হয় (অর্থাৎ তোমার তীরে যদি দেহত্যাগ হয়) তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে ইন্দ্রপদলাভও অতি তুচ্ছ (তাহারা মুক্তিলাভ করে বলিয়া ইন্দ্রপদও গ্রাহ্য করে না)। ৬

ত্বমম্ভো লোকানা মখিলদুরিতান্যেব দহসি
প্রগম্ভা নিম্নানা মপি নয়সি সর্কোপরি নতান্।
স্বয়ং জাতা বিষ্ণোর্জ্জনয়সি মুবাবাতি-নিবহা-
নহো মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতং তে বিজয়তে॥ ৭
সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্ত্বম।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্॥ ৮
ইতি শ্রীব্যাসবিরচিতং গঙ্গাষ্টকং সমাপ্তম্।

বিষ্ণু-নামাষ্টক।

অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনম্। হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম॥ ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং পাপং তস্য ন বিদ্যতে।

হে মা গঙ্গে! তোমার কি অদ্ভুত আচরণই জগতে প্রকাশ পাইতেছে। যেহেতু তুমি জল হইয়াও সমস্ত পাতক দগ্ধ করিতেছ (জলের দাহিকা শক্তি নাই কিন্তু তোমার জলের সে শক্তি রহিয়াছে—এই আশ্চর্য্য)। তুমি নিজে নিম্নস্থানসমূহে গমন কর, কিন্তু যাহারা তোমার নিকট প্রণত হয় তাহাদিগকে তুমি সকলের উপরি বিষ্ণুলোকে লইয়া যাও (জল নিম্নগামি তুমি জলরূপে নিম্নগামিনী হইয়াও অপরকে উর্দ্ধগামী কর—এই আশ্চর্য্য)। তুমি নিজে বিষ্ণু হইতে জন্মিয়া কত শত বিষ্ণুকে জন্ম দিতেছ (তোমার জলে মরিয়া লোকে বিষ্ণু হয় সুতরাং তুমি এক বিষ্ণু হইতে জন্মিয়াছ, কিন্তু শত শত বিষ্ণু প্রসব করিতেছ— এই আশ্চর্য্য)। ৭

হে দেবনদি হে জাহ্নবি তুমি পুণ্যবানকেই উদ্ধার করিয়া থাক, কিন্তু সে ত নিজের পুণ্যবলেই উদ্ধার পায় তাহাতে তোমার মহত্ত্ব কি আছে? (অর্থাৎ বহুজন্মের পুণ্যসঞ্চয় না থাকিলে তোমার তীরে কাহারও মৃত্যু হয় না সুতরাং পুণ্যবান্ ব্যক্তি স্বীয় পুণ্যবলে তোমার তীরে মরে, তাই তাহাকে তুমি মুক্তি দাও ইহাতে তোমার আর মহত্ত্ব কি? যদি এই অগতি মহাপাপী আমাকে উদ্ধার করিতে পার, তবেই এ জগতে তোমার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, এবং সেই মহত্ত্বই প্রকৃত মহত্ত্ব। ৮

শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ ॥ গঙ্গায়াং মরণঞ্চৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে। ব্রহ্মবিদ্যা প্রবোধশ্চ তস্মান্নিত্যং পঠেন্নরঃ ॥ ১

ইতি ব্রহ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তম্।

বিষ্ণু-ষোড়শনাম।

ঔষধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্ ১ ॥ যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমম্। নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে ২ ॥ দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্। কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনম্ ৩॥ জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্। গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্ ৪ ॥ ষোড়শৈতানি নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং বিষ্ণু-লোকে মহীয়তে ৫ ॥

ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীবিষ্ণোঃ ষোড়শনামস্তোত্রং সমাপ্তম।

অচ্যুত, কেশব, বিষ্ণু, হরি, সত্য, জনার্দ্দন, হংস ও নারায়ণ—এই আটটি মঙ্গলজনক নাম যে ব্যক্তি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ করে, তাহার পাপ থাকে না; শত্রুসৈন্য নাশ পায়; দুঃস্বপ্ন দেখিলে তাহা সুস্বপ্ন হয়; গঙ্গায় মৃত্যু হয়, নারায়ণে অচলা ভক্তি হয়, ব্রহ্মজ্ঞান ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে; সেই হেতু মনুষ্য নিত্য ইহা পাঠ করিবে। ১

ঔষধ-সেবনে বিষ্ণু, ভোজনকালে জনার্দ্দন, শয়নকালে পদ্মনাভ, বিবাহের সময়ে প্রজাপতি নাম স্মরণ করিবে। ১। যুদ্ধে চক্রধর, প্রবাসে ত্রিবিক্রম, মৃত্যুকালে নারায়ণ, ও প্রিয়জন-সমাগমে শ্রীধর নাম স্মরণ করিবে। ২। দুঃস্বপ্নে গোবিন্দ, বিপদে মধুসূদন, বনমধ্যে নরসিংহ ও অগ্নিমধ্যে জলশায়ী নাম স্মরণ কর। ৩। জলমধ্যে বরাহ, পর্ব্বতে রঘুনন্দন, যাত্রাকালে বামন, এবং সকল কার্য্যে মাধব নাম স্মরণ কর। ৪। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া এই ষোড়শ নাম উচ্চারণ করে, তাহার সর্ব্বপাপনাশক পুণ্য হয়, এবং সে বিষ্ণুলোকে সমাদৃত হইয়া বাস করে। ৫

ষট্পদীস্তোত্র।*

অবিনয়-মপনয় বিষ্ণো, দময় মনঃ, শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্। ভূতদয়াং বিস্তারয়, তারয় সংসার-সাগরতঃ॥১ দিব্যধুনী মকরন্দে, পরিমল-পরিভোগ-সচ্চিদানন্দে। শ্রীপতি-পদারবিন্দে, ভবভয়খেদচ্ছিদে বন্দে॥২ সত্যপি ভেদাপগমে, নাথ তবাহং, ন মামকীনস্ত্বম্। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ, ক্ব চ ন সমুদ্রস্তারঙ্গঃ॥৩ উদ্ধৃতনগ। নগভিদনুজ। দনুজকুলামিত্র। মিত্রশশিদৃষ্টে।। দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি, ন ভবতি কিং ভব-তিরস্কারঃ?॥৪ মৎস্যাদিভি-রবতারৈ,-রবতারবতাঽবতা সদা বসুধাম্। পরমেশ্বর পরিপাল্যো, ভবতা ভবতাপভীতোঽহম॥৫ দামোদর। গুণমন্দির। সুন্দর-বদনারবিন্দ।

* ষণ্ণাং পদ্যানাং সমাহারঃ ষট্পদী ("হসস্তদ্ধিতস্য' ইতি য-লোপঃ)। পক্ষে ষট্ পাদাঃ যস্যাঃ সা ষট্পদী ভ্রমরী।

হে বিষ্ণো। আমার অশিষ্টাচরণ দূর কর, আমার মনকে দমন কর, আমার বিষয়-মৃগতৃষ্ণার শান্তি কর, সর্ব্বভূতে আমার দয়া বিস্তার কর, ভবসাগর হইতে আমাকে পার কর। ১

যে পাদপদ্মযুগলে সুরধুনী মধুরূপে ক্ষরিত হইতেছেন যাহাতে সৎ চিৎ ও আনন্দরূপ সৌরভ উপভোগ করা যায়, পুনর্জ্জন্মের ভয় ও ক্লেশ খণ্ডনের জন্য নারায়ণের সেই পাদ পদ্মযুগল বন্দনা করি। ২

হে নাথ! (তোমার কৃপায় আত্মজ্ঞানলাভে) তোমাতে ও আমাতে ভেদবুদ্ধি নষ্ট হইলেও, আমি তোমারই থাকিব, তোমাকে আমার বলিয়া জানিব না। যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রেরই থাকে, সমুদ্র কখনও তরঙ্গের হয় না। ৩

তুমি গোবর্দ্ধনগিরিকে উত্তোলন করিয়াছিলে, (বামন অবতারে) তুমি ইন্দ্রের অনুজ, তুমি দানবকুলের বৈরী, সূর্য্য ও চন্দ্র তোমার নেত্র। হে এবম্ভূত বিষ্ণো! সর্ব্বশক্তিমান্ তোমার দর্শনলাভ ঘটিলে সংসারকে পরাজয় করা কি যায় না? (অবশ্যই যায়)। ৪

যে তুমি অবতার স্বীকার করিয়া মৎস্যাদি অবতার দ্বারা সর্ব্বদা পৃথিবীকে রক্ষা করিয়া থাক, হে পরমেশ্বর! সেই তুমি পুনর্জ্জন্ম-ক্লেশ ভয়ে ভীত আমাকে রক্ষা করিও। ৫

গোবিন্দ।। ভবজলধি-মথন-মন্দর। পরমন্দর-মপনয় ত্বং মে ॥ ৬
নারায়ণ করুণাময়। শরণং করবাণি তাবকৌ চরণৌ। ইতি ষট্পদী
মদীয়ে, বদন সরোজে সদা বসতু ॥৭

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং ষটপদীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতস্তোত্র।

হে দেব! হে দয়িত। হে জগদেকবন্ধো।
হে কৃষ্ণ। হে চপল। হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ। হে রমণ। হে নয়নাভিরাম।
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে? ॥১
অংসালম্বিত-বামকুন্তলভরং মন্দোন্নতভ্রূলতং
কিঞ্চিৎকুঞ্চিত-কোমলাধরপুটং সাচিপ্রসারেক্ষণম্।
আলোলাঙ্গুলিপল্লবৈ-র্ম্মুরলিকা মাপূরয়ন্তং মুদা
মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গলালতং জানে জগন্মোহনম ॥২

হে দামোদর। হে অশেষ-গুণালয়। হে সুন্দর মুখকমলবাঞ্ছ। হে গোবর্দ্দি। হে ভব-সমুদ্র মথনের মন্দরপর্ব্বত। তুমি আমার (পুনর্জ্জন্মের) মহৎ ভয় দূর কর। ৬

হে নারায়ণ। হে করুণাময়! আমি তোমার চরণে শরণাগত হইতেছি। এই ষটপদীস্তোত্ররূপ মধুকরী যেন আমার মুখকমলে সর্ব্বদা বাস করে। ৭

হে দেব! হে প্রিয়। হে জগদ্বন্ধো! হে কৃষ্ণ। (একবার ক্ষণমাত্র হৃদয়ে আসিতেছ, আবার তখনই লুকাইতেছ বলিয়া) হে চপল। হে করুণাসাগর। হে নাথ। হে রমণ (ক্রীড়াকারিন্)। হে নয়নের সুখকর। হায়, কবে তুমি আমার নয়নের গোচর হইবে?। ১

(বাঁশী বাজাইবার সময়ে) যাঁহার বামভাগের কেশরাশি স্কন্ধে পড়িয়াছে, যাঁহার ভ্রূলতা ঈষৎ উন্নত হইয়াছে, যাঁহার কোমল অধরপুট কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইয়াছে, যাঁহার দৃষ্টি বক্রভাবে প্রসারিত হইতেছে—এই ভাবে যিনি কল্পতরুর মূলে ত্রিভঙ্গ সুন্দররূপে দাঁড়াইয়া আনন্দে চঞ্চল অঙ্গুলি-পল্লব দ্বারা (ছিদ্র স্পর্শ করিয়া, মুখবায়ু দ্বারা) মুরলী পূর্ণ করিতেছেন, উঁহাকে আমি চিনিয়াছি, উনিই সেই জগন্মোহন। ২

হে গোপালক! হে কৃপাজলনিধে! হে সিন্ধুকন্যাপতে!
হে কংসান্তক! হে গজেন্দ্র-করুণা-বারীন!* হে মাধব!।
হে রামানুজ! হে জগত্ত্রয়গুরো! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! মাং
হে গোপীজননাথ! পালয়, পরং জানামি ন ত্বাং বিনা ॥৩
কস্তূরীতিলকং ললাটফলকে, বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং,
নাসাগ্রে বরমৌক্তিকং, করতলে বেণুং, করে কঙ্কণম্।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনঞ্চ কলয়ন্, কণ্ঠে চ মুক্তাবলিং,
গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ ॥৪
লোকানুন্মদয়ন্,† শ্রুতিং মুখরয়ন্, ক্ষৌণীরুহান্ হর্ষয়ঞ্চ,
শৈলান্ বিদ্রবয়ন্, মৃগান্ বিবশয়ন্, গোবৃন্দ-মানন্দয়ন্।
গোপান্ সম্ভ্রময়ন্, মুনীন্ মুকুলয়ন্, সপ্তস্বরাঞ্জৃম্ভয়-
ন্নোঙ্কারার্থমুদীরয়ন্ বিজয়তে বংশীনিনাদঃ শিশোঃ ॥৫

* বারীণাং জলানাম্ ইনঃ পতিঃ (অপাম্পতিঃ) সমুদ্রঃ। "ইনঃ সূর্য্যে প্রভৌ পত্যৌ" ইতি বিশ্বঃ।

† উন্মদং কুর্ব্বন্ ইতি নামধাতোঃ রূপম্। এবং মুখরয়ন্—মুখরং কুর্ব্বন্। বিদ্রবয়ন বিদ্রবং কুর্ব্বন্। মুকুলয়ন্—মুকুলং কুর্ব্বন্।

হে গোপাল! হে কৃপাসাগর! হে লক্ষ্মীকান্ত! হে কংসনিসূদন! (গজ-কুম্ভীরের যুদ্ধে) হে গজেন্দ্রের প্রতি কৃপাসমুদ্র। হে মাধব! হে বলদেবের অনুজ! হে ত্রিভুবন-গুরো! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে গোপীজনবল্লভ! তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি তোমা বিনা আর কাহাকেও জানি না। ৩

যিনি ললাটদেশে কস্তূরীর তিলক, বক্ষস্থলে কৌস্তুভমণি, নাসাগ্রে উৎকৃষ্ট মুক্তা. করতলে বেণু, করে কঙ্কণ, সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দন, ও কণ্ঠে মুক্তার হার ধারণ করিয়াছেন, এবং গোপীগণ যাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, ঐ গোপালদিগের শিরোমণি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ সকলের নমস্ত) হউন। ৪

ঐ শিশুর ঐ যে বংশীধ্বনি সকল লোককে উন্মত্ত করিতেছে, কর্ণকুহরকে প্রতিধ্বনিপূর্ণ করিতেছে, বৃক্ষসমূহকে রোমাঞ্চিত করিতেছে, পর্ব্বত সকলকে দ্রবীভূত করিতেছে, মৃগগণকে বিবশ করিতেছে, গো-সমূহকে আনন্দিত করিতেছে, গোপবালক-

সন্ধ্যাবন্দন। ভদ্রমস্তু ভবতে, ভো স্নান। তুভ্যং নমো,
হে দেবাঃ পিতরশ্চ। তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ, ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি, তদলং মন্যে, কিমন্যেন মে ॥৬
ইতি শ্রীবিল্বমঙ্গলবিরচিতং শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতস্তোত্রং সমাপ্তম্।

দশাবতারস্তোত্র।

প্রলয়-পয়োধিজলে, ধৃতবানসি বেদম্।
বিহিত-বহিত্র-চরিত্র মখেদম্॥
কেশব ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥১
ক্ষিতি-রতিবিপুলতরে, তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে।
ধরণি-ধরণ-কিণচক্র-গরিষ্ঠে ॥
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥২

দিগকে (উঁহার সঙ্গে গোচারণে যাইবার জন্য) ত্বরান্বিত করিতেছে, মুনিদিগের চক্ষু মুদিয়া দিতেছে, সপ্তস্বরের মূর্চ্ছনা করিতেছে, এবং (রাধা রাধা রবে) ওঙ্কারের অর্থ উচ্চারণ করিতেছে, উহা জয়শালী হউক (রাধ্যতি সংসিধ্যতি স্বতঃ রাধা—যে মহাশক্তি স্বতঃসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান; রাধয়তি সাধয়তি জগদিতি রাধা—যে মহাশক্তি এই জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; ওঙ্কারের অর্থও তাহাই—মাহিম্নস্তব ২৭)। ৫

হে সন্ধ্যাবন্দন। তোমার মঙ্গল হউক (অর্থাৎ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিতেছি); হে স্নান। তোমায় নমস্কার করিয়া বিদায় দিলাম, হে দেবগণ ও পিতৃগণ। তোমাদের পূজাকার্য্যে আমি অশক্ত, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। আমি যেখানে-সেখানে বসিয়া যদুকুলচূড়ামণি কংসারি কৃষ্ণকে পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া পাপক্ষয় করিব; তাহাই আমি পর্য্যাপ্ত মনে করি, (সন্ধ্যাবন্দনাদি) অন্য কর্ম্মে আমার প্রয়োজন নাই। ৬

তুমি প্রলয়-সমুদ্রের জলে নৌকার কার্য্য করিয়া অনায়াসে বেদকে ধারণ করিয়াছিলে, হে মীনরূপধারিন্ কেশব। হে জগদীশ্বর হরে। তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ সকলের নমস্য) হও। ১

পৃথিবীকে সর্ব্বদা ধারণ করিয়া থাকায় গোলাকার কড়া পড়িয়া যাহা কঠিন হইয়াছে

বসতি দশনশিখরে, ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না॥
কেশব ধৃতশূকররূপ, জয় জগদীশ হরে॥ ৩

তব করকমলবরে, নখ-মদ্ভুতশৃঙ্গম। *
দলিত-হিরণ্যকশিপু-তনুভৃঙ্গম॥
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে॥৪

ছলয়সি বিক্রমণে, বলি-মদ্ভুতবামন।
পদনখ-নীর-জনিত-জন পাবন॥
কেশব ধৃত-বামনরূপ, জয় জগদীশ হরে॥৫

* নখোঽস্ত্রী নখরোঽস্ত্রিয়াম্—ইত্যমরঃ।

তোমার সেই সুবিস্তীর্ণ পৃষ্ঠে পৃথিবী অবস্থান করিতেছে হে কূর্ম্মরূপধারিন কেশব। হে জগদীশ্বর হরে। তুমি জয়শালী হও। ২

চন্দ্রে যেমন কলঙ্করেখা সংলগ্ন থাকে, সেইরূপ তোমার (অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শুভ্রবর্ণ) দন্তের অগ্রভাগে পৃথিবী সংলগ্ন হইয়া (কল্পান্তে) বাস করে, হে বরাহরূপধারিন কেশব। হে জগদীশ্বর হরে। তুমি জয়শালী হও। ৩

তোমার উৎকৃষ্ট করকমলে যে নখরূপ অগ্রভাগ আছে, তাহা অদ্ভুত (অদ্ভুত এইজন্য যে ভ্রমরই মধুলোভে মুকুলিত পদ্মকে দলিত করে, কিন্তু) উহা (তোমার মুকুলিত করকমলের নখরূপ অগ্রভাগ) হিরণ্যকশিপুর দেহরূপ ভ্রমরকে বিদলিত করিয়াছে, হে নৃসিংহরূপধারিন কেশব। হে জগদীশ্বর হরে। তুমি জয়শালী হও। ৪

(সাধারণ বামনের পদক্ষেপ স্বল্পদূরব্যাপী, তোমার পদক্ষেপ স্বর্গমর্ত্তব্যাপী বলিয়া) হে অদ্ভুত বামন। তুমি (প্রতিকল্পে) পদক্ষেপে বলিকে ছলনা করিয়া থাক। (ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে ইহার ১০ গুণ ক্ষিতি, তৎপরে ক্ষিতির ১০ গুণ জল, তৎপরে জলের দশগুণ তেজ, তৎপরে তেজের ১০ গুণ বায়ু, তৎপরে বায়ুর ১০ গুণ আকাশ আছে, ভগবান্ দ্বিতীয় পাদে স্বর্গ আক্রমণ করিলে, তাঁহার পদনখদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃস্থিত সেই ক্ষিতি বিদীর্ণ হওয়ায় তদ্বহিঃস্থিত জল পদনখ ধৌত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে গঙ্গারূপে ক্ষরিত হইয়াছিল) তোমার পদনখের জল সর্ব্বলোকের পবিত্রতা সাধন করিয়া থাকে; হে বামনরূপধারিন্ কেশব! হে জগদীশ্বর হরে! তুমি জয়শালী হও। ৫

ক্ষত্রিয়-রুধিরময়ে, জগদপগত-পাপম্।
স্নপয়সি পয়সি শমিত-ভবতাপম্॥
কেশব ধৃত-ভৃগুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে॥ ৬

বিতরসি দিক্ষু রণে, দিক্‌পতি কমনীয়ম্।
দশমুখ-মৌলিবলিং রমণীয়ম॥
কেশব ধৃত রামশরীর, জয় জগদীশ হরে॥ ৭

বহসি বপুষি বিশদে, বসনং জলদাভম্।
হলহতি-ভীতি-মিলিত-যমুনাভম্॥
কেশব ধৃত-হলধররূপ, জয় জগদীশ হরে॥ ৮

নিন্দসি যজ্ঞবিধে, রহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয় দর্শিত-পশুঘাতম্॥
কেশব ধৃত-বুদ্ধ শরীর, জয় জগদীশ হরে॥ ৯

তুমি ক্ষত্রিয়দিগের রক্তময় জলে জগৎকে নিষ্পাপ ও সংসারতাপরহিত করিয়া স্নান করাইয়া থাক, হে পরশুরামরূপধারিন কেশব। হে জগদীশ্বর হরে। তুমি জয়শালী হও। ৬

ইন্দ্রাদি দশদিকপালের বাঞ্ছনীয় সুন্দর দশাননের দশমস্তকরূপ বলি, তুমি যুদ্ধে দশদিকে বিতরণ করিয়া থাক, হে রামরূপধারিন কেশব। হে জগদীশ্বর হরে। তুমি জয়শালী হও। ৭

তুমি শুভ্রবর্ণ দেহে মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ বস্ত্র ধারণ করিতেছ তাহাতে বোধ হইতেছে যেন (একবার হলের আঘাতে যমুনার স্রোত ফিরাইয়াছিলে বলিয়া আবার) হলাঘাতের ভয়ে যমুনা আসিয়া তোমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, হে বলরামরূপধারিন কেশব। হে জগদীশ্বর হরে। তুমি জয়শালী হও। ৮

হে সদয়হৃদয়। যাহাতে পশুবধ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই যজ্ঞবিধিসংক্রান্ত বেদসমূহকে তুমি নিন্দা করিয়া থাক, হে বুদ্ধরূপধারিন্ কেশব। হে জগদীশ্বর হরে। তুমি জয়শালী হও। ৯

ম্লেচ্ছ-নিবহ নিধনে, কলয়সি করবালম্।
ধূমকেতুমিব কমপি করালম্ ॥
কেশব ধৃত কল্কিশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ ১০
শ্রীজয়দেবকবে-রিদ,-মুদিত মুদারম্ *।
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্ ॥
কেশব ধৃত দশবিধরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ১১
বেদানুদ্ধরতে, জগন্তি বহতে, ভূগোল-মুদ্বিভ্রতে,
দৈত্যং দারয়তে, বলিং ছলয়তে, ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে, হলং কলয়তে, কারুণ্য-মাতন্বতে,
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে, দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥ ১২
ইতি শ্রীজয়দেব বিরচিতং দশাবতার-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্রীরামাষ্টক।

স্মরামি রামং রঘুবংশকেতুং, ভজামি পাথোনিধি-বদ্ধসেতুম্। জানামি রামং জগদেকহেতুং, নমামি রক্ষঃকুল ধূমকেতুম্ ॥ ১ স্মরামি রামং

* উদিতম্—(বদ্+ভাবে ক্ত) উক্তম্, কর্বোরিতি কর্ত্তরি ষষ্ঠী। অথবা (উদ্+ই+কর্ত্তরি ক্ত) উদিতম্ উদ্গতম্, কবেরিতি অপাদানে পঞ্চমী।

তুমি ম্লেচ্ছদিগের নিধনের জন্য ধূমকেতুর ন্যায় ভয়ঙ্কর অনির্ব্বচনীয় তরবারি ধারণ করিয়া থাক, হে কল্কিরূপধারিন কেশব! হে জগদীশ্বর হরে! তুমি জয়শালী হও। ১০

হে দশবিধরূপধারিন কেশব! (যাহার কেহ শুনুক বা নাই শুনুক) তুমি সংসারের সার ও মঙ্গলবিপূর্ণ জয়দেব কবির এই উক্তি শ্রবণ কর। হে জগদীশ্বর হরে! তুমি জয়শালী হও। ১১

(সারসংগ্রহ) যে তুমি বেদকে উদ্ধার কর, জগৎকে বহন কর, পৃথিবীকে ধারণ কর, হিরণ্যকশিপু দৈত্যকে বিদীর্ণ কর, বলিকে ছলনা কর, ক্ষত্রিয়দিগের ক্ষয় কর, রাবণকে জয় কর, হল ধারণ কর, দয়া বিস্তার কর, এবং ম্লেচ্ছদিগকে মূর্চ্ছিত কর, সেই দশবিধরূপধারী কৃষ্ণ তুমি, তোমাকে প্রণাম করি। ১২

রঘুবংশশ্রেষ্ঠ রামকে স্মরণ করি, যিনি সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে

ভবকর্ণধারং, ভজামি বৈবস্বত-ভীতিবারম্। জানামি রামং জগদেকসারং, নমামি বক্ষোধৃত-রত্নহারম্॥ ২ স্মরামি রামং নরনাথবালং, ভজামি ভিন্নোন্নত-সপ্ততালম্। জানামি রামং জগদেকপালং, নমামি সংছেদিত-মোহজালম্॥ ৩ স্মরামি রামং ধনুষা বিভান্তং, ভজামি দূর্ব্বাদলকান্তি-কান্তম্। জানামি রামং সদয়ং নিতান্তং, নমামি রাজীবদৃশং প্রশান্তম্॥ ৪ স্মরামি রামং হৃতসর্ব্বতাপং, ভজামি খণ্ডীকৃত-সর্ব্বচাপম্। জানামি রামং প্রবলপ্রতাপং, নমামি বিধ্বংসিত-সর্ব্বপাপম্॥ ৫ স্মরামি রামং বিধিশম্ভুনম্যং, ভজামি বাচো মনসোঽপ্যগম্যম্। জানামি রামং জগদেকরম্যং, নমামি নির্হেতুক-ভক্তি-গম্যম্॥ ৬ স্মরামি রামং শ্রুতিভিবিচেয়ং, ভজামি সীতাপতি-মপ্রমেয়ম্। জানামি রামং ত্রিপুরারি-

ভজনা করি। আমি রামকে জগতের একমাত্র কারণ বলিয়া জানি; যিনি রাক্ষসকুলের ধূমকেতুস্বরূপ (সংহারক), তাঁহাকে প্রণাম করি। ১

সংসারসাগরের কর্ণধার রামকে স্মরণ করি; যিনি যমভয় নিবারণ করেন, তাঁহাকে ভজনা করি। আমি রামকে জগতের একমাত্র সারবস্তু বলিয়া জানি; যিনি বক্ষে রত্ন-হার ধারণ করিতেছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি। ২

ক্ষত্রিয়-বালক রামকে স্মরণ করি; যিনি উন্নত সপ্ততাল ভেদ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ভজনা করি। আমি রামকে জগতে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানি; যিনি মোহজাল ছেদন করিয়া দেন, তাঁহাকে প্রণাম করি। ৩

যিনি ধনু দ্বারা শোভা পাইতেছেন, সেই রামকে স্মরণ করি; দূর্ব্বাদলের ন্যায় আভায় যিনি সুন্দর, তাঁহাকে ভজনা করি। আমি রামকে একান্ত সদয় বলিয়া জানি; সেই পদ্মলোচন ও প্রশান্তমূর্ত্তিকে প্রণাম করি। ৪

যিনি সকল তাপ নাশ করেন, সেই রামকে স্মরণ করি; যিনি হরধনু ভগ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ভজনা করি। আমি রামকে প্রবল-প্রতাপান্বিত বলিয়া জানি; যিনি সকল পাপ ধ্বংস করেন, তাঁহাকে প্রণাম করি। ৫

ব্রহ্মা ও মহাদেবের যিনি নমস্য, সেই রামকে স্মরণ করি; যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, তাঁহাকে ভজনা করি। আমি রামকে জগতের মধ্যে একমাত্র সুন্দর বলিয়া জানি; নিষ্কাম ভক্তি দ্বারা যাঁহাকে পাওয়া যায়, তাঁহাকে প্রণাম করি। ৬

গেহং, নমামি যোগীন্দ্রমনো-নিধেয়ম্ ॥ ৭ স্মরামি রামং ভজতোঽভিরামং, ভজামি শোকার্ত্তিচয়োপরামম্। জানামি রামং বিপদাং বিরামং, নমামি রামং নিয়তোঽবিরামম্ ॥ ৮

রামাষ্টকমিদং পুণ্যং রামনামসমন্বিতম্।
শময়েদশুভং সর্ব্বং ত্রিসন্ধ্যং পঠতাং নৃণাম্ ॥ ৯
ইতি শ্রীরামাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

নবগ্রহ-স্তোত্র।

জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ১ ॥ দিব্যশঙ্খ-তুষারাভং ক্ষীরোদার্ণব-সম্ভবম্। নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্ ২ ॥ ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎ-পুঞ্জ-সমপ্রভম্। কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্ ৩ ॥ প্রিয়ঙ্গু-কলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্। সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি

বেদসমূহ যাঁহার তত্ত্ব অন্বেষণ করেন, সেই রামকে স্মরণ করি, যিনি সীতাপতি ও যাঁহার ইয়ত্তা নাই, তাঁহাকে ভজনা করি। মহাদেব রামনাম গান করিয়া থাকেন আমি জানি, যিনি যোগীন্দ্রগণের মনোমধ্যে নিহিত আছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি। ৭

যিনি ভক্তজনের মনোরম, সেই রামকে স্মরণ করি; যাহা হইতে শোক-দুঃখ সমূহের শান্তি হয়, তাঁহাকে ভজনা করি। রাম হইতে বিপদের নিবৃত্তি হয় আমি জানি; আমি সংযতচিত্ত হইয়া রামকে অবিরাম প্রণাম করি। ৮

যে সকল মনুষ্য রামনামে চিহ্নিত এই পবিত্র রামাষ্টক ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করে, ইহা তাহাদের সকল অশুভের শান্তি করিয়া থাকে। ৯

জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, কশ্যপের পুত্র, মহাদীপ্তিশালী, অন্ধকারনাশক এবং সর্ব্ব পাপহারী সূর্য্যকে প্রণাম করি। ১ উৎকৃষ্ট শঙ্খ ও তুষারের (বরফের) ন্যায় যাঁহার বর্ণ, যিনি ক্ষীরোদ-সমুদ্র হইতে উৎপন্ন এবং যিনি মহাদেবের মুকুটের ভূষণ, সেই চন্দ্রকে ভক্তি-পূর্ব্বক প্রণাম করি। ২ পৃথিবীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন, বিদ্যুৎ-সমূহের প্রভাশালী, সুন্দর, এবং হস্তে শক্তিধারী মঙ্গলকে আমি প্রণাম করি। ৩ প্রিয়ঙ্গুপুষ্পের কলিকার ন্যায়

শশিনঃ সুতম্ ৪ ॥ দেবতানা-মৃষীণাঞ্চ গুরুং কনক-সন্নিভম্। বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্ ৫ ॥ হিম-কুন্দ মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্। সর্ব্বশাস্ত্র-প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্ ৬ ॥ নীলাঞ্জন-চয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্। ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্ ৭ ॥ অৰ্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্য-বিমর্দ্দকম্। সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্ ৮ ॥ পলাল-ধূম-সঙ্কাশং তারাগ্রহ-বিমৰ্দ্দকম্। রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ৯ ॥ ব্যাসেনোক্তমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রণতঃ শুচিঃ। দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ ১০ ॥ ঐশ্বর্য্য-মতুলঞ্চাপি আরোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। নরনারীপ্রিয়ত্বঞ্চ নিত্যং তস্যোপজায়তে ১১ ॥ তক্ষকো-ঽগ্নির্যমো বায়ু-র্যে চান্যে গ্রহপীড়কাঃ। তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি ব্যাসো ব্রুয়ান্ন সংশয়ঃ ১২ ॥

ইতি শ্রীব্যাসভাষিতং নবগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্যামবর্ণ, রূপে অতুলন মধুরমূর্ত্তি, সকলগুণযুক্ত, চন্দ্রের পুত্র বুধকে প্রণাম করি। ৪ দেবতা ও ঋষিদিগের গুরু ও স্বর্ণকান্তি, পূজনীয়, ত্রিভুবনের নিয়ন্তা সেই বৃহস্পতিকে প্রণাম করি। ৫ হিম, কুন্দপুষ্প ও মৃণালের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, দৈত্যদিগের পরম গুরু, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ শুক্রকে আমি প্রণাম করি। ৬ নীলকজ্জলরাশির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, সূর্য্যের পুত্র, (সূর্য্যের অন্যতমা পত্নী) ছায়ার গর্ভসম্ভূত, মহাগ্রহ শনিকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করি। ৭ অৰ্দ্ধকায় (অর্থাৎ কেবল মুণ্ডধারী), অতি ভয়ঙ্কর, চন্দ্র ও সূর্য্যের উৎপীড়ক, সিংহিকার পুত্র, উগ্র-স্বভাব সেই রাহুকে আমি প্রণাম করি। ৮ শুষ্ক তৃণের ধূমের ন্যায় ধূম্রবর্ণ, নক্ষত্র ও অন্যান্য গ্রহের উৎপীড়ক, উগ্রস্বভাব, উগ্রমূর্ত্তি ও ক্রূর সেই কেতুকে আমি প্রণাম করি। ৯ যে ব্যক্তি প্রণত ও পবিত্র হইয়া ব্যাসের উক্ত এই স্তব দিবসে বা রাত্রিতে পাঠ করে, তাহার শান্তি হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১০ তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য, আরোগ্য ও পুষ্টিবৃদ্ধি হয়, এবং সে সর্ব্বদা নরনারীগণের প্রিয়পাত্র হয়। ১১ তক্ষক, অগ্নি, যম, বায়ু এবং আরও যে সকল সংহারক ও উৎপীড়ক আছে, তাহারা সকলে শান্ত হয়, এই কথা ব্যাস বলিয়াছেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। ১২

শিবাষ্টক।

প্রভু-মীশ-মনীশ মশেষগুণং, গুণহীন-মহীশ-গণাভরণম্।
রণনির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ১
গিরিরাজ সুতান্বিত-বামতনুং, তনু-নিন্দিত-রাজত-ভূধরম্।
বিধিবিষ্ণুশিরোঽর্চ্চিত-পাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম॥ ২
শশলাঞ্ছন-রঞ্জিত সন্মুকুটং, কটিলম্বিত-সুন্দর-কৃত্তি-পটম্।
সুরশৈবলিনী-কৃতপূত-জটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম॥ ৩
নয়নত্রয়-ভূষিত চারুমুখং, মুখপদ্ম-বিনিন্দিত কোটিবিধুম্।
বিধুখণ্ড-বিমণ্ডিত ভালতটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম॥ ৪
বৃষরাজ-নিকেতন-মাদিগুরুং, গরলাশন মার্ত্তি-বিনাশকরম্।
বরদাভয়-শূল-বিষাণধরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম॥ ৫

যিনি প্রভু অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, যিনি সকলের ঈশ্বর যাঁহার ঈশ্বর কেহ নাই যিনি অশেষগুণযুক্ত অথচ নির্গুণ (সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণের অতীত), প্রধান সর্পগণ যাঁহার আভরণ, যিনি যুদ্ধে ত্রিপুর নামক দুর্জ্জয় দৈত্যকে জয় করিয়াছেন সেই মঙ্গল দানে কল্পতরুস্বরূপ শিবকে প্রণাম করি।

যাঁহার বামাঙ্গে পার্ব্বতী রহিয়াছেন যাঁহার অঙ্গের আভায় রজতগিরিও পরাস্ত হইয়াছে, যাঁহার পদদ্বয় ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মস্তক অবনত করিয়া পূজা করেন সেই মঙ্গলদানে কল্পতরু স্বরূপ শিবকে আমি প্রণাম করি। ২

যাঁহার উৎকৃষ্ট মুকুট চন্দ্রের দ্বারা শোভিত, যাঁহার কটিতটে সুন্দর ব্যাঘ্রচর্ম্মরূপ বস্ত্র বিলম্বিত, যাঁহার জটা গঙ্গা কর্তৃক পবিত্রীকৃত, সেই মঙ্গলদানে কল্পতরুস্বরূপ শিবকে প্রণাম করি। ৩

যাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল নয়নত্রয়ে শোভিত, যাঁহার মুখপদ্মের নিকট কোটি চন্দ্রও পরাস্ত, যাঁহার ললাটদেশ চন্দ্রখণ্ড দ্বারা ভূষিত, সেই মঙ্গলদানে কল্পতরুস্বরূপ শিবকে প্রণাম করি। ৪

যিনি বৃষরাজের উপর উপবেশন করেন, যিনি বরমুদ্রা, ত্রিশূল ও শৃঙ্গ (শিঙ্গা) ধারণ করেন, সেই... । ৫

মকরধ্বজ-মত্ত-মতঙ্গহরং, * করিচর্ম্ম-বিলাস-বিশেষকরম্।
স্ফুরদদ্ভুত-কীকস-মাল্যধরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৬
জগদুদ্ভব-পালন-নাশকরং, করুণেশ-গুণত্রয়-রূপধরম্।
প্রিয়মাধব-সাধুজনৈকগতিং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৭
প্রমথাধিপ-সেবক-রঞ্জনকং, মুনি-যোগি-মনোহম্বুজ-ষট্পদকম্।
ভজতোঽখিল-দুঃখ-সমূহহরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৮
ইতি শ্রীব্যাসবিরচিতং শ্রীশিবাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তম্।

বেদসার-শিবস্তোত্র।

পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং, গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্।
জটাজূটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গবারিং, মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিম্॥ ১
মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং, বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্।
বিরূপাক্ষ-মিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং, সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্॥ ২

* মতম্ (সুন্দরং) গচ্ছতীতি মতঙ্গঃ হস্তী। মত—গম্+ডখ্।

যিনি মত্ত হস্তীর ন্যায় দুর্জ্জন মদনকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি পৃষ্ঠদেশে হস্তিচর্ম্ম ধারণ করিয়া তাহার বিশেষ শোভা সম্পাদন করিয়াছেন যিনি উজ্জ্বল ও অদ্ভুত অস্থিমালা ধারণ করিতেছেন সেই···। ৬

যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তা, যিনি কৃপাদানে সমর্থ, এবং ত্রিগুণে ত্রিমূর্ত্তিধারী; যিনি বিষ্ণুর প্রিয় এবং সাধুজনের একমাত্র গতি, সেই···। ৭

যিনি প্রমথগণের অধিপতি ও ভক্তগণের সুখবর্দ্ধক, যিনি মুনি ও যোগীদিগের মানস-পদ্মে ভ্রমরস্বরূপ, যিনি ভক্তজনের সকল দুঃখ হরণ করেন, সেই···। ৮

যিনি পশুপতি, পাপনাশক, পরমেশ্বর ও গজরাজের (গজাসুরের) চর্ম্ম উত্তরীয়রূপে পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করা যায়, যাঁহার জটাসমূহের মধ্যে গঙ্গা-জল প্রকাশ পাইতেছে, যিনি মদনের রিপু, সেই একমাত্র মহাদেবকে স্মরণ করি। ১

যিনি মহেশ্বর, যিনি সুরেশ্বর, যিনি সুরশত্রুর নাশক, যিনি সর্ব্বব্যাপী, বিশ্বনাথ, বিভূতি যাঁহার অঙ্গভূষণ, চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি এই তিনটি যাঁহার নেত্র, অতএব যিনি বিরূপাক্ষ, সেই সদানন্দ প্রভু পঞ্চাননকে স্তব করি। ২

গিরিশং গণেশং গলে নীলবর্ণং, গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপম্।
ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং, ভবানী-কলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রম্॥ ৩
শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে, মহেশান শূলিঞ্জটাজূটধারিন্।
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপঃ, প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ॥ ৪
পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং, নিরীহং নিরাকার-মোঙ্কারবেদ্যম্।
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং, তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্॥ ৫
ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ু, র্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা।
ন ঘর্ম্মো * ন শীতং ন দেশো ন বেশো, ন যস্যাস্তি মূর্ত্তিস্ত্রিমূর্ত্তিং তমীড়ে॥৬
অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং, শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্।
তুরীয়ং তমঃপার-মাদ্যন্তহীনং, প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্॥ ৭

* পাঠান্তরে—ন গ্রীষ্মো। তাহাতে ছন্দোবন্ধনিবন্ধন 'ন'কে লঘু করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে (ন গৃষ্মো)। যদা তীব্রপ্রযত্নেন সংযোগাদেরগৌরবম। ন চ্ছন্দোভঙ্গ ইত্যাহুস্তদা দোষায় সূরয়ঃ॥—ছন্দোমঞ্জরী। এইরূপ দারিদ্র্যাদ্ধি যমেতি দ্বীপবিগতঃ ইত্যাদি।

যিনি কৈলাসগিরির ঈশ্বর, যিনি প্রমথগণের অধিপতি, (বিষপানে) যিনি গলদেশে নীলবর্ণবিশিষ্ট, যিনি বৃষারূঢ় ও ত্রিগুণাতীত যিনি ভব (সৃষ্টিকর্ত্তা), উজ্জ্বলমূর্ত্তি, ও ভস্ম দ্বারা ভূষিতদেহ, ভবানী যাঁহার পত্নী, সেই পঞ্চাননকে ভজনা করি। ৩

হে গৌরীপতে, হে শম্ভো, হে অর্দ্ধচন্দ্রশেখর, হে মহেশ্বর, হে শূলিন, হে জটাজূটধারিন্, একমাত্র তুমিই বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বরূপ; হে পূর্ণরূপ প্রভো। প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। ৪

যিনি পরমাত্মা, অদ্বিতীয়, জগতের বীজ, সকলের আদিভূত, নিষ্ক্রিয় ও নিরাকার, ওঙ্কারের অনুশীলনে যাঁহাকে জানা যায়, জগৎ যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি ইহাকে পালন করিতেছেন, যাঁহাতে এই বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হয়, সেই ঈশ্বরকে ভজনা করি।৫

যাঁহাতে ক্ষিতি নাই, জল নাই, তেজ নাই, বায়ু নাই, আকাশ নাই, যাঁহার তন্দ্রা নাই, নিদ্রা নাই, গ্রীষ্ম নাই, শীত নাই, দেশ নাই, বেশ নাই, যাঁহার কোনও মূর্ত্তি নাই, অথচ যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তি ধারণ করেন, তাঁহাকে স্তব করি। ৬

যাঁহার জন্ম নাই, যিনি নিত্য, যিনি ত্রিগুণরূপ জগৎকারণের কারণ, যিনি কেবল মঙ্গলময়, যিনি সূর্য্যাদি জগৎপ্রকাশকের প্রকাশক, যিনি তমোগুণের অতীত,

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে, নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য, নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥ ৮
প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ, মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র।
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে, ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ ॥ ৯
শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে, গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্।
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক,-স্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি ॥১০
ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে, ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড বিশ্বনাথ।
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ, লিঙ্গাত্মকে হর চরাচর-বিশ্বরূপিন্ ॥ ১১

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং বেদসারশিবস্তোত্রং সমাপ্তম্।

বিশ্বনাথাষ্টকস্তোত্রং।

গঙ্গাতরঙ্গ-রমণীয়-জটাকলাপং গৌরী-নিরন্তর-বিভূষিত-বামভাগম্।
নারায়ণপ্রিয়-মনঙ্গমদাপহারং, বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ১॥

ও তুরীয় (ত্রিগুণাতীত চতুর্থরূপ); যাঁহার আদি নাই অন্ত নাই, যিনি পরম পবিত্রতা-কারক, যিনি অদ্বিতীয়, তাঁহাকে ভজনা করি। ৭

হে প্রভো! বিশ্বমূর্ত্তি! তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম। হে চৈতন্যময় ও আনন্দময়। তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম। তপস্যায় ও যোগে যাঁহাকে পাওয়া যায়, হে তদ্রূপ। তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম। উপনিষদ্ জ্ঞানলে যাঁহাকে জানা যায়, হে তদ্রূপ! তোমাকে প্রণাম। ৮

হে প্রভো, শূলপাণে, বিভো, বিশ্বনাথ, মহাদেব, শম্ভো, মহেশ, ত্রিনয়ন, গৌরীকান্ত, শান্ত, মদনারিপো, ত্রিপুরারে! তোমা ভিন্ন বরদাতা, মান্য ও গণ্য আর কেহ নাই। ৯

হে শম্ভো, মহেশ, করুণাময়, শূলপাণে, গৌরীপতে, পশুপতে, পশুপাশনাশিন (সংসারী জীবের কর্ম্মবন্ধন-ছেদনকারিন্), কাশীপতে! একমাত্র তুমিই দয়া করিয়া এই জগৎকে নাশ কর, পালন কর, ও সৃষ্টি কর, তুমিই মহেশ্বর। ১০

হে দেব ভব (উৎপাদক)। মদনারে! তোমা হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়, হে মৃড (সুখকর) বিশ্বনাথ। তোমাতেই জগৎ অবস্থান করে; হে ঈশ হর (সংহারক) স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-বিশ্বরূপিন্! লিঙ্গময় তোমাতেই জগৎ লয় পাইয়া থাকে। ১১

যাঁহার জটাসমূহ গঙ্গার তরঙ্গে রমণীয়, যাঁহার বামভাগে গৌরী সর্ব্বদা শোভা

বাচামগোচর-মনেকগুণস্বরূপং, বাগীশ-বিষ্ণু-সুরসেবিত-পাদপীঠম্ বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবন্তং, বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ২ ভূতাধিপং ভুজগ-ভূষণ ভূষিতাঙ্গং, ব্যাঘ্রাজিনাম্বরধরং জটিলং ত্রিনেত্রম্ পাশাঙ্কুশাভয়বরপ্রদ-শূলপাণিং, বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ৩ শীতাংশু-শোভিত-কিরীট-বিরাজমানং, ভালেক্ষণানল-বিশোষিত পঞ্চবাণম্। নাগাধিপারচিত-ভাস্বর-কর্ণপূরং, বারাণসীপুরপতিং ভ[জ] বিশ্বনাথম্ ৪ ॥ পঞ্চাননং দুরিত-মত্ত-মতঙ্গজানাং, নাগান্তকং দনুজ-পুঙ্গ[ব] পন্নগানাম্। দাবানলং মরণ-শোক-জরাটবীনাং, বারাণসীপুরপতি[ং] ভজ বিশ্বনাথম্ ৫ ॥ তেজোময়ং সগুণ-নির্গুণ-মদ্বিতীয়,-মানন্দকন্দ অপরাজিত-মপ্রমেয়ম্। নাগাত্মকং সকল-নিষ্কল মাত্মরূপং বারাণসী পুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ৬॥ আশাং বিহায় পরিহৃত্য পরস্য নিন্দা[ং]

পাইতেছেন, যিনি নারায়ণের প্রিয়, ও মদনের দর্পহারী, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর বি[শ্ব]নাথকে ভজনা কর। ১

যিনি বাক্যের অগোচর, ত্রিগুণ যাঁহার স্বরূপ, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণ যাঁহ[ার] পাদপীঠের সেবা করেন (হরগোরী মূর্ত্তিতে) পত্নীই (গৌরীই) যাঁহার বামাঙ্গ, সে[ই] কাশীপুরীর অধীশ্বর বিশ্বনাথকে ভজনা কর। ২

যিনি ভূতনাথ সর্পরূপভূষণে যাঁহার অঙ্গ ভূষিত, যিনি ব্যাঘ্রচর্ম্মরূপ বসন পরিধা[ন] করেন, যিনি জটাধারী ও ত্রিনয়ন, যাঁহার হস্তে পাশ অঙ্কুশ অভয় বর ও ত্রিশূল আ[ছে] সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর বিশ্বনাথকে ভজনা কর। ৩

অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা শোভিত মুকুটে যিনি দীপ্তি পাইতেছেন, যাঁহার ললাট-নেত্রের অন[লে] মদন দগ্ধ হইয়াছে, সর্পরাজ দ্বারা যিনি উজ্জ্বল কর্ণভূষণ (কুণ্ডল) রচনা করিয়াছে[ন] সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর বিশ্বনাথকে ভজনা কর। ৪

যিনি পাপরূপ মত্ত হস্তীদিগের পক্ষে সিংহ, যিনি দানবেন্দ্ররূপ সর্পদিগের পক্ষে গ[রুড়] যিনি মরণ শোক ও জরারূপ মহাবনের পক্ষে দাবানল, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর বি[শ্ব]নাথকে ভজনা কর। ৫

যিনি তেজোময়, যিনি সগুণ অথচ নির্গুণ, যিনি অদ্বিতীয়, যিনি আনন্দের মূল, যি[নি] অপরাজিত ও অপরিচ্ছিন্ন, যিনি গজাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি অংশযুক্ত অ[...]

পাপে রতিঞ্চ সুনিবার্য্য মনঃ সমাধৌ। আধায় হৃৎকমলমধ্যগতং পরেশং, বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ৭॥ রাগাদিদোষরহিতং স্বজনানুরাগং, বৈরাগ্যশান্তি-নিলয়ং গিরিজাসহায়ম। মাধুর্য্যধৈর্য্য-সুভগং গরলাভিরামং, বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ৮॥ বারাণসীপুরপতেঃ স্তবনং শিবস্য, ব্যাখ্যাত-মষ্টকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ। বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুলসৌখ্য-মনন্ত-কীর্ত্তিং, সম্প্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্ ৯॥ বিশ্বনাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ। শিবলোক-মবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ১০॥

ইতি শ্রীবেদব্যাসবিরচিতং শ্রীবিশ্বনাথাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তম্।

সূর্য্যস্তব।

বশিষ্ঠ উবাচ।

বং স্তত্ব ততঃ সাম্বঃ কৃশো ধমান-সন্ততঃ * রাজন্ নামসহস্রেণ

বভূবেতি শেষঃ।

অংশহীন (পূর্ণ), যিনি সকলের আত্মা, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর বিশ্বনাথকে ভজনা কর। ৬

আশা ছাড়িয়া, পরের নিন্দা পরিত্যাগ করিয়া, পাপে রতি ত্যাগ করিয়া, সমাধিতে মন দিয়া হৃৎপদ্মের মধ্যবর্ত্তী পরমেশ্বর কাশীপুরীর অধীশ্বর বিশ্বনাথকে ভজনা কর। ৭

সংসারানুরাগ প্রভৃতি দোষ যাঁহার নাই, অথচ ভক্তজনের প্রতি যাঁহার অনুরাগ আছে; যিনি বৈরাগ্য ও শান্তির আধার, অথচ পার্ব্বতী যাঁহার নিত্য সঙ্গিনী; যিনি মাধুর্য্য ও ধৈর্য্যগুণে সুন্দর, অথচ বিষপানে (উগ্রমূর্ত্তি ও বিহ্বল হইয়া) সুন্দর দেখাইতেছেন; সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর বিশ্বনাথকে ভজনা কর। ৮

যে মনুষ্য মৎকথিত কাশীপুরীর অধীশ্বর মহাদেবের এই অষ্টক স্তোত্র পাঠ করে, সে ইহলোকে বিদ্যা, ধন, বিপুল সুখ ও অনন্ত কীর্ত্তি লাভ করিয়া দেহান্তে মুক্তিলাভ করে। ৯

পবিত্র বিশ্বনাথাষ্টক স্তোত্র শিবের সম্মুখে যে পাঠ করিবে, সে শিবলোক প্রাপ্ত হইবে এবং শিবের সহিত আনন্দে থাকিবে। ১০

সহস্রাংশুং দিবাকরম্ ১॥ খিদ্যমানস্তু তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যঃ কৃষ্ণাত্মজং তদা স্বপ্নে তু দর্শনং দত্ত্বা পুনর্ব্বচন-মব্রবীৎ ২॥

শ্রীসূর্য্য উবাচ।

সাম্ব সাম্ব মহাবাহো শৃণু জাম্ববতীসুত। অলং নামসহস্রেণ পঠস্বেমং * স্তবং শুভম্ ৩॥ যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানি চ। তানি তে কীর্ত্তয়িষ্যামি শ্রুত্বা বৎসাবধারয় ৪॥ (ওঁ) বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ। লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমাল্লোঁকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা। তপনস্তাপনশ্চৈব শুচি সপ্তাশ্ববাহনঃ। গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেব-নমস্কৃতঃ (ওঁ) ৫॥ এক বিংশতি-রিত্যেষ স্তব ইষ্টঃ সদা মম। শ্রীরারোগ্যকরশ্চৈব † ধনবৃদ্ধি যশস্করঃ। স্তবরাজ ইতি খ্যাত-স্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ৬॥ য এতেন মহাবাহো দ্বে সন্ধ্যেঽস্তমনোদয়ে ‡। স্তৌতি মাং প্রণতো ভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ৭॥ কায়িকং বাচিকঞ্চৈব মানসং যচ্চ দুষ্কৃতম। একজপ্যেন

---

* আত্মনেপদমার্ষম্, পঠেতি সাধু।

† শ্রিয়ং বাক্ দদাতীতি শ্রীর … চা সা আরোগ্যকরশ্চেতি। … নাধিকারার্থং

বশিষ্ঠ বলিলেন।—হে মহারাজ, তার পর সাম্ব সেখানে সহস্র নাম দ্বারা সহস্রাংশু সূর্য্যকে স্তব করিতে লাগিলেন যে তাঁহার দেহ শিরাব্যাপ্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল। ১ তখন সূর্য্য সেই কৃষ্ণতনয়কে কষ্ট পাইতে দেখিয়া, স্বপ্নে দর্শন দিয়া পুনর্ব্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন ২ সূর্য্য বলিলেন।—হে মহাবাহো জাম্ববতীনন্দন সাম্ব সহস্রনাম স্তবে প্রয়োজন নাই, এই উত্তম স্তব পাঠ কর। ৩ আমার যে সকল নাম গোপনীয়, পবিত্র ও মঙ্গলদায়ক সেই সকল নাম তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, বৎস শ্রবণ করিয়া অবধারণ কর। ৪ বিকর্ত্তন, বিবস্বান্, মার্ত্তণ্ড, ভাস্কর, রবি, লোকপ্রকাশক, শ্রীমান্, লোকচক্ষু, গ্রহেশ্বর লোকসাক্ষী, ত্রিলোকেশ, কর্ত্তা, হর্ত্তা, তমিস্রহা, তপন, তাপন, শুচি, সপ্তাশ্ববাহন, গভস্তিহস্ত, ব্রহ্মা এবং সর্ব্বদেবনমস্কৃত। ৫ এই একবিংশতিনামক স্তব সর্ব্বদা আমার প্রিয়, এবং ইহা সৌন্দর্য্যপ্রদ, আরোগ্যজনক, ধনবর্দ্ধক ও যশস্কর। ইহা স্তবরাজ বলিয়া ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ। ৬ হে মহাবাহো, যে ব্যক্তি অস্ত ও উদয় এই দুই সন্ধ্যায় প্রণত হইয়া ইহা দ্বারা আমাকে স্তব করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৭ কায়িক

তৎ সর্ব্বং প্রণশ্যতি মমাগ্রতঃ ৮॥ এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ। বলিমন্ত্রোঽর্ঘ্যমন্ত্রশ্চ ধূপমন্ত্রস্তথৈব চ ৯॥ অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে। পূজিতোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বব্যাধিহরঃ শুভঃ ১০॥ এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ। আমন্ত্র্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবান্তর্দধীয়ত ১১॥ সাম্বোঽপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনম্। পূতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমাংস্তস্মাদ্ রোগাদ্বিমুক্তবান ১২॥

ইতি সাম্বপুরাণে রোগাপনয়নে শ্রীসূর্য্যবক্ত্রবিনির্গতস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

দুর্গাস্তবঃ।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পাদারবিন্দে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥১
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান-স্বরূপে, নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দরূপ-স্বরূপে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥২

বাচিক ও মানসিক যে কিছু পাপ থাকে, আমার সম্মুখে একবার এই স্তব পাঠ করিলে সে সমস্ত নষ্ট হয়। ৮ ইহাই জপের মন্ত্র, ইহাই হোমের মন্ত্র, ইহাই সন্ধ্যোপাসনা, ইহাই বলিমন্ত্র, অর্ঘ্যমন্ত্র ও ধূপদানের মন্ত্র। ৯ অন্ন নিবেদনে স্নানে প্রণামে ও প্রদক্ষিণে এই মহামন্ত্রই ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ্য এবং ইহা সর্ব্বব্যাধিবিনাশক ও শুভপ্রদ। ১০ জগদীশ্বর ভগবান্ সূর্য্য, কৃষ্ণতনয় সাম্বকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন। ১১ সাম্বও এই স্তব দ্বারা সূর্য্যকে স্তব করিয়া পবিত্রদেহ নীরোগ ও শ্রীমান্ হইয়া সেই রোগ হইতে মুক্ত হইলেন। ১২

হে শরণাগতবৎসলে, হে শিবে, হে দয়াবতি, তোমাকে প্রণাম, হে বিশ্বব্যাপিকে, হে বিশ্বরূপে, তোমাকে প্রণাম। তোমার পাদপদ্ম জগতের সকলে বন্দনা করিয়া থাকে, তোমাকে প্রণাম; হে জগত্তারিণি, তোমাকে প্রণাম, হে দুর্গে, রক্ষা কর। ১ তোমার তত্ত্ব জগতের সকলেই চিন্তা করে, তোমাকে প্রণাম; হে মহাযোগিনি হে জ্ঞানরূপে, তোমাকে প্রণাম। হে সদানন্দময়ি, হে জগত্তারিণি, তোমাকে প্রণাম, হে দুর্গে, রক্ষা কর। ২ হে দেবি, তুমি অনাথ, দীন, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, ভীত ও বন্ধনগ্রস্ত জীবের একমাত্র

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য, ক্ষুধার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারকর্ত্রী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৩
অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে, অনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারহেতু-র্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৪
অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে, বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারনৌকা, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৫
নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলা-সমুৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্নসন্দোহহর্ত্রী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৬
ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদি, ন্যমেয়াজিতা ক্রোধনাক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৭
নমস্তে নমস্তে শিবে ভীমনাদে, সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৮

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনি দনুজ-নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্।
নৃপতিগৃহ-গতানাং দস্যুভির্ব্বা বৃতানাং
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥ ৯

গতি ও নিস্তারকর্ত্রী; হে জগত্তারিণি তোমাকে প্রণাম; হে দুর্গে, রক্ষা কর। ৩ হে দেবি বনে, ঘোর রণে, শত্রুমধ্যে, অনলে সাগরে দুর্গম স্থানে ও রাজদ্বারে তুমি একমাত্র গতি ও নিস্তারের কারণ, হে জগত্তারিণি, তোমাকে প্রণাম, হে দুর্গে, রক্ষা কর। ৪ হে দেবি, অতিদুস্তর ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অপার বিপৎসাগরে যাহারা মগ্ন হয়, সেই প্রাণীদিগের তুমি একমাত্র গতি ও উদ্ধার করিবার নৌকা-স্বরূপ; হে জগত্তারিণি তোমাকে প্রণাম; হে দুর্গে, রক্ষা কর। ৫ হে চণ্ডিকে, তুমি প্রতাপান্বিত ভুজদণ্ড দ্বারা অবলীলাক্রমে ইন্দ্রের অশেষ ভয় বিনাশ করিয়াছ, তোমাকে প্রণাম। তুমি বিঘ্ন সমূহ নাশকারিণী ও একমাত্র গতি, হে জগত্তারিণি, তোমাকে প্রণাম, হে দুর্গে রক্ষা কর। ৬ তুমি অদ্বিতীয়া, বিষ্ণুর আরাধিতা, সত্যবাদিনী, অপরিচ্ছিন্না, অপরাজিতা, (দুষ্ট জনের উপর) রুষ্টা ও শিষ্টজনের উপর তুষ্টা। তুমি ইড়া পিঙ্গলা ও

ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্ত-মাপদুদ্ধার-হেতুকম্। ত্রিসন্ধ্যা-মেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ। মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে ১০॥
স্তবরাজমিমং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া। সমস্তং শ্লোকমেকং বা পঠেদ্ যস্তু সমাহিতঃ। স সর্ব্বদুষ্কৃতং ত্যক্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ১১॥

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে আপদুদ্ধারকল্পে শ্রীদুর্গাস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

ভবান্যষ্টক স্তোত্র।

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা, ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ১

ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরুঃ, প্রপাতঃ * প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
কুমার্গঃ কুরজ্জুপ্রবদ্ধঃ সদাহং, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ২

* প্রকৃষ্টঃ পাতো যস্য সঃ।

ভীমনাদে, হে সরস্বতি, হে অরুন্ধতি, হে সত্যস্বরূপে, তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম, তুমি লক্ষ্মী, শচী, কালরাত্রি ও সতী; হে জগত্তারিণি তোমাকে প্রণাম; হে দুর্গে, রক্ষা কর। ৮ তুমি দেবতাদিগের, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরদিগের, মুনি, দৈত্য ও মনুষ্যদিগের এবং ব্যাধিগ্রস্তদিগের রক্ষাকর্ত্রী। যাহারা বিচারার্থ রাজদ্বারে নীত অথবা যাহারা দস্যু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, তাহাদিগেরও তুমি একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী, হে দুর্গে দেবি, প্রসন্না হও। ৯ আপদুদ্ধারের কারণ এই স্তব আমি বলিলাম ইহা ত্রিসন্ধ্যা বা একসন্ধ্যা পাঠ করিলেও, স্বর্গ মর্ত্ত ও পাতালে যে কোনও সঙ্কট হইতে মুক্ত হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১০ হে দেবি, আমি সংক্ষেপে এই যে স্তবরাজ কহিলাম, ইহা সমস্ত, অথবা ইহার একটিমাত্র শ্লোক যে ব্যক্তি পাঠ করে, সে সকল পাপ পরিত্যাগ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ১১

আমার পিতা মাতা নাই, বন্ধু নাই, দাতা নাই, পুত্র নাই, কন্যা নাই, ভৃত্য নাই, প্রভু নাই, স্ত্রী নাই, বিদ্যা নাই, জীবিকা নাই (অর্থাৎ এ সমস্ত আমি চাহি না); হে ভবানি! তুমিই গতি (আশ্রয়), তুমিই গতি, একমাত্র তুমিই আমার গতি। ১

আমি অত্যন্ত কামী, অত্যন্ত লোভী ও অত্যন্ত মত্ত হইয়া মহাদুঃখপূর্ণ অপার সংসার-সাগরে পতিত হইয়াছি; এবং সর্ব্বদা কুপথগামী ও মমতারূপ কুৎসিত রজ্জুতে বদ্ধ আছি; হে ভবানি! তুমিই গতি, তুমিই গতি, একমাত্র তুমিই আমার গতি। ২

ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং, ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্র-মন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৩
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং, ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাত, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৪
কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ, কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য-প্রবন্ধঃ সদাহং, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৫
প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং, দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৬
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে, জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৭

আমি দান জানি না, ধ্যান জানি না, শাস্ত্র জানি না, স্তোত্র জানি না, মন্ত্র জানি না, পূজা জানি না, ন্যাস জানি না; হে ভবানি! তুমিই গতি, তুমিই গতি, একমাত্র তুমিই আমার গতি। ৩

মা! আমি কখনও পুণ্য জানি না, তীর্থ জানি না, মুক্তি জানি না, সমাধি জানি না, ভক্তি জানি না, ব্রত জানি না, হে ভবানি! তুমিই গতি, তুমিই গতি, একমাত্র তুমিই আমার গতি। ৪

আমি সর্ব্বদা কুকর্ম্মান্বিত, কুসঙ্গী ও কুবুদ্ধি, কুপ্রবৃত্তির দাস, কুলাচারহীন, কদাচারে লীন (রত), কুদৃষ্টি ও কুবচন, হে ভবানি! তুমি গতি, তুমি গতি, একমাত্র তুমিই আমার গতি। ৫

আমি কখনও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, সূর্য্য ও চন্দ্রকে এবং অন্য কাহাকেও জানি না, হে সর্ব্বদা আশ্রয়দায়িনি ভবানি! তুমি গতি, তুমি গতি, একমাত্র তুমিই আমার গতি। ৬

হে শরণ্যে (আশ্রয়দায়িনি)! বিবাদে, বিষাদে, প্রমাদে (অনবধানতায়), প্রবাসে জলে, অনলে, পর্ব্বতে, শত্রুমধ্যে ও অরণ্যে সর্ব্বদা তুমি আমাকে রক্ষা কর, হে ভবানি! তুমি গতি, তুমি গতি, একমাত্র তুমিই আমার গতি। ৭

অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো, মহাক্ষীণদীনঃ সদাজাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তিং প্রবিষ্টঃ প্রবুদ্ধঃ সদাহং, গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৮
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং শ্রীভবান্যষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্।

আদ্যাস্তোত্র।

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি আদ্যাস্তোত্রং মহাফলম্। যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স এব বিষ্ণুবল্লভঃ। মৃত্যুব্যাধিভয়ং তস্য নাস্তি কিঞ্চিৎ কলৌ যুগে ১॥ অপুত্রো লভতে পুত্রং ত্রিপক্ষং শ্রবণং যদি। দ্বৌ মাসৌ বন্ধনান্মুক্তো বিপ্রবক্ত্রাচ্ছ্রুতং যদি। মৃতবৎসা জীববৎসা ষণ্মাসাৎ শ্রবণং যদি ২॥ নৌকায়াং সঙ্কটে যুদ্ধে পঠনাজ্জয়-মাপ্নুয়াৎ। লিখিত্বা স্থাপনাদ্ গেহে নাগ্নিচৌরভয়ং ক্বচিৎ। রাজস্থানে জয়ী নিত্যং প্রসন্নাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ৩॥ (ওঁ হ্রীঁ) ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্ব্বমঙ্গলা। ইন্দ্রাণী অমরাবত্যা-মম্বিকা বরুণালয়ে। যমালয়ে কালরূপা কুবেরভবনে

আমি অনাথ, দরিদ্র, জরা ও রোগগ্রস্ত, অতি দীনহীন ও সর্ব্বদা মুখে জড়তাযুক্ত; আমি সর্ব্বদা বিপদে পড়িলেই চৈতন্য পাই (বিপদ্ কাটিয়া গেলে আমার সে চৈতন্য আর থাকে না); হে ভবানি! তুমি গতি, তুমি গতি, একমাত্র তুমিই আমার গতি। ৮

ব্রহ্মা বলিলেন—হে বৎস (নারদ), মহাফলপ্রদ আদ্যাস্তোত্র বলিব, শুন। যে সর্ব্বদা ভক্তি সহকারে পাঠ করিবে, সেই বিষ্ণুর প্রিয় হইবে। কলিযুগে তাহার মৃত্যু ও ব্যাধির ভয় কিছুমাত্র থাকিবে না। ১

যদি তিন পক্ষ (১॥ মাস) শ্রবণ করে, তাহা হইলে অপুত্র পুত্র পায়, ব্রাহ্মণের মুখ হইতে যদি দুই মাস শুনে, তাহা হইলে কারাবন্ধন হইতে মুক্ত হয় (অর্থাৎ কারাবন্ধন ঘটে না) যদি ছয় মাস শুনে, তাহা হইলে মৃতবৎসার সন্তান জীবিত থাকে। ২

নৌকায়, সঙ্কটে ও যুদ্ধে পাঠ করিলে জয়লাভ করে। লিখিয়া গৃহে রাখিলে কখনও অগ্নি ও চোরের ভয় হয় না; এবং রাজদ্বারে জয়ী হয়, ও সমস্ত দেবতা সর্ব্বদা তাহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন। ৩

শুভা ৪ ॥ মহানন্দাগ্নিকোণে চ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী। নৈর্ঋত্যাং রক্তদন্তা চ ঐশান্যাং শূলধারিণী ৫ ॥ পাতালে বৈষ্ণবীরূপা সিংহলে দেব-মোহিনী। সুরসা চ মণিদ্বীপে লঙ্কায়াং ভদ্র-কালিকা ৬ ॥ রামেশ্বরী সেতুবন্ধে বিমলা পুরুষোত্তমে। বিরজা ওড়দেশে চ কামাখ্যা নীল-পর্ব্বতে ৭ ॥ কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী। বারাণস্যা মন্নপূর্ণা গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী ৮ ॥ কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা। দ্বারকায়াং মহামায়া মথুরায়াং মহেশ্বরী ৯ ॥ ক্ষুধা ত্বং সর্ব্বভূতানাং বেলা ত্বং সাগরস্য চ। নবমী কৃষ্ণপক্ষস্য শুক্লস্যৈকাদশী পরা ১০ ॥ দক্ষস্য দুহিতা দেবী দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী। রামস্য জানকী ত্বন্তু রাবণধ্বংস কারিণী ১১ ॥ চণ্ডমুণ্ডবধে দেবি রক্তবীজবিনাশিনী। নিশুম্ভ-শুম্ভমথনী মধুকৈটভঘাতিনী। বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা ১২ ॥ ইম

সেই আদ্যাদেবী ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণী, বৈকুণ্ঠে সর্ব্বমঙ্গলা, অমরাবতীতে (ইন্দ্রপুরীতে) ইন্দ্রাণী, বরুণালয়ে অম্বিকা, যমালয়ে কালরূপা (মৃত্যু), কুবেরালয়ে শুভা। ৪

অগ্নিকোণে মহানন্দা, বায়ুকোণে মৃগবাহিনী, নৈঋতকোণে রক্তদন্তা, ঈশানকোণে শূলধারিণী। ৫

পাতালে বৈষ্ণবী, সিংহলে দেবমোহিনী, মণিদ্বীপে সুরসা, লঙ্কায় ভদ্রকালী। ৬

সেতুবন্ধে রামেশ্বরী, শ্রীক্ষেত্রে বিমলা, উৎকলে বিরজা, নীলপর্ব্বতে (কামরূপে) কামাখ্যা। ৭

বঙ্গদেশে কালিকা, অযোধ্যায় মহেশ্বরী, কাশীতে অন্নপূর্ণা, গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী। ৮

কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী, ব্রজে শ্রেষ্ঠা কাত্যায়নী, দ্বারকায় মহামায়া, মথুরায় মহেশ্বরী। ৯

(হে আদ্যাদেবি) তুমি সর্ব্বপ্রাণীর ক্ষুধা, সমুদ্রের বেলা (তীরভূমি), কৃষ্ণপক্ষের নবমী ও শুক্লপক্ষের একাদশী। ১০

তুমি দক্ষের কন্যা (সতী) হইয়া দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিয়াছ, তুমি রামের পত্নী জানকী হইয়া রাবণকে ধ্বংস করিয়া জগৎকে রক্ষা করিয়াছ। ১১

হে চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি দেবি। তুমি রক্তবীজকে বিনাশ করিয়াছ, অগ্রে নিশুম্ভকে পশ্চাৎ শুম্ভকে বধ করিয়াছ, মধু ও কৈটভকেও বিনাশ করিয়াছ; তুমি বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনী দুর্গা, তুমি সর্ব্বদা সুখদায়িনী ও মোক্ষদায়িনী। ১২

মাত্ম্যাস্তবং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ। সর্ব্বজ্বরভয়ং ন স্যাৎ সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনম্। কোটি-তীর্থফলং তস্য * লভতে নাত্র সংশয়ঃ ১৩॥ জয়া মামগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ। নারায়ণী শীর্ষদেশে সর্ব্বাঙ্গে সিংহবাহিনী ১৪॥ শিবদূতী উগ্রচণ্ডা প্রত্যঙ্গে পরমেশ্বরী। বিশালাক্ষী মহামায়া কৌমারী শঙ্খিনী শিবা। চক্রিণী জয়দাত্রী চ রণমত্তা রণপ্রিয়া। দুর্গা জয়ন্তী কালী চ ভদ্রকালী মহোদরী। নারসিংহী চ বারাহী সিদ্ধিদাত্রী সুখপ্রদা। ভয়ঙ্করী মহারৌদ্রী মহাভয়বিনাশিনী॥ ১৫

ইতি ব্রহ্মযামলে ব্রহ্মনারদসংবাদে মাত্ম্যাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

সঙ্কটাস্তব।

নারদ উবাচ। জৈগীষব্য মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ সুখদায়ক। আখ্যাতানি সুপুণ্যানি শ্রুতানি ত্বৎপ্রসাদতঃ ১॥ ন তৃপ্তি-মধিগচ্ছামি তব বাগমৃতেন চ। বদস্বৈকং মহাপ্রাজ্ঞ সঙ্কটাখ্যান-মুত্তমং ২॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা জৈগীষব্যোঽব্রবীদ্ বচঃ॥ সঙ্কটনাশনং স্তোত্রং শৃণু দেবর্ষিসত্তম ৩॥

---

* তস্যেত্যস্য পূর্ব্বপাঠস্তস্য অন্বয়ঃ।

যে মনুষ্য এই পবিত্র মাত্ম্যাস্তব সর্ব্বদা পাঠ করে, তাহার সর্ব্ববিধ জ্বরের ভয় হয় না, এবং সর্ব্বব্যাধির বিনাশ হয়। সে কোটি তীর্থ গমনের ফল পায়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৩

জয়া আমাকে অগ্রভাগে রক্ষা করুন, বিজয়া পৃষ্ঠদেশে রক্ষা করুন, নারায়ণী মস্তকে রক্ষা করুন, সিংহবাহিনী সর্ব্বাঙ্গে রক্ষা করুন। ১৪

শিবদূতী, উগ্রচণ্ডা, পরমেশ্বরী বিশালাক্ষী মহামায়া, কৌমারী, শঙ্খিনী (শঙ্খধারিণী), শিবা, চক্রিণী, জয়দাত্রী, রণমত্তা, রণপ্রিয়া, দুর্গা, জয়ন্তী, কালী, ভদ্রকালী, মহোদরী, নারসিংহী, বারাহী, সিদ্ধিদাত্রী, সুখপ্রদা, ভয়ঙ্করী, মহারৌদ্রী ও মহাভয়বিনাশিনী প্রত্যঙ্গে (অঙ্গের এক এক অংশে) রক্ষা করুন। ১৫

নারদ কহিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ সুখপ্রদ জৈগীষব্য, আপনার কৃপায় অনেক পুণ্যকথা সকল শ্রবণ করিলাম। ১ কিন্তু আপনার বাক্যামৃতপানে আমার তৃপ্তি হইতেছে না। হে বিজ্ঞবর, একটি উত্তম সঙ্কট-নাশক স্তব বলুন। ২ তাঁহার এই কথা শুনিয়া জৈগীষব্য বলিলেন,—হে দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ, সঙ্কটনাশক স্তব শ্রবণ কর। ৩ পূর্ব্বে [illegible]

দ্বাপরে তু পুরা বৃত্তে ভ্রষ্টরাজ্যো যুধিষ্ঠিরঃ। ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽরণ্যং নির্বিণ্ণঃ পরমং যযৌ ৪॥ তদানীন্তু ততঃ কাশী পুরীয়াতো মহামুনিঃ। মার্কণ্ডেয় ইতি খ্যাতঃ সহশিষ্যো মহাতপাঃ ৫॥ তং দৃষ্ট্বা স সমুত্থায় প্রণিপত্য সুপূজিতঃ। কিমর্থং ম্লানবদন এতৎ ত্বং মাং নিবেদয় ৬॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। সঙ্কটং মে মহৎ প্রাপ্ত-মেতাদৃগ বদনং ততঃ। এতন্নিবারণোপায়ং কিঞ্চিদ্ ব্রূহি মহামতে ৭॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। আনন্দকাননে দেবী সঙ্কটা নাম বিশ্রুতা। বীরেশ্বরোত্তরে ভাগে চন্দ্রেশস্য চ পার্শ্বতঃ। শৃণু নামাষ্টকং তস্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ৮॥ সঙ্কটা প্রথমং নাম দ্বিতীয়ং বিজয়া তথা। তৃতীয়ং কামদা প্রোক্তা চতুর্থং দুঃখহারিণী। সর্ব্বাণী পঞ্চমং নাম ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা। সপ্তমং ভীমনয়না সর্ব্বরোগহরাষ্টমম ৯॥ নামাষ্টকমিদং পুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ বাপি নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ১০॥ ইত্যুক্তঃ পূজয়ামাস বীরেশ্বরসমন্বিতাম্। ভুজৈশ্চ দশভির্যুক্তাং লোচন-ত্রিতয়ান্বিতাম। মালাকমণ্ডলুযুতাং বরপদ্মগদাধরাম্। ত্রিশূল চাপ-

উপস্থিত হইলে, যুধিষ্ঠির রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ও অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন। ৪ সেই সময়ে মহাতপস্বী মহামুনি মার্কণ্ডেয় শিষ্যগণের সহিত কাশী হইতে সেখানে উপস্থিত হন। ৫ (রাজা) উঠিয়া প্রণামপূর্ব্বক পূজা করিলে পর, তিনি তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, কিজন্য আপনি মলিনবদন হইয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন। ৬

যুধিষ্ঠির কহিলেন।—আমার মহৎ সঙ্কট উপস্থিত, সেই হেতু এরূপ মুখ হইয়াছে। হে মহামতে, যদি ইহা নিবারণের কিছু উপায় থাকে, বলুন। ৭ মার্কণ্ডেয় বলিলেন—কাশীধামে বীরেশ্বরের উত্তরে এবং চন্দ্রেশ্বরের পার্শ্বে সঙ্কটা নামে বিখ্যাতা এক দেবী আছেন। তাঁহার আটটি নাম শ্রবণ কর, সেগুলি মনুষ্যগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। ৮ প্রথম নাম সঙ্কটা, দ্বিতীয় নাম বিজয়া, তৃতীয় নাম কামদা বলিয়া উক্ত, চতুর্থ নাম দুঃখহারিণী, পঞ্চম নাম সর্ব্বাণী, ষষ্ঠ নাম কাত্যায়নী, সপ্তম নাম ভীমনয়না, এবং অষ্টম নাম সর্ব্ব-রোগহরা। ৯ যে মনুষ্য শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই পবিত্র নামাষ্টক ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ করে বা পাঠ করায়, সে সঙ্কট হইতে মুক্ত হয়। ১০ এই কথা বলায় যুধিষ্ঠির বীরেশ্বরের

ডমরু-খড়্গ-চর্ম্ম-বিভূষিতাম্ ১১॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদো হর্ষিতো ২ভবৎ। ততশ্চাতত্ হৃস্তাং তাং প্রণম্য বিধিনন্দনঃ। বরত্রয়ং গৃহীত্বা তু ততো বিষ্ণুপুরং যযৌ ১২॥ এতৎস্তোত্রস্য পঠনং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনম। সঙ্কটনাশনঞ্চৈব ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্। গোপনীয়ং প্রযত্নেন মহাবন্ধ্যা-প্রসূতিকৃৎ ১৩॥

ইতি শ্রীসঙ্কটানামাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তম্।

অন্নপূর্ণাস্তোত্র।

নমঃ কল্যাণদে দেবি নমঃ শঙ্করবল্লভে। নমো ভক্তপ্রিয়ে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ১॥ নমো মায়াগৃহীতাঙ্গি নমঃ শঙ্করবল্লভে। মাহেশ্বরি নমস্তুভ্য-মন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ২॥ মহামায়ে শিবে ধর্ম্ম-পত্নী-রূপে হরপ্রিয়ে। বাঞ্ছাদাত্রি সুরেশানি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ৩॥ উদ্যদ্ভানু-সহস্রাভে নয়নত্রয়-ভূষিতে। চন্দ্রচূড়ে মহাদেবি অন্নপূর্ণে নমো-ঽস্তু তে ৪॥ বিচিত্র-বসনে দেবি অন্নদানরতেঽনঘে। শিবনৃত্য-কৃতা-

সহিত দশভুজা, ত্রিনয়না, অক্ষমালা ও কমণ্ডলুযুক্তা, বর পদ্ম ও গদাধারিণী, ত্রিশূল, ধনু, ডমরু, খড়্গ ও চর্ম্ম (ঢাল) দ্বারা ভূষিতা সেই দেবীকে পূজা করিলেন। জৈগীষব্যের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মার পুত্র নারদ আনন্দিত হইলেন এবং তার পর প্রসারিতভুজা সেই দেবীকে প্রণাম করিয়া তিনটি বর পাইয়া সেখান হইতে বিষ্ণুপুরে গমন করি-লেন। ১২ এই স্তব পাঠ করিলে পুত্র পৌত্রাদির বৃদ্ধি ও সঙ্কটনাশ হয়। ইহা ত্রিভুবনে বিখ্যাত, যত্নপূর্ব্বক গোপনীয়, এবং মহাবন্ধ্যার প্রসবকারক ১৩

হে কল্যাণদায়িনি দেবি, তোমাকে প্রণাম, হে শঙ্করপ্রিয়ে, তোমাকে প্রণাম, হে ভক্তবৎসলে দেবি, তোমাকে প্রণাম; হে অন্নপূর্ণে, তোমাকে প্রণাম। ১ তুমি আপন মায়ায় দেহ ধারণ করিয়াছ, তোমাকে প্রণাম; হে শঙ্করপ্রিয়ে, তোমাকে প্রণাম। হে মহেশ্বর-শক্তে, তোমাকে প্রণাম; হে অন্নপূর্ণে, তোমাকে প্রণাম। ২ হে মহামায়ে, হে শিবে, হে (শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তি তুষ্টি পুষ্টি ক্রিয়া উন্নতি বুদ্ধি মেধা তিতিক্ষা হ্রী ও মূর্ত্তি-নামক) ধর্ম্মপত্নীস্বরূপে, হে হরপ্রিয়ে, হে অভীষ্টদায়িনি, হে সুরেশ্বরি, হে অন্নপূর্ণে, তোমাকে প্রণাম। ৩ হে উদয়কালীন-সহস্রসূর্য্যবৎ-প্রভাশালিনি, হে ত্রিনয়নে, হে

মোদে অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ৫ ॥ সাধকাভীষ্টদে দেবি ভবদুঃখ-বিনাশিনি। কুচভারানতে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ৬ ॥ ষট্কোণ পদ্মমধ্যস্থে ষড়ঙ্গ-যুবতীময়ে। ব্রহ্মাণ্যাদি-স্বরূপে চ অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে * ৭ ॥ দেবি চন্দ্রকৃতাপীড়ে সর্ব্ব সাম্রাজ্যদায়িনি। সর্ব্বানন্দকরে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ৮ ॥ ইন্দ্রাদ্যর্চ্চিত পাদাব্জে রুদ্রাদিরূপধারিণি। সর্ব্বসম্পৎ-প্রদে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ৯ ॥ পূজাকালে পঠেদ্ যস্তু স্তোত্রমেতৎ সমাহিতঃ। তস্য গেহে স্থিরা লক্ষ্মী-র্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ১০ ॥ প্রাতঃ-কালে পঠেদ্‌যস্তু মন্ত্রজাপ-পুরঃসরম্। তস্য চান্নসমৃদ্ধিঃ স্যাদ্ বর্দ্ধতে চ দিনে দিনে ১১ ॥ যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন। প্রকাশাৎ কার্য্যহানিঃ স্যাৎ তস্মাদ্‌যত্নেন গোপয়েৎ ১২ ॥

ইতি অন্নপূর্ণাস্তোত্রং সমাপ্তম্

* ষড়ঙ্গযুবত্যঃ—হ্রাং হৃদয়ায় নম ইত্যাদি-ষড়ঙ্গমন্ত্রাণাম্ অধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ। ব্রহ্মাণ্যাদয়ঃ—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা, মহালক্ষ্মীঃ ইত্যেতা আবরণদেবতাঃ।

চন্দ্রচূড়ে, হে মহাদেবি, তোমাকে প্রণাম। ৪ হে বিচিত্রবসনপরিধানে, অন্নদান-নিরতে, হে নিষ্কলঙ্কে, হে অন্নপূর্ণে দেবি, তুমি শিবের নৃত্যদর্শনে আমোদ করিয়া থাক, তোমাকে প্রণাম। ৫ হে সাধকের অভীষ্টদায়িনি, হে ভবদুঃখনাশিনি, হে অন্নপূর্ণে দেবি, স্তনভারে তোমার দেহ অবনত হইয়া পড়িয়াছে, তোমাকে প্রণাম। ৬ তুমি ষট্‌কোণ পদ্মের মধ্যস্থলে অবস্থান কর, (আবরণ পূজায়) ষট্‌কোণের বহিস্থ অষ্টদল পদ্মের অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণ-কেশরে, মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে অবস্থিত অঙ্গন্যাস-মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী যে ছয় জন দেবী এবং পূর্ব্বাদি অষ্টদলে অবস্থিত ব্রহ্মাণী প্রভৃতি যে আটজন দেবী, তাঁহারা তোমারই মূর্ত্তিবিশেষ, হে অন্নপূর্ণে, তোমাকে প্রণাম। ৭ হে দেবি, তুমি চন্দ্রকে শিরোভূষণ করিয়াছ; হে সর্ব্বসাম্রাজ্যদায়িনি, সর্ব্বানন্দবিধায়িনি, অন্নপূর্ণে দেবি, তোমাকে প্রণাম। ৮ ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার পাদপদ্ম পূজা করেন, তুমি রুদ্রাদি দেবগণের রূপ ধারণ কর। হে সর্ব্বসম্পৎ-প্রদায়িনি অন্নপূর্ণে দেবি, তোমাকে প্রণাম। যে ব্যক্তি পূজাকালে একাগ্রচিত্ত হইয়া এই স্তব পাঠ করে লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে অচলা হইয়া থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১০ যে প্রাতঃকালে মন্ত্রজপ করিয়া পাঠ করে, তাহার অন্নসমৃদ্ধি হয়, এবং দিন দিন সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১১ এই স্তব যাহাকে তাহাকে দিবে না,

লক্ষ্মীস্তোত্র।

ত্রৈলোক্যপূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে। যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা ১॥ ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মী-শ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া। পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদ্-দী চ শ্রীঃ পদ্মধারিণী ২॥ দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সম্পূজ্য যঃ পঠেৎ। স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেত্তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ ৩॥

ইতি পদ্মপুরাণে লক্ষ্মীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

সরস্বতী-স্তোত্র।

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা। শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা॥ শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা। শ্বেত বীণাধরা শুভ্রা শ্বেতাভরণভূষিতা॥ বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈ-রর্চ্চিতা দেবদানবৈঃ। পূজিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈ-ঋষিভিঃ স্তূয়তে সদা॥ স্তোত্রেণা-নেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীম্। যে স্মরন্তি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্ব্বাং বিদ্যাং লভন্তি তে * ১॥

ইতি পদ্মপুরাণে শ্রীসরস্বতী-স্তোত্রং সমাপ্তম।

---

* ত্রিবিধা সন্ধ্যা তস্যামিতি। লভন্তীত্যত্র পরস্মৈপদমার্ষম (লভন্তে)।

এবং কখনই প্রকাশ করিবে না। প্রকাশ করিলে কার্য্যহানি হয়, অতএব যত্নপূর্ব্বক গোপনে রাখিবে।

হে ত্রিভুবনপূজিতে বিষ্ণুপ্রিয়ে লক্ষ্মি দেবি, তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যেমন সুস্থিরা, আমার নিকটেও সেইরূপ সুস্থিরা হও। ১। ঈশ্বরী, কমলা, লক্ষ্মী, চলা, ভূতি, হরিপ্রিয়া, পদ্মা, পদ্মালয়া, সম্পদ্, ঈ, শ্রী, পদ্মধারিণী। ২। লক্ষ্মীকে পূজা করিয়া এই দ্বাদশ নাম যে পাঠ করে, স্ত্রীপুত্রাদির সহিত তাহার গৃহে লক্ষ্মী স্থিরা হইয়া থাকেন। ৩

শ্বেতপদ্মাসনা, দীপ্তিশালিনী, শ্বেতপুষ্পে শোভিতা, শ্বেতবস্ত্র পরিধানা, নিত্যা, শ্বেতবর্ণ গন্ধদ্রব্যে অনুলিপ্তা। হস্তে শ্বেতবর্ণ-জপমালা-ধারিণী, শ্বেতচন্দনে চর্চ্চিতা, শ্বেতবীণা ধারিণী, শ্বেতবর্ণা, শ্বেত আভরণে ভূষিতা। সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণের বন্দিতা, দেবদানবগণের পূজিতা, সমস্ত মুনিগণের পূজিতা, এবং ঋষিগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে স্তব করিয়া থাকেন।

শীতলাস্তব।

স্কন্দ উবাচ। ভগবন্ দেবদেবেশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্। বক্তুমর্হস্যশেষেণ বিস্ফোটক-ভয়াপহম্ ১॥ ঈশ্বর উবাচ। বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং বিস্ফোটক-ভয়াপহাম্। যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ ২॥ শীতলে শীতলে চেতি যো ব্রূয়াদ্দাহপীড়িতঃ বিস্ফোটকভবো দাহঃ ক্ষিপ্রং তস্য বিনশ্যতি ৩॥ শীতলে জ্বরদগ্ধস্য পূতিগন্ধ-গতস্য চ। প্রনষ্টচক্ষুষঃ পুংস ত্বামাহুর্জীবনৌষধম্ ৪॥ শীতলে তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি দুস্তরান্। বিস্ফোটক-বিশীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী ৫॥ গলগণ্ডগ্রহা রোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাম্। ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি সংক্ষয়ম্ ৬॥ ন মন্ত্রো নৌষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগস্য বিদ্যতে। ত্বমেকা শীতলে ত্রাত্রী নান্যাং পশ্যামি দেবতাম্ ৭॥ মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাম্। যস্ত্বাং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ ৮॥

যাহারা এই স্তবে সেই জগদ্ধাত্রী সরস্বতী দেবীকে ত্রিসন্ধ্যায় স্মরণ করে তাহারা সকল বিদ্যা লাভ করে। ১

কার্ত্তিকেয় বলিলেন।—হে দেবাদিদেব ভগবন্, বিস্ফোটকভয়-নাশক মঙ্গলকর শীতলার স্তব সবিস্তর বলুন। ১ মহাদেব বলিলেন।—যাহার প্রভাবে মহৎ বিস্ফোটকভয় নিবৃত্ত হয়, সেই বিস্ফোটকভয়নাশিনী শীতলা দেবীকে আমি প্রণাম করি। ২ যে ব্যক্তি যাতনাগ্রস্ত হইয়া শীতলে শীতলে এই কথা বলে তাহার বিস্ফোটকজন্য যন্ত্রণা শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ৩ হে শীতলে, যে জ্বরে দগ্ধ হয়, যাহার সর্ব্বাঙ্গে পূতি (পচা) গন্ধ বহির্গত হয় যাহার চক্ষু নষ্ট হয়, সেই পুরুষের জীবনরক্ষার উপায় বলিয়া তোমাকে সকলে কহিয়া থাকে। ৪ হে শীতলে, তুমি মনুষ্যগণের দেহোদ্ভব সমুদয় অসাধ্য রোগ হরণ করিয়া থাক, এবং যাহারা বিস্ফোটকে পীড়িত, তাহাদের উপর একমাত্র তুমিই অমৃতবর্ষণ কর। ৫ মনুষ্যগণের গলগণ্ড রোগ এবং অপর যে সকল ভয়ঙ্কর রোগ হয়, হে শীতলে, তোমার স্মরণমাত্রেই সে সমুদয় নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬ ঐ পাপজনিত রোগের কোনও মন্ত্র নাই, কোনও ঔষধ নাই, হে শীতলে, তুমিই একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী; অন্য দেবতাকে আর দেখি না। ৭ হে দেবি, যে ব্যক্তি ভক্তিশ্রদ্ধান্বিত হইয়া তোমাকে

যস্তামুদকমধ্যে তু ধ্যাত্বা সম্পূজয়েন্নরঃ। বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে ৯॥ অষ্টকং শীতলাদেব্যা ন দেয়ং যস্য কস্য চিৎ। দাতব্যং হি সদা তস্মৈ ভক্তিশ্রদ্ধান্বিতো হি যঃ ১০॥

ইতি স্কন্দপুরাণে শ্রীশীতলাষ্টোত্রং সমাপ্তম্।

বটুকস্তব।

[বটুকস্তব পাঠের নিয়ম। প্রথমে ঋষ্যাদিন্যাস—অস্য বিনিয়োগঃ (২৪।২৫ অনুবাদ) বলিয়া, (মস্তকে) বৃহদারণ্যকঋষয়ে নমঃ, * (মুখে) অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ, (হৃদয়ে) বটুকভৈরবদেবতায়ৈ নমঃ, মম সর্ব্ব-কার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থে পাঠে বিনিয়োগঃ। তৎপরে দেহাঙ্গন্যাস (২০—২২) যথা—(মস্তকে) ভৈরবায় নমঃ, (ললাটে) ভীমদর্শনায় নমঃ, (নেত্রদ্বয়ে) ভূতাশ্রয়ায় নমঃ, (মুখে) তীক্ষ্ণদর্শনায় নমঃ, (কর্ণদ্বয়ে) ক্ষেত্রজ্ঞায় নমঃ, (হৃদয়ে) ক্ষেত্রপালায় নমঃ, (নাভিতে) ক্ষেত্রাখ্যায় নমঃ, (কটিতে) সর্ব্বা-ঘনাশনায় নমঃ, (উরুদ্বয়ে) ত্রিনেত্রায় নমঃ, (জঙ্ঘাদ্বয়ে) রক্তপাণিকায় নমঃ, (পদদ্বয়ে) দেবদেবেশায় নমঃ, (সর্ব্বাঙ্গে) বটুকায় নমঃ। তার পর ধ্যানমন্ত্র পড়িবে (৫৩—৫৭) যথা—শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং....সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥

---

* তত্ত্বমুদ্রা (২৮পৃঃ) দ্বারা আপন মস্তকাদি অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ঐ ঐ মন্ত্র বলিবে। প্রত্যেক মন্ত্রের আদিতে দ্বিজাতিরা প্রণব এবং শূদ্রেরা নমঃ বলিবেন। নেত্রদ্বয়-স্থলে বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতল রাখিয়া দক্ষিণ করের তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষিণ নেত্র এবং মধ্যমা দ্বারা বাম নেত্র স্পর্শ করিবে। এবং সর্ব্বাঙ্গস্থলে (বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া) দুই হাতে আপনাকে জড়াইয়া ধরিবে।

মৃণালসূত্রের ন্যায় সূক্ষ্মরূপে নাভি ও হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত চিন্তা করে, তাহার পক্ষে সেই চিন্তাই উপসর্গবিনাশের পরম স্বস্ত্যয়ন। ৮ যে মনুষ্য তোমাকে জলের মধ্যে ধ্যান করিয়া পূজা করে, তাহার গৃহে ভয়ঙ্কর বিস্ফোটকভয় জন্মে না। ৯ শীতলাদেবীর এই অষ্টশ্লোকময় স্তোত্র যাহাকে তাহাকে দেওয়া উচিত নয়; যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ভক্তিশ্রদ্ধান্বিত, কেবল তাহাকেই দিবে। ১০

ইহার পর স্তব পাঠ করিয়া, শেষে প্রণাম করিবে।(৫৮) যথা—করকলিত-…সাধকানাম্॥

বটুকভৈরবের সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে ত্রিবিধ মূর্ত্তি আছে। উক্ত পাঁচটি শ্লোকে সেই ত্রিবিধ মূর্ত্তিই বর্ণিত হইয়াছে। নিবন্ধ-গ্রন্থে পৃথক্ পৃথক্ ধ্যান আছে। যথা—

(সাত্ত্বিক ধ্যান) বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাসিবক্ত্রং, দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কিণীনূপুরাদ্যৈঃ। দীপ্তাকারং বিশদবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং, হস্তাব্জাভ্যাং বটুকমনিশং শূলদণ্ডৌ দধানম্॥

(রাজস ধ্যান) উদ্যদ্ভাস্করসন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগস্রজং, স্মেরাস্যং বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং করৈঃ। নীলগ্রীবমুদারভূষণশতং শীতাংশুচূড়োজ্জ্বলং, বন্ধূকারুণবাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে॥

(তামস ধ্যান) ধ্যায়েন্নীলাদ্রিকান্তিং শশিশকলধরং মুণ্ডমালং মহেশং, দিগ্বস্ত্রং পিঙ্গলাক্ষং ডমরুমথ সৃণিং খড়্গশূলাভয়ানি। নাগং ঘণ্টাং কপালং করসরসিরুহৈর্বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রং, সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎকিঙ্কিণীনূপুরাঢ্যম্॥

৫২ শ্লোকে বিশেষ বিধি থাকায় স্তবোক্ত ধ্যানই কর্ত্তব্য]

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুম্। শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পার্ব্বতী পরমেশ্বরম্॥১॥ শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ। ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রাগমাদিষু। আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্॥২॥ সর্ব্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময়া। বিশেষতস্তু রাজ্ঞাং বৈ শান্তিপুষ্টি-প্রসাধকম্॥৩॥ অঙ্গন্যাস-করন্যাস-বীজন্যাস-সমন্বিতম্। বক্তুমর্হসি দেবেশ মম হর্ষবিবর্দ্ধনম্॥৪॥

কৈলাসশিখরে উপবিষ্ট জগদ্গুরু পরমেশ্বর মহাদেবকে পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।১ পার্ব্বতী বলিয়াছিলেন।—হে ভগবন্, হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, সমস্ত শাস্ত্র ও তন্ত্রাদির মধ্যে যাহা মনুষ্যদিগের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, যাহা সকল প্রাণীর হিতার্থে আমার অভিলষিত বিশেষতঃ যাহা রাজাদিগের শান্তি ও পুষ্টিসাধনের উপায়স্বরূপ, সেই আপদুদ্ধারের মন্ত্র—

শ্রীভগবানুবাচ। শৃণু দেবি মহামন্ত্রমাপদুদ্ধারহেতুকম্। সর্ব্বদুঃখ-প্রশমনং সর্ব্বশত্রু-নিবর্হণম্ ৫ ॥ অপস্মারাদিরোগাণাং জ্বরাদীনাং বিশেষতঃ। নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে ৬॥ গ্রহ-রাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবর্দ্ধনম। স্নেহাদ্ বক্ষ্যামি তে মন্ত্রং সর্ব্বসার-মিমং প্রিয়ে ৭ ॥ সর্ব্বকামার্থদং মন্ত্রং রাজ্যভোগপ্রদং নৃণাম্। আপদু-দ্ধারণং মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি বিশেষতঃ ৮॥ প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য দেবীপ্রণব-মুদ্ধরেৎ। বটুকায়েতি বৈ পশ্চাদাপদুদ্ধারণায় চ ৯॥ কুরুদ্বয়ং ততঃ পশ্চাদ বটুকায় পুনঃ ক্ষিপেৎ। দেবীপ্রণবমুদ্ধৃত্য মন্ত্রোদ্ধারমিমং * প্রিয়ে ১০॥ মন্ত্ররাজমিমং দেবি ত্রৈলোক্যস্যাতিদুর্লভম্ † । অপ্রকাশ্য-মিমং মন্ত্রং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্ ১১॥ স্মরণাদেব মন্ত্রস্য ভূতপ্রেত-পিশাচকাঃ। বিদ্রবন্তি ভয়ার্ত্তা বৈ কালরুদ্রাদিব প্রজাঃ ১২॥ পঠেদ্

* কুর্য্যাদিতি শেষঃ।

† জানীতি ইতি শেষঃ। এবং পরত্রাপি।

অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও বীজন্যাসের সহিত—হে দেবেশ, আমার হর্ষবর্দ্ধনার্থে বল। ২। ৩। ৪ ভগবান্ বলিলেন।—হে দেবি, আপদুদ্ধারের কারণস্বরূপ মহামন্ত্র শুন। তাহাতে সকল দুঃখের শান্তি হয় সকল শত্রুর বিনাশ হয়। ৫ হে প্রিয়ে যাহার স্মরণমাত্রে অপস্মার প্রভৃতি রোগের বিশেষতঃ জ্বরাদির উপশম হয়, সেই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র শুন। ৬ হে প্রিয়ে, যাহাতে গ্রহভয় ও দুষ্টরাজগণের নাশ হয, যাহাতে সুখবৃদ্ধি হয়, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই মন্ত্র স্নেহবশতঃ তোমার নিকট বলিব। ৭ যে মন্ত্র সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, যাহা মানবগণের রাজ্যভোগপ্রদ, এবং যাহা বিশেষরূপে আপদুদ্ধারের মন্ত্র তাহা বলিব। ৮ হে প্রিয়ে, প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া, দুর্গাবীজ উচ্চারণ করিবে, তার পর 'বটুকায়' ও আপদুদ্ধারণায়' বলিবে তার পর দুইবার কুরু' বলিয়া আবার 'বটুকায়' বলিবে, পরে দুর্গাবীজ বলিবে, এইরূপে মন্ত্র উদ্ধার করিবে (অর্থাৎ ওঁ হ্রীং বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং—ইহাই বটুকের মন্ত্র)। ৯ হে দেবি, এই মন্ত্ররাজ ত্রিভুবনের অতি দুর্লভ বলিয়া জানিবে, এবং এই মন্ত্র অপ্রকাশ্য ও সর্ব্বশক্তিযুক্ত বলিয়া জানিবে। ১১ এই মন্ত্রের স্মরণেই পিশাচেরা ভীত হইয়া, মৃত্যুস্বরূপ রুদ্রের ভয়ে সর্ব্বজনের ন্যায় পলায়ন করে। ১২ যে ইহা পাঠ করে বা করায়, অথবা যে পুস্তকের

বা পাঠয়েদ্ বাপি পূজয়েদ্ বাপি পুস্তকম্। নাগ্নিচৌরভয়ং বাপি গ্রহরাজ-ভয়ং তথা। ন চ মারীভয়ং তস্য ন চ ভূতভয়ং তথা ১৩॥ ন শত্রুভ্যো ভয়ং তস্য সর্ব্বত্র সুখবান্ ভবেৎ। আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রাদি-সম্পদঃ। ভবন্তি সততং তস্য পুস্তকস্যাপি পূজনাৎ ১৪॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

য এষ ভৈরবো নাম আপদুদ্ধারকো মতঃ। ত্বয়া চ কথিতো দেব ভৈরবঃ কল্প উত্তমঃ ১৫॥ তস্য নামসহস্রাণি অযুতান্যর্ব্বুদানি চ। সারমুদ্ধৃত্য তেষাং বৈ নামাষ্টশতকং বদ ১৬॥ যস্তু সঙ্কীর্ত্তয়েদেতৎ সর্ব্বদুষ্টনিবর্হণম্। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেব চ ১৭॥

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাত্মনঃ। আপদুদ্ধারকস্যেহ নামাষ্টশতমুত্তমম্ ১৮॥ সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্। সর্ব্বকামার্থদং দেবি সাধকানাং সুখাবহম্ ১৯॥ দেহাঙ্গন্যাসকঞ্চৈব পূর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ। ভৈরবং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য ললাটে ভীমদর্শনম্ ২০॥

পূজা করে, তাহার অগ্নিভয়, চৌরভয়, গ্রহভয় ও রাজভয় থাকে না। ১৩ তাহার মারীভয় থাকে না, ভূতের ভয় থাকে না ও শত্রুর ভয় থাকে না, এবং সে সর্ব্ববিষয়ে সুখী হয়। পুস্তকের পূজার ফলেও তাহার আয়ুঃ, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্বদা পুত্রপৌত্রাদি সম্পদ্ হয়। ১৪ পার্ব্বতী বলিলেন—এই যিনি ভৈরব নামে আপদুদ্ধারক বলিয়া বিদিত আছেন এবং হে দেব, তুমিও যে ভৈরবকল্পকে (অর্থাৎ ভৈরবের উপাসনাবিধিকে) উত্তম বলিয়াছ, তাঁহার সহস্র নাম আছে, এবং অযুত নামও আছে। সেই সকল নামের সার সঙ্কলন করিয়া অষ্টোত্তর শত নাম বল। ১৫। ১৬

যে সাধক সর্ব্বদুষ্টবিনাশক অষ্টোত্তরশত নাম কীর্ত্তন করে, সে সকল অভীষ্ট লাভ করিবে এবং সর্ব্বসিদ্ধিও লাভ করিবে। ১৭ মহাদেব বলিলেন।—হে দেবি, আপদুদ্ধারকারী মহাত্মা ভৈরবের উত্তম অষ্টোত্তর-শত নাম এখন বলিব, তুমি শুন। ১৮ হে দেবি উহা সর্ব্বপাপহারি, পবিত্র, সকল বিপদের বিনাশক, সমস্ত অভীষ্ট ও অর্থের প্রদানকারি এবং সাধকদিগের সুখজনক। ১৯ প্রথমে একাগ্রচিত্ত হইয়া দেহাবয়বে ন্যাস করিবে (অর্থাৎ মস্তকে হস্ত দিয়া ওঁ ভৈরবায় নমঃ বলিয়া) ললাটে ভীমদর্শনকে ন্যাস করিবে

অক্ষোভূতাশ্রয়ং ন্যস্য বদনে তীক্ষ্ণদর্শনম্। ক্ষেত্রজ্ঞং কর্ণয়োর্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ন্যসেৎ ২১ ॥ ক্ষেত্রাখ্যং নাভিদেশে তু কট্যাং সর্ব্বাঘনাশনম। ত্রিনেত্রমূর্ব্বোর্বিন্যস্য জঙ্ঘয়ো রক্তপাণিকম। পাদয়োর্দেবদেবেশং সর্ব্বাঙ্গে বটুকং ন্যসেৎ ২২ ॥ এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা তদনন্তর-মুত্তমম্। পঠেদেকমনাঃ স্তোত্রং নামাষ্টশতসংজ্ঞকম্ ২৩॥ নামাষ্টশতকস্যাস্য ছন্দোঽনুষ্টু-বুদাহৃতম্। বৃহদারণ্যকো নাম ঋষিশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ ২৪ ॥ দেবতা কথিতা চেহ সদ্ভির্ব্বটুকভৈরবঃ। সর্ব্বকামার্থসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ২৫ ॥

(ওঁ) ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ। ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্ ২৬ ॥ শ্মশানবাসী মাংসাশী খর্পরাশী মখান্তকৃৎ। রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ ২৭ ॥ করালঃ কালশমনঃ কলাকাষ্ঠাতনুঃ কবিঃ। ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তথা পিঙ্গললোচনঃ ২৮ ॥ শূলপাণিঃ খড়্গপাণিঃ কঙ্কালী ধূম্রলোচনঃ। অভীরু-

অর্থাৎ কপালে হাত দিয়া ভীমদর্শনায় নমঃ বলিবে)। ২০ চক্ষুদ্বয়ে ভূতাশ্রয় (ভূতাশ্রয়ায় নমঃ) মুখে তীক্ষ্ণদর্শন (তীক্ষ্ণদর্শনায় নমঃ), কর্ণদ্বয়ে ক্ষেত্রজ্ঞ (ক্ষেত্রজ্ঞায় নমঃ) ন্যাস করিয়া হৃদয়ে ক্ষেত্রপাল (ক্ষেত্রপালায় নমঃ) ন্যাস করিবে ২১ নাভিদেশে ক্ষেত্রাখ্য (··ক্ষেত্রাখ্যায় নমঃ), কটিদেশে সর্ব্বাঘনাশন (··সর্ব্বাঘনাশনায় নমঃ), ঊরুদ্বয়ে ত্রিনেত্র (···ত্রিনেত্রায় নমঃ), জঙ্ঘাদ্বয়ে রক্তপাণিক (রক্তপাণিকায় নমঃ), পাদদ্বয়ে দেবদেবেশ (·দেবদেবেশায় নমঃ) ন্যাস করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বটুক (·বটুকায় নমঃ) ন্যাস করিবে। ২২ এইরূপ ন্যাসকার্য্য করিয়া, তার পর একাগ্রচিত্ত হইয়া অষ্টোত্তরশতনামক উত্তম স্তোত্র পাঠ করিবে। ২৩ এই অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্রের অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে, বৃহদারণ্যক ঋষি কথিত হইয়াছেন, এবং পণ্ডিতেরা ইহার বটুকভৈরব দেবতা বলিয়াছেন, সর্ব্বকামার্থসিদ্ধির জন্য ইহার বিনিয়োগ (অর্থাৎ প্রয়োগ) উক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ স্তবপাঠের পূর্ব্বে বলিতে হইবে—অস্য বটুকভৈরবনামাষ্টশত-স্তোত্রস্য বৃহদারণ্যক ঋষিঃ অনুষ্টুপ ছন্দঃ বটুকভৈরবো দেবতা সর্ব্বকামার্থসিদ্ধ্যর্থে পাঠে বিনিয়োগঃ)।২৪।২৫ ভৈরব (ভয়ানক), ভূতনাথ, ভূতাত্মা, ভূতভাবন ক্ষেত্রদ, ক্ষেত্রপাল, ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষত্রিয়, বিরাট্, শ্মশানবাসী, মাংসাশী, খর্পরাশী, মখান্তকৃৎ, রক্তপ, প্রাণপ, সিদ্ধ, সিদ্ধিদ, সিদ্ধসেবিত, করাল, কালশমন, কলাকাষ্ঠাতনু, কবি, ত্রিনেত্র, বহুনেত্র, পিঙ্গললোচন, শূলপাণি, খড়্গপাণি, কঙ্কালী, ধূম্রলোচন, অভীরু, ভৈরব (ভীরু), ভীরু, ভূতপ, যোগিনীপতি,

ভৈরবো ভীরু-রূপো যোগিনীপতিঃ ২৯॥ ধনদো ধনহারী চ ধনপ প্রতিভানবান। নাগহারো নাগকেশো ব্যোমকেশঃ কপালভৃৎ ৩০ কালঃ কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ। ত্রিলোচনো জ্বলন্নেত্র স্ত্রিশিখী চ ত্রিলোকপাৎ ৩১॥ ত্রিবৃত্তনয়নো ডিম্ভঃ শান্তঃ শান্তজনপ্রিয়ং। বটুকো বটুকেশশ্চ খট্বাঙ্গবরধারকঃ ৩২॥ ভূতাধ্যক্ষঃ পশুপতি-ভিক্ষুকঃ পরিচারকঃ। ধূর্ত্তো দিগম্বরঃ সৌরি-হারিণঃ পাণ্ডুলোচনঃ ৩৩॥ প্রশান্তঃ শান্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্করপ্রিয়বান্ধবঃ। অষ্টমূর্ত্তির্নিধীশশ্চ জ্ঞানচক্ষুস্তমোময়ঃ ৩৪। অষ্টাধারঃ কলাধারঃ সর্পযুক্ শশিশেখরঃ। ভূধরো ভূধরাধীশো ভূপতির্ভূধরাত্মকঃ ৩৫॥ কঙ্কালধারী মুণ্ডী চ নাগযজ্ঞোপবীতবান্। জৃম্ভণো মোহনঃ স্তম্ভী মারণঃ ক্ষোভণস্তথা ৩৬॥ শুদ্ধনীলাঞ্জনপ্রখ্যো দৈত্যমুণ্ডবিভূষিতঃ। বলিভুগ্ বলিভূতাত্মা কামী কামপরাক্রমঃ। সর্ব্বাপত্তারকো দুর্গো দুষ্টভূত-নিষেবিতঃ ৩৭॥ কালী কলানিধিঃ কান্তং কামিনীবশকৃদ্ বশী। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্ ৩৮॥ (ওঁ)

অষ্টোত্তরশতং নাম্নাং ভৈরবস্য মহাত্মনঃ। ময়া তে কথিতং দেবি রহস্যং সর্ব্বকামদম্ ৩৯॥ য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমম্

ধনদ, ধনহারী, ধনপ, প্রতিভানবান, নাগহার, নাগকেশ, ব্যোমকেশ, কপালভৃৎ, কাল, কপালমালী, কমনীয়, কলানিধি (সর্ব্ববিদ্যার আধার), ত্রিলোচন, জ্বলন্নেত্র, ত্রিশিখী, ত্রিলোকপাৎ, ত্রিবৃত্তনয়ন, ডিম্ভ শান্ত শান্তজনপ্রিয় বটুক বটুকেশ খট্বাঙ্গবরধারক, ভূতাধ্যক্ষ পশুপতি, ভিক্ষুক, পরিচারক, ধূর্ত্ত, দিগম্বর, সৌরি, হারিণ, পাণ্ডুলোচন, প্রশান্ত, শান্তিদ শুদ্ধ, শঙ্করপ্রিয়বান্ধব, অষ্টমূর্ত্তি, নিধীশ, জ্ঞানচক্ষু, তমোময়, অষ্টাধার (অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধির আধার), কলাধার (অংশসমূহের আধার অর্থাৎ পূর্ণ), সর্পযুক, শশিশেখর ভূধর, ভূধরাধীশ, ভূপতি, ভূধরাত্মা, কঙ্কালধারী, মুণ্ডী, নাগযজ্ঞোপবীতবান্, জৃম্ভণ, মোহন স্তম্ভী, মারণ, ক্ষোভণ, শুদ্ধনীলাঞ্জনপ্রখ্য (নীলবর্ণ) দৈত্যমুণ্ডবিভূষিত, বলিভুক্, বলিভূতাত্মা, কামী, কামপরাক্রম, সর্ব্বাপত্তারক, দুর্গ, দুষ্টভূতনিষেবিত, কালী (কাল যাঁহার অধীন), কলানিধি (অর্দ্ধচন্দ্রধারী), কান্ত, কামিনীবশকৃৎ, বশী, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ (বৈদ্য) প্রভবিষ্ণু, প্রভাববান্। ২৯—৩৮

হে দেবি, গোপনীয় ও সর্ব্বকামপ্রদ মহাত্মা ভৈরবের অষ্টোত্তরশত নাম আমি তোমা ক

ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিন্-ন রোগেভ্যো ভয়ং তথা ৪০ ॥ ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ ক্বচিৎ। পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্র-মনন্যধীঃ ৪১ ॥ মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিজে ভয়ে। ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নজে ভয়ে ৪২ ॥ বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ। সর্ব্বে প্রশমনং যান্তি ভয়াদ্ ভৈরবকীর্ত্তনাৎ ৪৩ ॥ একাদশ সহস্রন্তু পুরশ্চরণমুচ্যতে ৪৪ ॥ ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সংবৎসর-মতন্দ্রিতঃ। স সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াদিষ্টাং দুর্লভামপি মানুষঃ ৪৫ ॥ ষণ্মাসান্ ভূমিকামস্তু স জপ্‌ত্বা লভতে মহীম্। রাজা শত্রুবিনাশায় জপেন্মাসাষ্টকং পুনঃ ৬ ॥ রাত্রৌ বারত্রয়ঞ্চৈব নাশয়ত্যেব শাত্রবান্। জপেন্মাসত্রয়ং রাত্রৌ রাজানং বশমানয়েৎ ৪৭ ॥ ধনার্থী চ সুতার্থী চ দারার্থী যস্তু মানবঃ। জপেদ্ বার ত্রয়ং যদ্বা বারমেকং তথা নিশি ৪৮ ॥ ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ। রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ৪৯ ॥ ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ। যান্ যান্ সমীহতে

বলিলাম। ৩৯ যে এই উত্তম অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্র পাঠ করে, তাহার কোনও পাপ থাকে না এবং রোগের ভয়ও থাকে না। ৪০ মনুষ্য কোথাও কোনও শত্রুর ভয় প্রাপ্ত হয় না, এবং পাপের ভয়ও প্রাপ্ত হয় না। একাগ্রচিত্ত হইয়া স্তব পাঠ করিতে হয়। ৪১ মারীভয়ে, রাজভয়ে, চৌরজন্য ও অগ্নিজন্য ভয়ে, ভয়ঙ্কর উৎপাতে দুঃস্বপ্নদর্শনজন্য ভয়ে, ভয়ঙ্কর বন্ধনে একাগ্রচিত্ত হইয়া স্তব পাঠ করিবে। ভৈরবের নামোচ্চারণে সকল শত্রুই ভয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৪২। ৪৩ পুরশ্চরণে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র এগার হাজার জপ করিবে। ৪৪ হে দেবি, যে মনুষ্য একাগ্রচিত্ত হইয়া এক বৎসর কাল ত্রিসন্ধ্যায় এই স্তব পাঠ করে সে দুর্লভ অভিলিষিত সিদ্ধিও লাভ করে। ৪৫ যে ভূমিপ্রার্থী, সে ছয় মাস পাঠ করিলে ভূমি লাভ করে। আর রাজা শত্রুবিনাশের জন্য আট মাস পাঠ করিবেন। ৪৬ রাত্রিতে তিনবার পাঠ করিলে শত্রুনাশ হয়। তিন মাস ধরিয়া রাত্রিতে যে পাঠ করে, সে রাজাকে বশীভূত করিতে পারে। ৪৭ যে মনুষ্য ধনার্থী ও দারার্থী, সে রাত্রিতে তিনবার অথবা একবার পাঠ করিবে। তাহা হইলে ধন, পুত্র ও পত্নী লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রোগী ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্ত হয়, ভীত ব্যক্তি ভয় হইতে মুক্ত হয়, হে দেবি, ইহা সত্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে যে বস্তু

কামাং-স্তাংস্তানাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ৫০॥ অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ। সৎকুলীনায় শান্তায় ঋজবে দম্ভবর্জ্জিতে * ৫১॥ অথবা প্রিয়শিষ্যায় পুত্রায় সুহৃদে ভৃশম্। দদ্যাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্। ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ ৫২॥ শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্। অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুর্ব্বাহুং দ্বিবাহুকম্ ৫৩॥ ভুজঙ্গমেখলং দেব † মগ্নিবর্ণ-শিরোরুহম॥ দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলম্ ৫৪॥ খট্বাঙ্গ-মসিপাশঞ্চ শূলঞ্চৈব তথা পুনঃ। ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগং তথা ‡ ৫৫॥ নীলজীমূতসঙ্কাশং নীলাঞ্জন-চয়প্রভম্। দংষ্ট্রাকরালবদনং নূপুরাঙ্গদ-সঙ্কুলম্ ৫৬॥ আত্মবর্ণসমোপেত-সারমেয়-সমন্বিতম্। ধ্যাত্বা জপেৎ সুসংহৃষ্টঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ৫৭॥ করকলিতকপাল কুণ্ডলী দণ্ডপাণি,—স্তরুণতিমিরনীলো ব্যালযজ্ঞোপ-

* দম্ভবর্জ্জিতে ইতি বিবক্ষয়া সপ্তমী। অথবা বর্জ্জিতমিতি ভাবে ক্তঃ, দম্ভবর্জ্জিতে দম্ভরাহিত্যে স্থিতায়েতি শেষঃ।

† ধ্যায়েদিতি শেষঃ। ‡ ধারয়ন্তমিতি শেষঃ।

লোকে প্রার্থনা করে, সেই সেই বর নিশ্চয় পাইয়া থাকে। ৪৮। ৪৯। ৫০ ইহা প্রকাশ করিবার বস্তু নহে, গোপন করিবার বস্তু; যাহাকে তাহাকে ইহা দিবার নহে। উত্তম কুলীন, শান্ত, সরল ও দম্ভশূন্য ব্যক্তিকে অথবা প্রিয়শিষ্য, পুত্র ও মিত্রকে এই সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ অতীব পবিত্র স্তোত্র দিবে। এখন ভৈরব দেবের ধ্যান বলিব, সেই ধ্যান করিয়া স্তব পাঠ করিবে। ৫১। ৫২

(সাত্ত্বিক ধ্যান) বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় যাঁহার আভা; সহস্রসূর্য্যের ন্যায় যাঁহার তেজ; যিনি (তমোগুণে) অষ্টবাহু,(রজোগুণে) চতুর্ব্বাহু এবং (সত্ত্বগুণে) দ্বিবাহু; যাঁহার তিনটি নয়ন; সর্প যাঁহার মেখলা, (রাজস ধ্যান) যাঁহার জটা অগ্নিবর্ণ; যিনি দিগম্বর ও কুমারীদিগের অধিপতি; (তামস ধ্যান) যিনি খট্বাঙ্গ (লৌহাগ্র মুদ্গর), খড়্গ, নাগপাশ, ত্রিশূল, ডমরু, কপাল (মড়ার মাথার খুলি), বরমুদ্রা ও সর্প ধারণ করিতেছেন, সেই মহাবল বটুকনামক দেবকে ধ্যান করিবে॥ ৫৩—৫৫। (রাজস ধ্যান) নীল মেঘের ন্যায় যাঁহার শোভা; নীল কজ্জলরাশির ন্যায় যাঁহার প্রভা; যাঁহার মুখে ভয়ঙ্কর দন্ত, যিনি নূপুর ও অঙ্গদে ভূষিত, যিনি আপন বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট নিকটস্থ কুকুরগণে বেষ্টিত; এইরূপ ধ্যান

ধাত্রী। ঋতুসময়সপর্য্যা-বিঘ্নবিচ্ছেদহেতু,—র্জ্জয়তি বটুকনাথঃ সিদ্ধিদঃ সাধকানাম্ ৫৮ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমম্। ভৈরবায় * প্রহৃষ্টাভূৎ স্বয়ং চৈব মহেশ্বরী ৫৯ ॥

ইতি বিশ্বসারোদ্ধারতন্ত্রে আপদুদ্ধারকল্পে উমামহেশ্বরসংবাদে বটুকভৈরবস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

বগলামুখী-স্তোত্র।

(ধ্যান)

মধ্যেসুধাব্ধি † মণিমণ্ডপ-রত্নবেদী-
সিংহাসনোপবিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাভরণ-মাল্য-বিভূষিতাঙ্গীং
দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গার-বৈরিজিহ্বাম্॥ ১

[পূজামন্ত্র—(ওঁ) বগলামুখ্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—হ্লীং। মূলমন্ত্র—ওঁ হ্লীং বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা।]

* অভিপ্রেত্যার্থে চতুর্থী।

† সুধাব্ধের্মধ্যে ইতি মধ্যেসুধাব্ধি—অব্যয়ীভাবসমাসঃ।

করিয়া প্রফুল্লচিত্ত হইয়া জপ করিলে সকল অভীষ্ট লাভ করে। ৫৬।৫৭ (তামস ধ্যান)—যাঁহার এক হস্তে কপাল (মড়ার মাথার খুলি), কর্ণে কুণ্ডল, অপর হস্তে দণ্ড, বর্ণ গাঢ় অন্ধকারের ন্যায়, নীল সর্পই যজ্ঞসূত্র, এবং যজ্ঞকালে যাঁহার পূজা করিলে বিঘ্ননাশ হয়, সাধকদিগের সিদ্ধিপ্রদ সেই বটুকনাথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বিরাজ করিতেছেন। ৫৮ তার পর দেবী মহেশ্বরী এই উত্তম অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্র শুনিয়া নিজেই ভৈরবের গুণ স্মরণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। ৫৯

সুধাসমুদ্রের মধ্যে মণিময় মন্দিরে রত্নময়-বেদিস্থিত সিংহাসনের উপরি উপবিষ্টা, অত্যন্ত পীতবর্ণা, পীতবর্ণ বস্ত্র অলঙ্কার ও মাল্যে বিভূষিতদেহা, এবং দক্ষিণ হস্তে মুদ্গার ও বাম হস্তে শত্রুর জিহ্বাধারিণী দেবীকে ধ্যান করি। ১ যে দেবী বাম হস্তে জিহ্বায়

(প্রণাম)

জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং, বামেন শত্রুং পরিপীডয়ন্তীম্।
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন, পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি ॥ ২

(স্তব)

চলৎকনককুণ্ডলোল্লসিত-চারুগণ্ডস্থলীং
লসৎকনক-চম্পক-দ্যুতিমদিন্দুবিম্বাননাম্।
গদাহত বিপক্ষকাং কলিত-লোলজিহ্বাঞ্চলাং
স্মরামি বগলামুখীং বিমুখবাঙ্মনঃস্তম্ভিনীম্ ॥ ৩
পীযূষোদধিমধ্য-চারুবিলসদ্রক্তোৎপলে মণ্ডপে
যঃ সিংহাসনমৌলিপাতিত-রিপুপ্রেতাসনাধ্যাসিনীম্।
স্বর্ণাভাং করপীড়িতারি-রসনাং ভ্রাম্যদ্গদাবিভ্রম-
মিত্থং ধ্যায়তি যান্তি তস্য বিলয়ং * সদ্যোঽথ সর্ব্বাপদঃ ॥ ৪
দেবি ত্বচ্চরণাম্বুজার্চ্চনকৃতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলিং
ভক্ত্যা বামকরে নিধায় চ মনুং মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরম্।

* সহসা ইতি পাঠান্তরম্। সদা যান্তি—অপযান্তি ইত্যর্থঃ।

অগ্রভাগ ধরিয়া দক্ষিণহস্তস্থিত গদার আঘাতে শত্রুকে নিপীড়িত করিতেছেন, সেই পীতাম্বর পরিধানা দ্বিভুজা দেবীকে প্রণাম করি। ২ চঞ্চল সুবর্ণময় কুণ্ডলে যাহার সুন্দর গণ্ডস্থল উদ্ভাসিত, যাঁহার বদনসুধাকর প্রস্ফুটিত কনকচম্পকের শোভাধারী, যিনি শত্রুর চঞ্চল জিহ্বাগ্র ধারণ করিয়া গদা দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতেছেন, এবং যিনি বিপক্ষগণের বাক্য ও মনের জড়তা সম্পাদন করেন, সেই বগলামুখীকে স্মরণ করি। ৩ সুধাসমুদ্রের মধ্যে সুন্দর প্রস্ফুটিত রক্তপদ্ম, তাহার উপর মন্দির, যাহার মধ্যে সিংহাসন তদুপরি শত্রুর মৃতদেহ শায়িত, তাহাকেই আসন করিয়া যিনি উপবিষ্টা আছেন স্বর্ণের ন্যায় যাঁহার আভা যিনি কর দ্বারা শত্রুর জিহ্বাকে নিপীড়িত করিতেছেন, যিনি করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, সেই দেবীকে যে ব্যক্তি এইরূপে ধ্যান করে, তাহার সকল বিপদ্ তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ৪ হে দেবি, যে ব্যক্তি তোমার মন্ত্র গ্রহণ

পীঠধ্যানপবোহথ কুম্ভকবশাদ্ বীজং স্মরেৎ পার্থিবং
তস্যামিত্রমুখস্য বাচি হৃদয়ে জাড্যং ভবেৎ তৎক্ষণাৎ ॥ ৫
বাদী মূকতি * রঙ্কতি ক্ষিতিপতির্বৈশ্বানরঃ শীততি
ক্রোধী শাম্যতি দুর্জ্জনঃ সুজনতি ক্ষিপ্রানুগঃ খঞ্জতি।
গর্ব্বী খর্ব্বতি সর্ব্ববিচ্চ জড়তি ত্বন্মন্ত্রণাযন্ত্রিতঃ
শ্রীনিত্যে বগলামুখি প্রতিদিনং কল্যাণি তুভ্যং নমঃ ॥ ৬
মন্ত্রস্তাবদলং বিপক্ষদলনে স্তোত্রং পবিত্রঞ্চ তে
যন্ত্রং বাদি-নিযন্ত্রণং ত্রিজগতাং জৈত্রঞ্চ চিত্রং ন তে।
মাতঃ শ্রীবগলেতি নাম ললিতং যস্যাস্তি জন্তোর্মুখে
ত্বন্নামগ্রহণেন সংসদি মুখস্তম্ভো ভবেদ্ বাদিনাম ॥ ৭
দুষ্টস্তম্ভন মুগ্রবিঘ্নশমনং দারিদ্র্যবিদ্রাবণং
ভূভৃদ্ভীশমনং চলন্মৃগদৃশাং চেতঃসমাকর্ষণম্।
সৌভাগ্যৈকনিকেতনং মম দৃশোঃ কারুণ্যপূর্ণামৃতং
মৃত্যোর্মারণ-মাবিরস্তু পুরতো মাতস্ত্বদীয়ং বপুঃ ॥ ৮

* মূক ইব আচরতীতি মূকশব্দাৎ কিপ্, মূক ইতি নামধাতুঃ। এবং রঙ্কতি, শীততি, সুজনতীত্যাদি।

করিয়া তোমার পূজা করিবার জন্য (কর্ম্মমুদ্রায়) বাম হস্তে এক অঞ্জলি পীত পুষ্প ভক্তিপূর্ব্বক রাখিয়া (সুধাম্বুধি প্রভৃতি) তোমার পীঠের চিন্তায় রত হইয়া কুম্ভক-বশে (অর্থাৎ প্রাণবায়ু নিরোধপূর্ব্বক) পৃথিবীতে প্রচারিত ও মনোহর-বর্ণযুক্ত তোমার বীজমন্ত্র (হ্লীং) স্মরণ করে, তাহার শত্রুপ্রভৃতির বাক্যে ও মনে তখনই জড়তা উপস্থিত হয়। ৫ তোমার মন্ত্রে বশীভূত হইয়া বাদী বোবা হইয়া যায়, রাজা দরিদ্র হয়, অগ্নি শীতল হয়, ক্রুর ব্যক্তি শান্ত হয়, দুর্জ্জন সুজন হয়, দ্রুতগামী ব্যক্তি খঞ্জ হয়, ও সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি মূর্খ হয়। হে অক্ষয়শোভাশালিনি মঙ্গলদায়িনি বগলামুখি, তোমাকে প্রত্যহ প্রণাম করি। ৬ তোমার যে মন্ত্র, তাহা শত্রুবিনাশে সমর্থ, তোমার স্তোত্রও পবিত্র, এবং তোমার যে যন্ত্র, তাহা বাদিগণের নিপীড়ক ও ত্রিভুবনের জয়কারি, ইহা আশ্চর্য্য নহে। যেহেতু হে মাতঃ, "শ্রীবগলা" এই মধুর নাম যে ব্যক্তির মুখে থাকে (অর্থাৎ যে উচ্চারণ করে), তাহার নাম লইলে সভামধ্যে বাদীদিগের মুখবন্ধ হইয়া যায়। ৭ হে

মাতর্ভঞ্জয় মে বিপক্ষবদনং জিহ্বাঞ্চলং কীলয়
ব্রাহ্মীং মুদ্রয় নাশয়াশু ধিষণা-মুগ্রাং গতিং স্তম্ভয়।
শত্রুংশ্চূর্ণয় দেবি তীক্ষ্ণগদয়া গৌরাঙ্গি পীতাম্বরে
বিঘ্নৌঘং বগলে হর প্রণমতাং কারুণ্যপূর্ণেক্ষণে॥ ৯
মাতর্ভৈরবি ভদ্রকালি বিজয়ে বারাহি বিশ্বাশ্রয়ে
শ্রীবিদ্যে সময়ে মহেশি বগলে কামেশি রামে রমে।
মাতঙ্গি ত্রিপুরে পরাৎ পরতরে স্বর্গাপবর্গপ্রদে
দাসোঽহং শরণাগতঃ করুণয়া বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাম্ *॥ ১
সংবন্ধে চৌরসংঘে প্রহরণসময়ে বন্ধনে ব্যাধিমধ্যে
বিদ্যাবাদে বিবাদে প্রকুপিতনৃপতৌ দিব্যকালে নিশায়াম্।
বশ্যে বা স্তম্ভনে বা রিপুবধসময়ে নির্জ্জনে বা বনে বা
গচ্ছংস্তিষ্ঠংস্ত্রিকালং যদি পঠতি শিবং প্রাপ্নুয়াদাশু ধীবঃ॥ ১১

* সময়ে—"অয়ঃ শুভাবহো বিধিঃ" ইত্যমরঃ, সমধিগতঃ অয়ঃ যস্যাঃ সা সময়া। ত্রাহি="কৈশ্চিদদাদৌ ত্রা পঠ্যতে" ইতি ক্রমদীশ্বরঃ।

মা,তোমার মূর্ত্তি দুর্জ্জনদিগের বাধাপ্রদ,প্রবল বিঘ্ন বিনাশক,দারিদ্র্যদূরীকারক,রাজভয়নিবারক, চঞ্চল-মৃগনয়না-(অর্থাৎ পরম সুন্দরী রমণী)-দিগের চিত্তাকর্ষক, সৌভাগ্যের একমাত্র আধার, করুণাপূর্ণ, অমৃতস্বরূপ, এবং মৃত্যুরও মৃত্যুজনক ; ঐ মূর্ত্তি আমার চক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হউক। ৮ হে মা, শত্রুদিগের মুখ ভাঙ্গিয়া দাও; তাহাদের জিহ্বাগ্র পেষণ কর ; তাহাদের বাক্য বন্ধ কর ; তাহাদের বুদ্ধি শীঘ্র লোপ কর ; তাহাদের অপ্রতিহত গতি নষ্ট কর। হে গৌরাঙ্গি, হে পীতাম্বরে দেবি, ভীম গদা দ্বারা শত্রু সকলকে চূর্ণ কর। হে বগলে, হে করুণাপূর্ণনয়নে, যাহারা তোমাকে প্রণাম করে, তাহাদিগের সকল বিঘ্ন বিনাশ কর। ৯ হে মাতঃ, হে ভৈরবি, হে ভদ্রকালি, হে বিজয়ে, হে বারাহি। হে জগতের অন্তর্যামিনি, হে শ্রীবিদ্যে, হে সৌভাগ্যদায়িনি, হে মহেশি, হে বগলে, হে কামেশি, হে রামে, হে রমে, হে মাতঙ্গি, হে ত্রিপুরে, হে উত্তম হইতেও উত্তমে, হে সুখমোক্ষপ্রদায়িনি, আমি তোমার দাস, আমি তোমার শরণাগত হইয়াছি ; হে বিশ্বেশ্বরি দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা কর। ১০

কাহারও ক্রোধে পড়িলে, তস্করদিগের হস্তগত হইলে, প্রহারকালে, বন্ধনে, ব্যাধির

নিত্যং স্তোত্রমিদং পবিত্রমিহ যো দেব্যাঃ পঠত্যাদরাদ্
ধৃত্বা * যন্ত্রমিদং † তথৈব সমরে বাহৌ করে বা গলে।
রাজানো হরয়ো মদান্ধকরিণঃ সর্পা মৃগেন্দ্রাদিকা-
স্তে বৈ যান্তি বিমোহিতা রিপুগণা লক্ষ্মীঃ স্থিরাঃ সিদ্ধয়ঃ॥১২
ত্বং বিদ্যা পরমা ত্রিলোকজননী বিঘ্নৌঘসংছেদিনী
যোষাকর্ষণকারিণী জনমনঃসম্মোহ-সন্দায়িনী।
স্তম্ভোৎসারণকারিণী পশুমনঃসম্মোহসন্দায়িনী
জিহ্বাকীলনভৈরবী বিজয়তে ব্রহ্মাদিমন্ত্রো যথা ‡॥ ১৩

---

* বর্ত্ততে ইতি শেষঃ।

† বগলামুখীযন্ত্র—ত্র্যস্রং ষড়স্রং বৃত্তমষ্টদলং ভূপুরান্বিতম।—তন্ত্রসার। অর্থাৎ (৩য় খণ্ডে) সংক্ষেপ প্রতিমাপূজায় ঘটস্থাপনের যে তান্ত্রিক মণ্ডল লিখিত হইয়াছে, ভূর্জ্জপত্রে আলতা প্রভৃতি দ্বারা সেইরূপ মণ্ডল লিখিয়া তন্মধ্যে হ্লীং বীজ লিখিবে। হস্তপ্রমাণের পরিবর্ত্তে অঙ্গুলি প্রমাণ করিবে। এই যন্ত্র সোণার মাদুলীর মধ্যে পুরিয়া ধারণ করিতে হয়। যন্ত্র লিখিবার দ্রব্য—আলতা, কুঙ্কুম, গোরোচনা, মৃগনাভি ও চন্দন (একত্র মিলাইয়া কালী প্রস্তুত করিবে)। এই সকল দ্রব্যে সকল দেবতার যন্ত্রই লিখিতে হয়।

‡ তথা বিজয়সে ইতি শেষঃ।

মধ্যে, বিদ্যাসংক্রান্ত তর্কে, বিবাদে, রাজা কুপিত হইলে, দিবা করিবার সময়ে, রাত্রে, বশীকরণে, জড়ীকরণে, শত্রুবধের সময়ে, নির্জ্জন স্থানে বা বনে পড়িলে, যাইতে যাইতে অথবা দাঁড়াইয়া, ত্রিসন্ধ্যায় যদি ইহা পাঠ করে, তাহা হইলে সেই ধীর ব্যক্তি শীঘ্র মঙ্গল লাভ করে। ১১ এই সংসারে যে ব্যক্তি দেবীর এই পবিত্র স্তোত্র প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে, এবং যুদ্ধকালে ইহার যন্ত্র বাহুতে (কনুইর উপরে), করে (মণিবন্ধে) অথবা গলায় ধারণ করিয়া রাখে, তাহার নিকট হইতে নৃপতিগণ, অশ্বগণ, মদমত্ত হস্তিগণ, সর্পগণ, সিংহগণ প্রভৃতি শত্রুগণ হতবুদ্ধি হইয়া পলায়ন করে; এবং তাহার লক্ষ্মী ও সকল সিদ্ধি অচলা হয়। ১২ তুমি পরমা বিদ্যা, তুমি ত্রিলোকের জননী, তুমি সর্ব্ব-বিঘ্নবিনাশিনী, তুমি রমণীদিগের আকর্ষণকারিণী, তুমি লোকের মনে মোহদায়িনী, তুমি স্তম্ভন ও উচ্চাটনকারিণী, তুমি পশুদিগের মনে মোহ-প্রদায়িনী, তুমি শত্রুর জিহ্বাপীড়নে ভয়ঙ্করা। বেদাদির মন্ত্র যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়, সেইরূপ তুমিও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,

বিত্তং লক্ষ্মীং সর্ব্বসৌভাগ্যমায়ুঃ
পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ সর্ব্ব-সাম্রাজ্যসিদ্ধিম্।
মানং * ভোগোঽবশ্য মারোগ্য-সৌখ্যং
প্রাপ্তং তত্তদ্ ভূতলে স্যান্নরেণ ॥ ১৪

ত্বৎকৃতং জপসন্নাহং গাদিতং পরমেশ্বরি। দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় তং গৃহাণ নমোঽস্তু তে ১৫ ॥ ব্রহ্মাস্ত্রমিতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম। গুরুভক্তায় দাতব্যং ন দেয়ং যস্য কস্য চিৎ ১৬॥ পীতাম্বরাং দ্বিভুজাঞ্চ ত্রিনেত্রাং গাত্রকোজ্জ্বলাম্। শিলামুদ্গরহস্তাঞ্চ স্মরেত্তাং বগলামুখীম্ ১৭ ॥ প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নকালে স্তবপঠনমিদং কার্য্যসিদ্ধিপ্রদং স্যাৎ ১৮ ॥

ইতি রুদ্রযামলে শ্রীবগলামুখীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

পঞ্চরত্নস্তোত্র।

(পরব্রহ্মস্তোত্র)

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়, নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়। নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ১ ॥ ত্বমেকং

---

* বিদ্যাৎ—(বিদ্ লাভে+আশীর্লিঙ্ যাৎ) স্তোত্রপাঠকঃ প্রাপ্যাৎ। মানং—অর্দ্ধর্চাদিত্বাৎ ক্লীবত্বম্। মানাদিকং সর্ব্বং স্তোত্রপাঠকেন নরেণ প্রাপ্তং স্যাৎ (প্রাপ্তং ভবেৎ)।

হও। ১৩ এই পৃথিবীতে (স্তবপাঠকারী) মনুষ্য—লক্ষ্মী, সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য, আয়ু এবং পুত্র ও পৌত্রের সহিত সমস্ত সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ মান ভোগ, আরোগ্য ও সুখ নিশ্চয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৪

হে পরমেশ্বরি, আমার কথিত এই পঠনীয় স্তবরূপ বর্ম্ম তোমারই করা, দুষ্টদিগের নিগ্রহের জন্য তুমি ইহা গ্রহণ কর। তোমাকে প্রণাম করি ১৫ ইহা ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়া বিখ্যাত এবং ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ গুরুভক্তকেই ইহা দিবে, যাহাকে তাহাকে দিবে না। ১৬ পীতাম্বরা, দ্বিভুজা, ত্রিনয়না, উজ্জ্বলগাত্র শিলাময়মুদ্গর হস্তা সেই বগলামুখীকে সাধক স্মরণ করিবে।১৭ প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্ন কালে এই স্তব পাঠ করিলে ইহা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ হয়।১৮

তুমি সৎ ও সর্ব্বলোকের আশ্রয়, তোমাকে প্রণাম। তুমি চিৎ ও বিশ্বরূপ, তোমাকে

শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং, ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্। ত্বমেকং জগৎ কর্তৃ পাতৃ প্রহর্তৃ, ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥ ২ ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং, গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্। মহোচ্চৈঃ-পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং, পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্॥৩ পরেশ প্রভো বিশ্বরূপাবিনাশি,-ন্ননির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য। অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব,-জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ *॥৪ তদেকং স্মরাম-স্তদেকং ভজাম,-স্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ। সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং, ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥৫

ইতি মহানির্ব্বাণতন্ত্রে পঞ্চরত্নস্তোত্রং সমাপ্তম্।

'ভবান' ইতি কর্তৃপদমূহ্যম্।

প্রণাম। তুমি অদ্বৈতস্ব (একমেবাদ্বিতীয়ম) ও মুক্তিপ্রদ, তোমাকে প্রণাম। তুমি সর্ব্বব্যাপি নির্গুণ ব্রহ্ম, তোমাকে প্রণাম। ১

তুমিই একমাত্র আশ্রয়দাতা, তুমিই একমাত্র বরদাতা, তুমিই একমাত্র জগতের কারণ ও জগন্ময়। তুমিই একমাত্র জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহারকর্তা, তুমিই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নির্ব্বিকার ও অদ্বিতীয়। ২

তুমি সকল ভয়ের ভয়, তুমি সকল ভয়ানকেরও ভয়ানক, তুমি সকল প্রাণীর গতি (আশ্রয়), তুমি সকল পাবনেরও পাবন, তুমি সর্ব্বোচ্চ পদের নিয়ন্তা, একমাত্র তুমিই সকল শ্রেষ্ঠ বস্তুর শ্রেষ্ঠ, ও সকল রক্ষকেরও রক্ষক। ৩

হে পরমেশ্বর, হে প্রভো, হে বিশ্বরূপ, হে অবিনাশিন, হে অনির্দ্দেশ্য (অবোধ্য), হে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগম্য, হে সত্য, হে অচিন্ত্য, হে অক্ষয় (ক্ষয়হীন), হে ব্যাপক, হে অব্যক্তস্বরূপ, হে অজপার (শ্বাসপ্রশ্বাসের) প্রকাশক (প্রবর্ত্তক), হে অধীশ্বর তুমি অনিষ্ট হইতে রক্ষা কর। ৪

সেই এক ব্রহ্মকে স্মরণ করি, সেই একককে ভজনা করি, সেই এক জগতের সাক্ষিকে প্রণাম করি। সেই একমাত্র সৎ, সর্ব্বাধার হইয়াও স্বয়ং নিরাধার ঈশ্বর, ও ভবসাগরের নৌকার শরণাগত হই। ৫

পিতৃস্তোত্র।

ব্যাস উবাচ।

শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি পিতৃস্তোত্রং মহাফলম্। পঠনীয়ং প্রযত্নেন তনয়ৈর্ভক্তিপূর্ব্বকম্ ১॥ পিত্রে তুভ্যং নমো নিত্যং সদারাধ্যতমাঙ্ঘ্রয়ে। বিমলজ্ঞানদাত্রে চ নমস্তে গুরবে সদা ২॥ নমস্তে জীবনাধিক্যদর্শিনে সুখহেতবে॥৩ নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ। অপরাধ-ক্ষমিণে চ সুখদায় সুখায় চ॥৩ দুর্ল্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ। সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ॥৪ ইদং স্তোত্রং পিতুঃ পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ। প্রত্যহং প্রাতরুত্থায় পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনেঽপি চ। স্বজন্মদিবসে সাক্ষাৎ পিতুরগ্রে স্থিতোঽপি বা। ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিৎ সর্ব্বং জপ্যাদিবাঞ্ছিতম্॥৫ অকর্ম্মণ্যস্তু যঃ স্তূয়াৎ পিতরং সুরভাবতঃ। পিতুঃ প্রীতিকরো নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মান্বিতো ভবেৎ॥৬

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পিতৃস্তোত্রং সমাপ্তম্।

ব্যাস (জৈমিনিকে) বলিলেন—হে বিপ্র। মহাফলপ্রদ পিতৃস্তোত্র বলিব শ্রবণ কর। ইহা যত্নসহকারে ভক্তিপূর্ব্বক পুত্রদিগের অবশ্যপাঠ্য। ১ আপনি পিতা, আপনার পদদ্বয় সর্ব্বদা আরাধ্য আপনাকে প্রণাম করি। আপনি নির্ম্মল জ্ঞানদাতা গুরু আপনাকে সর্ব্বদা প্রণাম করি। ২ আপনি পুত্রকে জীবনেরও অধিক দেখেন, আপনি সকল সুখের কারণ, আপনি শিবরূপ আশুতোষ, আপনি সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, আপনি সুখপ্রদ ও সুখ স্বরূপ, আপনাকে প্রণাম করি। ৩ আমি যাঁহার দ্বারা ধর্ম্মার্জ্জনে উপযোগী এই দুর্ল্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াছি, সেই পিতাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। ৪ যে মনুষ্য প্রাতঃকালে উঠিয়া শুচি বা সংযতচিত্ত হইয়া প্রত্যহ, অথবা পিতৃশ্রাদ্ধদিনে, কিংবা আপন জন্মদিনে, অথবা প্রত্যহ পিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই পবিত্র পিতৃস্তোত্র পাঠ করে, তাহার কিছুই দুর্ল্লভ থাকে না; জপাদি দ্বার যে অভীষ্ট পাওয়া যায়, তৎসমস্তই তাহার হয়। যে অকর্ম্মণ্য পুত্র দেবতাজ্ঞানে এই স্তব দ্বারা পিতাকে স্তব করে, সে সর্ব্বদা পিতার প্রিয়পাত্র হইয়া সর্ব্বকর্ম্মদক্ষ হয়। ৬

মাতৃস্তোত্র।

ব্যাস উবাচ।

মাতা ধরিত্রী জননী দয়া ব্রহ্মময়ী সতী। দেবী তু রমণী শ্রেষ্ঠা নির্দ্দোষা সর্ব্বদুঃখহা। আরাধ্যা মায়া পরমা তুষ্টিঃ শান্তিঃ ক্ষমা গতিঃ। স্বাহা স্বধা চ গৌরী চ পদ্মা চ বিজয়া জয়া। দুঃখহন্ত্রী চ নামানি মাতুর্বৈ পঞ্চবিংশতিঃ। শ্রবণাৎ পঠনান্নিত্যং সর্ব্বদুঃখাদ্ বিমুচ্যতে ১॥ দুঃখবান্ সুখবান্ বাপি দৃষ্ট্বা মাতরমীশ্বরীম্। মহানন্দং লভেন্নিত্যং মোক্ষং বা চোপপদ্যতে ২॥ ইতি তে কথিতং বিপ্র মাতৃস্তোত্রং মহাগুণম্। পরাশরমুখোৎপন্নং শৃণুতে মাতৃবৎসলঃ ৩॥ যঃ স্তৌতি মাতরং সাক্ষাৎ পাদাব্জং প্রণিপত্য চ। প্রায়শ্চিত্তী পাপমুক্তো দুঃখবাংশ্চ সুখী ভবেৎ ৪॥

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মাতৃস্তোত্রং সমাপ্তম্।

ব্যাস বলিলেন—মাতা, ধরিত্রী (গর্ভে ধারণকর্ত্রী), জননী, দয়া, ব্রহ্মময়ী, সতী, দেবী, রমণী (পুত্রের সহিত ক্রীড়াকারিণী), শ্রেষ্ঠা, নির্দ্দোষা, সর্ব্বদুঃখহা (সর্ব্বদুঃখহারিণী), আরাধ্যা, মায়া, পরমা, তুষ্টি, শান্তি, ক্ষমা, গতি, স্বাহা, স্বধা, গৌরী, পদ্মা, বিজয়া, জয়া, দুঃখহন্ত্রী—মাতার এই পঁচিশটি নাম।

ইহা প্রত্যহ শ্রবণ ও পাঠ করিলে সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হয়। দুঃখীই হউক বা সুখীই হউক, পুত্র ঈশ্বরী মাতাকে দেখিয়া নিত্য মহানন্দ লাভ করে, এবং (অন্তে) মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। ২ হে বিপ্র! এই মহাফলপ্রদ মাতৃস্তোত্র তোমাকে বলিলাম। ইহা পরাশরের মুখ হইতে নির্গত। মাতৃভক্ত মনুষ্য ইহা শ্রবণ করিয়া থাকে। ৩ যে মাতার সাক্ষাৎ পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, তাঁহাকে স্তব করে, সে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবং দুঃখী হইলে সুখী হয়। ৪

নিম্নলিখিত স্তবকবচগুলি দ্বিতীয় ভাগে (৪র্থ খণ্ডে) আছে—

১। অপরাজিতা-স্তোত্র।
২। জগন্নাথ-স্তোত্র।
৩। অপরাধভঞ্জন স্তোত্র (কাশীর)।
৪। কর্পূরাদি স্তোত্র (কালীর)—আগম ও নিগমমতে ব্যাখ্যা সহ।
৫। কালীকবচ।
৬। মহিম্নস্তব (হরপক্ষে ও হরিপক্ষে ব্যাখ্যা সহ)।
৭। শিবকবচ।
৮। দুর্গাকবচ।
৯। কৃষ্ণকবচ
১০। রামকবচ
১১। গুরুস্তব
১২। গুরুকবচ

— —

তৃতীয়-খণ্ড।

উপক্রমণিকা।

সন্ধ্যাতত্ত্ব।

সন্ধ্যা শব্দের অর্থ—সম্ ধ্যৈ + অঙ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ = সন্ধ্যা। সন্ধ্যা শব্দের অর্থ তিনপ্রকার। (১) সম্যক্ ধ্যান (চিন্তা) অর্থাৎ যথাবিধি পরমেশ্বরের উপাসনা। যথা—

উপাস্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্য চ।
তামেব সন্ধ্যাং তস্মাত্তু প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ (ব্যাস)

দিন ও রাত্রির সন্ধিসময়ে যে উপাসনা করা হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই সন্ধ্যা বলেন।

(২) দিন ও রাত্রির, এবং পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণের যে সন্ধিক্ষণ (মিলন-সময়), তাহাকেও সন্ধ্যা বলে। যথা—

ত্রয়াণাঞ্চৈব দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং সমাগমঃ।
সন্ধিঃ সর্ব্বসুরাণাঞ্চ তেন সন্ধ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥
হ্রাসবৃদ্ধী চ সততং দিনরাত্র্যোর্যথাক্রমম্।
সন্ধ্যা মুহূর্ত্তমাখ্যাতা হ্রাসে বৃদ্ধৌ সমা স্মৃতা॥ (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)
অহোরাত্রস্য যঃ সন্ধিঃ সূর্য্যনক্ষত্রবর্জ্জিতঃ।
সা চ সন্ধ্যা সমাখ্যাতা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ (দক্ষ)
পূর্ব্বাপরে তথা সন্ধ্যে সনক্ষত্রে প্রকীর্ত্তিতে।
সমস্তয়োঽপি মধ্যাহ্নে মুহূর্ত্তে সপ্তমোপরি॥ (স্মৃতি)

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতার এবং অন্যান্য সমস্ত দেবতার সমাগম (মিলন) হয় বলিয়া সেই সময়কে সন্ধ্যা বলে। দিন ও রাত্রির

যথাক্রমে হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব মুহূর্ত্ত (দুই দণ্ড) সময়কে সন্ধ্যা বলে, তাহা হ্রাস ও বৃদ্ধিতে সমান। দিন ও রাত্রির যে নক্ষত্র-বর্জ্জিত সন্ধিক্ষণ, মুনিরা তাহাকেই সন্ধ্যা বলিয়াছেন। নক্ষত্রযুক্ত সন্ধিক্ষণকে প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যা বলে, এবং যে সময়ে সূর্য্য দিবসের মধ্যভাগে থাকে, সেই সময়ে সপ্তম মুহূর্ত্তের (১৪ দণ্ডের) পরবর্ত্তী যে মুহূর্ত্ত (অর্থাৎ অষ্টম মুহূর্ত্ত), তাহার নাম মধ্যাহ্নসন্ধ্যা।

(৩) সন্ধ্যাকালে উপাস্য দেবতা সবিতৃরূপ পরমেশ্বরের) নামও সন্ধ্যা। যথা—

সন্ধৌ সন্ধ্যামুপাসীত নাস্তগে নোদ্গতে রবৌ। (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

সন্ধিসময়েই সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। সূর্য্য অস্তগত ও উদিত হইলে করিবে না।

উপাসনার আবশ্যকতা—যদিও পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, তথাপি তাঁহার উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য। যথা—

গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্।
নিঃসৃতং কর্ম্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধম্॥
এবং স হি শরীরস্থঃ সর্পির্ব্বৎ পরমেশ্বরঃ।
বিনা চোপাসনাদেব ন করোতি হিতং নৃষু॥ (যোঃ যাজ্ঞঃ)

দুগ্ধের মধ্যেই ঘৃত থাকে, সুতরাং ঘৃত গাভীদিগের শরীরের মধ্যে থাকিয়াও তাহাদের অঙ্গপুষ্টি ও ক্ষতাদির উপশম করে না। দুগ্ধ দুহিয়া, মন্থন দ্বারা ননী তুলিয়া, জ্বাল দিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিলে, তখন সেই ঘৃত তাহাদের ঔষধ হইয়া থাকে। সেইরূপ পরমেশ্বর সকলের শরীরের মধ্যে থাকিলেও উপাসনা ব্যতিরেকে মনুষ্যদিগের হিতকারী হন না।

উপাসনাবিধি—পরমব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার; সুতরাং ধ্যানের অতীত। সগুণ সাকার ব্রহ্মই (অর্থাৎ সূর্য্য, অগ্নি ও জল প্রভৃতি ব্রহ্মের স্থূল রূপই *) ধ্যানের বিষয়। সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান

* সূর্য্যাদি জড় পদার্থের উপাসনায় ফল হয় না। ঐ সকল পদার্থ অবলম্বনমাত্র।

করিতে করিতেই আমরা ক্রমশঃ তৎসরূপতা প্রাপ্ত হইতে পারি। যথা—

কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।

যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসংত্যজন॥ (ভাগবত)

কাঁচপোকা আরশুলাকে ধরিয়া গর্ত্তে পুরিয়া রাখিলে, সে নিরন্তর তাহাকে চিন্তা করিতে করিতে সেই দেহেই কাঁচপোকা হইয়া যায়।

পরমেশ্বরের উপাসনাবিধি স্বকপোলকল্পিত করা উচিত নহে। তাহাতে অনেক ত্রুটি থাকিবার সম্ভাবনা, সুতরাং প্রকৃত ফললাভ হয় না। এইজন্যই ভগবান্ ভাগবতে উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্ম্মাণি বেদেনাচোদিতানি মে।

পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্‌সঙ্কল্পঃ কর্ম্মপাবনীম্॥

সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম বেদে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার পূজা করিবে, তাহাতে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইবে (অর্থাৎ মুক্তিলাভে অধিকার জন্মিবে)।

ঋষিগণ বেদানুশীলন ও তপস্যা দ্বারা আপ্তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা করিবার ইচ্ছা) ও করণাপাটব (কোনও ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) নাই, তাঁহাদিগকে আপ্ত বলে। সুতরাং আপ্তবচনও (অর্থাৎ ঋষিবাক্যও) বেদবৎ প্রমাণ।

বেদ ও তাহার "ব্রাহ্মণ" অবলম্বন করিয়া গোভিলাদি ঋষিগণ সন্ধ্যা-সূত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

বৈদিক সন্ধ্যা।

প্রাণায়াম, আচমন, মার্জ্জন (পুনর্ম্মার্জ্জন), অঘমর্ষণ, সূর্য্যোপস্থান ও গায়ত্রীজপ—ইহাই প্রকৃত বৈদিক সন্ধ্যা। পদ্ধতিকারগণ নানা ঋষিবচন অনুসারে উহার সহিত আরও কয়েকটি কার্য্য যোগ

হাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (অর্থাৎ উহাদের মধ্যে পরমেশ্বরের যে বিভূতি আছে), তাহাই উপাস্য।

করিয়াছেন। সুতরাং সাকল্যে সন্ধ্যায় কর্ত্তব্য—(১) মার্জ্জন। (২) প্রাণায়াম। (৩) আচমন। (৪) পুনর্মার্জ্জন। (৫) অঘমর্ষণ (৬) সূর্য্যজলাঞ্জলিদান। (৭) সূর্য্যোপস্থান। (৮) অঙ্গন্যাস (৯) গায়ত্রীর আবাহন। (১০) গায়ত্রীর ধ্যান। (১১) গায়ত্রী জপ। (১২) গায়ত্রী বিসর্জ্জন। তদ্ব্যতীত সামবেদী ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদীর সন্ধ্যায় আত্মরক্ষাদি আরও কয়েকটি কার্য্য বিভিন্নরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

মার্জ্জনাদির বিবরণ।

(১) মার্জ্জন—মৃজ + অনট্। শুদ্ধ করা অর্থাৎ দেহ পবিত্র করা। অবগাহনস্নানে দেহ পবিত্র হয়, কিন্তু

কালদোষাদসামর্থ্যান্ন শক্নোতি যদাম্ভসি।
তদা জ্ঞাত্বা তু ঋষিভিস্মৈর্দৃষ্টন্তু মার্জ্জনম্॥
শন্ন আপস্তু দ্রুপদা আপোহিষ্ঠাঘমর্ষণম।
এভিশ্চতুর্ভিঋগ্ভিস্ত্রৈস্মন্ত্রস্নানমুদাহৃতম্॥ (যাজ্ঞবল্ক্য)

অবগাহনস্নান না করিলে শন্ন আপঃ, দ্রুপদাদিব, আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি ঋক্‌ত্রয় ও অঘমর্ষণ (অর্থাৎ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ ইত্যাদি) মন্ত্রে মস্তকে জল প্রোক্ষণ করিবে। ইহাকে মন্ত্রস্নান বলে।

ইহা প্রত্যেক সন্ধ্যাতেই করা উচিত। যেহেতু বৈধ (অর্থাৎ সঙ্কল্পাদি সহকৃত) স্নানই প্রকৃত স্নান। গৃহস্থের পক্ষে প্রাতঃস্নান ও মধ্যাহ্নস্নান উভয়ই বিহিত *। সুতরাং আমরা যখন বৈধ স্নান করি না, এবং যথাকালে দুইবারও স্নান করি না, তখন প্রাতঃসন্ধ্যায় ও মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় এই মন্ত্রস্নান কর্ত্তব্যই হইতেছে। তার পর ক্ষৌরকার্য্যাদিতে যে স্নান করিতে হয়, † তাহা প্রায় অনেক স্থলে করা হয় না। সুতরাং সায়ংসন্ধ্যার পূর্ব্বেও মন্ত্রস্নান

---

* যথাহনি তথা প্রাতর্নিত্যং স্নায়াদনাতুরঃ।—কাত্যায়ন। (অহনি—মধ্যাহ্নে)

† শ্মশ্রুকর্ম্মাগ্রুপাতঞ্চ মৈথুনং ছর্দ্দনং তথা। অস্পৃশ্যস্পর্শনং কৃত্বা স্নায়াদ্ বস্ত্রজলক্রিয়া।—ব্রহ্মপুরাণ। জলক্রিয়া = তর্পণ।

করা আবশ্যক। এইজন্য পিতৃদয়িতায় (সামবেদসন্ধ্যায়) সন্ধ্যার পরে মার্জন লিখিত হইয়াছে। সর্ববেদীরই ইহা কর্ত্তব্য।

(২) প্রাণায়াম—প্রাণ-আয়াম (আ-যম্ + ঘঞ্)। প্রাণবায়ুর (অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসের) গতিবিচ্ছেদ।*

সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥ (যোগিযাজ্ঞবল্ক্যাদি)

সন্ধ্যায় প্রাণবায়ু সংযত করিয়া প্রণবের সহিত সপ্তব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও গায়ত্রীশিরঃ তিনবার পাঠ করাকে প্রাণায়াম বলে।

প্রাণায়ামাংশ্চরেত্ত্রীংস্তু যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
অহোরাত্রকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥ (অত্রি)

যথাকালে (অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে) তিনবার প্রাণায়াম করিলে অহোরাত্রকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়।

বদ্ধাসনং নিয়ম্যাসূন্ স্মৃত্বা ঋষ্যাদিকং তথা।
সংনিমীলিতদৃঙ্ মৌনী প্রাণায়ামং সমাচরেৎ॥ (বৃহস্পতি)

আসনে বসিয়া, প্রাণবায়ু সংযত করিয়া, ঋষ্যাদি স্মরণপূর্ব্বক মৌনাবলম্বনে প্রাণায়াম করিবে।

আদানং রোধমুৎসর্গং বায়োস্ত্রিস্ত্রিঃ সমভ্যসেৎ।
ব্রহ্মাণং কেশবং শম্ভুং ধ্যায়েদ্দেবাননুক্রমাৎ॥ (ব্যাস)

বাহ্য বায়ুর আকর্ষণ (পূরক), নিরোধ (কুম্ভক) ও নিঃসারণ (রেচক) এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম করিবে, এবং পূরকে ব্রহ্মার, কুম্ভকে বিষ্ণুর ও রেচকে শম্ভুর ধ্যান করিবে। (এ ধ্যান কাম্য †)

* শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।—যোগসূত্র।

† ব্রহ্মাণং কেশবং শম্ভুং ধ্যায়েন্মুচ্যেত বন্ধনাৎ ইতি বৃহস্পতিবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনাৎ ধ্যানং কাম্যমিত্যাহুঃ।—আহ্নিকতত্ত্ব। সুতরাং করা না করা ইচ্ছাধীন।

পূরকঃ কুম্ভকো রেচ্যঃ প্রাণায়ামস্ত্রিলক্ষণঃ।
নাসিকাকৃষ্ট উচ্ছ্বাসো ধ্মাতুঃ পূরক উচ্যতে।
কুম্ভকো নিশ্চলশ্বাসো মুচ্যমানশ্চ রেচকঃ॥ (যোঃ যাজ্ঞঃ)
নিরোধাজ্জায়তে বায়ুর্বায়োরগ্নিঃ প্রজায়তে।
অগ্নেরাপো ব্যজায়ন্ত তৈরন্তঃ শুধ্যতে ত্রিভিঃ॥ (বশিষ্ঠ)

কুম্ভকে দেহাভ্যন্তর বায়ু দ্বারা পূর্ণ হয়, সেই বায়ু হইতে অগ্নি জন্মে, এবং অগ্নি হইতে জল (স্বেদ) উৎপন্ন হয়, এই তিনের দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি হইয়া থাকে।

পূরক, কুম্ভক ও রেচকে একবার প্রাণায়াম হয়। অন্যান্য কার্য্যে ঐরূপ একবার বা তিনবার প্রাণায়ামের বিধান আছে এবং তাহাতে পূরকাদির সময়বৈলক্ষণ্যও নির্দ্ধারিত হইয়াছে (২১ পৃঃ), কিন্তু সন্ধ্যাঙ্গ প্রাণায়াম, বিশেষ-বচনবলে, একই সময়ে একবারমাত্র করিতে হয়। যথা আহ্নিকতত্ত্বে—

"ছন্দোগপরিশিষ্টম্—রক্ষাস্তে বারিণাত্মানং পরিবেষ্ট্য সমন্ততঃ *। ভূরাদ্যাস্তিস্র এবৈতা মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ। মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যং গায়ত্রী চ শিরস্তথা॥ প্রতিপ্রতীকং প্রণবমন্ত্রে চ শিরসস্তথা। এতা এতাং সহানেন তথৈভির্দ্দশভিঃ সহ। ত্রির্জ্জপেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥ ব্যাসঃ—আদানং রোধমুৎসর্গং বায়োস্ত্রিস্ত্রিঃ সমভ্যসেৎ। পূর্ব্ববচনে ত্রির্জ্জপমাত্রাভিধানাৎ অত্র ত্রিস্ত্রিরিতি বীপ্সা সন্ধ্যাত্রয়াপেক্ষয়া।"

পূর্ব্বোক্ত যোগিযাজ্ঞবল্ক্যাদির এবং ছন্দোগপরিশিষ্টের বচন অনুসারে সন্ধ্যাঙ্গ প্রাণায়ামে পূরকে, কুম্ভকে ও রেচকে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য, গায়ত্রী (তৎসবিতুরিত্যাদি), এবং গায়ত্রীশিরঃ (আপো-

* আচমনান্তে বারিণা আত্মানং সমন্তাৎ পরিবেষ্ট্য রক্ষা কার্য্যেতি শেষঃ। এই জলবেষ্টন ওঙ্কারস্ত ইত্যাদির পূর্ব্বে করিলেও হয় অথবা গায়ত্রীশিরের ঋষ্যাদি বলিবার পরে করিলেও হয়। অনিরুদ্ধভট্টের মতে—অন্তে=গায়ত্রীজপান্তে।

জ্যোতীরিত্যাদি) ইহাদের প্রত্যেকের আদিতে প্রণব, এবং গায়ত্রীশিরের অন্তেও প্রণব, এইরূপে দশটিমাত্র প্রণব বলিতে হয়।

(৩) আচমন—

প্রাণস্যায়মনং কৃত্বা আচামেৎ প্রয়তোঽপি সন্।

অন্তরং স্বিদ্যতে যস্মাত্তস্মাদাচমনং স্মৃতম্ ॥ (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

প্রাণায়ামে দেহ পবিত্র হইলেও, অন্তরে স্বেদ উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রাণায়াম করিয়া আচমন করিবে।

তদ্ভিন্ন আচমনমন্ত্রত্রয়ে যে সকল পাপের উল্লেখ আছে, ঐ সকলের মধ্যে কোনও পাপ অজ্ঞানকৃত হইলে আচমনদ্বারা তাহাও নষ্ট হয়। যথা -

দিবা বা যদি বা রাত্রৌ যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।

ত্রিকালসন্ধ্যাকরণাৎ তৎ সর্ব্বং বিপ্রণশ্যতি ॥ (যাজ্ঞবল্ক্য)

সূর্য্যশ্চেতি জপেৎ প্রাতঃ সপবিত্রেণ পাণিনা। (বৌধায়ন)

সায়মগ্নিশ্চেতি। (বৌধায়নীয়-পরিশিষ্ট)

সায়মগ্নিশ্চ মেত্যুক্ত্বা প্রাতঃ সূর্য্যেত্যপঃ পিবেৎ।

আপঃ পুনন্তু মধ্যাহ্নে ততশ্চাচমনং চরেৎ ॥ (ভরদ্বাজ)

ততঃ সূর্য্যশ্চমেত্যুক্ত্বা সায়মগ্নিশ্চ মেতি চ।

আপঃ পুনন্তু মধ্যাহ্নে কুর্য্যাদাচমনং ততঃ ॥

(মৈত্রায়ণীয় গৃহ্যপরিশিষ্ট)

প্রাণায়ামের পর প্রাতঃসন্ধ্যার সূর্য্যশ্চ মা ইত্যাদি, মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় আপঃ পুনন্তু ইত্যাদি, এবং সায়ংসন্ধ্যায় অগ্নিশ্চ মা ইত্যাদি মন্ত্রে আচমন করিবে।

(৪) পুনর্মার্জ্জন—

শিরসো মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ।

প্রণবো ভূর্ভুবঃস্বশ্চ সাবিত্রী চ তৃতীয়িকা।

অব্দৈবত্যং ত্র্যৃচঞ্চৈব চতুর্থমিতি মার্জ্জনম্ ॥

(ছন্দোগপরিশিষ্ট)

যথা—(১) ওঁ, (২) ভূর্ভুবঃস্বঃ, (৩) তৎসবিতুর্বরেণ্যাদি এবং (৪) আপোহিষ্ঠা, যো বঃ শিবতমঃ, ও তস্মা অরঙ্গমাম ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় পড়িয়া কুশ দ্বারা মস্তকে চারিবার জলবিন্দু প্রক্ষেপ করিবে *

এই মার্জনে নানা মতভেদ আছে। যথা—

ঋগন্তে মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ পাদান্তে বা সমাহিতঃ।
আপোহিষ্ঠেত্যৃচা কার্য্যং মার্জনন্তু কুশোদকৈঃ॥
প্রতিপ্রণবসংযুক্তং ক্ষিপেন্মূর্দ্ধ্নি পদে পদে।
ঋচস্যান্তেঽথবা কুর্য্যাদৃষীণাং মতমাদৃশম্॥

(নারায়ণোপাধ্যায়)

আপোহিষ্ঠা, যোবঃ ও তস্মা অরং এই তিনটি মন্ত্রের প্রত্যেকটির পরে মস্তকে জল দিবে। অথবা উহাদের প্রত্যেক চরণ ওঙ্কারপূর্ব্বক পড়িয়া, প্রত্যেক চরণের অন্তে মস্তকে জল দিবে, যথা—ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবঃ (১ বার), ও তা ন উর্জ্জে দধাতন (১ বার), ওঁ মহে রণায় চক্ষসে (১ বার), ও যো বঃ শিবতমো রসঃ (১ বার), ওঁ তস্য ভাজয়তেহ নঃ (১বার), ওঁ উশতীরিব মাতরঃ (১বার), ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বঃ (১বার), ওঁ যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ (১বার), ওঁ আপো জনয়থা চ নঃ (১বার)। কিম্বা তিনটি মন্ত্র পড়িয়া সর্ব্বশেষে একবার মাত্র মস্তকে জল দিবে।

আপোমার্জ্জনমন্ত্রস্য প্রকারং শৃণু যত্নতঃ।
ভূমৌ শিরসি চাকাশে আকাশে ভুবি মস্তকে॥
মূর্দ্ধ্নি ভূমৌ তথাকাশে যজুর্ব্বেদে সুরেশ্বর।
সামাথর্ব্ববিদং দেবি শৃণু স্বদে শৃণু শৈলজে॥
শূন্যে শিরসি চাকাশে ভূমৌ শূন্যে শিরে তথা।
ভূমৌ শূন্যে তথা মূর্দ্ধ্নি চাপোমার্জ্জনমাচরেৎ॥

---

* সামবেদসন্ধ্যায় সকলেই এইখানে জলে গায়ত্রীজপ করিয়া আপোহিষ্ঠেত্যাদি মন্ত্রত্রয়ে সেই জল মস্তকে প্রক্ষেপ করেন। কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

আপোহিষ্ঠেতি মন্ত্রস্য অষ্টাক্ষবক্রমেণ তু।

মার্জ্জনং তৎক্রমেণৈব সর্ব্বপাপবিনাশনম্॥ (নির্ব্বাণতন্ত্র)

আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের ৯টি চরণ পূর্ব্বোক্তরূপে পাড়য়া এক এক চরণের পর যথাক্রমে ভূমিতে, মস্তকে, শূন্যে, শূন্যে, ভূমিতে মস্তকে, মস্তকে, ভূমিতে, শূন্যে জলপ্রোক্ষণ করিবে—সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদে এই নিয়ম। ঋগ্বেদে—শূন্যে, মস্তকে, আকাশে; ভূমিতে, শূন্যে, মস্তকে, ভূমিতে, শূন্যে, মস্তকে জলপ্রোক্ষণ করিতে হয়।

আপোহিষ্ঠেতি সন্ধ্যায়াং পঠেৎ প্রযতমানসঃ।

মূর্দ্ধ্নি ভূমৌ তথাকাশে আকাশে চ পুনর্ভুবি।

মূর্দ্ধ্নি ভূমৌ পুনর্মূর্দ্ধ্নি ভূমৌ খস্যাৎ সুমার্জ্জনম্॥ (অগ্নিপুরাণ)

আপোহিষ্ঠেত্যাদি মন্ত্রত্রয়ের প্রত্যেক চরণের পর যথাক্রমে মস্তকে, ভূমিতে, আকাশে, আকাশে, ভূমিতে, মস্তকে, ভূমিতে, মস্তকে, আকাশে জলপ্রোক্ষণ করিবে।

আপোহিষ্ঠেতি তিসৃভির্মার্জ্জনন্তু ততশ্চরেৎ।

ভূমৌ শিরসি চাকাশে আকাশে ভুবি মস্তকে।

মস্তকে চ তথাকাশে ভূমৌ চ নবধা ক্ষিপেৎ॥

ভূমিশব্দেন চরণাবাকাশং হৃদয়ং স্মৃতম্।

শিরস্যেব শিরঃশব্দো মার্জ্জনৈক্তেরুদাহৃতঃ॥

(স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড)

আপোহিষ্ঠেত্যাদি মন্ত্রত্রয়ের প্রত্যেক চরণ পড়িয়া যথাক্রমে ভূমিতে, মস্তকে, আকাশে, আকাশে, ভূমিতে, মস্তকে; মস্তকে, আকাশে, ভূমিতে জলপ্রোক্ষণ করিবে। এখানে ভূমি বলিতে পদদ্বয়, আকাশ বলিতে হৃদয়, এবং মস্তক বলিতে মস্তকই জানিবে।

যে যে কার্য্যে এইরূপ মতভেদ থাকে, তাহাতে যে কোনও এক-প্রকার মতে কার্য্য করিলেই চলে। অতএব সামবেদিসন্ধ্যাপ্রয়োগে ছন্দোগপরিশিষ্টের মতেই মার্জ্জন লিখিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদসন্ধ্যায় (আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে) আছে—

"শুচৌ পাত্রে সব্যে পাণৌ বা অপ আধায়,স্থিরে তু উদকাশয়ে যাবতি কর্ম্ম কুর্ব্বীত তাবত উদকস্য বিভাগং কল্পয়িত্বা, তীর্থানি তত্রাবাহ্য, তা অপঃ সদর্ভপাণিনা আদায়, উত্তানশিরসি মার্জ্জয়েৎ ওঁপূর্ব্বং পচ্ছ আপো-হিষ্ঠেতি তিসৃভিঃ। অথ আচমনম্। উদকমাদায় সূর্য্যশ্চেতি পিবেৎ। অথ পুনরাচম্য মার্জ্জয়েৎ। প্রণবব্যাহৃতি-সাবিত্রীভিঃ, ঋকৃশঃ আপো-হিষ্ঠেতি সূক্তেন, গায়ত্রীশিরসা চ অন্ততঃ আত্মানং পরিষিঞ্চেৎ। এতন্মার্জ্জনম্।" সমন্ত্রক আচমনের পর পুনর্ব্বার আচমন করিয়া প্রণব, ব্যাহৃতি, গায়ত্রী, আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি সূক্ত অর্থাৎ ৯টি মন্ত্র এবং আপোজ্যোতী মন্ত্রে (অথাৎ উক্ত ১৩টি মন্ত্রে) মস্তকে ১৩বার জল প্রোক্ষণ করিবে।

যজুর্ব্বেদিসন্ধ্যায় (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে) আছে—"আপোহিষ্ঠেত্যাদিভিঃ প্রত্যেকং তিসৃভির্ম্মার্জ্জনম্।" আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ের প্রতিমন্ত্রে মস্তকে জলপ্রোক্ষণ করিবে।

(৫) অঘমর্ষণ—অঘ = পাপ, মর্ষণ = ক্ষালন।

করেণোদ্ধৃত্য সলিলং ঘ্রাণমাসজ্য তত্র চ।
জপেদনায়তাসুর্ব্বা ত্রিঃ সকৃদ্বাঘমর্ষণম্॥ (ছন্দোগপরিশিষ্ট)

হস্তে জল লইয়া, তাহাতে নাসিকা ডুবাইয়া, শ্বাসরোধ করিয়া অথবা না করিয়াই ৩বার বা ১বার অঘমর্ষণসূক্ত (ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়) পাঠ করিবে।

জলপূর্ণং তথা হস্তং নাসিকাগ্রে সমর্পয়েৎ।
ঋতঞ্চেতি পঠিত্বা তু তজ্জলন্তু ক্ষিতৌ ক্ষিপেৎ॥ (ব্রহ্মপুরাণ)

নাসিকাগ্রে জলপূর্ণ হস্ত ধরিয়া, ঋতঞ্চ ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া, সেই জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।

যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ সর্ব্বপাপাপনোদনঃ।
তথাঘমর্ষণং সূক্তং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ (বিষ্ণু ও যোগিযাজ্ঞবল্ক্য)

অশ্বমেধ যজ্ঞ যেমন সকল পাপ নাশ করে, সেইরূপ অঘমর্ষণসূক্তও সকল পাপ নাশ করিয়া থাকে।

দ্রুপদাস্তু ত্রিরাবর্ত্ত্যা তথা চৈবাঘমর্ষণম্।
সোপাংশু প্রণবং বাপি ঘ্রাতা হ্যাপো হ্যঘাপহাঃ॥

(যোঃ যাজ্ঞঃ)

দ্রুপদা মন্ত্র ৩বার, অঘমর্ষণমন্ত্র ৩বার, অথবা উপাংশু (চুপি চুপি) প্রণব উচ্চারণ করিয়া জল আঘ্রাণ করিলে, সেই জল পাপনাশক হয়।

এই বচন অনুসারে ঋগ্বেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যায় অঘমর্ষণসূক্তের সহিত দ্রুপদা মন্ত্রও পড়িবার বিধি আছে। যথা আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে —"অথ গোকর্ণবৎকৃতেন পাণিনা উদকমাদায় নাসিকাগ্রে ধারয়ন্ কৃষ্ণঘোরপুরুষাকৃতিং পাপ্মানম্ আত্মানমন্তর্ব্যাপ্য স্থিতং বিচিন্ত্য সংযত-প্রাণঃ অঘমর্ষণসূক্তং দ্রুপদামৃচঞ্চ আবর্ত্ত্য দক্ষিণেন নাসাবিলেন শনৈঃ প্রাণং রেচয়ন্, সব্বতস্তেন সংহৃত্য কৃষ্ণং রেচনবর্ত্মনা পাণিস্থে উদকে পতিতং ধ্যাত্বা, তদুদকম্ অনবেক্ষমাণো বামতো ভুবি তীব্রাঘাতেন ক্ষিপ্ত্বা, তং পাপ্মানং বজ্রহতং সহস্রধা দলিতং ভাবয়েৎ। এষ পাপ্ম-ব্যপোহঃ। এনমেকে ন কুর্ব্বন্তি, মার্জ্জনেনৈব তস্য ব্যপোহিতত্বাৎ।" ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে—"ততো মার্জ্জনানন্তরং দ্রুপদামন্ত্রম্ অঘমর্ষণমন্ত্রঞ্চ প্রত্যেকং ত্রিরাবর্ত্ত্য, জলচুলুকং নাসিকাগ্রে নিধায়, তজ্জলং পূরকোচ্ছ্বাসেন অভ্যন্তরং প্রবেশ্য, দেহস্থসকলপাপমাদায় রেচকোচ্ছ্বাসেন বহির্নির্গত-মিতি বিচিন্ত্য ভূমাবাস্ফাল্য ত্যজেৎ।"

(৬) সূর্য্যজলাঞ্জলিদান—সূর্য্যের প্রতি জলাঞ্জলি নিক্ষেপ।

উত্থায়ার্কং প্রতি প্রোক্ষেৎ ত্রিকেণাঞ্জলিমম্ভসঃ।

(ছন্দোগপরিশিষ্ট)

দাঁড়াইয়া ত্রিক (অর্থাৎ প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী) পড়িয়া সূর্য্যের প্রতি জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে।

করাভ্যাং তোয়মাদায় গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতম্।
আদিত্যাভিমুখস্তিষ্ঠংস্ত্রিরূর্দ্ধং সন্ধ্যয়োঃ ক্ষিপেৎ *।
মধ্যাহ্নে তু সকৃদেবং ক্ষেপণীয়ং দ্বিজাতিভিঃ॥ (ব্যাস)

দুই হাতে জল লইয়া, সূর্য্যাভিমুখে দাঁড়াইয়া, প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যায় ৩বার গায়ত্রী পড়িয়া ৩বার ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ করিবে। মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় ১বার গায়ত্রী পড়িয়া ১বারমাত্র ক্ষেপণ করিবে।

ত্রিংশৎ কোট্যো মহাবীর্য্যা মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ
কৃষ্ণাতিদারুণা ঘোরাঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্॥
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
উপাসতে ততঃ সন্ধ্যাং প্রক্ষিপন্ত্যুদকাঞ্জলিম॥
দহ্যন্তে তেন তে দৈত্যা বজ্রীভূতেন বারিণা।
এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রাঃ সন্ধ্যাং নিত্যমুপাসতে॥ (কাশ্যপ)

মহাবলশালী কৃষ্ণবর্ণ অতিনিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর মন্দেহ (মন্দা ঈহা চেষ্টা যেষাং তে মন্দেহাঃ) নামে ত্রিশ কোটি রাক্ষস (অর্থাৎ বিষয়াভিলাষ) সূর্য্যকে (অর্থাৎ জ্ঞানরূপ সূর্য্যকে) গ্রাস করিতে ইচ্ছা করে। সেইহেতু দেবতারা ও ঋষিরা সন্ধ্যার (পরমেশ্বরের) উপাসনা করেন এবং উদকাঞ্জলি প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন। সেই জল বজ্রস্বরূপ হইয়া সেই দৈত্যদিগকে দগ্ধ করিয়া থাকে (অর্থাৎ গায়ত্রীপাঠসহকারে ঊর্দ্ধরূপে জলাঞ্জলিক্ষেপণ করিলে জ্ঞানসূর্য্যের আবরক বিষয়াভিলাষরূপ মলরাশি বিধৌত হইয়া যায়)।

আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে ইহাকে অর্ঘ্যদান বলা হইয়াছে। মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় বিশেষ—"আকৃষ্ণীয়য়া হংসবত্যা বা ত্রিঃ সকৃদ্ বা অর্ঘ্যমুৎক্ষিপ্য" আকৃষ্ণেন রজসা ইত্যাদি অথবা হংসঃ শুচিষদ্ ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার বা একবার অর্ঘ্য দিয়া।

* অত্রাভিমন্ত্রিতমিত্যুক্তেঃ বারত্রয়ং মন্ত্রপাঠঃ, প্রধানগুণাবৃত্তিন্যায়েনাপি মন্ত্রাবৃত্তিঃ। এবমেব সমুদ্রকরভাষ্যম্।—আহ্নিকতত্ত্ব।

(৭) সূর্য্যোপস্থান—সূর্য্য উপস্থান = সূর্য্যের উপাসনা। গায়ত্রীতে যে ভর্গঃ অর্থাৎ তেজঃস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা বিহিত হইয়াছে সেই তেজ সূর্য্যমণ্ডলেই সম্যক বর্ত্তমান বলিয়া গায়ত্রীজপের পূর্ব্বে তদাধারভূত সূর্য্যের উপাসনা করিতে হয়।

উত্থায়ার্কং প্রতি প্রোহেদঞ্জলিকেণাঞ্জলিমম্ভসঃ।

উচ্চিত্রমিত্যৃগ্‌দ্বয়েন চোপতিষ্ঠেদনন্তরম্॥ (ছন্দোগপরিশিষ্ট)

দাঁড়াইয়া সূর্য্যের প্রতি জলাঞ্জলি ক্ষেপণ করিবে, এবং দাঁড়াইয়াই উদুত্যং ও চিত্রং এই মন্ত্রদ্বয়ে সূর্য্যের উপাসনা করিবে।

তদসংসক্তপার্ষ্ণির্বা একপাদর্দ্ধপাদপি

কুর্য্যাৎ কৃতাঞ্জলির্বাপি ঊর্দ্ধবাহুরথাপি বা॥

যত্র স্যাৎ কৃচ্ছ্র ভূয়স্ত্বং শ্রেয়সোঽপি মনীষিণঃ।

ভূয়স্ত্বং ব্রুবতে তত্র কৃচ্ছ্রাচ্ছ্রেয়ো হ্যবাপ্যতে॥ (ঐ)

গোড়ালি তুলিয়া দুই পায়ে দাঁড়াইয়া, অথবা এক পায়ে দাঁড়াইয়া, কিম্বা অর্দ্ধপদে অর্থাৎ একপদের অগ্রভাগে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কৃতাঞ্জলি বা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যোপস্থান করিবে। যে কার্য্যে যেরূপ কষ্টের বাহুল্য হইবে, সেই কার্য্যে ফলেরও সেইরূপ বাহুল্য হইয়া থাকে।

সায়ং প্রাতরুপস্থানং কুর্য্যাৎ প্রাঞ্জলিরানতঃ।

ঊর্দ্ধবাহুস্তু মধ্যাহ্নে তথা সূর্য্যস্য দর্শনাৎ॥ (হারীত)

প্রাতঃসন্ধ্যায় ও সায়ংসন্ধ্যায় কৃতাঞ্জলি, এবং মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া উপস্থান করিবে।

সামবেদীর সূর্য্যোপস্থান—"উদুত্যং চিত্রম্ আয়ংগৌঃ অপত্যেতা তরণিঃ উদ্যামেষি আভিশ্চর্গ্‌ভিঃ সবিতুরুপস্থানং নমো ব্রহ্মণ ইত্যাদ্যুপজায়তেত্যন্তেন।"—গোভিলস্নানসূত্র। "উচ্চিত্রমিত্যৃগদ্বয়েন চোপতিষ্ঠেদনন্তরম্।"—ছন্দোগপরিশিষ্টে সন্ধ্যাপ্রকরণ

এতদুভয় মত অবলম্বনে পদ্ধতিকার সংক্ষেপ করিয়া উদুত্যং, চিত্রং ও নমো ব্রহ্মণে এই তিনটিমাত্র মন্ত্র ধরিয়াছেন। নমো ব্রহ্মণে ইত্যাদি

মন্ত্রস্থ প্রত্যেক নামে, এবং অন্তে ('উপজ্ঞায়ত' স্থলে 'উপজায় চ' পাঠ করিয়া) 'নম উপজ্ঞায়' বলিয়াও সকলেই জল দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা অমূলক। যেহেতু উক্ত গোভিলসূত্রে জল দিবার কথা নাই, এবং উপজ্ঞায়ত পর্য্যন্ত সূর্য্যোপস্থানই উক্ত হইয়াছে। তদনুসারে রঘুনন্দনও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন—"ততশ্চ ছন্দোগানাম্ উপজ্ঞায়তেত্যন্তমুপস্থানম্।" পরন্তু উপজ্ঞ বলিয়া কোনও দেবতাও নাই। "নমো ব্রহ্মণে" হইতে "উপজ্ঞায়ত" পর্য্যন্ত সামবেদীয় বংশব্রাহ্মণের প্রথম অংশ। তাহাতে উপজ্ঞায়ত পাঠ আছে। সায়ণাচার্য্য উহাকে ক্রিয়াপদ করিয়া সাধিয়াছেন ও সেইরূপ অর্থও করিয়াছেন (সন্ধ্যার টীকায় দ্রষ্টব্য)।

ঋগ্বেদীয় সূর্য্যোপস্থান—"অসাবাদিত্যো ব্রহ্মেতি প্রদক্ষিণং পরিষন্ পরিষিচ্য" (অসৌ আদিত্যো ব্রহ্ম—বলিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া জলাঞ্জলি দিতে হয়)। মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় বিশেষ—"ঊর্দ্ধবাহুরুদুত্যং জাতবেদসং—চিত্রং দেবানামিতি সূক্তাভ্যাম্, আভ্যাং বা মন্ত্রাভ্যাং, তচ্চক্ষুরিত্যেকয়া বা আদিত্যমুপস্থায়।" (উদুত্যং জাতবেদসং ইত্যাদি ত্রয়োদশর্চ্চসূক্ত ও চিত্রং দেবানাম্ ইত্যাদি ষড়্ চ সূক্তে, অথবা কেবল ঐ দুই মন্ত্রে, কিম্বা তচ্চক্ষুরিত্যাদি একটিমাত্র মন্ত্রে সূর্য্যোপস্থান করিবে)।—আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্ট। *

---

* রঘুনন্দন সামবেদীয় সন্ধ্যাদি সমস্ত পদ্ধতি এবং যজুর্ব্বেদীয় বহু পদ্ধতির আলোচনা করিয়াছেন, তদুপরি হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বও আছে বলিয়া উক্ত উভয়বিধ পদ্ধতি-পুস্তকে বিশেষ গোলযোগ নাই (যাহা আছে, তাহা লিপিকরপ্রমাদজনিত মাত্র); কিন্তু ঋগ্বেদীয় পদ্ধতিগুলির কেহ সেরূপ আলোচনা করেন নাই বলিয়া প্রত্যেক পুস্তকেই পরস্পর অনৈক্য দেখা যায়। এই কারণে মহামহোপাধ্যায় ৺ মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগ দেখিয়াই আহ্নিককৃত্যে ঋগ্বেদিসন্ধ্যা দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে অনেকেই (তাঁহাদের বাটীস্থ হস্তলিখিত পুস্তকের সহিত মিলে না বলিয়া) আপত্তি করেন। আমিও সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলাম তাহাতে অনেক ভ্রম প্রমাদও আছে। তজ্জন্য এবারে ঋগ্বেদিসন্ধ্যার মূল আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্ট দেখিয়াই ঋগ্বেদিসন্ধ্যা লিখিলাম। ইহার উপর আর কাঁহারও কোনও আপত্তি টিকিবে না।

যজুর্ব্বেদীয় সূর্য্যোপস্থান—যদিও পূর্ব্বোক্ত কাত্যায়নবচনে (ছন্দোগপরিশিষ্টে) উদুত্যং ও চিত্রং এই দুইটি মন্ত্রই উক্ত হইয়াছে, তথাপি "উদুত্যং চিত্রং দেবানামুদ্বয়ংতমসস্পরি। তচ্চক্ষুর্দ্দেব ইতি চ একচক্রেতি বৈহি চ। উদগাদিত্যয়ং মন্ত্র আকৃষ্ণেনেতি বৈ ঋচা। দৃষ্টেন সংপ্রযুঞ্জীত শক্ত্যাঙ্গানি জপেৎ সদা॥" এই যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের বচন অনুসারে (দুই একটি বাদ দিয়া) ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে উদুত্যং, চিত্রং, তচ্চক্ষুঃ, উদ্বয়ং ও স্বয়ম্ভূরসি এই পাঁচটি মন্ত্র ধৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ উক্ত বচনে "শক্ত্যা" থাকায় উদুত্যং ও চিত্রং ভিন্ন অপর সমস্ত মন্ত্রই ইচ্ছাধীন।

(৮) অঙ্গন্যাস—স্বীয় অঙ্গে মহাব্যাহৃতির বা গায়ত্রীর বর্ণসমূহ ন্যাস করা। মার্জ্জনের ন্যায় এই অঙ্গন্যাসেও নানা মতভেদ আছে। তন্মধ্যে সামবেদিসন্ধ্যায় আহ্নিকতত্ত্বে, এবং যজুর্ব্বেদিসন্ধ্যায় ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে ধৃত—

প্রণবো ভূর্ভুবঃশ্চ অঙ্গানি হৃদয়াদয়ঃ।
ত্রিরাবর্ত্ত্য ততঃ পশ্চাদার্ষং ছন্দশ্চ দৈবতম্।
বিনিয়োগস্তথা রূপং ধ্যাতব্যং ক্রমতস্তু বৈ॥ (শঙ্খ ও যাজ্ঞবল্ক্য)

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরিত্যক্ষরপঞ্চকং হৃদয়শিবঃশিখাসর্ব্বগাত্রকরদ্বয়েষু প্রত্যেকং ন্যসেৎ। এবমপরং বারদ্বয়মিতি।

ওঁ, ভূর্, ভু, বঃ, স্বঃ এই পাঁচটি অক্ষর যথাক্রমে হৃদয়, মস্তক, শিখা, সর্ব্বগাত্র (কবচ) ও করদ্বয়ে (অস্ত্রে) তিনবার ন্যাস করিবে। যথা—"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ভূঃ শিরসে স্বাহা, ভু শিখায়ৈ বষট্, বঃ কবচায় হুং, স্বঃ অস্ত্রায় ফট্" এরূপ করিয়া বলিলেও হয়, অথবা মাতৃকান্যাসের ন্যায় কেবল ওঁ, ভূর্ ইত্যাদি এক-একটি অক্ষর বলিয়া হৃদয়াদি স্পর্শ করিলেও হয়।

ঋগ্বেদিসন্ধ্যায় আশ্বলায়ন-গৃহ্যপরিশিষ্টে আছে—

পরন্তু গৃহ্যপরিশিষ্টে যখন সূর্য্যোপস্থানমন্ত্রের পক্ষত্রয় রহিয়াছে, তখন প্রথম পক্ষ অনুসারে মন্ত্ররাশি তুলিয়া সন্ধ্যাবন্দনে [illegible] ইদানীন্তন আবালবৃদ্ধের বিভীষিকা উৎপাদন না করিয়া [illegible] অবলম্বন করিয়াছি।

অপ উপস্পৃশ্য ব্যাহৃতিভিঃ রূপাবস্থ, প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা, আত্মানং ব্যাহৃতিভিঃ রভ্যুক্ষ্য, সাবিত্র্যা দৈবতমনুস্মৃত্য আর্ষাদিকং বা, তামেতাং চতুরক্ষরশো বিভক্তাম্ অঙ্গযোজকৈঃ ষড়ভিস্তদঙ্গমন্ত্রৈর্যথাঙ্গম্ আত্মনি বিন্যস্য, আত্মানং তদ্রূপং ভাবয়েৎ। যথা—তৎসবিতুর্হৃদয়ায় নম ইতি হৃদয়ে, বরেণ্যং শিরসে স্বাহা শিরসি, ভর্গোদেব শিখায়ৈ বষড়িতি শিখায়াম্, স্যধীমহি কবচায় হুমিতি উরসি, ধিয়োযোনো নেত্রত্রয়ায় বৌষড়িতি নেত্রললাটদেশেষু বিন্যস্য, অথ প্রচোদয়াদস্ত্রায় ফড়িতি করতলয়োরঙ্গং প্রাচ্যাদিষু দশসু দক্ষু বিন্যসেৎ। এষোঽঙ্গন্যাসঃ। এন যেকে নেচ্ছন্তি, স হি বিধিরবৈদিক ইত্যর্থমনুসন্দধানাঃ।

(৯) গায়ত্রীর আবাহন—গায়ত্রী-দেবতাকে আহ্বান করা। সামবেদী, ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদীর সন্ধ্যায় মন্ত্র ভিন্নভিন্ন।

ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে গায়ত্রীর আবাহন ধৃত হয় নাই, কিন্তু আহ্নিকতত্ত্বে আছে—"যজুর্ব্বেদিনাস্তু যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—আবাহ্য যজুষানেন তেজোঽসীতি বিধানতঃ। ব্যাসঃ—তেজোঽসীতি চ মন্ত্রেণ গায়ত্রীমাবাহয়েত্ততঃ। উপস্থায় তুরীয়েণ নমস্কৃত্য জপেত্তু তাম্॥ তুরীয়েণ গায়ত্র্যাসাত্যাহ্নিনা পরোরজস ইত্যন্তেন মন্ত্রেণ। তথা বৌধায়নঃ—উপতিষ্ঠেদ্ বা এতাং দেবীং তুরীয়েণ। তথাপ্যুদাহরন্তি গায়ত্র্যস্যেকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্যপদসি ন হি পদ্যসে নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজস ইত্যখিলাং জপতীতি।"

(১০) গায়ত্রীর ধ্যান—গায়ত্রীদেবতার রূপ চিন্তা। সামবেদি-সন্ধ্যায় প্রাতঃকালে ব্রহ্মাণী, মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবী ও সায়াহ্নে রুদ্রাণী। যথা—

গায়ত্রী ব্রহ্মরূপা তু সাবিত্রী বিষ্ণুরূপিণী।
সরস্বতী রুদ্ররূপা উপাস্যা রূপভেদতঃ॥
পূর্ব্বা সন্ধ্যা তু গায়ত্রী সাবিত্রী মধ্যমা স্মৃতা।
যা ভবেৎ পশ্চিমা সন্ধ্যা বিজ্ঞেয়া সা সরস্বতী॥

(যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

গায়ত্রী নাম পূর্ব্বাহ্নে সাবিত্রী মধ্যমে দিনে।
সরস্বতী চ সায়াহ্নে সৈব সন্ধ্যা ত্রিষু স্মৃতা ॥
প্রতিগ্রহান্নদোষাচ্চ পাতকাদুপপাতকাৎ।
গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাদ্ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ ॥
সবিতৃর্দ্যোতনাৎ সৈব সাবিত্রী পরিকীর্ত্তিতা।
জগতঃ প্রসবিত্রীত্বাদ্ বাগ্‌রূপত্বাৎ সরস্বতী * ॥ (ব্যাস)

ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদীর সন্ধ্যায় প্রাতঃকালে ব্রহ্মাণী, মধ্যাহ্নে রুদ্রাণী, ও সায়াহ্নে বৈষ্ণবী (আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্ট, আদিত্যহৃদয় ও গায়ত্রীহৃদয় দ্রষ্টব্য)। এরূপ মতভেদে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। যেহেতু অরূপ পরমব্রহ্মের রূপনির্ণয় অসম্ভব। এইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্)

আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে ও ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে কালত্রয়েই একপ্রকার ধ্যানও আছে (সন্ধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তদ্ভিন্ন পৃথক্ পৃথক্ ধ্যানও প্রোক্ত হইয়াছে। যথা আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে—যা সন্ধ্যোক্তা সৈব মন্ত্রদেবতা খলূপাস্যতে। তাং সর্ব্বদৈকরূপাং ধ্যায়েৎ অনুসন্ধ্যম্, অন্যান্যরূপাং বা। যদৈকরূপাম্—ঋগ্‌যজুঃসামত্রিপদাং ..ধ্যায়েৎ। অথ যদি ভিন্নরূপাং তাং প্রাতঃ—বালাং বালাদিত্যমণ্ডলমধ্যস্থাং রক্তবর্ণাং রক্তাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং চতুর্ব্বক্ত্রাং দণ্ডকমণ্ডল্বক্ষসূত্রাভয়াঙ্কচতুর্ভুজাং হংসাসনারূঢ়াং ব্রহ্মদেবত্যা-মৃগ্বেদমুদাহরন্তীং ভূর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং গায়ত্রীং নাম দেবতাং ধ্যায়েৎ। অথ মধ্যন্দিনে তাম—যুবতীং যুবাদিত্যমণ্ডলমধ্যস্থাং শ্বেতবর্ণাং শ্বেতাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং পঞ্চবক্ত্রাং প্রতিবক্ত্রং ত্রিনেত্রাং চন্দ্রশেখরাং ত্রিশূলখড়্গখট্বাঙ্গডমরুকাঙ্কচতুর্ভুজাং বৃষভাসনারূঢ়াং রুদ্রদেবত্যাং যজুর্ব্বেদমুদাহরন্তীং ভুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং সাবিত্রীং নাম দেবতাং ধ্যায়েৎ।

* "তপ তপ" এই বাক্ (সরস্বতী) শুনিয়া ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে সমর্থ হইয়াছিলেন (ভাগবত ২য় স্কন্ধ ৯ম অধ্যায়)।

অথ সায়ং তাম্—বৃদ্ধাং বৃদ্ধাদিত্যমণ্ডলমধ্যস্থাং শ্যামবর্ণাং শ্যামাম্বরানুলেপনস্রগাভরণা-মেকবক্ত্রাং শঙ্খচক্রগদাপদ্মাঙ্কচতুর্ভুজাং গরুড়াসনারূঢ়াং বিষ্ণুদেবত্যাং সামবেদমুদাহরন্তীং স্বর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং সরস্বতীং নাম দেবতাং ধ্যায়েৎ। ধ্যানং নেচ্ছন্ত্যেকে।

যজুর্ব্বেদিসন্ধ্যার কোনও কোনও পুস্তকে (প্রাতঃ) কুমারীং রক্তাঙ্গীং রক্তবাসসং ত্রিনেত্রাং বরদাঙ্কুশাক্ষমালাকমণ্ডলুধরাং হংসারূঢ়ামৃগ্বেদসহিতাং ব্রহ্মদেবত্যাং ভূর্লোকব্যবস্থিতা-মাদিত্যপথগামিনীং গায়ত্রী-মাবাহয়িষ্যে। (মধ্যাহ্নে) যুবতীং শ্বেতাঙ্গীং শ্বেতবাসসং ত্রিনেত্রাং পাশাঙ্কুশত্রিশূলডমরুহস্তাং বৃষারূঢ়াং যজুর্ব্বেদসহিতাং রুদ্রদেবত্যাং ভুবর্লোকব্যবস্থিতা-মাদিত্যপথগামিনীং সাবিত্রীমাবাহয়িষ্যে। (সায়ং) বৃদ্ধাং কৃষ্ণাঙ্গীং কৃষ্ণবাসসং ত্রিনেত্রাং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তাং গরুড়ারূঢাং সামবেদসহিতাং বিষ্ণুদেবত্যাং স্বর্লোকব্যবস্থিতা-মাদিত্যপথগামিনীং সরস্বতীমাবাহয়িষ্যে। (কোনও কোনও পুস্তকে ধ্যান নাই)।

শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা…স্থিতাথ বা॥ তামাবাহ্য জপিত্বাথ নমস্কৃত্য বিসর্জ্জয়েৎ॥ (যোঃ যাঃ)

(১১) গায়ত্রীজপ—জপের নিয়ম ২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। বৈদিক গায়ত্রী-জপে বিশেষ বিধি—

> কৃত্বোত্তানৌ করৌ প্রাতঃ সায়ঞ্চাধোমুখৌ করৌ।
> মধ্যে তির্য্যক্করৌ প্রোক্তৌ জপ এবমুদাহৃতঃ॥ (স্মৃতি)

প্রাতঃকালে উত্তান (চিৎ) হস্তে, সায়ংকালে অধোমুখ (উপুড়) হস্তে, এবং মধ্যাহ্নে তির্য্যক্ (কাইৎ) হস্তে জপ করিবে।

> তিস্রোঽঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বাণো মধ্যমা চৈকপর্ব্বিকা।
> অনামামধ্য-মারভ্য জপ এবমুদাহৃতঃ॥ (শঙ্খ)

অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব্ব, কনিষ্ঠার মূল মধ্য ও অগ্র পর্ব্ব, অনামিকার অগ্র পর্ব্ব, মধ্যমার অগ্র পর্ব্ব, এবং তর্জ্জনীর অগ্র মধ্য ও

মূল পর্ব্ব অঙ্গুষ্ঠের অগ্র পর্ব্ব দ্বারা যথাক্রমে ধরিয়া জপ করিবে (এইরূপে ১০বার জপ হইবে)।'

মধ্যমায়া দ্বয়ং পর্ব্ব জপকালে বিবর্জ্জয়েৎ।

এনং মেরুং বিজানীয়াদ্‌ বিহিতং ব্রহ্মণা স্বয়ম্ ॥ (মদনপারিজাত)

মধ্যমার মধ্য ও মূল পর্ব্ব ধরিবে না। উহাকে মেরু বলে।

অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘিতম্।

অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ (ঐ)

অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা যে জপ, মেরুতে যে জপ, এবং সংখ্যাহীন যে জপ, তৎসমস্তই নিষ্ফল।

অঙ্গুষ্ঠাগ্রস্য নিষেধাৎ পর্ব্বণা জপঃ। (আহ্নিকতত্ত্ব)

অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা জপ নিষিদ্ধ হওয়ায় অগ্রপর্ব্ব দ্বারা ধরিয়া জপ করিবে।

স্ফটিকাদি-মালা দ্বারাও গায়ত্রীজপ বিহিত হইয়াছে। যথা—

স্ফটিকেন্দ্রাক্ষরুদ্রাক্ষৈঃ পুত্রজীবসমুদ্ভবৈঃ।

অক্ষমালা তু কর্ত্তব্যা প্রশস্তা হ্যুত্তরোত্তরা ॥ (যোঃ যাঃ)

দেবতাং ধ্যায়ন্ জপং কুর্য্যাৎ। (শঙ্খ)

গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া জপ করিবে।

সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাম্।

গায়ত্রীন্তু জপন্ বিপ্রো ন পাপৈর্ব্বিপ্রলিপ্যতে ॥

(অত্রি ও বৃদ্ধাপস্তম্ব)

গায়ত্রীর সহস্রবার জপ উত্তম, শতবার জপ মধ্যম, এবং দশবার জপ অধম (অর্থাৎ নিকৃষ্ট)। অতএব ১০বারের ন্যূন জপ করিবে না।

দশকৃত্বঃ প্রজপ্তা সা রাত্র্যাহ্না যৎ কৃতং লঘু।

তৎ পাপং প্রণুদত্যাশু নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

শতজপ্তা তু সা দেবী পাপৌঘশমনী স্মৃতা।

সহস্রজপ্তা সা দেবী মহাপাতকনাশিনী ॥

লক্ষজপ্যেন সাপ্যেবং সপ্তজন্মোত্থপাতকম্।
কোটিজপ্যেন বিপ্রার্থ যদিচ্ছতি তদাপ্নুয়াৎ॥ (অগ্নিপুরাণ)

দশবার জপে দিবারাত্রিকৃত লঘু পাপ, শতবার জপে সর্ব্বপাপ, সহস্রবার জপে মহাপাতক, ও লক্ষবার জপে সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ নষ্ট হয়, এবং কোটিবার জপে যে যাহা ইচ্ছা করে, সে তাহাই পায়।

জপকালে গায়ত্রীতে প্রণব সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। যথা—

১ [প্রণব, মহাব্যাহৃতি,, সাবিত্রী]

প্রণবো ভূর্ভুবঃস্বশ্চ সাবিত্রী চ তৃতীয়িকা। (ছন্দোগপরিশিষ্ট)
এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্।
সন্ধ্যয়োর্ব্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে॥ (মনু)

ওঁপূর্ব্বাঃ ব্যাহৃতীঃ সাবিত্রীঞ্চ (আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র)। পূর্ব্বমোঙ্কারং, ততস্তিস্রো ব্যাহৃতীঃ সমস্তাঃ, ততঃ সাবিত্রীম্, এবমেতৎ ত্রিতয়ম্। প্রতিব্যাহৃতি প্রণবশঙ্কা নৈব কার্য্যা, সকৃৎকৃতেনৈব প্রণবেন ওঁপূর্ব্বত্বসিদ্ধেঃ। যথা—অধ্বর্য্যুমুখা ইত্যত্র একেনৈবাধ্বর্য্যুণা সর্ব্বেঽধ্বর্য্যুমুখা ভবন্তি, তদ্বদত্রাপ, পৃথক্কল্পনায়াং প্রমাণাভাবাচ্চ। (ভাষ্য)

২ [প্রণব, মহাব্যাহৃতি, সাবিত্রী, প্রণব]

প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য ভূর্ভুবঃস্বস্ততঃ পরম্।
গায়ত্রী প্রণবশ্চান্তে জপ এবমুদাহৃতঃ॥ (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

৩ [প্রণব, মহাব্যাহৃতি, প্রণব, সাবিত্রী, প্রণব]

প্রণবত্রয়সংযুক্তং ব্রাহ্মণেষু প্রকীর্ত্তিতম্।
ক্ষত্রাদৌ পরমেশানি শস্যতে প্রণবদ্বয়ম্॥ (গায়ত্রীতন্ত্র. ১ম পটল)
প্রণবত্রয়সংযুক্তং গায়ত্রীং প্রজপেত্তু যঃ।
গায়ত্র্যাঃ ফলমাপ্নোতি অন্যথারণ্যরোদনম্॥ (ঐ ২য় পটল)

ভবদেবপ্রভৃতি পদ্ধতিকারগণ, হলায়ুধ ও রঘুনন্দন যোগিযাজ্ঞবল্ক্যমতেরই পক্ষপাতী। প্রাণতোষণীকারও স্বয়ং তান্ত্রিক হইয়া উক্ত মতেই শ্রদ্ধা দেখাইয়া গায়ত্রীতন্ত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"যত্তু গায়ত্রী-

তন্ত্রস্থ প্রথমপটলে…দ্বিতীয়পটলেঽপি · প্রণবত্রয়যুক্তগায়ত্রীকথনং, তৎ প্রবলকলৌ তৎপুটিতত্বাভিপ্রায়েণ। তথা চ তত্রৈব—স্থিত্বা বা উপবিশ্য বা প্রণবৈঃ পুটিতাং কলৌ। জপ্ত্বা সিদ্ধিমবাপ্নোতি তদৃতে বিফলং ভবেৎ॥"

যাহা হউক, সর্ব্ববেদীয় উপনয়নপদ্ধতিতে যখন যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের মতই অনুসৃত হইয়াছে, এবং তদনুসারেই যখন সকলের সাবিত্রীদীক্ষা হইয়াছে, তখন সেইরূপেই জপ করা উচিত। *

(১২) গায়ত্রীবিসর্জ্জন—বিসর্জ্জন—প্রেষণ (বিদায় দেওয়া) আবাহন করিলেই বিসর্জ্জন করিতে হয়।

তামাবাহ্য জপিত্বা চ নমস্কৃত্য বিসর্জ্জয়েৎ। (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

বিসর্জ্জনের মন্ত্র ভিন্নভিন্ন-বেদীর ভিন্নভিন্ন।

অতিরিক্ত।

সামবেদিসন্ধ্যায়—সন্ধ্যোপাসনা বিসর্জ্জনপর্য্যন্তা সর্ব্ববেদিসিদ্ধা। পিতৃদয়িতায়ান্তু ছন্দোগানাম্ আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ ইত্যন্তেনোদকাঞ্জলিং দদ্যাৎ। তদনন্তরং জাতবেদসে সুনবাম ইতি মন্ত্রেণাত্মরক্ষণম্, ঋতঞ্চ সত্যমিত্যনেন রুদ্রোপস্থানঞ্চানিরুদ্ধভট্টেনাধিকমুক্তং সামগেন কার্য্যম্। রক্ষান্তে বারিণাত্মানমিতি, উপতিষ্ঠেত্ততো রুদ্রমর্দ্ধ্বাগ্বা বাদিকাজ্জপাদিতি ছন্দোগপরিশিষ্টবচনদ্বয়ং তত্র প্রমাণং বদন্তি †। তদনন্তরং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রবরুণেভ্যঃ ‡ প্রত্যেকমঞ্জলিং দদ্যাদিতি পিতৃদায়িতা। (আহ্নিকতত্ত্ব)

---

* জপেরই এই নিয়ম জানিবে। প্রাণায়ামে, পুনর্মার্জ্জনে ও সূর্য্যাজলাঞ্জলিদানে গায়ত্রীর অন্তে প্রণব বলিতে হয় না (সেরূপ বলিবার বিধি নাই)।

† অনেকে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া জাতবেদসে ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া মস্তকে জল প্রোক্ষণ করেন। কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ নাই। "রক্ষান্তে বারিণাত্মানং পরিবেষ্ট্য সমন্ততঃ।" (রক্ষা কার্য্যা ইতি শেষঃ) এই ছন্দোগপরিশিষ্টবচনে জলবেষ্টনের বিধানই আছে।

‡ কেহ কেহ বলেন "ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাম্বরুণেভ্যঃ" (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সূর্য্য, বরুণ)

অর্ঘ্যং দদ্যাত্তু সূর্য্যায় ত্রিকালেষু যথাক্রমম্।
অশক্ত এককালে তু মধ্যাহ্নে তু বিশেষতঃ।
সন্ধ্যাং কৃত্বা তু দত্ত্বার্ঘ্যং ততঃ পশ্যেদ্দিবাকরম্॥ *

(নরসিংহপুরাণ)

আচম্য চ ততো দদ্যাৎ সূর্য্যায় সলিলাঞ্জলিম্।
নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥ † (বিষ্ণুপুরাণ)
সম্পূজ্য প্রণমেৎ সূর্য্যং সমাহিতমনাস্ততঃ। (পদ্মপুরাণ)

ঋগ্বেদিসন্ধ্যায়—তত আবাহ জপিত্বা, জাতবেদসে সুনবাম সোম—তচ্ছংযোরাবৃণীমহে—নমো ব্রহ্মণে নমোহস্ত্বগ্নয় ইত্যেতাভিঃ রুপস্থায়, ‡ প্রদক্ষিণং দিশঃ সাধিপা নত্বা, অথ সন্ধ্যায়ৈ গায়ত্র্যৈ সাবিত্র্যৈ সরস্বত্যৈ সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যশ্চ নমস্কৃত্য, তত উত্তমে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি। ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখম্ ইতি সন্ধ্যাং বিসৃজ্য, ভদ্রং নো অপি বাতয় মন ইত্যুক্ত্বা, শান্তিঞ্চ ত্রিরুচ্চার্য্য, নমো ব্রহ্মণ ইতি প্রদক্ষিণং পরিক্রমন্, আ সত্যলোকাদা পাতালাদা লোকা-

---

এইরূপ পাঠ। তদনুসারে কোনও কোনও পুস্তকে অত্ত্যো নমঃ আছে। কিন্তু এইরূপ পাঠ কোনও পুস্তকে দেখা যায় না।

* উপচারদানে পৌরাণিক ক্রম—উপচারের নাম, মূলমন্ত্র, নিবেদনমন্ত্র। যথা—এতৎ পাদ্যং হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ইত্যাদি। সেইরূপ ইদমর্ঘ্যং "ওঁ নমো বিবস্বতে... কর্ম্মদায়িনে" ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

† অর্ঘ্যের পরিবর্ত্তে কেবল জলাঞ্জলি দিলে উক্ত মন্ত্রটি পড়িয়া জলাঞ্জলি দিতে হয়।

‡ মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগে "তচ্ছংযো-রাবৃণীমহে" এবং "নমো ব্রহ্মণে নমো অস্ত্বগ্নয়ে" এতাবন্মাত্রই মন্ত্রদ্বয় আছে দেখিয়া আমিও পূর্ব্বে সেইরূপ লিখিয়াছিলাম; কিন্তু আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে বক্ষ্যমাণিতে "তচ্ছং যোঃ—শংযুর্ঋষিঃ দেবাঃ শক্করী, নমো ব্রহ্মণে—প্রজাপতির্ঋষিঃ দেবা জগতী" থাকায় ছন্দোরক্ষা হয় না বলিয়া সন্দেহ ছিল। এক্ষণে সে সন্দেহ ভঞ্জন হওয়ায় এ সংস্করণে সম্পূর্ণ মন্ত্রদ্বয়ই দিয়াছি এবং তাঁহাদের মূলও দেখাইয়াছি।

লোকপর্ব্বতাৎ। যে সন্তি ব্রাহ্মণা দেবাস্তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ইতি নমস্কৃত্য, ভূমিমুপসংগৃহ্য, গুরূন্ বৃদ্ধাংশ্চোপসংগৃহ্নীয়াৎ।

(আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্ট)

যজুর্ব্বেদিসন্ধ্যায়—প্রাতঃসন্ধ্যার প্রারম্ভে অর্থাৎ মার্জ্জনের পর

"নত্বা তু পুণ্ডরীকাক্ষমুপাত্তাঘপ্রশান্তয়ে।
ব্রহ্মবর্চ্চসকামার্থং প্রাতঃসন্ধ্যামুপাস্মহে॥"
ইত্থং কৃত্বা তু সঙ্কল্পং কুশানাদায় পাণিনা।
নদ্যাং সমুত্থতোয়ৈস্তু গৃহে বা কলসাম্বুভিঃ॥ * (সংবর্ত্ত)

ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে এ মন্ত্র ধৃত হয় নাই। রঘুনন্দন ধরিয়াছেন এবং অন্যান্য যজুর্ব্বেদিসন্ধ্যাপদ্ধতিতেও আছে।

অঘমর্ষণের পর

আচম্য চ পুনা প্রোক্তং তীর্থসম্মার্জ্জনং ততঃ।
উপস্পৃশ্য ততঃ পশ্চান্মন্ত্রেণানেন ধর্ম্মতঃ॥
"অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতোমুখঃ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কার আপো জ্যোতী রসোঽমৃতম্॥"
আচম্য চ ততঃ পশ্চাদাদিত্যাভিমুখো জলম্।
উদ্ধৃত্যং জাতবেদসং-মন্ত্রেণ প্রক্ষিপেত্ততঃ।
এষ এব বিধিঃ প্রোক্তঃ সন্ধ্যায়াঞ্চ দ্বিজাতিষু॥ (শঙ্খ)

ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে উক্ত মন্ত্র ধৃত হয় নাই, কিন্তু অন্যান্য যজুর্ব্বেদিসন্ধ্যা-পদ্ধতিতে আছে।

গায়ত্রীজপানন্তরং সূর্য্যস্যেত্যাবর্ত্তেতি হারীতবচনাৎ দক্ষিণাবর্ত্তেন

---

* সন্ধ্যোপাসনা কার্য্যা ইতি শেষঃ। সন্ধ্যা নিত্যকর্ম্ম; সুতরাং উহার সঙ্কল্প নাই। এখানে সঙ্কল্প অর্থে 'কামনা' অর্থাৎ উক্ত মন্ত্র পড়িয়া ব্রহ্মবর্চ্চস (ব্রহ্মতেজ) কামনা করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। মধ্যাহ্ন ও সায়ংসন্ধ্যায় পরিবর্ত্তন করিয়া উক্ত মন্ত্র পড়িবার কোনও প্রমাণ নাই।

পরিবৃত্তোপবিশেৎ। তত্র সূর্য্য ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা যজুষ্ট্রাচ্ছন্দো নাস্তি সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। মন্ত্রো যথা—সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তয়ে। * (মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যায়াং) গায়ত্রীজপান্তং কর্ম্ম সমাপ্য, পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ প্রদক্ষিণেনাবৃত্ত্যা দিশং নমস্কৃত্য ব্রহ্মযজ্ঞং কুর্য্যাৎ। (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব)

সন্ধ্যানন্তর সূর্য্যার্ঘ্যদান (বা সূর্য্যজলাঞ্জলিদান) পৌরাণিক। পৌরাণিক কার্য্যে সর্ব্ববেদীরই সমান অধিকার। সুতরাং সামবেদীর ন্যায় যজুর্ব্বেদীরও উহা করা আবশ্যক। কিন্তু ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে ধৃত হয় নাই। আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টেও ধৃত হয় নাই, তবে তাহার মতে সূর্য্যোপস্থানের পূর্ব্বে, অর্ঘ্য দিবার ব্যবস্থা আছে। (২৩৮ পৃঃ ২১ পং)।

প্রকৃত সন্ধ্যা।

গায়ত্রীজপই প্রকৃত সন্ধ্যা; মার্জ্জনাদি উহার অঙ্গ। অতএব সম্পূর্ণ সন্ধ্যা করিতে অসমর্থ হইলে কেবল গায়ত্রীজপ করিতে পারা যায়। ব্যবহারও সেইরূপ আছে।

গায়ত্রীজপই যে প্রকৃত সন্ধ্যা, তাহার প্রমাণ—সন্ধ্যা শব্দের ব্যুৎপত্তিতেই লভ্য হয়। সম্যক্ রূপে ধ্যান করা কোনও অনুষ্ঠানে বা অপর কোনও মন্ত্রে নাই; কেবল গায়ত্রীমন্ত্রেই ধীমহি-পদ দ্বারা সুব্যক্ত রহিয়াছে। আশ্বলায়নসূত্রে (২৪৬পৃঃ ১১পং) ও তৎপরিশিষ্টে (২৪৩পৃঃ ১৭পং এবং ২৪৮পৃঃ ১৩পং) গায়ত্রীকেই সন্ধ্যা বলা হইয়াছে। মনুও সন্ধ্যায় গায়ত্রীজপমাত্রই করিতে বলিয়াছেন (২৪৬পৃঃ ৯পং)। ব্যাসবচনেও (পৃঃ২৪৩ ১ পং) গায়ত্রীর নামই সন্ধ্যা। যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—"যা সন্ধ্যা সা তু গায়ত্রী দ্বিধা ভূত্বা প্রতিষ্ঠিতা। পূর্ব্বা সন্ধ্যা চ গায়ত্রী সাবিত্রী মধ্যমা স্মৃতা। যা ভবেৎ পশ্চিমা সন্ধ্যা বিজ্ঞেয়া সা সরস্বতী।" ছন্দোগপরিশিষ্টেও গায়ত্রীজপমাত্রকেই সন্ধ্যা বলা হইয়াছে (পরে "সন্ধ্যাত্রয়ের নিত্যত্ব" পরিচ্ছেদে দেখ)। ইত্যাদি

---

* অন্বাবর্ত্তয়ে—অশুদ্ধ। অন্বাবর্ত্তে—শুদ্ধ। এই মন্ত্রটি শুঃ যজুঃ কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন উভয় শাখাতেই আছে।

সন্ধ্যামন্ত্রের মূল।

সর্ব্ববেদীয় সন্ধ্যাতেই শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ - শুক্লযজুঃ (কাণ্বসংহিতা ৩৭ অধ্যায়) *। দ্রুপদাদিব - শুক্লযজুঃ (মাধ্যন্দিন-সংহিতা) ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ ঋগ্বেদ। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ইত্যাদি—তৈত্তিরীয় আরণ্যক †। তৎসবিতুঃ—সর্ব্ববেদের সর্ব্বশাখা। আপো-জ্যোতি, সূর্য্যশ্চ মা, আপঃ পুনন্তু, অগ্নিশ্চ মা—তৈঃ আঃ। উদ্বয়ং, চিত্রং—ঋগ্বেদ ‡। নমো বিবস্বতে- বিষ্ণুপুরাণ। জবাকুসুম—পদ্মপুরাণ

* প্রচলিত পদ্ধতিপুস্তকে এই মন্ত্র 'শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ" ও "শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ" পাঠ আছে। গুণবিষ্ণু ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"শং কল্যাণম্ অনন্তীতি শমনঃ কল্যাণ প্রাপিকা ভবন্তু। তথা নূপ্যাঃ অনূপদেশভবা আপঃ। নূপ্যা ইত্যাকারলোপশ্ছান্দসঃ।' এ অর্থ ঠিক নহে। যেহেতু অন ধাতুর অর্থ প্রাণন (জীবনধারণ—অকর্ম্মক); প্রাপণ (পাওয়ান—সকর্ম্মক) নহে। এবং বৈদিক ব্যাকরণে অনূপ শব্দের অকার-লোপের সূত্র নাই। অথর্ব্ববেদে ইহার অনুরূপ মন্ত্র যথা—শন্ন আপ ধন্বন্যাঃ শমু সন্তনূপ অন্যত্র "শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শন্নে সন্তনূপ্যাঃ।"

† কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের রীত্যনুসারে স্বঃ স্থানে সুবঃ আছে, কিন্তু অন্যান্য বেদে স্ব থাকায় তাহাই সকলের পাঠ্য। চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে পৃথিবী হইতে উপরিতন সপ্ত ভুবনের নাম যথাক্রমে ভূঃ ভুবঃ ইত্যাদি। ইহাদিগকে ব্যাহৃতি বলে। তন্মধ্যে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিনটির নাম মহাব্যাহৃতি। ভূস্ ভুবস্ স্বর্ মহর্—অব্যয়। জন—পুং। তপস্, সত্য—ক্লী।

‡ উদ্বয়ং মন্ত্রটি শুক্ল যজুর্ব্বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখাতেও আছে, কিন্তু মাধ্যন্দিন শাখায় ৭ অধ্যায়ে ইহার অন্তে স্বাহা, ৮ অধ্যায়ে উপযামগৃহীতোঽসি, এবং কাণ্বসংহিতায় ইহার অন্তে উপযামগৃহীতোঽসি ও গ্রহাময়নাখ্যমন্ত্রে অতিগ্রাহ্যগ্রহণে বিনিয়োগ থাকায়, চিত্রং মন্ত্রের সাহচর্য্যে এখানে ঋগ্বেদীয় মন্ত্রই জানিবে। চিত্রং মন্ত্রের অন্তেও কাণ্বশাখায় উপযামগৃহীতোঽসি আছে এবং উক্ত কার্য্যেই বিনিয়োগ উক্ত হইয়াছে। মাধ্যন্দিন শাখায় ৭ অধ্যায়ে ইহার শেষে স্বাহা আছে এবং ১৩ অধ্যায়ে ইহার ঋষি বিশ্বরূপ উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু সমস্ত পদ্ধতিপুস্তকে ও ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে অন্তে স্বাহা না থাকায় এবং কুৎস ঋষি উক্ত হওয়ায় ইহা ঋগ্বেদীয় মন্ত্রই জানিতে হইবে।

সামবেদিসন্ধ্যায়—আপোহিষ্ঠা, যোবঃ, তস্মাঅরং—শুঃ যজুঃ। নমো ব্রহ্মণে—বংশব্রাহ্মণ। আয়াহি বরদে, কুমারীমৃগ্বেদযুতাং, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ, সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ—পিতৃদয়িতা। মহেশবদনোৎপন্না—পিতৃদয়িতা ও গায়ত্রীতন্ত্র। জাতবেদসে—ঋগ্বেদ। ঋতং সত্যং—তৈঃ আঃ *।

ঋগ্বেদিসন্ধ্যায়—আপোহষ্ঠেতি সূক্ত, আ কৃষ্ণেন—ঋগ্বেদ। আগচ্ছ বরদে—আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্ট। তচ্ছংযোঃ—তৈঃ আঃ, ও ঋক্‌-পরিশিষ্ট। নমো ব্রহ্মণে—তৈঃ আঃ। উত্তমে শিখরে—তৈঃ আঃ (আঃ গৃঃ পঃ ব্রাহ্মণেভ্যঃ স্থলে ব্রাহ্মণৈঃ আছে)। ভদ্রং নো—ঋগ্বেদ।

যজুর্ব্বেদিসন্ধ্যায়—নত্বা তু—সংবর্ত্ত। আপোহিষ্ঠা, যোবঃ, তস্মা অরং—শুঃ যজুঃ। অন্তশ্চরসি—শঙ্খ। তচ্চক্ষুঃ, উদ্বয়ং, স্বয়ম্ভূরসি, আকৃষ্ণেন—শুঃ যজুঃ। শ্বেতবর্ণা ইত্যাদি ধ্যান—যোঃ যাঃ। তেজোঽসি—শুঃ যজুঃ (কাণ্ব)। গায়ত্র্যস্যেকপদী—শতপথব্রাহ্মণ। উত্তরে শিখরে—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য। দেব সবিতঃ, বিশ্বা রূপাণি—শুঃ যজুঃ। সূর্য্যস্যাবৃত—শুঃ যজুঃ।

শাখাভেদে সন্ধ্যার একবিধত্ব।

কোনও কোনও মন্ত্রের বেদভেদে ও শাখাভেদে বিভিন্ন পাঠ আছে, কিন্তু সন্ধ্যামন্ত্রের সেরূপ শাখাভেদে পাঠভেদ না থাকায় কৌথুমী প্রভৃতি সর্ব্বশাখার সামবেদিসন্ধ্যা একরূপ, শাকল প্রভৃতি সর্ব্বশাখার ঋগ্বেদি-সন্ধ্যা একরূপ, এবং কাণ্ব মাধ্যন্দিন প্রভৃতি সর্ব্বশাখার যজুর্ব্বেদি-সন্ধ্যা একরূপ †।

---

* শেষার্দ্ধের পাঠ—উর্দ্ধরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমো নমঃ। কিন্তু এখানকার গুণবিষ্ণুটীকার শঙ্কা পাঠঃ মন্ত্রের ন্যায় কোনও দোষ না থাকায় (সামবেদের কোনও ব্রাহ্মণে ঐরূপ পাঠ থাকিতেও পারে ভাবিয়া) প্রচলিত পাঠই রাখিয়াছি।

† দুই একটি মন্ত্রের ব্যাদিগত প্রভেদ আছে, তাহা সন্ধ্যার যথাস্থানে বলা হইবে

"যন্নাম্নাতং স্বশাখায়াং পারক্যমবিরোধি চ।
বিদ্বদ্ভিস্তদনুষ্ঠেয়মগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবৎ॥"

এই কাত্যায়নবচন অনুসারে সমস্ত পদ্ধতিকারেরাই যে সকল মন্ত্র ও অনুষ্ঠান স্বশাখায় নাই এবং স্বশাখার বিরোধি নহে, তৎসমস্ত পরশাখা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—

কর্কোপাধ্যায়-বাসুদেবদীক্ষিত-রেণুদীক্ষিত-প্রভৃতয়ঃ স্বস্বগ্রন্থে যজ্ঞোপবীতধারণমন্ত্রাবসরে লিখিতবন্তঃ, মন্ত্রমপি শাখান্তরীয়ং লিখিতবন্তঃ।

(পারস্করগৃহ্যভাষ্যে হরিহর)

যদ্যপি গোভিলগৃহ্যে অন্নপ্রাশনসংস্কারো নাভিহিতঃ, তথাপি কৃত্যচিন্তামণিধৃতবচনেন সর্ব্বশাখিকর্ত্তৃকত্বেনাকাঙ্ক্ষিতঃ। যন্নাম্নাতং স্বশাখায়াং .. ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টাৎ অন্যশাখোক্তপ্রকারেণ ছন্দোগেন কর্ত্তব্যঃ। অজিনগ্রহণমন্ত্রস্তু মিত্রস্য চক্ষুঃ...ইতি তৈত্তিরীয়শাখাপঠিতো দ্রষ্টব্য ইতি ভট্টভাষ্যম্। (সংস্কারতত্ত্বে রঘুনন্দন)

"অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" ও "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" এই দুইটি তৈঃ আরণ্যকের মন্ত্র আপোশনে (গণ্ডূষে) সর্ব্ববেদীই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ঋষ্যাদি।

মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও বিনিয়োগ না জানিয়া মন্ত্র পাঠ করিলে অল্প ফল হয়। যথা—

আর্ষং ছন্দশ্চ দৈবত্যং বিনিয়োগস্তথৈব চ।
বেদিতব্যং প্রযত্নেন ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা॥
অবিদিত্বা তু যঃ কুর্য্যাদ্ যাজনাধ্যাপনং জপম্।
হোমমন্তর্জ্জলাদীনি তস্য চাল্পফলং ভবেৎ॥ (যোঃ যাঃ)

বৈদিক মন্ত্রের পক্ষেই এই নিয়ম (শ্রাদ্ধাদিতে অনিয়ম), অন্য মন্ত্রের পক্ষে নহে। অতএব যাঁহারা "অন্তশ্চরসি" ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষ্যাদি ধরিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কল্পনাপ্রসূত।

"দ্রষ্টার ঋষয়ঃ স্মর্ত্তারঃ পরমেষ্ঠ্যাদয়ঃ, দেবতা মন্ত্রার্থভূতা অগ্ন্যাদিকা হবির্ভাজঃ স্তোতভাজো বাহনঃশাখোখাশম্যোপবেষকপালেখোলূখলাদয়শ্চ প্রতিমাভূতাঃ, ছন্দাংসি গায়ত্র্যাদীনি।" (সর্ব্বানুক্রমণিকা)

যাঁহারা তপস্যা করিয়া যে যে মন্ত্র দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সেই সেই মন্ত্রের ঋষি, যাঁহারা যে যে মন্ত্র স্মরণ করিয়াছেন, সেই পরমেষ্ঠী প্রভৃতিও সেই সেই মন্ত্রের ঋষি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যাঁহারা যে যে মন্ত্রের অর্থভূত (প্রতিপাদ্য), সেই সেই মন্ত্র বলিয়া যাঁহাদিগকে আহুতি দেওয়া যায় বা স্তব করা যায়, সেই অগ্নি প্রভৃতি দেবতা, এবং রথ, শাখা উখা, শম্যা, উপবেষ, কপাল, হবি, উলখল প্রভৃতি পদার্থ সেই সেই মন্ত্রের দেবতা। গায়ত্রী প্রভৃতি যে যে ছন্দে যে যে মন্ত্র বদ্ধ, তাহারাই সেই সেই মন্ত্রের ছন্দঃ। বিনিয়োগ শব্দের অর্থ—কোন্ মন্ত্রের কোন কার্য্যে প্রয়োগ হয়।

"যেষু মন্ত্রেষু অগ্নীন্দ্রাদয়শ্চেতনাঃ প্রতিপাদ্যন্তে, তেষু অগ্ন্যাদীনাং দেবতাত্বং বিস্পষ্টম্। যেষু তু মন্ত্রেষু পলাশশাখাবচ্ছিজুহ্বাদয়োঽচেতনাঃ প্রতিপাদ্যন্তে, তেষ্বপি শাখাদিশব্দাভিধেয়াঃ তত্তদদ্রব্যাভিমানিনশ্চেতনা দেবতা অবগন্তব্যাঃ। অতএব ভগবান্ বাদরায়ণো মৃদব্রবীৎ, আপোঽব্রুবন ইত্যাদিষু অচেতনদ্রব্যেষু চেতনোচিতব্যাপারমুপপাদয়িতুম্ অভিমানি-ব্যপদেশস্তিতি সূত্রয়ামাস। (সায়ণাচার্য্য)

যে যে মন্ত্রের অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি চেতন পদার্থ প্রতিপাদ্য, সেই সেই মন্ত্রে অগ্ন্যাদির দেবতাত্ব ত সুস্পষ্টই আছে। পরন্তু যে যে মন্ত্রের শাখা প্রভৃতি অচেতন পদার্থ প্রতিপাদ্য, সে সকলেও তত্তৎ দ্রব্যের অভিমানী চেতন দেবতাই জানিবে (২২৮ পৃঃ ২৩পং)। অতএব "মৃৎ অব্রবীৎ" (মৃত্তিকা বলিল) "আপোঽব্রুবন্" (জল বলিল) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে (শতপথ-ব্রাহ্মণ ৬.১।৩।২।৪) অচেতন দ্রব্যে চেতনোচিত কার্য্য উপপন্ন করিবার জন্য ভগবান্ বেদব্যাস "অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৫) এই সূত্র করিয়াছেন।

ঋষ্যাদির ক্রম।

মহর্ষি কাত্যায়ন সর্ব্বানুক্রমণিকায় "ঋষিদৈবতচ্ছন্দাংস্যনুক্রমিষ্যামঃ" লেখায় (ঋগ্বেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রের) ঋষি, দেবতা ও ছন্দঃ এইরূপ ক্রম জানিবে, পরন্তু ছান্দোগ্যব্রাহ্মণে "যো হ বা অবিদিতার্ষেয়-চ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন * মন্ত্রেণ যাজয়তি বাধ্যাপয়তি বা স্থাণুং বর্চ্ছতি" থাকায় (সামবেদীয় মন্ত্রের) যথাক্রমে ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা বলিতে হয়।

ছন্দঃ।

কাত্যায়ন সর্ব্বানুক্রমণিকায় যে মন্ত্রের যে ছন্দঃ বলিয়াছেন, তাহার সমর্থনের জন্যই পিঙ্গল মুনি ছন্দঃসূত্র করিয়াছেন। সর্ব্বানুক্রমণিকায় যে মন্ত্রের ছন্দঃ ধৃত হয় নাই, তাহা (পিঙ্গলসূত্রের সহিত না মিলিলেও) ঋষিবচনানুসারে জানিবে।

বেদে তিনপ্রকার মন্ত্র আছে ঋক্, যজুঃ সাম †। এইজন্যই বেদের অপর নাম ত্রয়ী। "তেষামৃগ্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থিতিঃ। গীতিষু সামাখ্যা। শেষে যজুঃশব্দঃ।" (জৈমিনি) গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের নাম ঋক্; গেয় মন্ত্রের নাম সাম, এবং যাহা ছন্দোবদ্ধও নহে ও গানের বিষয়ও নহে, তাহার নাম যজুঃ।

ঋগ্বেদে প্রসঙ্গক্রমে অল্পস্বল্প যজুঃ ও সামও আছে, সামবেদেও ঋক্ ও যজুঃ আছে, এবং যজুর্ব্বেদেও ঋক্ ও সাম আছে। তবে ঋক্প্রধান বলিয়া ঋগ্বেদ, সামপ্রধান বলিয়া সামবেদ, এবং যজুঃপ্রধান বলিয়া যজুর্ব্বেদ হইয়াছে। অথর্ব্ববেদও ঋক্প্রধান, যে সকল ঋক্ শান্তি ও অভিচার কার্য্যে প্রযুক্ত হয়, সেইগুলিই অথর্ব্ববেদে আছে।

কেহ কেহ যজুঃসংজ্ঞক মন্ত্রেরও ছন্দঃ স্বীকার করেন। যথা—

---

* ব্রাহ্মণ—(ব্রাহ্মণোক্ত) বিনিয়োগ।

† ঋচ্—স্ত্রীলিঙ্গ। যজুস্, সামন্—ক্লীবলিঙ্গ।

"ছন্দস্তু মন্ত্রাণাম্ ইষেত্বাদীনাম্ অনিয়তাক্ষরত্বাৎ নাস্ত্যেব। যে তু যজুষামপি ছন্দ ইচ্ছন্তি, তৈঃ কাত্যায়নোক্তসর্ব্বানুক্রমণিকায়াঃ পঞ্চমাধ্যায়মভ্যাস্য তদ্দ্বারেণ তত্তন্মন্ত্রচ্ছন্দোঽনুসন্ধেয়ম্।"—সায়ণ।

বৈদিক ছন্দঃ ২১টী। যথা—গায়ত্রী, উষ্ণিক্ (উষ্ণিহ্), অনুষ্টুপ্ (ভ্), বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ (ভ্), জগতী; অতিজগতী, শক্বরী, অতিশক্বরী, অষ্টি, অত্যষ্টি, ধৃতি, অতিধৃতি, কৃতি, প্রকৃতি, আকৃতি, বিকৃতি, সঙ্কৃতি, অতিকৃতি, উৎকৃতি। গায়ত্রীতে সমুদায়ে ২৪ অক্ষর, উষ্ণিকে ২৮, অনুষ্টুপে ৩২, এইরূপে ৪।৪ অক্ষর বাড়িয়া বৃহতী প্রভৃতি ছন্দঃ হয়। তন্মধ্যে গায়ত্রী ত্রিপদা, প্রতি চরণে ৮ অক্ষর। উহাদের নানাপ্রকার ভেদও আছে। যথা—দৈবী গায়ত্রী একাক্ষরা (ওঁ, ভূঃ)। দৈবী উষ্ণিক্ দ্ব্যক্ষরা (ভুবঃ)। দৈবী বৃহতী চতুরক্ষরা (ভূর্ভুবঃস্বঃ) ইত্যাদি *

বিশেষ সূত্র (১) "ইয়াদিপূরণঃ"—পাদ ইত্যনুবর্ত্ততে। ইয়াদিঃ পূরণো যস্য স ইয়াদিপূরণঃ। আদিশব্দেন উবাদয়ো গৃহ্যন্তে। তত্রায়মর্থঃ—যত্র গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দসি পাদস্য অক্ষরসংখ্যা ন পূর্য্যতে, তত্র ইয়াদিভিঃ পূরয়িতব্যা। যথা তৎসাবিতুর্ব্বরেণিয়ং, দিবং গচ্ছ সুবঃ পত।—যে চরণে অক্ষরসংখ্যা পূর্ণ না হয়, তাহাতে য্ স্থানে ইয়্, ব্ স্থানে উব্ ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া অক্ষরসংখ্যা পূর্ণ করিবে। যেমন গায়ত্রীর প্রথম চরণে ৭ অক্ষর থাকায় বরেণ্যং স্থানে বরেণিয়ং উচ্চারণ করিয়া ৮ অক্ষর পূর্ণ করিতে হইবে, সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্...দিবং গচ্ছ স্বঃ পত (শুঃ যজুঃ ১২ অঃ, ধৃতি ছন্দঃ) ইত্যাদি মন্ত্রে ১ অক্ষর ন্যূন হওয়ায় স্বঃ স্থলে সুবঃ পড়িতে হইবে। (২) "বিরাজো দিশঃ"—যেখানে বিরাট্ পাদ বলা হইবে, সেখানে ১০ অক্ষর জানিবে। (৩) "ঊনাধিকেনৈকেন নিচৃদ্ভুরিজৌ"—যে ছন্দের কোনও চরণে এক অক্ষর ন্যূন হয়, তাহাকে

---

* এই প্রকারভেদ না বলিলেও দোষ হয় না। তজ্জন্য "ওঁকারস্য গায়ত্রীচ্ছন্দঃ" এইরূপই বলা হয়।

নিচৃৎ বলে, এবং এক অক্ষর অধিক হইলে ভুরিক্ বলে *। (৪) "দ্বাভ্যাং বিরাট্স্বরাজৌ"—দুই অক্ষর ন্যূন হইলে বিরাট্ এবং দুই অক্ষর অধিক হইলে স্বরাট্ বলে। (৫) "আদিতঃ সন্দিগ্ধে"—সন্দেহ হইলে (অর্থাৎ কোনও ছন্দে ২৬ অক্ষর থাকিলে তাহা স্বরাট্ গায়ত্রী বা বিরাট্ উষ্ণিক্ এইরূপ সন্দেহ ঘটিলে) প্রথম চরণ অনুসারে ছন্দঃ নির্ণয় করিবে (অর্থাৎ প্রথমে গায়ত্রীর পাদ থাকিলে স্বরাট্ গায়ত্রী, এবং প্রথমে উষ্ণিকের পাদ থাকিলে বিরাট্ উষ্ণিক্ জানিবে। যথা—"অস্মাত্ত্বমধি জাতোঽসি, ত্বদয়ং জায়তাং পুনঃ। অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা॥" (স্বরাট্ গায়ত্রী)। ইত্যাদি।

ব্যাকরণ।

বৈদিক পদ সাধনের জন্য পাণিনির পৃথক্ ব্যবস্থা আছে †। তদুপরি ভিন্ন ভিন্ন বেদের প্রাতিশাখ্যেও ব্যাকরণসংক্রান্ত কতকগুলি নিয়ম আছে। সে সমস্ত না জানিয়া অনেকে লৌকিক ব্যাকরণ অনুসারে শুদ্ধ পাঠকে অশুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। যথা সমুদ্রো অর্ণবঃ, সংবৎসরো অজায়ত, স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ ইত্যাদি স্থলে সমুদ্রোঽর্ণবঃ, সংবৎসরোঽজায়ত, তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ ইত্যাদি করিয়াছেন (বৈদিক ব্যাকরণ ১৬৪ সূত্র দেখুন)।

---

* তৎসবিতুঃ ইত্যাদি মন্ত্রকে নিচৃৎ গায়ত্রী বলা যায় না। যেহেতু গায়ত্রীহৃদয়, গায়ত্রীতন্ত্র প্রভৃতিতে ২৪ অক্ষরের পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ, পৃথক্ পৃথক্ দেবতা ও পৃথক পৃথক্ অঙ্গে ন্যাসের বিধান আছে। সুতরাং বরেণ্যং স্থলে বরেণিয়ং পড়িয়া ২৪ অক্ষরই পূর্ণ করিতে হইবে।

† মৎসম্পাদিত সানুবাদ "বৈদিক ব্যাকরণ" দ্রষ্টব্য।

ঋষ্যাদি সম্বন্ধে মতভেদ ও ভ্রম।

[ওঁ]

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্দেবোঽগ্নিস্তস্য কথ্যতে *।
গায়ত্রী চ ভবেচ্ছন্দো নিয়োগঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
ত্রিমাত্রস্তু † প্রয়োক্তব্যঃ প্রারম্ভে সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ (সংবর্ত্ত)

তেনোপাস্যং ততস্তস্য ব্রহ্মার্ষস্তু স্বয়ম্ভুবা।
গায়ত্রঞ্চ ভবেচ্ছন্দো অগ্নির্দৈবতমুচ্যতে।
সর্ব্বেষাদৌ প্রযুঞ্জীত ত্রিবিধেষু চ কর্ম্মসু।
বিনিযোগঃ সমুদ্দিষ্টঃ শ্বেতো বর্ণ উদাহৃতঃ ॥ (যোগঃ যাঃ)
প্রণবস্য ঋষির্ব্রহ্মা গায়ত্রং ছন্দ এব হি।
দেবোঽগ্নির্ব্যাহৃতিষু চ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ (ব্যাস)
প্রণবস্য ব্রহ্মা, পরমাত্মা, দৈবী গায়ত্রী। (আঃ গৃঃ পঃ)

[সপ্তব্যাহৃতি]

গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্‌ক্তিরেব চ।
ত্রিষ্টুপ্ চ জগতী চেতি ছন্দাংস্যাহুরনুক্রমাৎ ॥
অগ্নিবায়ুর্কবরুণা বৃহস্পতিশতক্রতূ।
বিশ্বে দেবা ব্যাহৃতীনাং দৈবতানি যথাক্রমম্ ॥
বিনিয়োগঃ স্মৃতশ্চাসাং প্রাণায়ামে মহর্ষিভিঃ ॥ (ব্যাস)

---

* ব্রহ্মা-ঋষিঃ—ব্রহ্মঋষিঃ, ব্রহ্মর্ষিঃ।

† ত্রিমাত্রঃ প্রণবঃ (রঘুনন্দন)। বস্তুতঃ ত্রিমাত্র শব্দের অর্থ—প্লুত। "একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্।" মন্ত্রের আদিতে প্লুত স্বরে (হাঁটুতে ১বার হাত বুলাইতে যে সময় লাগে তাহার নাম মাত্রা, সেইরূপ ৩ মাত্রায়) ওঁ উচ্চারণ করিতে হয়। যথা—"ওমগ্ন্যাদানে। ওঁশব্দস্ত প্লুতঃ স্যাৎ আরম্ভে। ওওম্ অগ্নিমীড়ে। অত্যাদানে কিম্? ওমিত্যেকাক্ষরম্।" (বৈঃ ব্যাঃ ৯৬৮)।

ব্যাহৃতীনাঞ্চ সর্ব্বাসামার্ষশ্চৈব প্রজাপতিঃ।
সপ্ত চ্ছন্দাংসি প্রোক্তানি চ্ছাদনানি তু সর্বশঃ॥
গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ জগতী ত্রিষ্টুবেব চ।
পঙ্‌ক্তিশ্চ বৃহতী চেতি সপ্ত চ্ছন্দাংসি তানি বৈ॥
অগ্নির্ব্বায়ুস্তথাদিত্যো বৃহস্পত্যাপ এব চ।
ইন্দ্রশ্চ বিশ্বে দেবাশ্চ দেবতাঃ সমুদাহৃতাঃ॥
অনাম্নাতেষু নিত্যেষু প্রায়শ্চত্তেষু সর্ব্বদা।
প্রাণায়ামপ্রয়োগে চ বিনিয়োগং উদাহৃতঃ॥ (যোগী যাজ্ঞঃ)

ব্যাহৃতীনাং সপ্তানাং বিশ্বামিত্রজমদগ্নিভরদ্বাজগৌতমাত্রিবশিষ্ঠকশ্যপাঃ প্রজাপতির্ব্বা সর্ব্বাসাম্, অগ্নিবায়্বাদিত্যবৃহস্পতিবরুণেন্দ্রবিশ্বদেবাঃ, গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্‌বৃহতীপঙ্‌ক্তিত্রিষ্টুব্‌জগত্যঃ, তিসৃণামাদ্যানাং সমস্তানাং বা দেবতা প্রজাপতিঃ বৃহতী। (আঃ গৃঃ পঃ)

ব্যাহৃতীনাঞ্চ সর্ব্বাসামৃষিশ্চৈব প্রজাপতিঃ।
গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্‌ক্তিরেব চ।
ত্রিষ্টুপ্ চ জগতী চৈব চ্ছন্দাংস্যেতানি সপ্ত বৈ।
অগ্নির্ব্বায়ুস্তথা সূর্য্যো বৃহস্পতিরপাংপতিঃ। *
ইন্দ্রশ্চ বিশ্বে দেবাশ্চ দেবতাঃ সমুদাহৃতাঃ।
প্রাণস্যায়মনে চৈব বিনিয়োগ উদাহৃতঃ॥ (সংবর্ত্ত)

[গায়ত্রী]

বিশ্বামিত্রঃ সবিতা গায়ত্রী। (সর্ব্বানুঃ)
বিশ্বামিত্র ঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী সবিতা তথা।
জপহোমোপনয়নে বিনিয়োগো বিধীয়তে॥ (সংবর্ত্ত)
বিশ্বামিত্র ঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী সবিতেষ্যতে।
দেবতা বিনিয়োগশ্চ গায়ত্র্যা জপ উচ্যতে॥ (যোঃ যাঃ)
প্রকৃতে চ 'প্রাণায়ামে বিনিয়োগো' বোধ্যঃ। (আহ্নিকতত্ত্ব)

---

* অপাম্পতি—বরুণ।

[গায়ত্রীশিরঃ]

প্রজাপতির্ঋষিশ্চৈব শিরসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
ব্রহ্মা বায়ুশ্চ অগ্নিশ্চ সূর্য্যশ্চ দেবতাঃ স্মৃতাঃ।
প্রাণস্যায়মনে চৈব বিনিয়োগ উদাহৃতঃ॥ (সংবর্ত্ত)
ষোড়শাক্ষরকং ব্রহ্ম গায়ত্র্যাশ্চ্ছিরঃ স্মৃতম্।
এবং মন্ত্রপ্রয়োগস্তু প্রাণায়ামনিবোধনে॥ (যোঃ যাঃ)
তস্য প্রজাপতির্ঋষির্যজুশ্চ্ছন্দসা বিনা।
ব্রহ্মাগ্নিবায়ুসূর্য্যাশ্চ দেবতাঃ সমুদাহৃতাঃ॥
প্রাণস্যায়মনে চৈব বিনিয়োগ উদাহৃতঃ॥ (শঙ্খ)
শিরসঃ প্রজাপতিঃ, ব্রহ্মাগ্নিবায়্বাদিত্যা দেবতাঃ, যজুশ্ছন্দঃ।
(আঃ গৃঃ পঃ)

[সূর্যশ্চ মা]

ব্রহ্মা আপঃ প্রকৃতিঃ। (সর্ব্বানুঃ)

সূর্য্যশ্চেত্যারভ্য রক্ষন্তামিত্যন্তং চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী, যদ্রাত্র্যেত্যারভ্য মন্নীত্যন্তং পঞ্চপদা পঙ্‌ক্তিঃ, ইদমহমিত্যারভ্য স্বাহেত্যন্তস্য দশাক্ষরপাদাভ্যামুপেতা বিরাট্ ছন্দঃ। (আপস্তম্বসূত্র ।)

সূর্য্যশ্চ—ব্রহ্মা সূর্য্যমন্যুমন্যুপতয়ঃ প্রকৃতিঃ। আপঃ পুনন্তু—বিষ্ণুঃ আপঃ অনুষ্টুপ্। অগ্নিশ্চ—রুদ্রঃ অগ্নিমন্যুমন্যুপতয়ঃ প্রকৃতিঃ। (আঃ গৃঃ পঃ)

[আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি]

সিন্ধুদ্বীপ আম্বরীষঃ, আপঃ, গায়ত্রম্। * (সর্ব্বানুঃ)
সৈন্ধুদ্বীপং ভবেদার্ষং গায়ত্রং ছন্দ এব হি।
আপস্তু দৈবতং প্রোক্তং বিনিয়োগশ্চ মার্জ্জনে॥ (যোঃ যাঃ)

---

* অম্বরীষস্যাপত্যম্ আম্বরীষঃ, সিন্ধুদ্বীপের বিশেষণ। বিশেষণ পদ না বলিলেও চলে। সর্ব্বানুক্রমণিকায় সন্দেহভঞ্জনার্থ প্রায় সকল ঋষির এক-একটি বিশেষণ আছে; কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা বলা হয় না। অন্যত্রও এইরূপ জানিবে।

[দ্রুপদাদিব]

কোকিলো রাজপুত্রশ্চ দ্রুপদায়া ঋষিঃ স্মৃতঃ।
অনুষ্টুপ চ ভবেচ্ছন্দ আপশ্চৈবাস্য দৈবতম্।
সৌত্রামণ্যবভৃথে স্নানে চ বিনিয়োজনম্॥ (যোঃ যাঃ)
প্রজাপতিঃ আপঃ ভার্গবমনুষ্টুপ্। (সর্ব্বানুঃ—মাধ্যঃ)

[ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ]

অঘমর্ষণসূক্তস্য ঋষিঃ স্যাদঘমর্ষণঃ।
অনুষ্টুপ্ চ ভবেচ্ছন্দো ভাববৃত্তস্তু দৈবতম্।
অশ্বমেধাবভৃথে চ বিনিয়োগোঽস্য কল্প্যতে॥ (যোঃ যাঃ)

উক্তবচনে "ভাববৃত্তস্তু" পাঠই প্রকৃত, ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বেও ঐরূপ পাঠই ধৃত হইয়াছে ; কিন্তু রঘুনন্দন "ভাববৃত্তস্তু" পাঠ ধরিয়া অর্থ করিয়াছেন—"ভাবঃ সৃষ্টিঃ তত্র বৃত্তঃ প্রবৃত্তো ব্রহ্মা ইত্যর্থঃ।" তদনুসারে সকল পুস্তকেই "ভাববৃত্তো দেবতা" আছে। বস্তুতঃ "ভাববৃত্তির্দ্দেবতা" বা "ভাববৃত্তং দেবতা" ইহাই বিশুদ্ধ পাঠ। যেহেতু সর্ব্বানুক্রমণিকায় "মাধুচ্ছন্দসোঽঘমর্ষণো ভাববৃত্তিরনুষ্টুপ্" আছে, এবং আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে "ভাববৃত্তং" আছে। সায়ণাচার্য্যও "মধুচ্ছন্দসঃ পুত্রস্য অঘমর্ষণস্যার্ষং, রাত্র্যাদীনাং ভাবানাং সৃষ্টিপ্রতিপাদকত্বাৎ তাদৃগ্‌রূপা এব বৃত্তিঃ অর্থো দেবতা" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন (অর্থাৎ ভাব—পদার্থ, বৃত্তি—অর্থ ; সৃষ্টপদার্থই ইহার প্রতিপাদ্য সুতরাং দেবতা) ; এই অর্থই সঙ্গত (কেবল ব্রহ্মা ঐ মন্ত্রের প্রতিপাদ্য নহেন)। বৃত্ + ভাবে ক্তি—বৃত্তি (স্ত্রী), বৃত্ + ভাবে ক্ত—বৃত্ত (ক্লী) ; দুইই একার্থক।

[উদুত্যং, চিত্রং]

উদুত্যং জাতবেদেতি ঋষিঃ প্রস্কণ্ব উচ্যতে।
ছন্দো গায়ত্রমেবাস্য সূর্য্যো দৈবতমেব চ॥
অগ্নিষ্টোম উপস্থানে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
চিত্রং দেবেতি হি অচ ঋষিঃ কুৎস উদাহৃতঃ।

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো দৈবতঞ্চ সূর্য্যোঽস্যাঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অগ্নিষ্টোম উপস্থানে বিনিয়োগস্তথৈব চ॥ (ব্যাস)
অত্র বিনিয়োগদ্বয়ম্ অগ্নিষ্টোমে উপস্থানে চেতি প্রতীয়তে।
(রঘুনন্দন)

ব্যাসসংহিতায়, ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে, আহ্নিকতত্ত্বে ও সমস্ত সন্ধ্যাপদ্ধতিতে "কৌৎসঃ" পাঠ লিপিকরপ্রমাদকৃত। যেহেতু সর্ব্বানুক্রমণিকায় ও আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে "কুৎসঃ" আছে, সায়ণাচার্য্যও "কুৎসস্যার্ষং" লিখিয়াছেন।

[তচ্চক্ষুঃ]

ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে আছে—"তচ্চক্ষুরিত্যস্য দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা পুরউষ্ণিক্ ছন্দো মহাবীরাস্তস্তয়োঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ। মন্ত্রো যথা—তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং…ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ॥" উক্ত ছন্দঃ ঠিক নহে। এই মন্ত্র শুক্ল যজুর্ব্বেদের (মাধ্যঃ) ৩৬ অধ্যায়ে শান্তিপ্রকরণে আছে। সর্ব্বানুক্রমণিকায় ইহার ছন্দঃ ব্রাহ্মী ত্রিষ্টুপ্, তদনুসারে ভাষ্যকারও ব্রাহ্মী ত্রিষ্টুপ্ ধরিয়াছেন। "তিস্রস্তিস্রঃ সনাম্না একৈকা ব্রাহ্ম্যঃ॥" (পিঙ্গলসূত্র)…তা এব তিস্রস্ত্রিষ্টুভঃ (যাজুষী, সাম্নী, আর্চ্চী চোক্ত) * সঙ্গতাঃ ষট্‌ষষ্ট্যক্ষরা একা ব্রাহ্মী ত্রিষ্টুপ্ ভবতি (বৃত্তি)। অর্থাৎ ৬৬ অক্ষরে ব্রাহ্মী ত্রিষ্টুপ্ হয় (১ অক্ষর অধিক হওয়ায় ভুরিক্ ব্রাহ্মী ত্রিষ্টুপ্ ২৫৭ পৃঃ ১পং, পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকারভেদ না বলিলেও চলে)। আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে আছে "তচ্চক্ষুর্বশিষ্ঠঃ সূর্য্যঃ পুরউষ্ণিক্।" অর্থাৎ তচ্চক্ষুঃ ইত্যাদি মন্ত্রের বশিষ্ঠ ঋষি, সূর্য্য দেবতা ও পুরউষ্ণিক্ ছন্দঃ। তদনুসারেই বোধ হয় ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে পুরউষ্ণিক্ লেখা হইয়াছে। কিন্তু উহা ঋগ্বেদের ৭।৬৬।১৬ মন্ত্র। সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এই—"তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং শুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্॥" ইহার পুরউষ্ণিক্ ছন্দঃই বটে। যে হেতু

* যাজুষী ১১ অক্ষর + সাম্নী ২২ অঃ + আর্চ্চী ৩৩ অঃ = ৬৬ অঃ।

"পুরউষ্ণিক্ পুরতঃ" (পিঃ সূঃ) পুরতশ্চেৎ জাগতঃ পাদঃ (১২ অক্ষর) গায়ত্রৌ চ (৮+৮) পরতঃ তদা পুরউষ্ণিক্ নাম ভবতি (বৃত্তি)।

[উদ্বয়ং]

কোনও কোনও পুস্তকে "হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ" আছে, তাহা অমূলক। সর্ব্বানুক্রমণিকায় প্রস্কণ্ব ঋষিঃ, ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বেও তাহাই আছে।

[তেজোঽসি]

কোনও কোনও পুস্তকে "শুক্রং দেবতা" আছে, তাহা অমূলক। সর্ব্বানুক্রমণিকায় আছে "তেজোঽসি ধামাজ্যম্" অর্থাৎ ধাম দেবতা বা আজ্যং দেবতা।

[জাতবেদসে]

সকল পুস্তকেই এই মন্ত্রের "কাশ্যপ ঋষিঃ" আছে। তাহা ঠিক নহে। সর্ব্বানুক্রমণিকায় "মারীচঃ কশ্যপঃ" ও আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে "কশ্যপঃ" থাকায় "কশ্যপ ঋষিঃ"ই শুদ্ধ পাঠ। যেহেতু মরীচির পুত্র কশ্যপ; কাশ্যপ নহেন।

মন্ত্রার্থজ্ঞান।

স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্।
অর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা॥ (শ্রুতি)

বেদমন্ত্রের যে অর্থ না জানে, সে শুষ্ক বৃক্ষস্কন্ধের ন্যায় নিরর্থক ভারমাত্র বহন করে। যে অর্থ জানে, সে পাপমুক্ত হইয়া ইহলোকে সকল মঙ্গল উপভোগ করিয়া পরত্র স্বর্গে গমন করে।

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥ (শ্রুতি)

স্বরহীন ও বর্ণহীন (বিকৃত) মন্ত্র পাঠ করা বৃথা, যেহেতু তাহা প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে না। সেইরূপ মন্ত্র বজ্রস্বরূপ হইয়া যজমানের

অ'নষ্ট করে; যেমন স্বরের দোষে ইন্দ্রশত্রুঃ পদ যজমানেরই অনিষ্ট করিয়াছিল।—ত্বষ্টা স্বীয় পুত্র বিশ্বরূপের বিনাশকর্ত্তা ইন্দ্রের বিনাশের জন্য "ইন্দ্রশত্রুর্ব্বর্দ্ধস্ব" (হে অগ্নি! তুমি ইন্দ্রের শত্রু অর্থাৎ বিনাশ-কর্ত্তা পুরুষ রূপে কুণ্ড হইতে উৎপন্ন হও) মন্ত্রে আহুতি দিয়াছিলেন, তাহাতে মন্ত্রপ্রভাবে বৃত্রাসুর উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু উচ্চারণের দোষে ইন্দ্রই তাহার শত্রু (বিনাশকর্ত্তা) হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন "মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে। দ্বয়োরেব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥" সুতরাং অশুদ্ধ মন্ত্রেও ফল পাওয়া যায়। এ কথা ঠিক নহে; যেহেতু মূর্খ যে 'বিষ্ণায় নমঃ' বলে, অশুদ্ধ হইলেও তাহার ভাব (বিষ্ণুকে প্রণাম করি—এই অর্থ) তাহার মনে উদিত হয়, ভগবান্ সেই ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈদিক মন্ত্রের অর্থ না জানিলে কোনও ভাবোদয় না হওয়ায় ভগবান আমাদের কি ভাব গ্রহণ করিবেন? বর্ণশক্তিতেও কিঞ্চিৎ ফল পাওয়া যায় বটে, * কিন্তু ণ স্থলে ন, ভ স্থানে ত ইত্যাদি পড়িলে সে ফলেরই বা আশা কোথায়?

গায়ত্রীর উচ্চারণ।

বরেণ্যং স্থলে বরেণিয়ং বলিবার এবং মহাব্যাহৃতির পূর্ব্বে ও গায়ত্রীর অন্তে ওঁ বলিবার প্রমাণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (২৪৬ পৃঃ ১৬ পং ও ২৫৬ পৃঃ ১৩ পং)। এক্ষণে "ধিয়ো যো নঃ" স্থলে "ধিয়ো য়ো নঃ" বলিবার প্রমাণ লিখিত হইতেছে। অন্তঃস্থ যকারের প্রকৃত উচ্চারণ সর্ব্বত্রই য়। পরন্তু যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষায় আছে "পাদাদৌ চ পদাদৌ চ সংযোগাব-গ্রহেষু চ। জঃ শব্দ ইতি বিজ্ঞেয়ো যোঽন্যঃ স য ইতি স্মৃতঃ॥" অর্থাৎ যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রে পাদের আদিতে, পদের আদিতে, সংযোগে ও

---

* যথ বিজ্ঞাতৈনানি (অক্ষরাণি) যোঽধীতে তস্য বীর্য্যবৎ, অথ যোঽর্থবিৎ তস্য [illegible] ভবতি।—সর্ব্বানুক্রমণিকায় কাত্যায়ন।

সমাসান্তর্গত পদচ্ছেদের আদিতে যকারের উচ্চারণ জ, অন্যত্র য। কিন্তু নির্ব্বাণতন্ত্রের ৩য় পটলে গায়ত্রী সম্বন্ধে "অন্ত্যযকারয়োঃ স্থানে য ইতি চ যঃ পঠেৎ। স চণ্ডাল ইতি খ্যাতো ব্রহ্মহত্যা দিনে দিনে" এই বিশেষ বচন থাকায় "যো নঃ" পাঠই কর্ত্তব্য।

গায়ত্রী-মাহাত্ম্য।

ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম॥ (মনু)

ওঙ্কার ও মহাব্যাহৃতিপূর্ব্বক গায়ত্রী ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ।

দশভির্জ্জন্মজনিতং শতেন তু পুরাকৃতম।
ত্রিজন্মজং সহস্রেণ গায়ত্রী হন্তি কিল্বিষম॥ (ব্যাস।)

গায়ত্রীর দশবার জপে এতজ্জন্মকৃত, শতবার জপে পূর্ব্বজন্মকৃত, এবং সহস্রবার জপে ত্রিজন্মকৃত পাপ নষ্ট হয়।

গায়ত্রীঞ্চৈব বেদাংশ্চ তুলয়া সমতোলয়ন্।
দেবা একত্র সাঙ্গাংস্তু গায়ত্রী চৈকতঃ স্থিতা॥ (কূর্ম্মপুরাণ)

দেবতারা গায়ত্রীকে ও চারি বেদকে তৌল করিয়াছিলেন। তাহাতে ষড়ঙ্গ সহ চারি বেদ এক পাল্লায় ও গায়ত্রী অন্য পাল্লায় থাকায় উভয়েই সমান হইয়াছিল। ইত্যাদি।

গায়ত্রীশব্দার্থ।

গৈ+ঘঞ্ = গায়। গায়েন (গানেন) ত্রায়তে (রক্ষ্যতে) ইতি গায়+ত্রৈ+ক, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। গান (উচ্চারণ) দ্বারা যাহা রক্ষা করে তাহা গায়ত্রী। এরূপ স্থলে তকারের বিকল্পে দ্বিত্ব হইবার বিধি থাকায় গায়ত্রী, গায়ত্ত্রী দুই পদ হয়। গৈ+শতৃ = গায়ৎ। গায়ন্তং ত্রায়তে ইতি গায়ত্রী। যে গান করে তাহাকে যিনি রক্ষা করিয়া থাকেন;

এইরূপে গায়ত্রী-ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র মাত্রকেই গায়ত্রী বলে, এবং তৎসবিতুঃ ইত্যাদি মন্ত্রমাত্রকেও গায়ত্রী বলে। সবিতা দেবতা বলিয়া তৎসবিতুঃ মন্ত্রের নাম সাবিত্রী (সবিতৃ+অণ্+ঙীষ্)। ছন্দঃ ও দেবতা উভয় অনুসারে তৎসবিতুঃ মন্ত্রের নাম সাবিত্রী গায়ত্রী, তদ্বিষ্ণোঃ মন্ত্রের নাম বৈষ্ণবী গায়ত্রী, উদুত্যং মন্ত্রের নাম সৌরী গায়ত্রী ইত্যাদি।

গায়ত্রীর ব্যাখ্যা।

সায়ণ—(১) 'যঃ' সবিতা দেবঃ 'নঃ' * অস্মাকং 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি কর্ম্মাদিবিষয়া বুদ্ধীর্ব্বা 'প্রচোদয়াৎ' † প্রেরয়েৎ, 'তৎ' ‡ তস্য 'দেবস্য সবিতুঃ' সর্ব্বান্তর্যামিতয়া প্রেরকস্য জগৎস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য 'বরেণ্যং' § সর্ব্বৈরুপাস্যতয়া জ্ঞেয়তয়া চ সম্ভজনীয়ং 'ভর্গঃ' ¶ অবিদ্যা-তৎকার্য্যয়োঃ ভর্জ্জনাৎ ভর্গঃ স্বয়ং-জ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ 'ধীমহি' ** বয়ং ধ্যায়েম ***। যদ্বা (২) তৎ ইতি ভর্গোবিশেষণম্। সবিতুর্দ্দেবস্য 'তৎ' তাদৃশং 'ভর্গঃ ধীমহি'। কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ 'যঃ' ইতি লিঙ্গব্যত্যয়ঃ যৎ 'ভর্গঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ' তৎ ধ্যায়েম। যদ্বা (৩) 'যঃ সবিতা' সূর্য্যঃ 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি 'প্রচোদয়াৎ' প্রেরয়তি, তস্য 'সবিতুঃ' প্রসবিতুঃ 'দেবস্য' দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য 'তৎ' সর্ব্বৈর্দৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধং 'বরেণ্যং' সর্ব্বৈঃ সম্ভজনীয়ং 'ভর্গঃ' পাপানাং তাপকং তেজোমণ্ডলং 'ধীমহি' †† ধ্যেয়তয়া

---

* সর্ব্বেষাং সংসারিণাম্।

† প্র চুদ্+স্বার্থে ণিচ্+লেট্ তিপ্, লেটোঽডাটৌ ইতি আট্, ইতশ্চ লোপ ইতি ইকারলোপঃ

‡ সুপাং সুলুগিত্যাদিনা বিভক্তিলোপঃ। § বৃঞ্ এণ্য ইতি বৃ+এণ্য।

¶ অঞ্চ্যঞ্জিযুজিভৃজিভ্যঃ কুশ্চেতি ভৃজ্+অসুন্ (ভর্গস্)।

** ধ্যৈ+বিধিলিঙ্ ঈমহি, ব্যত্যয়ো বহুলমিতি পরস্মৈপদম্, বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণঞ্চ (ধ্যৈ স্থানে ধী)।

*** অস্মদো দ্বয়োশ্চেতি একত্বে পাক্ষিকং বহুত্বম্। অহং ধ্যায়েয়ম্ ইত্যর্থঃ।

†† ধীঙ্ আধারে ইতি ধী+ঈমহি।

মনসা ধারয়েম। যদ্বা (৪) ভর্গঃশব্দেন অন্নমভিধীয়তে। 'যঃ' সবিতা 'দেবঃ' 'ধিয়ঃ' প্রচোদয়তি, তস্য প্রসাদাৎ 'ভর্গঃ' অন্নাদিলক্ষণং ফলং 'ধীমহি' ধারয়েম তস্য আধারভূতা ভবেম ইত্যর্থঃ।

মহীধর * —'তৎ' † ইতি ষষ্ঠ্যর্থে তস্য 'দেবস্য' দ্যোতনাত্মকস্য 'সবিতুঃ' প্রেরকস্য অন্তর্যামিনো বিজ্ঞানানন্দস্বভাবস্য হিরণ্যগর্ভোপাধ্যবচ্ছিন্নস্য আদিত্যান্তঃপুরুষস্য বা ব্রহ্মণঃ 'বরেণ্যং' বরণীয়ং সর্ব্বৈঃ প্রার্থনীয়ং 'ভর্গঃ' সর্ব্বপাপানাং সর্ব্বসংসারস্য চ ভর্জ্জনসমর্থং তেজঃ সত্যজ্ঞানানন্দাদি বেদান্তপ্রতিপাদ্যং, বয়ং 'ধীমহি' ধ্যায়েম। যদ্বা (৬) মণ্ডলং পুরুষঃ রশ্ময় ইতি ত্রয়ং ভর্গঃশব্দবাচ্যং, ভর্গো বীর্য্যং বা। তস্য কস্য? যঃ সবিতা 'নঃ' অস্মাকং 'ধিয়ঃ' বুদ্ধীঃ কর্ম্মাণি বা 'প্রচোদয়াৎ' প্রকর্ষেণ চোদয়তি প্রেরয়তি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানায়। যদ্বা (৭) বাক্যভেদেন যোজনা। সবিতুর্দ্দেবস্য তৎ বরেণ্যং ভর্গঃ ধ্যায়েম, যশ্চ নঃ বুদ্ধীঃ প্রেরয়তি তঞ্চ ধ্যায়েম। স চ সবিতৈব। (৮) লিঙ্গব্যত্যয়েন বা যোজনা। সবিতুর্দ্দেবস্য তৎ ভর্গঃ ধীমহি 'যঃ' যৎ ভর্গঃ নঃ বুদ্ধীঃ প্রেরয়তি।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য—(৯) তচ্ছব্দেন তু যচ্ছব্দো বোদ্ধব্যঃ সততং বুধৈঃ। উদাহৃতে তু যচ্ছব্দে তচ্ছব্দঃ স্যাদুদাহৃতঃ॥ সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে। সবনাৎ পাবনাচ্চৈব সবিতা তেন চোচ্যতে॥ দীব্যতে ক্রীড়তে যস্মাদ্দীব্যতে দ্যোততে দিবি। তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ স্তূয়তে সর্ব্বদৈবতৈঃ॥ চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃপুনঃ॥ ভৃজিঃ পাকে ভবেদ্ধাতুর্যস্মাৎ পাচয়তে হ্যসৌ। ভ্রাজতে দীপ্যতে যস্মাজ্জগচ্চান্তে হরত্যপি॥ কালাগ্নিরূপমাস্থায় সপ্তার্চ্চিঃ সপ্তরশ্মিভিঃ। ভ্রাজতে তৎস্বরূপেণ তস্মাদ্ভর্গঃ স উচ্যতে ‡॥ আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্। হৃদয়ে

---

* মাধ্যন্দিনসংহিতার ভাষ্যকার।

† ব্যত্যয়ো বহুলমিতি পুংলিঙ্গস্থানে ক্লীবলিঙ্গং, ষষ্ঠীস্থানে প্রথমা চ।

‡ ভ্রস্জ্ + ঘঞ্ = ভর্গ।

সর্ব্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি॥ হৃদাকাশে চ যো জীবঃ সাধকৈরুপ-লভ্যতে। স এবাদিত্যরূপেণ বহির্নভসি রাজতে॥ বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ। আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ॥ জন্ম-মৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ। ধ্যানেন পুরুষো যস্ত দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্য-মণ্ডলে॥

অর্থাৎ 'তৎ' তস্য সবিতুঃ ... 'ভর্গঃ' তেজঃ 'ধীমহি' চিন্তয়ামঃ॥ কিম্ভূতস্য ... 'সবিতুঃ' সর্ব্বভূতানাং প্রসবিতুরিত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতস্য সবিতুঃ? 'দেবস্য' দীপ্তিক্রীড়াযুক্তস্য। কিম্ভূতং ভর্গম্? 'যো ভর্গঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'ধিয়ঃ' বুদ্ধীঃ 'প্রচোদয়াৎ' প্রেরয়েৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু অস্মাকং বুদ্ধীর্যো ভর্গো নিয়োজয়তীত্যর্থঃ (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব)।

মাধবভট্ট (১০) 'ত'চ্ছব্দেন ব্রহ্মোচ্যতে, ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ইতি বচনাৎ। সূঞ প্রাণিপ্রসব ইতি ধাতোর্জ্জাতত্বাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চোপদেশকত্বেন 'সবিতু'রিতি নিরতিশয়ানন্দরূপত্বাৎ সর্ব্ব-বরণীয়ত্বাৎ সর্ব্বসেবনীয়মিতি 'বরেণ্যম্'। পাপভঞ্জনাদ্ 'ভর্গঃ'। সর্ব্ব প্রকাশকত্বেন 'দেবস্যে'তি। সবিতুর্দ্দেবস্যেত্যত্র ষষ্ঠীপ্রয়োগো রাহোঃ শিরো-বৎ ঔপচারিকঃ। এবম্ভূতং ব্রহ্ম 'ধীমহি' ধ্যায়েমহি। 'নঃ' অস্মাকং 'ধিয়ঃ' বুদ্ধীঃ 'যঃ প্রচোদয়াৎ' প্রেরয়েৎ। অত্র য ইতি লিঙ্গব্যত্যয়শ্ছান্দ-সত্বাৎ তেন সর্ব্বান্তঃকরণপ্রকাশকঃ সর্ব্বসাক্ষী পরমাত্মোক্তঃ।

রঘুনন্দন—(১১) 'দেবস্য সবিতুঃ' ভর্গরূপম্ অন্তর্যামি ব্রহ্ম 'বরেণ্যং' বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরুভিঃ তন্নিরাসায় উপাসনীয়ং 'ধীমহি' সোঽহমস্মীত্য-নেন * চিন্তয়ামঃ। 'যো ভর্গঃ' সর্ব্বান্তর্যামীশ্বরো 'নঃ' অস্মাকং সর্ব্বেষাং

* উদ্যন্তমস্তং যান্তমাদিত্যমভিধ্যায়ন্ কুর্ব্বন্ ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ সকলং ভদ্রমশ্নুতে অসাবাদিত্যো ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি য এবং বেদ।—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।

প্রাণায়ামাদিকং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ যথোক্তনামরূপোপেতং সন্ধ্যাশব্দবাচ্যম্ আদিত্যং ব্রহ্মেতি ধ্যায়ন্ ঐহিকমামুষ্মিকঞ্চ সকলং ভদ্রম্ অশ্নুতে। য এবম্ উক্তধ্যানেন শুদ্ধান্তঃকরণো ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কুরুতে, স পূর্ব্বমপি ব্রহ্মৈব সন্ প্রজ্ঞাবান্ চিরজীবিত্বং প্রাপ্তো যথোক্তজ্ঞানেন অজ্ঞানোপশমে ব্রহ্মৈব প্রাপ্নোতি।—পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্য।

সংসারিণাং 'ধিয়ঃ' বুদ্ধীঃ 'প্রচোদয়াৎ' ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি। তথা চ ভগবদ্গীতায়াম্—ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।

আঃ গৃঃ পঃ—(১২) সবিতৃদেবস্য বরণীয়ং তেজো ধ্যায়েমহি, যোঽস্মাকং কর্ম্মাণি প্রেরয়তি।

এতদ্ভিন্ন আরও ২৫ প্রকার ব্যাখ্যা আমার জানা আছে। আরও কত আছে জানি না।

সপ্রণব-ব্যাহৃতি গায়ত্রীর অর্থ

যিনি ওঁ (অ উ ম্) অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপ ধারণ করেন, যিনি ভূর্ভুবঃস্বঃ অর্থাৎ ত্রিভুবনের যাবতীয় পদার্থই যাঁহার মূর্ত্তি, যিনি বরেণ্য অর্থাৎ তাপত্রয়শান্তির জন্য ও সংসার হইতে নিস্তার লাভের জন্য প্রার্থনীয় এবং যিনি আমাদের বুদ্ধিকে পুরুষার্থ বিষয়ে পরিচালনা করিতেছেন, সেই দেব সবিতার অর্থাৎ জগন্নির্ম্মাণাদিরূপ-ক্রীড়াশীল পরমেশ্বরের ভর্গঃ অর্থাৎ তেজ আমি চিন্তা করি।

ওঁকার-মাহাত্ম্য।

অ-উ-ম্ = ওম্। বেদে ম স্থানে অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দুও হয়। অত এব ওঁ ইহার উচ্চারণ ওং। অ = ব্রহ্মা, উ = বিষ্ণু, ম্ = মহেশ্বর (৪র্থ খঃ মহিম্নস্তব ২৭ শ্লোঃ)। অব্ + মন্ = "অবতেষ্টিলোপশ্চ" মন্প্রত্যয়স্যায়ং টিলোপো ন তু প্রকৃতেঃ, অন্যথা ডিদিত্যেব ব্রূয়াৎ, জ্বরত্বরেতি উঠৌ, তয়োর্দীর্ঘে কৃতে গুণঃ, স্বরাদিপাঠাদব্যয়ত্বম্, অবতীতি ওম্॥—উণাদি-সূত্র।

সর্ব্বমন্ত্রপ্রয়োগেষু প্রণবত্যাদৌ প্রযুজ্যতে।
তেন সম্পরিপূর্ণানি যথোক্তানি ভবন্তি হি॥

যন্ন্যূনঞ্চাতিরিক্তঞ্চ যচ্ছিদ্রং যদযজ্ঞিয়ম্।
যদমেধ্যমশুদ্ধঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তদোঙ্কারপ্রযুক্তেন সর্ব্বঞ্চাবিকলং ভবেৎ॥ (যোঃ যাঃ)

প্রতিমন্ত্রের আদিতে ওঙ্কার উচ্চারণ করিলে মন্ত্রগত সমস্ত দোষ নষ্ট হয়। *

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন যজ্ঞাশ্চ বেদাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ (গীতা)

ওঁ, তৎ, সৎ এই তিনটি পরমব্রহ্মের নাম।

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ ভূর্ভুবঃস্বরিতীতি চ॥ (মনু)

ব্রহ্মা ঋগ্বেদ হইতে অকার ও ভূঃ, যজুর্ব্বেদ হইতে উকার ও ভুবঃ, এবং সামবেদ হইতে মকার ও স্বঃ দুহিয়া বাহির করিয়াছিলেন (সুতরাং উঁহারা তত্তৎ বেদের সারভূত)।

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥
(কঠোপনিষদ্)

সমস্ত বেদ যে বস্তুকে বলে, যাহাকে সর্ব্ববিধ তপস্যা বলিয়া থাকে, যাহা পাইবার ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করে, সেই বস্তু তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি—ওঁ। ইত্যাদি।

সন্ধ্যাত্রয়েরই নিত্যত্ব।

সন্ধৌ সন্ধ্যামুপাসীত নাস্তগে নোদ্গতে রবৌ।
সন্ধ্যাত্রয়ন্তু কর্ত্তব্যং দ্বিজেনাত্মবিদা সদা॥ (যোঃ যাঃ)

সূর্য্য উদিত হইতে না হইতে প্রাতঃসন্ধ্যা, এবং অস্ত যাইতে না

---

* মন্ত্রের আদিতেই ওঁ বলিবার বিধি থাকায় ঋক্যাদির আদিতে বলিতে হয় না।

যাহতে সায়ংসন্ধ্যা করিবে। পরন্তু দ্বিজাতিকে তিন সন্ধ্যাই করিতে হয়।

ছন্দোগপরিশিষ্টম্—উচ্ছেদোদয়নাৎ পূর্ব্বাং মধ্যামমপি শক্তিতঃ আসীতোড়ুদগমাদন্ত্যাং সন্ধ্যাং পূর্ব্বং ত্রিকং জপন্॥ এতৎ সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণাং যদধিষ্ঠিতম্॥ যস্য নাস্ত্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ অত্র সন্ধ্যাত্রয়স্য নিত্যত্বাভিধানাৎ "সর্ব্বকালমুপস্থানং সন্ধ্যায়াঃ পার্থিবেষ্যতে। অন্যত্র সূতকাশৌচবিভ্রমাতুরভীতিতঃ" ইতি বিষ্ণুপুরাণীয়ে সন্ধ্যায়া ইত্যেকবচনান্তপাঠো যুক্তঃ। সর্ব্বকালং প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়ংরূপকালত্রয়ে, অন্যথা তদুপাদানং ব্যর্থং স্যাৎ। তেন ক্ষতাদাবপি সন্ধ্যামাচরন্তি *। (আহ্নিকতত্ত্ব)

"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" এই শ্রুতিতে যেমন প্রতিদিনই সন্ধ্যা করিবার বিধি আছে, সেইরূপ "শুচিঃ তৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ" এই শ্রুত্যন্তরে শুচি অবস্থাতে ও বিহিত কালে সন্ধ্যা করিতে বলা হইয়াছে; অতএব "শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাৎ তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ" এই মনুবচনানুসারে স্মৃত্যন্তরের (পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুপুরাণাদির) বচনানুরোধে "অহরহঃ" পদের সঙ্কোচ করিয়া জননাশৌচে ও মরণাশৌচে সাঙ্গোপাঙ্গ সন্ধ্যাত্রয়, এবং দ্বাদশ্যাদিতে সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ বুঝিতে হইবে।

অশৌচে গায়ত্রীজপ।

"ব্রহ্মবিদ্যা চ অত্যাজ্যা গায়ত্রী মৃতসূতকে" এই গায়ত্রীতন্ত্রের বিশেষ বচন হেতু জননাশৌচে ও মরণাশৌচে গায়ত্রীজপমাত্র করিবে। আশ্বলায়নস্মৃতিতেও আছে—"আপৎস্বশ্চাশুচৌ কালে তিষ্ঠন্নপি জপেদ্দশ" অর্থাৎ আপৎকালে ও অশৌচে ১০ বারমাত্র গায়ত্রী জপ করিবে।

* ক্ষতাশৌচে সন্ধ্যা করিবার প্রমাণ—(মহাভারতে) যুদ্ধকালে দ্রোণ ভীষ্মাদি ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়াও সন্ধ্যা করিতেন। ক্ষতাদির আদিপদে মহাগুরুনিপাতজন্য দেহাশৌচে সন্ধ্যা নিষিদ্ধ নহে।

উক্ত বচনদ্বয়ে অশৌচেও গায়ত্রীজপ বিহিত হওয়ায় দ্বাদশ্যাদিতে সায়ংকালে গায়ত্রীজপ কর্ত্তব্য বুঝাইতেছে না।

সন্ধ্যা করার ফল।

সন্ধ্যামুপাসতে যে তু নিয়তং সংশিতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্॥ (যম)

যাহারা নিয়মাবলম্বী হইয়া, সন্ধ্যা করে, তাহারা পাপমুক্ত হইয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করে।

সন্ধ্যা ভুপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরুপাসিতঃ।
দীর্ঘমায়ুঃ স বিন্দেত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ (যোঃ যাঃ)

যে সন্ধ্যা করে, সে বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরকেই উপাসনা করিয়া থাকে। তদ্দ্বারা দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করে, এবং সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্ দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসমেব চ॥ (মনু)

ঋষিরা বহুক্ষণ ধরিয়া সন্ধ্যা করেন বলিয়াই দীর্ঘ আয়ুঃ, বুদ্ধি, ইহলোকে যশ, পরলোকে কীর্তি. ও ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইত্যাদি।

সন্ধ্যা না করার দোষ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সান্ধ্যোপাসনিক
অনর্হঃ কর্ম্মণাং বিপ্রঃ সন্ধ্যাহীনো যতঃ স্মৃতঃ॥
(ছন্দোগপরিশিষ্ট)

সন্ধ্যা না করিলে কোনও ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকারী হয় না।

সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্য মনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥ (দক্ষ)

সন্ধ্যা না করিলে নিয়ত অশুচি থাকে, কোনও ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকারী হয় না; এবং যে কোনও ধর্ম্মকর্ম্ম করে, তাহার ফলও পায় না।

সন্ধ্যা যেন ন বিজ্ঞাতা সন্ধ্যা নৈবাপ্যুপাসিতা ।

জীবন্নেব ভবেচ্ছূদ্রো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে ॥ (অগ্নিপুরাণ)

যে সন্ধ্যার অর্থ না জানে, এবং সন্ধ্যা না করে, সে জীবদ্দশাতেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং মরিয়া কুক্কুর হইয়া জন্মে ।

ছন্দোগপরিশিষ্ট—২৭১ পৃঃ ৩ পঃ ।

অব্রাহ্মণাস্তু ষট্ প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্ববেদিনা । আদ্যো রাজভৃতস্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয়বিক্রয়ী ॥ তৃতীয়ো বহুযাজ্যঃ স্যাচ্চতুর্থো গ্রামযাজকঃ । পঞ্চমস্তু ভৃতস্তেষাং গ্রামস্য নগরস্য চ ॥ অনাদিত্যাঞ্চ যঃ পূর্ব্বাং সাদিত্যাঞ্চৈব পশ্চিমাম্ । নোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ ॥ (শাতাতপ)

ছয়প্রকার ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ । তাহাদের মধ্যে ১ম রাজসেবক, ২য় ক্রয়বিক্রয়কারী, ৩য় বহুযাজ্য (যাহার অনেক যজমান), ৪র্থ গ্রামযাজী (যে বারোয়ারির পূজা করে), ৫ম গ্রামবাসী ও নগরবাসীর ভরণীয় (যে সকলের নিকট বৃত্তি লয়), ৬ষ্ঠ যে সন্ধ্যা না করে ।

শিখাবন্ধন ।

সদোপবীতিনা ভাব্যং সদা বদ্ধশিখেন তু ।

বিশিখো ব্যুপবীতশ্চ যৎ করোতি ন তৎ কৃতম্ ॥ (ছন্দোগপরিশিষ্ট)

সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণ ও শিখাবন্ধন করিবে । শিখাবন্ধন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিয়া যাহা করা যায়, তাহা না করাই হয় । ব্রহ্মচারীর, এবং প্রয়াগে ও প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বাহ্নকৃত্যে শিখা সহ মুণ্ডনের বিধি থাকায় তত্তৎ অবস্থায় দোষ হয় না ।

এব রিক্তো বা অনপিহিতস্তস্যৈব তদেব পিধানং যচ্ছিখা । (শ্রুতি)

পুরুষের শিখাই আবরণ । যাহার শিখা না থাকে, সে অনাবৃত, সুতরাং রক্ষাশূন্য (শিখাস্থানই দেহস্থ সমস্ত স্নায়ুর মূল বলিয়া প্রচুর শিখা ধারণে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, শিখা না থাকিলে মৃত্যুর দূতস্বরূপ নানা ব্যাধি আক্রমণ করে) ।

দ্বিজাতিদিগকে গায়ত্রীমন্ত্রে শিখা বন্ধন করিতে হয় (৬৩ পৃঃ ১২ পং)। যাহাদের শিখা নাই, তাহারা অগত্যা শিখাস্থান স্পর্শ করিয়া গায়ত্রী পড়িবে।

সন্ধ্যা শিখিবার পূর্ব্বে জ্ঞাতব্য।

১। আচমন ১৩ পৃঃ। বিষ্ণুস্মরণমন্ত্র ১৬ পৃঃ। প্রাণায়াম ২১ পৃঃ। জপ ২৩ পৃঃ। দিগ নির্ণয় ৩১ পৃঃ। কালনির্ণয় ৩২ পৃঃ। প্রাতঃকৃত্য ৩৩ পৃঃ। বৈদিক ও তান্ত্রিককৃত্য ৩৪ পৃঃ। গায়ত্রীর উচ্চারণ ২৬৪ পৃঃ। ওঁকার উচ্চারণ ২৬৯ পৃঃ। গায়ত্রীর অর্থ ২৬৯ পৃঃ। শিখাবন্ধন ২১৩ পৃঃ।

২। সন্ধ্যার মুখ্যকাল অতীত হইলে যে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ১০ বার গায়ত্রী জপ করিতে হয় (৩২ পৃঃ), তাহা প্রথম মার্জ্জনের পরে কর্ত্তব্য। যেহেতু প্রথম মার্জ্জন স্নানস্বরূপ, "ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষিঃ" হইতেই সন্ধ্যার আরম্ভ।

৩। যত্র দিঙ্‌নিয়মো নাস্তি জপহোমাদিকর্ম্মসু। তিস্রস্তত্র দিশঃ প্রোক্তা ঐন্দ্রী সৌম্যাপরাজিতা॥ আসীন ঊর্দ্ধঃ প্রহ্বো বা নিয়মো যত্র নেদৃশঃ। তদাসীনেন কর্ত্তব্যং ন প্রহ্বেণ ন তিষ্ঠতা॥ যত্রোপদিশ্যতে কর্ম্ম কর্ত্তুরঙ্গং নোচ্যতে। দক্ষিণস্তত্র বিজ্ঞেয়ঃ কর্ম্মণাং পারকঃ করঃ॥

(ছন্দোগপরিশিষ্ট)

যে কার্য্যে দিকের কোনও নিয়ম বলা হয় নাই, তাহাতে পূর্ব্বদিক্, উত্তরদিক্ বা ঈশানকোণ জানিবে। যে কার্য্যে বসিয়া, দাঁড়াইয়া বা সম্মুখে ঝুঁকিয়া করিবে এরূপ নিয়ম বলা হয় নাই, তাহা বসিয়াই করিবে; ঝুঁকিয়া বা দাঁড়াইয়া করিবে না। যেখানে কর্ম্মেরই উপদেশ আছে, কর্ত্তার অঙ্গের উপদেশ নাই, সেখানে দক্ষিণ অঙ্গ দ্বারাই সে কার্য্য করিবে।

৪। সন্ধ্যায় কোনও স্থলে সন্দেহ ঘটিলে সন্ধ্যাতত্ত্ব ও বাদপ্রতিবাদ দেখিবেন। তজ্জন্য নিজে অনুমান করিয়া কতকগুলি স্থলে সন্ধ্যাতত্ত্বের পৃষ্ঠাঙ্ক প্রদর্শন করিয়াছি।

সামবেদীয়-সন্ধ্যাপ্রয়োগ।

[উপনীত সর্ব্বশাখার সামবেদী ব্রাহ্মণেরা এই সন্ধ্যা করিবেন]

দুইবার আচমন (১৩ পৃঃ) ও বিষ্ণুস্মরণ (১৬ পৃঃ) করিয়া নিম্নলিখিত ছয়টি মন্ত্র পড়িয়া মস্তকে এক-একবার জলের ছিটা দিবে।—

(মার্জ্জন)

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ, শমু নঃ সন্ত্বনূপ্যাঃ। শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ, শমু নঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥ ১॥ ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্য,-মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥২॥

ধন্বন্যাঃ আপঃ (মরুদেশভবানি জলানি) নঃ (অস্মাকম্ অস্মভ্যং বা) শং (শান্ত্যৈ ভবন্তু)। তথা অনূপ্যাঃ (অনূপদেশভবাঃ আপঃ—"জলপ্রায়মনূপং স্যাৎ" ইত্যমরঃ) নঃ (অস্মাকং) শম্ উ সন্তু (শান্ত্যৈ এব ভবন্তু)। সমুদ্রিয়াঃ (সমুদ্রভবাঃ) আপঃ নঃ (অস্মাকং) শং (শান্ত্যৈ ভবন্তু)। তথা কূপ্যাঃ (কূপভবাঃ আপঃ) নঃ (অস্মাকং) শম্ উ সন্তু (শান্ত্যৈ এব ভবন্তু) [ধন্বন্যাঃ অনূপ্যাঃ কূপ্যাঃ ইত্যত্র "ভবে ছন্দসি" ইতি যৎ। সমুদ্রিয়াঃ ইতি "সমুদ্রাভ্রাদ্ ঘঃ" ইতি সমুদ্রশব্দাৎ ঘঃ (ইয়ঃ)]। ০। মরুদেশস্থ জল (তদভিমানি-দেবতা) আমাদের মঙ্গলজনক হউক, জলময়-দেশস্থ জল আমাদের মঙ্গলজনক হউক। সমুদ্রস্থ জল আমাদের মঙ্গলজনক হউক, এবং কূপস্থ জল আমাদের মঙ্গলজনক হউক। ১

আপঃ মা (মাম্) এনসঃ (পাপাৎ) শুন্ধন্তু (পাবয়ন্তু—শুন্ধ শুদ্ধৌ)। তত্র দৃষ্টান্তমাহ দ্রুপদাদিবেত্যাদি। যথা স্বিন্নঃ (ঘর্ম্মাক্তো জনঃ) দ্রুপদাৎ (বৃক্ষমূলাৎ, বৃক্ষমূলং প্রাপ্য) মুমুচানঃ (স্বেদাৎ মুক্তো ভবতি), যথা স্নাতঃ (কৃতস্নানঃ) মলাৎ (মলাদেঃ মুক্তো ভবতি), যথা চ আজ্যং (ঘৃতং) পবিত্রেণ (আজ্যসংস্কারবিধিনা) পূতং (পবিত্রং ভবতি), তথা আপঃ মামপি পাবয়ন্তু ইতি আশংসা বাক্যার্থঃ [মুমুচান ইতি মুচ্‌ ঌ মোক্ষণে কানচ্‌]। ০। ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি যেমন বৃক্ষমূলে গিয়া ঘর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়, স্নান করিয়া যেমন শারীরিক মল হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ঘৃত যেমন সংস্কারবিধি দ্বারা পবিত্র হয়, সেইরূপ জল সকল আমাকে পাপ হইতে পবিত্র করুক। ২

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব,-স্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে ॥ ৩ ॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রস,-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ,

হে আপঃ, হি (যস্মাৎ যূয়ং) ময়োভুবঃ (ময়ঃ সুখং তস্য ভুবো ভাবয়িত্র্যঃ,সুখদায়িন্যঃ) স্থ (ভবথ), তা (তস্মাৎ) নঃ (অস্মান্) ঊর্জ্জে (অন্নায়) দধাতন (স্থাপয়ত)। কিঞ্চ মহে (মহতে) রণায় (রমণীয়ায়) চক্ষসে (দর্শনায়, দধাতন ইতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ)। অয়মর্থঃ—হে আপো যস্মাৎ যূয়ং সুখং প্রাপয়থ, তস্মাৎ অস্মান্ ঐহিকেন অন্নাদ্যেন, আমুষ্মিকেণ চ মহারমণীয়দর্শনেন পরব্রহ্মণা সংযোজয়ত ইতি অপ্সু প্রার্থনা [ষ্ঠেতি অস্তের্লট্, মধ্যমপুরুষবহুবচনং, 'পূর্ব্বপদা'দিতি ষত্বম্, "অন্যেষামপি দৃশ্যতে" ইতি দীর্ঘঃ। তা ইতি ছান্দসাৎ পঞ্চম্যেকবচনস্য স্থানে "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিসূত্রেণ ডা আদেশঃ। দধাতনেতি লোড়্ মধ্যমপুরুষবহুবচনস্থানে "তপ্-তনপ্-তন-থনাশ্চ" ইতি তনবাদেশঃ। মহে ইতি টিলোপশ্ছান্দসঃ। রণায়েতি রমণীয়শব্দস্য স্থানে রণাদেশঃ। চক্ষসে ইতি চক্ষিঙো অসুন্প্রত্যয়াৎ চতুর্থী]। ০। হে জল সকল, যেহেতু তোমরা সুখদায়ক হও, সেই হেতু তোমরা আমাদিগকে অন্নভোগে এবং মহৎ ও রমণীয় ব্রহ্মদর্শনে অধিকারী কর। ৩

(হে আপঃ) বঃ (যুষ্মাকম্) যো রসঃ (নির্য্যাসঃ) শিবতমঃ (অত্যন্তকল্যাণস্বরূপঃ), তস্য (রসস্য) ইহ নঃ (অস্মান্) ভাজয়ত (ভাগিনঃ কুরুত, তেন রসেন অস্মান্ (সমৃদ্ধান্ কুরুত ইত্যর্থঃ)। কিম্ভূতা যূয়ম্? উশতীঃ (ইচ্ছাবত্যঃ) মাতরঃ ইব (যথা পুত্রহিতৈষিণ্যঃ মাতরঃ সুতান্ স্তন্যপায়িনঃ কুর্ব্বন্তি, তথা যূয়মপি অস্মান্ কল্যাণাত্মক-যুষ্মদীয়রস-সমৃদ্ধান্ কুরুত ইত্যপ্সু প্রার্থনা) [ভাজয়তেতি ভজের্ণ্যন্তাৎ প্রার্থনায়াং লোট্। উশতীরিতি বশ কান্তৌ শতৃ, "গ্রহিজ্যা"দিনা সূত্রেণ সম্প্রসারণম্, "উগিতশ্চে"তি ঙীপ্, প্রথমায়া বহুবচনে "বা ছন্দসি" (১৫৯) ইতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ]। ০। পুত্রহিতৈষিণী জননীরা যেমন স্বীয় স্তন্যরস পান করাইয়া পুত্রের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন, সেইরূপ, হে জল সকল, তোমরা ইহকালে আমাদিগকে তোমাদিগের কল্যাণময়-রস-ভোগে অধিকারী কর। ৪

হে আপঃ, বঃ (যুষ্মাকং) তস্মৈ (তস্মিন্ রসে) অরম্ (অলং, পর্য্যাপ্তিং) গমাম (বয়ং গচ্ছাম; তত্র রসে তৃপ্তিং গচ্ছাম ইত্যর্থঃ)। কিঞ্চ, তত্র রসে নঃ (অস্মান্) জনয়থ (তদ্রস-সম্ভোক্তৃত্বেন অস্মান্ পরিকল্পয়থ) চ। যস্য (যেন রসেন) ক্ষয়ায় (ক্ষয়ে, নিবাসে, সমগ্রে জগতি ইত্যর্থঃ) জিন্বথ (প্রীণয়থ—ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং ভূতজাত-

তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥ ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবী,-ঞ্চান্তরিক্ষ-মথো স্বঃ * ॥৬

* স্বঃ স্থানে "সুবঃ" পড়িবে (২৬৩পৃঃ ১৩পং)। "আপোহিষ্ঠা"ইত্যাদিবৎ মন্ত্রত্রয়মিদম্। তথাচ সর্ব্বানুক্রমণিকায়াম্ "ঋতঞ্চেতি ত্র্যৃচস্য মাধুচ্ছন্দসোঽঘমর্ষণঃ" ইত্যাদি।"

মিতি শেষঃ)। অয়মর্থঃ—হে আপঃ, যুয়ং যেন স্বকীয়েন রসেন সর্ব্বং জগৎ প্রীণয়থ, তস্য রসস্য বিষয়ে বয়ঞ্চ তৃপ্তিং গচ্ছাম, যূয়মপি অস্মান্ তদ্রসভাগিনঃ কুরুত। [তস্মৈ ইতি ক্ষয়ায় ইতি চ সপ্তম্যর্থে চতুর্থী। গমাম ইতি প্রার্থনায়াং লিঙর্থে লেট্. আট্ আগমঃ। যস্যেতি তৃপ্ত্যর্থধাতুযোগে করণে ষষ্ঠী। জিন্বথ ইতি জিবি প্রীণনে ভ্বাদিঃ, ইদিত্বাৎ নুম্। জনয়থা ইতি "অন্যেষামপি দৃশ্যতে" ইতি দীর্ঘঃ]।৫। হে জল সকল, তোমরা তোমাদের যে রসের দ্বারা সর্ব্বস্থানে সর্ব্বপদার্থকে তৃপ্ত করিতেছ, সেই রসে আমরাও যেন তৃপ্তিলাভ করি, এবং তোমরাও আমাদিগকে সেই রসভোগে অধিকারী কর।৫

ঋতং সত্যমিতি পরব্রহ্ম উচ্যতে (তথাচ শ্রুতিঃ "ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি)। আসীদিত্যধ্যাহার্য্যম্। তেনায়মর্থঃ—ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ আসীৎ (পরব্রহ্মমাত্রমাসীৎ। এতেন মহাপ্রলয়াবস্থা প্রতিপাদিতা, মহাপ্রলয়সময়ে কেবলং ব্রহ্মমাত্রমাসীদিত্যর্থঃ)। ততঃ (মহাপ্রলয়াবস্থায়ামেব) রাত্রী অজায়ত (রাত্রিঃ সমুৎপন্না, সকলম্ অন্ধকারময়মাসীদিত্যর্থঃ; তথাচ স্মৃতিঃ "আসীদিদং তমোভূত-মপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্" ইতি)। ততঃ (মহাপ্রলয়াবসানে সৃষ্ট্যারম্ভসময়ে) তপসঃ (অদৃষ্টবলাৎ) সমুদ্রঃ অধ্যজায়ত। কিম্ভূতঃ? অর্ণবঃ (অর্ণঃ পানীয়ং, তদস্যাস্তীতি অর্ণবঃ,—পানীয়যুক্তঃ, সকলজগদুৎপত্তিনিমিত্তং জলরাশিরুৎপন্ন ইত্যর্থঃ, তথাচ স্মৃতিঃ "অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ" ইতি)। কিম্ভূতাৎ তপসঃ? অভীদ্ধাৎ (অভি সর্ব্বতোভাবেন ইদ্ধাৎ লব্ধবৃত্তেঃ, প্রলয়সময়ে হি নিরুদ্ধবৃত্তি অদৃষ্টং ভবতি)। ততঃ অর্ণবাৎ সমুদ্রাৎ ধাতা (স্রষ্টা) অধ্যজায়ত। কিম্ভূতো ধাতা? মিষতঃ (প্রকটীভবতঃ) বিশ্বস্য বশী (প্রভুঃ, মহাপ্রলয়ে বিলুপ্তস্য জগতো নির্ম্মাণে সমর্থ ইত্যর্থঃ)? অসৌ (সঃ) ধাতা যথাপূর্ব্বং (প্রাক্তনসৃষ্টিবৎ) সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ অকল্পয়ৎ। কিম্ভূতৌ? অহোরাত্রাণি বিদধৎ (অহোরাত্রান্ কুর্ব্বাণৌ—সূর্য্য এব হি দিবসান্ করোতি; চন্দ্রমাশ্চ রাত্রীঃ)। ততঃ (সূর্য্যাচন্দ্রমসোরুৎপত্ত্যনন্তরং) সংবৎসরঃ অজায়ত (সূর্য্যাচন্দ্রমসোরুৎপত্তৌ

(প্রাণায়াম)

আপনার চতুর্দ্দিকে জল বেষ্টন করিয়া (২৩২ পৃঃ * টী)

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রী* চ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা, সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতিঋর্ষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্-বৃহতী-পঙ্‌ক্তি-ত্রিষ্টুব্-জগত্যশ্ছন্দাংসি, অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-বরুণ-বৃহস্পতীন্দ্র-বিশ্বদেবা দেবতাঃ, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রী চ্ছন্দঃ, সবিতা দেবতা, প্রাণায়ামে বিনি-

* দৈবী গায়ত্রী (২৫৬ পৃঃ ১০ পং)

রাত্রিন্দিববিভাগকল্পনয়া সংবৎসরমস্তবং)। অথো (অনন্তরং) দিবং (স্বর্গং) চ, পৃথিবীং (মহীং) চ, অন্তরিক্ষম্ (আকাশং) চ, স্বঃ (স্বর্গলোকোপরিস্থ-মহরাদিলোকান) চ স এব ধাতা অকল্পয়ৎ (চরাচরাত্মক সকললোকং স এব ধাতা সৃষ্টবান ইত্যর্থঃ [রাত্রীতি "রাত্রেশ্চাজসৌ" ইতি ঙীপ্। অর্ণব ইতি "অর্ণসো লোপশ্চ" ইতি মত্বর্থীয়ো বপ্রত্যয়ঃ, সলোপশ্চ (সমুদ্রশব্দঃ অন্তরীক্ষোদধ্যোঃ সাধারণ ইত্যতঃ অভিমতার্থস্য প্রকাশনায় অর্ণবশব্দেন বিশিষ্যতে)। অহোরাত্রাণীতি "হেমন্তশিশিরা-বহোরাত্রে চ চ্ছন্দসি" ইতি ক্লীবত্বম্। বিদধদিতি দ্বিতীয়াদ্বিবচনস্য "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিনা লুক্। "অন্তরিক্ষমিতি বেদে হ্রস্বেকারযুক্তমেব, তচ্ছান্দসমিতি জাতরূপঃ, অন্তর্ঋক্ষাণি নক্ষত্রাণি অস্মেতি মনীষাদিত্বাৎ সিদ্ধমিতি ভরতঃ। সমুদ্রো অর্ণব ইতি, সংবৎসরো অজায়ত ইতি চ "প্রকৃত্যান্তঃপাদমব্যপরে" ইত্যনেন অকারলোপাভাবঃ। ভপসোঽধ্যজায়ত ইতি "বহুলং ছন্দসি" ইতি বাহুলকাৎ সমাধেয়ম্। অধি অজায়তেতি ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ]।০।

(মহাপ্রলয়-সময়ে কেবল) ঋত ও সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন এবং সমস্তই গাঢ় অন্ধকারময় ছিল। তার পর সর্ব্বতোভাবে ফলোন্মুখ অদৃষ্ট বশতঃ (অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পস্থিত জীবগণের প্রাক্তন-কর্ম্ম বশতঃ) জলময় সমুদ্র উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই জলময় সমুদ্র হইতে প্রকাশমান-জগতের নির্ম্মাণে সমর্থ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। তিনি পূর্ব্ব-সৃষ্টির ন্যায় সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে দিন ও রাত্রি হইতে লাগিল। (দিন-রাত্রি হওয়ায়) সংবৎসরের সৃষ্টি হইল। পরে ব্রহ্মা পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ এবং [illegible] লোকের সৃষ্টি করিলেন। ৬

যোগঃ। গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতির্ঋষিব্রর্হ্ম-বায়্বগ্নি-সূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ॥ ৭॥ (২৫৮ পৃঃ)।

পরে চক্ষু মুদিয়া দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ-নাসিকা টিপিয়া, বাম-নাসিকা দ্বারা বায়ুর আকর্ষণরূপ পূরক করত মনে মনে (২৩১ পৃঃ ১৩ পং) বলিবে—

নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজম্ অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংস-বাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্। ৮। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং॥ ওঁ তৎ সাবিতুর্ব্বরেণ্যং, (২৫৬ পৃঃ ১৬ পং) ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ৯॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোঁ॥ ১০

(প্রাণায়ামে যে ওঁকার, সপ্তব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও গায়ত্রীশির উচ্চারণ করিতে হয় সেই) ওঙ্কারের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, অগ্নি দেবতা, এবং সকল কর্ম্মের আরম্ভে প্রয়োগ হয়। ভূস্ ভুবস্ স্বর্ মহর্ জন তপস্ সত্য—এই) সাতটি ব্যাহৃতির প্রজাপতি ঋষি, (যথাক্রমে) গায়ত্রী উষ্ণিক্ অনুষ্টুপ্ বৃহতী পঙ্‌ক্তি ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী এই সাত ছন্দঃ, অগ্নি বায়ু সূর্য্য বরুণ বৃহস্পতি ইন্দ্র ও বিশ্বদেব এই সাত দেবতা, এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, সবিতা দেবতা, এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর শির অর্থাৎ "আপো জ্যোতী" মন্ত্রের প্রজাপতি ঋষি, (যজুঃ বলিয়া ছন্দঃ নাই) ব্রহ্ম বায়ু অগ্নি ও সূর্য্য এই চারি দেবতা, এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। ৭

নাভিদেশে রক্তবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, দ্বিভুজ, এক হস্তে জপমালা ও অপর হস্তে কমণ্ডলুধারী, হংসারূঢ় ব্রহ্মাকে ধ্যান করিতে করিতে। ৮

গায়ত্রীমন্ত্রস্থভর্গস্য প্রভাবঃ সপ্তব্যাহৃতিভির্বিশেষণভূতাভিরভিধীয়তে। কিম্ভূতো ভর্গঃ ? ভূরাদিসপ্তলোকপ্রকাশকঃ ; ভূঃ (পৃথিবী), ভুবঃ (অন্তরীক্ষং), স্বঃ (দ্যৌঃ), মহঃ (মহর্লোকঃ), জনঃ (জনলোকঃ), তপঃ (তপোলোকঃ), সত্যং (সত্যলোকঃ; এবমুপর্য্যুপরিক্রমেণাবস্থিতান সপ্ত লোকান্ প্রকাশয়তীত্যর্থঃ (সপ্ত লোকাঃ পুনঃ সপ্ত ব্যাহৃতয় এব) গায়ত্রীব্যাখ্যা ২৬৬ পৃ. ৬ পং। ৯

এবমাদিত্যরূপস্য ভর্গস্য প্রভাবমুপবর্ণ্য পুনস্তস্যৈব উৎকর্ষং শিরোমন্ত্রেণ প্রতিপাদয়তে পুনরপি কীদৃশো ভর্গঃ ? ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপঃ, ভর্গ এব পরমাত্মভূত ইত্যর্থঃ)। তথা জ্যোতিঃ

দক্ষিণনাসিকা টিপিয়া রাখিয়াই, অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম-নাসিকা টিপিয়া শ্বাসরোধরূপ কুম্ভক করত মনে মনে বলিবে-

হৃদি নীলোৎপল দলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং

(তেজঃস্বরূপঃ মণিপাষাণাদিধাতুষু তেজোরূপেণ অবস্থিতঃ)। তথা রসঃ (তৃণবৃক্ষৌষধি-রূপেষু স্থাবরেষু স এব রসরূপেণ বসতীত্যর্থঃ, তেন অখিলস্থাবরজঙ্গমমেব তেন ব্যাপ্তমিতি)। ন কেবলময়ং ভর্গঃ পরমাত্মরূপত্বেনৈব স্থাবরজঙ্গমেষু বর্ত্ততে, অপি তু অমৃতনামা চেতনাত্মা স এব ভর্গ ইতি প্রদর্শ্যতে—অমৃতমিতি (অমৃতনামা জ্যোতির্ম্ময়শ্চেতনাত্মা প্রাণিনাং হৃদয়ে যো বসতি সোঽপি ভর্গ এব; তথাচ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—"রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ। তেজোমধ্যে স্থিতং সত্যং সত্যমধ্যে স্থিতোঽচ্যুতঃ॥ একো হি সোমমধ্যস্থোঽমৃতং জ্যোতিঃস্বরূপকম্। হৃদিস্থং সর্ব্বভূতানাং চেতো দ্যোতয়তে হ্যসৌ" ইতি, এবংস্বরূপঃ অমৃতনামা চেতনাত্মাপি তস্য পরমাত্মস্বরূপভর্গস্যৈব মূর্ত্তিরিতি প্রতিপাদিতম্)। কিঞ্চ যত্র জলে ত্রৈলোক্যমুৎপন্নং, তদপি ভর্গ এবেতি দর্শয়তি—আপ ইতি (কারণজলস্বরূপো ভর্গ এব)। তথা ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রমূর্ত্তিভেদেন সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়প্রবর্ত্ত-য়িতা ভর্গ এবেতি দর্শয়িতুং বিশেষণং ভূর্ভুবঃস্বরিতি (এতদ্ব্যাহৃতিত্রয়ং সত্ত্বরজস্তমোময়-ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাত্মকম্, ইত্থং চরাচরত্রৈলোক্যমেব ভর্গস্বরূপমিতি। তত্তচ্চ পরব্রহ্মস্বরূপত্বং তস্য প্রতিপাদিতম্)॥ তদেবং বাক্যার্থঃ—যস্তথাভূতো ভর্গঃ অস্মাকং বুদ্ধীঃ প্রেরয়তি, স এব জলজ্যোতী-রসামৃত-ভূরাদিলোকত্রয়াত্মক-চরাচরস্বরূপো ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরদুর্গাদি-নানাদেবতাময়-পরব্রহ্মস্বরূপো ভূরাদিসপ্তলোকান্ প্রকাশয়ন্, মদীয়ং জীবাত্মানং জ্যোতিঃস্বরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং লোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা স্বাত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহ একীভাবং করোত্বিতি। ১০। ০। সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তি তেজের প্রাণভূত; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তির অভিন্ন আধারস্বরূপ সেই পরমব্রহ্মকে আমি চিন্তা করি। যিনি জন্ম-মৃত্যু দুঃখাদি বিনাশের নিমিত্ত উপাসনীয় এবং যিনি আমাদিগের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করেন। তিনি ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ ও সত্য এই সপ্ত লোককে ব্যাপিয়া আপন জ্যোতিতে প্রকাশিত করিতেছেন, তিনিই জগতের কারণভূত জলস্বরূপ, তিনিই মণিপাষাণাদি স্থাবরে জ্যোতিঃস্বরূপ এবং তৃণ বৃক্ষ ওষধি প্রভৃতির অন্তরে রসরূপে অবস্থিত, তিনিই মনুষ্য পশু পক্ষী কীটাদি জঙ্গমের হৃদয়ে চেতনাত্মা রূপে বিরাজমান; তিনিই ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্ম, এবং তিনিই পৃথিবী আকাশ ও স্বর্গ এই ত্রিলোকস্বরূপ। ৯-১০

গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং॥ ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোঁ॥ ১১

পরে দক্ষিণ নাসিকা হইতে অঙ্গুষ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে বায়ুর নিঃসারণরূপ রেচক করত মনে মনে বলিবে—

ললাটে শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূল-ডমরু-করম্ অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং॥ ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসো-ঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোঁ॥ ১২

(আচমন।)

গোকর্ণাকৃতি (১৩ পৃঃ § টীঃ) দক্ষিণহস্তে (মাষকলাইমাত্র ডুবিতে পারে এই পরিমাণে) জল লইয়া পরবর্ত্তী মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবে অর্থাৎ ১বার মন্ত্র পাঠ করিয়া ৩বার জলপান করিবে *) এবং আচমনান্তে ওষ্ঠমার্জ্জনাদিও করিবে (১৪ পৃঃ ১—১০ পং)।

* "কর্ম্মাবৃত্তৌ মন্ত্রাবৃত্তিঃ" এক কর্ম্ম অনেকবার করিলে তাহার মন্ত্রও প্রত্যেকবারে পড়িতে হয়; কিন্তু এখানে ৩ বার জলপানে একবার আচমন হয় বলিয়া (৩ পৃঃ ৫ পং) একবারই কর্ম্ম করা হইতেছে, সেইজন্য মন্ত্রও একবারই পাঠ্য। এই কারণেই রঘুনন্দনও বরাহংপ লিখিয়াছেন—"যণোঽসীতি মন্ত্রমুচ্চার্য্য আচমনীয়ং জলমাচামেৎ। তচ্চ সকৃৎ মন্ত্রেণ ব্রাহ্মতীর্থেন ভক্ষয়িত্বা দ্বিস্তূষ্ণীং ভক্ষয়েৎ।"

হৃদয়ে, নীলপদ্মসদৃশকান্তিবিশিষ্ট চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুকে ধ্যান করিতে করিতে। ১১

ললাটে, শ্বেতবর্ণ দ্বিভুজ ত্রিশূল-ডমরুধারী অর্দ্ধচন্দ্রভূষিত ত্রিনয়ন বৃষারূঢ় শম্ভুকে ধ্যান করিতে করিতে। ১২

(প্রাতঃসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র)

সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ * আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদ্রাত্রিয়া পাপ-মকারিষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা-মুদরেণ শিশ্না। রাত্রিস্তদব-লুম্পতু, যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥ ১৩

---

* পিঙ্গলসূত্রের বৃত্তিতে 'স্বাহা' ত্যাগ করিয়া প্রকৃতি ছন্দের উদাহরণে এই মন্ত্রই ধৃত হইয়াছে। তৈঃ আঃ মন্ত্রান্তে স্বাহা আঁছে। স্বাহা ধরিলে স্বরাট্ প্রকৃতি (২৫৭পৃঃ ২পং)।

মা (মাং) রক্ষন্তাম্। কে ? সূর্য্যশ্চ, মন্যুঃ (যজ্ঞঃ) চ মন্যুপতয়ঃ (যজ্ঞপতয়ঃ ইন্দ্রাদ্যাঃ) চ। কেভ্যঃ ? পাপেভ্যঃ। কিম্ভূতেভ্যঃ ? মন্যুকৃতেভ্যঃ (অসাঙ্গযজ্ঞকৃতেভ্যঃ), যদ্বা মন্যুঃ (ক্রোধঃ) মন্যুপতয়ঃ (ক্রোধপতয়ঃ ইন্দ্রিয়াণি) মন্যুকৃতেভ্যঃ (ক্রোধকৃতেভ্যঃ) পাপেভ্যঃ মাং রক্ষন্তাম্ (কিমুক্তং ভবতি ? মমৈতাদৃশঃ ক্রোধো মা ভবতু, যেনাহমকার্য্যং করোমীতি)। কিঞ্চ যৎ (পাপং) রাত্রিয়া (রাত্র্যা) অকারিষম্ (কৃতবানস্মি), কেন কেন ? মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাম্ উদরেণ শিশ্না (শিশ্নেন), তৎ পাপং রাত্রিঃ অবলুম্পতু (খণ্ডয়তু; "যদহ্নাৎ কুরুতে পাপং তদহ্নাৎ প্রতিমুচ্যতে। যদ্রাত্রিয়াৎ কুরুতে পাপং তদ্রাত্রিয়াৎ প্রতিমুচ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ, রাত্রিকৃতং পাপং রাত্রিরেব অবলুম্পতু)। যৎ কিঞ্চ (যৎ কিঞ্চিৎ) ময়ি (মদাশ্রিতং) দুরিতং (পাপং) তৎ ইদম্ (পাপম্) অহং সূর্য্যে জুহোমি (প্রক্ষিপামি, অনেন হোমেন ভস্মীকরোমীত্যর্থঃ)। কিম্ভূতে সূর্য্যে ? জ্যোতিষি (হৃৎ-পদ্মমধ্যাবস্থিতে প্রকাশরূপে পরমাত্মনি), অমৃতযোনৌ (চেতনাত্মকান্তঃকরণে)। মাং (তৎকর্তারং মাঞ্চ লিঙ্গশরীররূপং জুহোমি। তদর্থমিদমভিমন্ত্রিতং জলং স্বাহা (স্বাহুতমস্তু) [রাত্রিয়া ইতি কৃষ্ণযজুঃপ্রাতিশাখ্যানুসারেণ যস্থানে ইয়াদেশঃ। অকারিষ-মিত্যত্র ব্যত্যয়েন ইড়াগমঃ। শিশ্না ইতি তৃতীয়ৈকবচনস্য "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিনা ডা আদেশঃ]। "সূর্য্যশ্চ মা ইত্যাদি মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, প্রকৃতি ছন্দঃ, জল দেবতা, এবং আচমনে প্রয়োগ হয়। " সূর্য্য, যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি দেবগণ অসম্পূর্ণ যজ্ঞ-কৃত পাপ হইতে (অথবা ক্রোধ এবং ক্রোধপতি ইন্দ্রিয় সকল ক্রোধকৃত পাপ হইতে) আমাকে রক্ষা করুন (অর্থাৎ আমার যেন এরূপ ক্রোধ না হয়, যাহাতে আমি কোনও অকার্য্য

(মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র)

আপঃ পুনন্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুর্ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দ * আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং, পৃথিবী পূতা পুনাতু মাম্। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি,-র্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাম্॥ যদুচ্ছিষ্ট মভোজ্যঞ্চ, যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপো,-ঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥ ১৪

* প্রথম শ্লোকে ভূরিক অনুষ্টুপ (২০৬পৃঃ ২৩ পং)। দ্বিতীয় শ্লোকে নিচৃৎ অনুষ্টুপ, স্বাহা পর্য্যন্ত ধরিলে ভূরিক্-অনুষ্টুপ।

করি)। আমি রাত্রিকালে মন, বাক্য হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, উদর ও লিঙ্গ দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, রাত্রি (তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা) তাহা নষ্ট করুন। আমাতে যে কিছু পাপ আছে, সেই সমস্ত পাপ এবং সেই পাপের কর্ত্তা আমাকে (অর্থাৎ আমার লিঙ্গশরীরকে) আমি জগৎকারণ সূর্য্যোপাধি জ্যোতিতে (অর্থাৎ স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মে) হোম করিলাম, সমস্ত পাপ নিঃশেষে দগ্ধ হউক। ১৩

আপঃ পৃথিবীং পুনন্তু (পবিত্রাং কুর্ব্বন্তু)। পৃথিবী অপি পূতা সতী মাং (কর্ত্তারং) পুনাতু। অপিচ আপঃ ব্রহ্মণঃ পতিঃ (ব্রহ্মণো বেদস্য পতিঃ প্রতিপালকম্ আচার্য্যম্) পুনন্তু। তৎ ব্রহ্ম (তেনাচার্য্যেণ উপদিষ্টং বেদরূপং ব্রহ্ম) পূতা (পূতং সৎ) মাং পুনাতু। যৎ উচ্ছিষ্টম্ (অন্যভুক্তাবশিষ্টম্), অভোজ্যঞ্চ (গর্হিতভোজনঞ্চ), যদ্বা (যদপি) দুশ্চরিতম্ (অসদাচরণম্), অসতাম্ (অপ্রতিগ্রাহ্যাণাং) প্রতিগ্রহং চ, তৎ সর্ব্বং (পরিহৃত্যেতি শেষঃ) আপঃ মাং পুনন্তু। (ইত্থম্ আশাস্য যা আপঃ আচম্যন্তে তাঃ) স্বাহা। আপঃ আচমনেন স্বশরীরদেহপাবন পূর্ব্বক-মুচ্ছিষ্টাদিরূপে পাপে মাং পাবয়ন্তু ইতি আশংসা বাক্যার্থঃ। [ব্রহ্মণস্পতিরিতি "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিনা দ্বিতীয়ায়াঃ সুঃ। ব্রহ্ম পূতা ইত্যত্র তেনৈব ডা আদেশঃ। প্রতিগ্রহমিতি ব্যত্যয়েন নপুংসকতা]। ০। আপঃ পুনন্তু ইত্যাদি মন্ত্রের বিষ্ণু ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দঃ, জল দেবতা, এবং আচমনে প্রয়োগ হয়। জল (জলদেবতা) পৃথিবীকে পবিত্র করুন। পৃথিবী পবিত্র হইয়া আমাকে পবিত্র করুন। এবং জল বেদাধ্যাপক আচার্য্যকে পবিত্র করুন। সেই বেদ পবিত্র হইয়া আমাকে পবিত্র করুন। উচ্ছিষ্ট-ভোজন, অভক্ষ্য-ভক্ষণ, অসদাচরণ এবং অসতের প্রতিগ্রহ-জনিত আমার

(সায়ংসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র)

অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্র ঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ* আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদহ্না পাপ-মকারিষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা-মুদরেণ শিশ্না। অহস্তদবলুম্পতু, যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥ ১৫

(পুনর্মার্জ্জন)

ওঁ (বলিয়া মস্তকে জল প্রোক্ষণ)। ভূর্ভুবঃস্বঃ (বলিয়া মস্তকে জল প্রোক্ষণ)। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ (বলিয়া মস্তকে জল প্রোক্ষণ)।

আপো-হি-ষ্ঠেতি ঋক্ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো

* স্বাহা ত্যাগ করিলে নিচৃৎ প্রকৃতি স্বাহা ধরিলে ভুরিক্ প্রকৃতি (২৩৬পৃঃ ২৩পং)

যে কিছু পাপ আছে, সেই সকল পাপ ঘুচাইয়া জল আমাকে পবিত্র করুন। সেই সকল পাপ নিঃশেষে দগ্ধ হউক। ১৪

অহ্না (দিবসেন) যৎ পাপম্ অকারিষম্ অহঃ (দিবসঃ) তৎ অবলুম্পতু। তৎ ইদং সত্যে সত্য রূপে জ্যোতিষি জুহোমি। শেষং সূর্য্যশ্চেতি-মন্ত্রবৎ। প্রাতঃ সূর্য্যস্য দীপ্যমানত্বাৎ, সায়ঞ্চ অগ্নের্ভাসমানত্বাৎ যথাযোগং সূর্য্যাগ্নী প্রার্থ্যেতে। ০। অগ্নিশ্চ মা ইত্যাদি মন্ত্রের রুদ্র ঋষি, প্রকৃতি ছন্দঃ, জল দেবতা, এবং আচমনে প্রয়োগ হয়। অগ্নি, এবং ক্রোধ ও ক্রোধপতি ইন্দ্রিয় সকল ক্রোধকৃত পাপ হইতে (অথবা যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি দেবগণ অসম্পূর্ণ-যজ্ঞকৃত পাপ হইতে) আমাকে রক্ষা করুন। আমি দিবসে মন, বাক্য, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, উদর ও লিঙ্গ দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, দিন (তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা) তাহা নষ্ট করুন। আমার শরীরে যে কিছু পাপ আছে, সেই সমস্ত পাপ এবং পাপের কর্ত্তা আমাকে (অর্থাৎ আমার লিঙ্গশরীরকে) আমি জগৎকারণ সত্যরূপ জ্যোতিতে (অর্থাৎ পরব্রহ্মে) হোম করিলাম। সমস্ত পাপ নিঃশেষে দগ্ধ হউক। ১৫

দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব,-স্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রস,-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥ ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ (মস্তকে জলপ্রোক্ষণ)॥ ১৬॥ (২৩৪ পৃঃ ১ পং)

(অঘমর্ষণ)

তৎপরে গোকর্ণাকৃতি (১৩পৃঃ §টীঃ) দক্ষিণ হস্তে জলগণ্ডূষ লইয়া নাসিকাগ্রে ধরিয়া—

ঋতমিত্যস্য ঋক্‌ত্রয়স্য অঘমর্ষণ ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দো * ভাববৃত্তির্দ্দেবতা (২৬১ পৃঃ) অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ, তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥ ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্ব-মকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ। ১৭

এই মন্ত্রত্রয় পাঠ করিয়া, নিশ্বাস দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ পাপরাশি নির্গত হইয়া উক্ত জলগণ্ডূষে মিশিয়াছে ভাবিয়া, ঐ জল বামপার্শ্বস্থ ভূমিতে সবলে নিক্ষেপ করিবে। সমর্থ হইলে এইরূপ তিনবার করিবে ক; কিন্তু তিনবার করিলে প্রত্যেক বারেই মন্ত্রও পড়িতে হইবে (২৮১ পৃঃ * টী)। পরে হস্তপ্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিয়া, সূর্য্যাভিমুখে দাঁড়াইয়া—

---

* প্রথম ও তৃতীয় শ্লোকে বিরাট্ অনুষ্টুপ্ (২৫৭ পৃঃ ২ পং)। স্বঃ স্থানে "সুবঃ" পড়িবে।

আপো হিষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ের সিন্ধুদ্বীপ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, জল দেবতা এবং মার্জ্জনে প্রয়োগ হয় (মন্ত্রত্রয়ের ব্যাখ্যা। ২৭৬ পৃঃ)। ১৬

ঋতমিত্যাদি মন্ত্রের অঘমর্ষণ ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ভাববৃত্তি অর্থাৎ রাত্রি প্রভৃতি পদার্থ দেবতা, এবং অশ্বমেধযজ্ঞান্তে স্নানকার্য্যে প্রয়োগ হয়। (মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি ২৭৭ পৃঃ)। ১৭

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া সূর্য্যাভিমুখে তিন অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে (অর্থাৎ ছুঁড়িয়া দিবে)। মধ্যাহ্নে একবার গায়ত্রী পড়িয়া এক অঞ্জলি মাত্র জল নিক্ষেপ করিবে।

পরে সূর্য্যাভিমুখে দাঁড়াইয়া, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে কৃতাঞ্জলি, এবং মধ্যাহ্নে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া (২৩৯ পৃঃ) পরবর্ত্তী তিনটি মন্ত্র পাঠ করিবে।—

উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কণ্ব ঋষির্গায়ত্রী চ্ছন্দঃ * সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং, দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ॥ ১৮

চিত্রমিত্যস্য কুৎস (২৬১ পৃঃ) ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ † সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানা-মুদগাদনীকং, চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ১৯

* নিচৃৎ গায়ত্রী। † নিচৃৎ ত্রিষ্টুপ্ (২৫৩ পৃঃ)।

ত্যং (তং) সূর্য্যং দেবং কেতবঃ (রশ্ময়ঃ) উদ্ বহন্তি। কিম্ভূতম্? জাতবেদসং (তেজোময়ম্)। কিমর্থমুদ্বহন্তি? বিশ্বায় (বিশ্বং) দৃশে (দ্রষ্টুম্)। অয়মর্থঃ— তেজঃস্বরূপং সূর্য্যং বিশ্বপ্রকাশনায় রশ্ময়ঃ উদ্বহন্তি। উ ইতি পাদপূরণে। [উদ্বহন্তীতি "ব্যবহিতাশ্চ" ইতি উপসর্গস্য ব্যবহিতত্বম্। ত্যমিতি ত্যদ্‌শব্দস্য রূপম্। দৃশে ইতি "দৃশে বিখ্যে চ" ইতি তুমুন্নর্থে নিপাতনাৎ সিদ্ধম্। বিশ্বায়েতি দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী]।•। উদুত্যমিত্যাদি মন্ত্রের প্রস্কণ্ব ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, সূর্য্য দেবতা, এবং সূর্য্যোপাসনায় প্রয়োগ হয়। জগতের প্রকাশনার্থ কিরণ সকল সেই সূর্য্যদেবকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিতেছে। ১৮

(অসৌ) সূর্য্যঃ উদগাৎ (উদিতোঽভবৎ)। কীদৃশঃ? মিত্রস্য বরুণস্য অগ্নেঃ (দেবানাং ত্রয়াণাং, তদুপলক্ষিতানাং ত্রয়াণাং জগতাং) চক্ষুঃ (প্রকাশকঃ। তত্র সূর্য্য-দেবতাকঃ স্বর্লোকঃ বরুণদেবতাকঃ মহর্লোকঃ, অগ্নিদেবতাকঃ জনলোকশ্চ)। পুনঃ

ওঁ নমো ব্রহ্মণে, নমো ব্রাহ্মণেভ্যো, নম আচার্য্যেভ্যো, নম ঋষিভ্যো, নমো দেবেভ্যো, নমো বেদেভ্যো, নমো বায়বে চ, মৃত্যবে চ, বিষ্ণবে চ, নমো বৈশ্রবণায় চোপজায়ত * ॥২০

* (২৩৯ পৃঃ ২০ পং)।

কীদৃশঃ ? দেবানাম্ অনীকং (সমষ্টিস্বরূপঃ)। কথমুদগাৎ ? চিত্রম্ (আশ্চর্য্যং যথা ভবতি তথা)। (উদয়ানন্তরং) দ্যাবাপৃথিবী (দিবং পৃথিবীঞ্চ) অন্তরিক্ষম্ (২৭৮ পৃঃ ১৬ পং—আকাশং) চ আপ্রাঃ (আপ্রাৎ, পূরিতবান্ স্বেন রশ্মিজালেনোত শেষঃ)। পুনঃ কিম্ভূতঃ ? জগতঃ (জঙ্গমস্য) তস্থুষঃ (স্থাবরস্য) চ আত্মা (স্থাবরজঙ্গমাত্মক-সকল-সংসারময়োঽয়মেব সূর্য্য ইত্যর্থঃ)। [আপ্রাঃ ইতি ব্যত্যয়েন তিপঃ সিপ্। দ্যাবাপৃথিবী ইতি দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ তে দ্যাবাপৃথিব্যৌ ইতি প্রাপ্তে "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিনা ঔটঃ স্থানে পূর্ব্বসবর্ণঃ, দ্বিবচনসিদ্ধত্বাৎ ঈকারস্য ন সন্ধিঃ। তস্থুষ ইতি স্থাধাতোঃ ক্বসুঃ, তস্থিবস্‌শব্দস্য ষাষ্ঠ্যেকবচনে রূপম্]।২০। চিত্রমিত্যাদি মন্ত্রের কুৎস ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, সূর্য্য দেবতা, সূর্য্যোপাসনায় প্রয়োগ হয়। মিত্র-বরুণ-অগ্নি-প্রভৃতি দেবতার অধিষ্ঠিত সমস্ত জগতের প্রকাশক, সমস্ত দেবতার সমষ্টিস্বরূপ, এবং স্থাবর ও জঙ্গমের অন্তর্যামী সূর্য্য আশ্চর্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন, এবং স্বর্গ, মর্ত্ত ও আকাশকে (স্বীয় রশ্মিজালে) পরিপূর্ণ করিয়াছেন। ১৯

ব্রহ্মণে (মহতে স্বয়ম্ভুবে চরাচরাত্মকস্য সর্ব্বস্য জগতো বিধাত্রে) নমঃ (নমস্কারো ভবতু)। তথা ব্রাহ্মণেভ্যঃ (ব্রহ্মণা বেদেন নিত্যনৈমিত্তিকাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তীতি ব্রাহ্মণাঃ, ব্রহ্ম বেদম্ অধীয়তে বিদন্তীতি বা ব্রাহ্মণাঃ, ব্রহ্মণোঽপত্যানি বা ব্রাহ্মণাঃ, তেভ্যঃ নমঃ (দেবেভ্যোঽপি পূর্ব্বং ব্রাহ্মণনমস্কারস্তেষাং ব্রাহ্মণাধীনত্বপ্রদর্শনার্থম্)। তথা আচার্য্যেভ্যঃ ("উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্ দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে" ইত্যুক্তলক্ষণাঃ আচার্য্যাঃ তেভ্যঃ) নমঃ। তথা ঋষিভ্যঃ (অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শিভ্যঃ সামবেদদ্রষ্টৃভ্যো গোতমাদিভ্যঃ) নমঃ। তথা দেবেভ্যঃ (দীব্যন্তীতি দেবাঃ তেভ্যঃ দ্যোতনাদিগুণযুক্তেভ্যঃ ইন্দ্রাদিভ্যঃ) নমঃ। বেদেভ্যঃ (ঋগ্‌যজুঃসামভ্যঃ) নমঃ। বায়বে চ (সর্ব্বজগৎপ্রাণভূতায় দেবায়) নমঃ। মৃত্যবে চ (সর্ব্বজগৎসংহর্ত্রে এতন্নামকায় দেবায়) নমঃ। বিষ্ণবে চ (সর্ব্বব্যাপকায় পরমাত্মরূপায়) নমঃ। বৈশ্রবণায় (এতন্নাম-কায় দেবায়) নমঃ (যদ্যপি নমো দেবেভ্য ইত্যনেনৈব বায়্বাদীনামপি নমস্কার উক্তঃ-তথাপি পৃথক্ নির্দ্দেশোঽত্র তেষাং প্রাধান্যপ্রদর্শনার্থঃ, প্রাধান্যঞ্চ তেষাং জগদ্বিধায়কত্ব-

(অঙ্গন্যাস)

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ (দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা হৃদয় স্পর্শ)। ভুঃ শিরসে স্বাহা (মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা মস্তক স্পর্শ)। ভুঁ শিখায়ৈ বষট্ (অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্পর্শ)। বঃ কবচায় হুং (বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া আপনাকে জাপটাইয়া ধরা)। স্বঃ অস্ত্রায় ফট্ (দক্ষিণ-হস্ত মস্তকের চারিধারে ঘুরাইয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম করতলে আঘাত)। এইরূপ আরও দুইবার করিবে। (২৪১পৃঃ)।

(আবাহন)

কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি, ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি চ্ছন্দসাং মাত,-র্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে ॥২১

কত্বাৎ) এবং পরম্পরগুরুনমস্কারং দর্শায়ন্ত। ইদানীং সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকান্ ঋষীন্ দর্শয়িতু মুপক্রমতে উপজায়ত ইতি (উপসর্গবলাৎ অর্থান্তরং—সাঙ্গং সামবেদম্ অধ্যৈষ্ট ; অথবা ব্রাহ্মণানাং হি জন্মদ্বয়ম্ ভাষ্যম্—একং জন্ম শুক্রশোণিতসম্ভবম্, ঋতুমাত্রাসংযুক্তং শুক্রং শরীরং জনয়তীতি, তৎ প্রথমং জন্ম ; দ্বিতীয়ন্তু বিদ্যাজন্ম ; তত্র মাতা গায়ত্রী, পিতা আচার্য্যঃ)। এতদনন্তরং "শর্ব্বদত্তাৎ গার্গ্যাৎ" ইত্যারভ্য ব্রহ্মণো বংশম্ অনুক্রামেৎ। গর্গস্য গোত্রাপত্যং গার্গ্যঃ, শর্ব্বেণ দত্তঃ শর্ব্বদত্তঃ ইত্যেতন্নামকাৎ ঋষেঃ] উপজায়ত সামবেদম্ অধ্যৈষ্ট—বংশব্রাহ্মণপ্রবক্তা ঋষিরিতি শেষঃ। [উপজায়ত ইতি বাহুলকাৎ অডভাবঃ। (সায়ণভাষ্য)। ০। ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ, বেদাধ্যাপকগণ, ঋষিগণ, দেবগণ, বেদগণ, বায়ু, মৃত্যু, বিষ্ণু ও বৈশ্রবণ, ইঁহাদিগকে প্রণাম করি। (উপজায়ত) অধ্যয়ন করিয়াছিলেন (অর্থাৎ গ্রন্থবক্তা ঋষি গর্গগোত্র শর্ব্বদত্তের নিকট সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন)। ২০

হে বরদাত্রি, হে দেবি, হে (প্রণবত্রয় কিংবা গায়ত্রী বা সাবিত্রীশব্দত্রয়) অক্ষরত্রয়ময়ি, হে বেদপ্রকাশিনি, হে বেদমাতঃ, হে পরব্রহ্মোদ্ভবে গায়ত্রি। তুমি এস, তোমাকে প্রণাম করি। ২১

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষি-র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে * বিনিয়োগঃ ॥ ২২

(গায়ত্রীধ্যান—প্রাতঃসন্ধ্যায়)

ওঁ কুমারী-মৃগ্‌বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডল-সংস্থিতাম্ ॥ ২৩

(গায়ত্রীধ্যান—মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়)

ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসং।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডল-সংস্থিতাম্ ॥ ২৪

(গায়ত্রীধ্যান—সায়ংসন্ধ্যায়)

ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং।
সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থাং সামবেদ-সমাযুতাম্ ॥ ২৫

(গায়ত্রীজপ)

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ * ॥ ২৬

* জপোপনয়নে—জপশ্চ উপনয়নঞ্চ তয়োঃ সমাহারঃ জপোপনয়নং তস্মিন্ (২৫৯পৃঃ)।

গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, সবিতা (জগৎপ্রসবিতা পরমেশ্বর) দেবতা, এবং জপে ও উপনয়নে প্রয়োগ হয়। ২২

প্রাতঃকালে গায়ত্রীকে কুমারী, ঋগ্বেদধারিণী, ব্রহ্মরূপা, হংসারূঢ়া, কুশহস্তা ও সূর্য্য-মণ্ডলস্থিতা চিন্তা করিবে। ২৩

মধ্যাহ্নে যুবতী, যজুর্ব্বেদধারিণী, বিষ্ণুরূপা, গরুড়ারূঢ়া, পীতবসনা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিতা চিন্তা করিবে। ২৪

সায়াহ্নে বৃদ্ধা, সামবেদধারিণী, রুদ্ররূপা, বৃষারূঢ়া ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিতা চিন্তা করিবে। ২৫

ইহা যথাশক্তি (অন্ততঃ ১০ বার) জপ করিবে।

(গায়ত্রী-বিসর্জ্জন)

ওঁ মহেশ-বদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয়সম্ভবা।

ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥ ২৬

এই মন্ত্রে এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ অনেন জপেন ভগবন্তা-বাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাম্।

ওঁ আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ॥ ২৭

এই বলিয়া এক অঞ্জলি জল দিবে।

(আত্মরক্ষা)

জাতবেদস ইত্যস্য কশ্যপ (২৬৩পৃঃ) ঋষি-স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নি-র্দেবতা, আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোম, মরাতীয়তো নি দহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা, নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ॥ ২৮

হে দেবি গায়ত্রি, তুমি মহেশ্বরের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, বিষ্ণুর হৃদয়ে অবস্থান করিতেছ, এবং ব্রহ্মা তোমার অবগত আছেন। তুমি (এক্ষণে) স্বেচ্ছানুসারে গমন কর। ২৬

এই জপে ভগবান্ আদিত্য ও শুক্র প্রীত হউন। আদিত্য ও শুক্রকে জল দিয়া তৃপ্ত করি। ২৭

জাতবেদসে (জাতানাম্ উৎপত্তিমতাং সর্ব্বেষাং বেদিত্রে অগ্নয়ে) সোমং (লতারূপং) সুনবাম (অভিষুণুয়াম, অগ্নিং যষ্টুং সোমাভিষবং বয়ং করবাম ইত্যর্থঃ)। সঃ অগ্নিঃ অরাতীয়তঃ (অরাতিং শত্রুমিব অস্মান্ আচরতঃ, অস্মাকং শত্রোঃ) বেদঃ (ধনং) নিদহাতি (নিতরাং দহতু, ভস্মীকরোতু) অপিচ সোঽগ্নিঃ নঃ (অস্মান্) বিশ্বা (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) দুর্গাণি (দুর্গমানি, ভোক্তুমশক্যানি দুঃখানি) অতি পর্ষৎ (অতিপারয়তু, অতিক্রময্য সুখং প্রাপয়তু)। তত্র দৃষ্টান্তঃ—নাবেব সিন্ধুং (যথা কশ্চিৎ কর্ণধারো গ্রাহাদিভির্দুষ্টসত্ত্বৈরাকুলাং নদীং নাবা তারয়তি তদ্বৎ)। তথা অগ্নিঃ অস্মান্ দুরিতা (দুরিতানি, দুঃখহেতুভূতানি পাপানি) অতি পর্ষৎ (পারয়তু, দুঃখনিমিত্তাৎ পাপাদপি

এই বলিয়া আপনার চতুর্দ্দিকে জল বেষ্টন করিবে *।

(রুদ্রোপস্থান)

কৃতাঞ্জলি হইয়া—

ঋতমিত্যস্য কালাগ্নিরুদ্র ঋষি-রনুষ্টুপ্‌ছন্দো রুদ্রো দেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম, পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং। ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ ॥ ২৯

---

* মস্তকে জল প্রোক্ষণ করাই প্রচলিত। কিন্তু যখন "রক্ষাৰ্থে" ইত্যাদি বচন অনুসারে ইহা পাঠ্য হইতেছে (২৪৭পৃঃ ১৬পং), তখন জলবেষ্টনই কর্ত্তব্য।

অস্মান্ উত্তারয়তু ইত্যর্থঃ)। [জাতবেদসে ইতি বেত্তেরসুন। অরাতীয়তঃ ইতি ন বিদ্যতে রাতির্দানমস্মিন্নিতি অরাতিঃ শত্রুঃ, তমিবাস্মান্ আচরতীতি "উপমানাদাচারে" ইতি উপমানভূতাৎ কর্ম্মণঃ ক্যচ্, ক্যজন্তাৎ শতৃ। দহাতি ইতি দহ ভস্মীকরণে লেটি অড়াগমঃ। বেদঃ ইতি বিদ্যতে লভ্যতে বিদ্ লাভে, তস্মাৎ ঔণাদিকঃ কর্ম্মণি বাচ্যে অসুন্। আতিপর্ষৎ ইতি পৃ পালনপূরণয়োঃ তস্মাৎ অন্তর্ভাবিণ্যর্থাৎ লেটি অড়াগমঃ, "সিব্বহুলং লেটি" ইতি সিপ্, "ছন্দসি পরেঽপি" ইতি অতীতি উপসর্গস্য পরভাবঃ। নাবা ইতি "শেশ্ছন্দসি বহুলম্" ইতি শের্লোপঃ]। • জাতবেদসে ইত্যাদি মন্ত্রের কশ্যপ ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, অগ্নি দেবতা, এবং আত্মরক্ষার্থ জপে প্রয়োগ হয়। আমরা অগ্নির (জাতবেদার) প্রীত্যর্থে সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। সেই অগ্নি আমাদের শত্রুর ধন ভস্ম করুন, এবং নৌকা দ্বারা যেমন নদী পার করে, সেইরূপ অগ্নি সমস্ত দুঃখ হইতে এবং দুঃখের হেতুভূত পাপ হইতে আমাদিগকে পার করুন। ২৮

(যৎ এতৎ পরং ব্রহ্ম, তৎ সত্যম্ অবাধ্যম্। সত্যঞ্চ দ্বিবিধং—ব্যাবহারিকং পারমার্থিকঞ্চ। হিরণ্যগর্ভাদিকং রূপং ব্যাবহারিকং সত্যং, তন্নিবারণেন পারমার্থিকং সত্যং প্রদর্শয়িতুম্ ঋতং সত্যমিতি বিশিষ্যতে) ঋতং সত্যম্ (অত্যন্তসত্যমিত্যর্থঃ) তাদৃশং ব্রহ্ম, কীদৃশম্? (স্বভক্তানুগ্রহায়) পুরুষম্ (উমামহেশ্বরাত্মক-পুরুষরূপং) তত্র কৃষ্ণপিঙ্গলং (দক্ষিণে মহেশ্বরভাগে কৃষ্ণবর্ণং—তমোময়ত্বাৎ, উমাভাগে বামে পিঙ্গলবর্ণম্), ঊর্দ্ধলিঙ্গং (ভদ্ররূপো যো যোগেন স্বকীয়ং রেতঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে ধৃত্বা ঊর্দ্ধরেতা ভবতি তং), বিরূপাক্ষং (ত্রিনেত্রত্বাৎ), বিশ্বরূপং (সর্ব্বজগদাত্মকং) নমো নমঃ (করোমীত্যধ্যাহার্য্যম্) •। ঋতমিত্যাদি মন্ত্রের কালাগ্নিরুদ্র ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, রুদ্র দেবতা এবং রুদ্রোপাসনায় প্রয়োগ হয়। যিনি (ব্যবহারতঃ সত্য না হইয়া) বস্তুতঃই সত্য, যিনি

নিম্নলিখিত প্রত্যেক মন্ত্রে এক এক অঞ্জলি জল দিবে—

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ॥ ওঁ রুদ্রায় নমঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ (২৪৭পৃঃ ১৮পং)॥ ৩৪

(সূর্য্যার্ঘ্য)

ইদমর্ঘ্যং (২৪৮পৃঃ *টী) ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্, ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥ ৩১

ওঁ শ্রীসূর্য্যভট্টারকায় নমঃ॥ ৩২

এই বলিয়া অর্ঘ্য বা তদভাবে জল দিবে।

(সূর্য্য-প্রণাম)

ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥ ৩৩

শেষে আচমন করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যার পর (শিবপূজাদি করিয়া) উক্তরূপেই ("শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ" হইতে সূর্য্যপ্রণাম ও আচমন পর্য্যন্ত মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, এবং সায়ংকালে উক্তরূপেই সায়ংসন্ধ্যা করিবে।

ইতি সামবেদীয়-সন্ধ্যাপ্রয়োগ সমাপ্ত।

ভক্তানুগ্রহের জন্য উমামহেশ্বরাত্মক পুরুষরূপ ধারণ করেন, (অতএব) যিনি (দক্ষিণে মহেশ্বর-ভাগে) কৃষ্ণবর্ণ, (বামে উমা-ভাগে) পিঙ্গলবর্ণ, যিনি যোগবলে ঊর্দ্ধরেতা, এবং যিনি (ত্রিনয়ন বলিয়া) বিরূপাক্ষ, সেই বিশ্বরূপ পুরুষকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি (তমোময়-সংহারমূর্ত্তিধারী হইয়া মহাদেব কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকেন। ২৯

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও বরুণকে জল দিয়া তৃপ্ত করি। ৩০

হে পরব্রহ্মস্বরূপ সবিতৃদেব, তুমি তেজস্বী, দীপ্তিমান্, বিশ্বব্যাপি তেজের আধার, জগতের কর্ত্তা, পবিত্র, কর্ম্মপ্রবর্ত্তক, তোমাকে প্রণাম করি। ৩১

এই অর্ঘ্য সূর্য্যদেবকে অর্পণ করিলাম। (ভট্টারক—পূজনীয়)। ৩২

জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, কশ্যপের পুত্র, অতিশয় দীপ্তিশালী, অন্ধকারনাশী, সর্ব্বপাপ-নাশক দিবাকরকে প্রণাম করি। ৩৩

ঋগ্বেদীয়-সন্ধ্যাপ্রয়োগ।

(উপনীত সর্ব্বশাখার ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণেরা এই সন্ধ্যা করিবেন)

দুই বার আচমন (১৩ পৃঃ) ও বিষ্ণুস্মরণ (১৬ পৃঃ) করিয়া নিম্নলিখিত ছয়টি মন্ত্রে মস্তকে এক-একবার জলের ছিটা দিবে।—

(মার্জ্জন)

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ, শমু নঃ সন্তনূপ্যাঃ। শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ, শমু নঃ সন্তু কূপ্যাঃ ॥ ১ ॥ ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ, স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্য,-মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥ ২ ॥ ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব,-স্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে ॥ ৩ ॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রস,-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ ॥৪॥ ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ, তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥ ওঁ সমুদ্রা-দর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥ ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্ব-মকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥ ৬

(প্রাণায়াম)

আপনার চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টন করিয়া—

ওঁকারস্য ব্রহ্ম ঋষি-রগ্নির্দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ সর্ব্ব-কর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং বিশ্বামিত্র-জমদগ্নি-ভরদ্বাজ-গৌতমাত্রি-বশিষ্ঠ-কশ্যপা ঋষয়ঃ, অগ্নি-বায়্বাদিত্য-বৃহস্পতি-বরুণেন্দ্র-বিশ্বদেবা দেবতাঃ, গায়ত্র্যুষ্ণি-গনুষ্টুব্-বৃহতী-পঙ্‌ক্তি-

---

ব্যাখ্যা—২৭৫—২৭৭পৃঃ। ১—৬

ত্রিষ্টুব্-জগত্যশ্ছন্দাংসি, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। সাবিত্র্যা বিশ্বমিত্র ঋষিঃ, সবিতা দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতির্ঋষি র্ব্রহ্মাগ্নি বায়্বাদিত্যা দেবতাঃ, প্রাণাযামে বিনিয়োগঃ॥ ৭ (২৫৫।২৫৯।২৬০পৃঃ)

পরে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা টিপিয়া, বামনাসা দ্বারা শ্বাসগ্রহণ-রূপ পুরক করত মনে মনে (২৩১ পৃঃ ১৩পং) বলিবে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং॥ ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ (২৬৪পৃঃ)॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোঁ॥ ৮

তৎপরে অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসাপুটও টিপিয়া বায়ু-নিরোধরূপ কুম্ভক করত মনে মনে বলিবে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং॥ ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোঁ॥ ৯

তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ত্যাগ করিয়া, দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাস-ত্যাগরূপ রেচক করত মনে মনে বলিবে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং॥ ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ

ভূঃ হইতে সত্য পর্য্যন্ত সাতটি ব্যাহৃতির যথাক্রমে বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ ঋষি, ইত্যাদি ২৭৯পৃঃ। ৭

ব্যাখ্যা ২৭৯পৃঃ। ৮

প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোঁ॥ ১০

(পুনর্ম্মার্জ্জন)

অঙ্কুশ মুদ্রা (২৭ পৃঃ) করিয়া, মধ্যমার অগ্রভাগ জলে ধরিয়া (নখ না ঠেকে) বলিবে—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥১১

ঐ জল নিম্নলিখিত খণ্ড মন্ত্রে ৯বার মস্তকে ছিটাইবে। যথা—

আপোহিষ্ঠেতি ঋক্‌ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপ ঋষিঃ, আপো দেবতাঃ, গায়ত্রীচ্ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুবঃ (১বার)। ওঁ তা ন উর্জ্জে দধাতন (১বার)। ওঁ মহে রণায় চক্ষসে (১বার)। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসঃ (১বার)। ওঁ তস্য ভাজয়তেহ নঃ (১বার)। ওঁ উশতীরিব মাতরঃ (১বার)। ওঁ তস্মা অরং গমাম বঃ (১বার)। ওঁ যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ (১বার)। ওঁ আপো জনয়থা চ নঃ (১বার)। (২৩৬ পৃঃ ১পং)

গোকর্ণাকৃতি (১৩ পৃঃ § টী) দক্ষিণ-হস্তে মাষকলাই-পরিমাণ জল লইয়া, পরবর্ত্তী মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবে (অর্থাৎ একবার মন্ত্রপাঠ করিয়া ৩বার জল পান করিবে, এবং ওষ্ঠমার্জ্জনাদিও করিবে (১৪পৃঃ ১—১০ পং)।

প্রাতঃসন্ধ্যার আচমনের মন্ত্র।

সূর্য্যশ্চেত্যস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ, সূর্য্য-মন্যু-মন্যুপতয়ো দেবতাঃ, প্রকৃতিশ্ছন্দঃ (২৬০পৃঃ), আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ

অনুবাদ—৫৯ পৃঃ। ১১

মা মন্যুশ্চ মন্যুপতযশ্চ। মন্যু-কৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদ্রাত্রিয়া পাপ-মকারিষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। রাত্রিস্তদবলুম্পতু, যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥ ১২

(মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র)

আপঃপুনন্ত্বিত্যস্য বিষ্ণুর্ঋষি, রাপো দেবতাঃ, অনুষ্টুপ ছন্দঃ, আচমনে বিনিয়োগঃ।)

ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং, পৃথিবী পূতা পুনাতু মাং।
পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি,-র্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাং ॥
যদুচ্ছিষ্ট-মভোজ্যঞ্চ, যদ্‌বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বং পুনন্তু মামাপো,-ঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা ॥ ১৩

(সায়ংসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র)

অগ্নিশ্চেত্যস্য রুদ্রঋষি,-রগ্নি-মন্যু-মন্যুপতয়ো দেবতাঃ, প্রকৃতিশ্ছন্দঃ (২৬০পৃঃ) আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মনুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদহ্না পাপ-মকারিষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃত-যোনৌ সত্যে জ্যোতিষি-জুহোমি স্বাহা ॥ ১৪

(পুনর্মার্জ্জন)

পুনর্ব্বার অমন্ত্রক আচমন করিয়া নিম্নলিখিত ১৩টি মন্ত্রে ১৩বার মস্তকে জলের ছিটা দিবে (২৩৬পৃঃ ৬পং)—

ব্যাখ্যা—২৮২। ১২। ব্যাখ্যা—২৮৩পৃঃ। ১৩ ব্যাখ্যা—২৮৪ পৃঃ। ১৪

ওঁ (১বার)। ভূর্ভুবঃস্বঃ (১বার)। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ (১ বার) ॥

আপো-হি-ষ্ঠেতি নবর্চ্চস্য সূক্তস্য সিন্ধুদ্বীপ ঋষিঃ (২৬০পৃঃ * টী), আপো দেবতাঃ; অন্ত্যয়োরনুষ্টুপ্, শিষ্টানাং গায়ত্রী চ্ছন্দঃ ;* মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব,-স্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে (১বার) ॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রস,-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ (১বার) ॥ ওঁ তস্মা অরং মাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ (১বার) ॥ ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়,-আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যো-রভি স্রবন্তু নঃ (১বার) ॥ ১৫ ॥ ওঁ ঈশানা বার্য্যাণাং, ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাং। আপো যাচামি ভেষজং (১বার) ॥ ১৬ ওঁ অপ্সু মে সোমো অব্রবী,-দন্তর্বিশ্বানি

---

* পঞ্চম্যাঃ (ঈশানা ইত্যস্যাঃ) বর্দ্ধমানা গায়ত্রী। সপ্তম্যাঃ (আপঃপৃণীতেত্যস্যাঃ) প্রতিষ্ঠা গায়ত্রী।

দেবীঃ (দেব্যঃ) আপঃ নঃ। অস্মাকং পাপাপনোদনদ্বারেণ) শং সুখকর্ত্র্যঃ ভবন্তু। অভিষ্টয়ে (অস্মদ্যজ্ঞায় ভবন্তু, যজ্ঞাঙ্গভাবায় চ ভবন্তু ইত্যর্থঃ)। পীতয়ে (পানায় চ ভবন্তু)। তথা শম্ (উৎপন্নানাং রোগাণাং শমনায়), যোঃ (অনুৎপন্নানাং রোগাণাং পৃথক্করণায় চ) ন (অস্মাকম্) অভি (উপরি) স্রবন্তু (ক্ষরন্তু)। [দেবীঃ—বা চ্ছন্দসী"তি জসি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। অভিষ্টয়ে—অভিপূর্ব্বাৎ যজধাতোঃ ক্তিঃ, শকন্ধ্বাদিত্বাৎ পররূপত্বে সবর্ণদীর্ঘাভাবঃ। অভিষ্টয়ে-আপ ইতি স্থিতে একারস্য স্থানে অয়াদেশঃ, পদান্তত্বাৎ তস্য যকারস্য পাক্ষিকো লোপঃ। শং যোরিতি দ্বয়ম্ অব্যয়ম্; শম্ উপশমনে, যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ, আভ্যাং ধাতুভ্যাং ভাবে বিচ্, উকারস্য গুণঃ, যোরিত্যত্র "সুপাং সুলুগিত্যাদিনা চতুর্থীস্থানে সুঃ, সলোপাভাবশ্ছান্দসঃ, যথা যৌতেঃ অসুনি অযাদেশাভাবশ্ছান্দসঃ • দেবতাস্বরূপ জল (পাপনাশ দ্বারা) আমাদের সুখকর হউক,

ভেষজা। অগ্নিঞ্চ বিশ্বশম্ভুবং (১বার) ॥ ১৭ ॥ ওঁ আপঃ পৃণীত ভেষজং, বরূথং তন্বে মম। জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে (১বার) ॥ ১৮॥ ওঁ ইদ মাপঃ প্র বহত, যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। যদ্

আমাদের যজ্ঞের নিমিত্ত (অর্থাৎ যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ) হউক, আমাদের পানের নিমিত্ত হউক, আমাদের উৎপন্ন রোগের প্রশমন ও অনুৎপন্ন রোগের দূরীকরণ করুক, এবং (পবিত্রতা সম্পাদনের জন্য) আমাদের উপর ক্ষরিত হউক। ১৫

বার্য্যাণাং (বারিপ্রভবাণাং ব্রীহিযবাদীনাং, যদ্বা বরণীয়ানাং ধনানাম) ঈশানাঃ (ঈশ্বরাঃ), চর্ষণীনাং (মনুষ্যাণাং) ক্ষয়ন্তীঃ (নিবাসয়িত্রীঃ) অপঃ (জলানি) ভেষজং (সুখনামৈতৎ—পাপাপনোদনং সুখং) যাচামি (অহং প্রার্থয়ে)। যে জল শস্যের (অথবা ধনের) ঈশ্বর মনুষ্যদিগের জীবনরক্ষক, সেই জলের নিকট আমি পাপব্যাধি বিনাশরূপ সুখ প্রার্থনা করি। ১৬

অপ্সু (জলেষু) অন্তঃ (মধ্যে) বিশ্বা ভেষজা (সর্ব্বাণি ঔষধানি সন্তি ইতি) মে (মহ্যং—মন্ত্রদর্শিনে মুনয়ে) সোমঃ (সোমো দেবঃ) অব্রবীৎ। তথা বিশ্বশম্ভুবং (সর্ব্বস্য জগতঃ সুখকরম, এতন্নামকম্) অগ্নিং চ (অপ্সু বর্ত্তমানং সোমোঽব্রবীৎ, তথা চ তৈত্তিরীয়াঃ 'সোঽপ্সু প্রাবিশৎ ইতি অগ্নেরপ্সু প্রবেশমামনন্তি, লতাগুল্মবৃক্ষমূলাদীনা মোষধানাং বৃষ্টিজন্যত্বেন জলান্তর্ব্বর্ত্তিত্বং প্রসিদ্ধম্)। [বিশ্বা ভেষজা ইতি "শেশ্ছন্দসি বহুলম্ ইতি শের্লোপঃ। বিশ্বশম্ভুবমিতি ভবতেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ কিপ্]। সোমদেব আমাকে বলিয়াছেন যে, জলের মধ্যে সমস্ত ঔষধ আছে, এবং সমস্ত জগতের সুখকর অগ্নি আছেন। ১৭

হে আপঃ, মম তন্বে (শরীরার্থং) বরূথং (রোগনিবারকং) ভেষজম্ (ঔষধং) পৃণীত (পূরয়ত) কিঞ্চ জ্যোক্ (চিরং) সূর্য্যং দৃশে (দ্রষ্টুং—নীরোগা বয়ং পশ্যেম ইতি শেষঃ)। [পৃণীতেতি পৃ পালনপূরণয়োঃ লোটি মধ্যমপুরুষবহুবচনম্। বরূথমিতি বৃঞ্ বরণে "জৃবৃঞ্ভ্যামূথন্" ইতি ঊথন্। তন্বে ইতি "তুতি স্রুবশ্চ" ইতি নদীসংজ্ঞা পাক্ষিকীতি আডাগমাভাবঃ। দৃশে ইতি "দৃশে বিখ্যে চ" ইতি তুমর্থে নিপাত্যতে]। হে জল, তুমি আমার দেহের জন্য রোগনিবারক ঔষধ পূরণ কর (অর্থাৎ প্রস্তুত কর)। (আমরা যেন নীরোগ হইয়া) চিরকাল সূর্য্যকে দেখিতে পাই। ১৮

বাহমভি দুদ্রোহ, যদ্ বা শেপ উতানৃতং (১বার)॥ ১৯॥ ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং, রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আ গহি, তং মা সং সৃজ বর্চ্চসা (১বার)॥ ২০॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং, ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোঁ (১বার)।

(অঘমর্ষণ)

গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণহস্তে (১৩পৃঃ ৬টী) এক গণ্ডূষ জল লইয়া নাসিকাগ্রে ধরিয়া কৃষ্ণবর্ণ যে পাপ পুরুষ দেহের মধ্যে ব্যাপিয়া আছে, মন্ত্রপ্রভাবে তাহা নির্গত হইয়া এই জলে পড়িল এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে—

ঋতঞ্চেতি ঋক্‌ত্রয়স্য অঘমর্ষণ ঋষি,-র্ভাববৃত্তং দেবতা,(২৬১পৃঃ) অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিদ্ধাৎ,তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥

ময়ি (যজমানে) যৎ কিঞ্চি দুরিতম্ (অজ্ঞানাৎ নিষ্পন্নং পাপং), বা (অথবা) অহং (যজমানঃ) অভি দুদ্রোহ (সর্ব্বতো বুদ্ধিপূর্ব্বকং দ্রোহং কৃতবানস্মি), বা (অথবা) শেপে (সাধুজনং শপ্তবানস্মি ইতি যদস্তি), উত (অপিচ) অনৃতম্ (অনৃতমুক্তবানস্মি ইতি যদস্তি,—তৎ) ইদং (সর্ব্বমপরাধজাতম) প্রবহত (মত্তঃ অপনীয় প্রবাহেণ অন্যত্র নয়ত)। [শেপে ইতি শপ আক্রোশে লিটি ব্যত্যয়েন আত্মনেপদম্]। ০। হে জল, আমাতে যে কিছু অজ্ঞানকৃত পাপ আছে, অথবা আমি জ্ঞানপূর্ব্বক যে অন্যের অনিষ্ট করিয়াছি, কি বা (সাধুজনকে) যে গালি দিয়াছি, এবং যে মিথ্যা বলিয়াছি, সেই সমস্ত পাপ দূরে লইয়া যাও। ১৯

অদ্য (অস্মিন্ দিনে অবভৃথার্থম্) আপঃ অন্বচারিষং (জলানি অনুপ্রবিষ্টোঽস্মি)। (প্রবিশ্য চ) রসেন (জলসারেণ) সমগস্মহি (সঙ্গতাঃ স্মঃ)। হে অগ্নে, পয়স্বান্ (জলে বর্ত্তমানত্বেন পয়োযুক্তস্ত্বম্) আগহি (অস্মিন্ কর্ম্মণি আগচ্ছ) তং মা (তাদৃশং স্নাতং মাং) বর্চ্চসা (তেজসা) সংসৃজ (সংযোজয়)। [আপ ইতি কর্ম্মণি প্রথমা প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন জস্। সমগস্মহি ইতি "সমো গম্যৃচ্ছি" ইত্যাত্মনেপদম্, লিচ্, "একাচ উপদেশেঽনুদাত্তাৎ" ইতি ইট্‌প্রতিষেধঃ, "বা গমঃ" ইতি সিচঃ কিত্বাৎ "অনুদাত্তোপদেশ"

ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথা-পূর্ব্ব-মকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ দ্রুপদে-ত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরাপো দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ (২৬১পৃঃ) সৌত্রামণ্যবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্য,-মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥

এই দুইটি মন্ত্র পড়িয়া সেই জল বামভাগে কল্পিত শিলাখণ্ডে সবলে নিক্ষেপ করিবে।

(সূর্য্যার্ঘ্য—প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায়)

ওঁকারস্য ব্রহ্ম ঋষি-রগ্নির্দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ, মহাব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা বৃহতী চ্ছন্দঃ, গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ সূর্য্যার্ঘদানে বিনি-য়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

উক্ত মন্ত্র (অর্থাৎ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ···প্রচোদয়াৎ) তিনবার বলিয়া সূর্য্যাভিমুখে তিনবার জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। (২৭৮পৃঃ ২১পং)

(মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়)

আ কৃষ্ণেনেত্যস্য হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যার্ঘদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো

ইত্যাদিনা মকারলোপঃ। নহি ইতি প্রমেলে র্চি হ, গচ্ছাদেশাভাবছান্দসঃ, হেত্বিত্বাৎ মকারলোপঃ]।০। আজ আমি জলে অবগাহন করিয়াছি, এবং তাহার রসের সহিত মিলিত হইয়াছি। হে অগ্নিদেব, তুমি জলান্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া জলবিশিষ্ট, তুমি এস, তাদৃশ আমাকে তেজের সহিত সংযুক্ত কর। ২০

নবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো য়াতি ভুবনানি পশ্যন্॥ ২১

এই মন্ত্র ৩বার বা ১বার বলিয়া সূর্য্যাভিমুখে ৩বার বা ১বার জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। (পৃঃ ২৩৮ ২১ পং)

(সূর্য্যোপস্থান প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায়)

ওঁ অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম॥ ২২

এই মন্ত্র বলিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া জলাঞ্জলি দিবে। (২৩৮পৃঃ ২১পং)

মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় ঊর্দ্ধবাহু ও ঊর্দ্ধমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া পরবর্ত্তী দুইটি মন্ত্র বলিবে—

উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কণ্ব ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্॥ ২৩

চিত্রমিত্যস্য কুৎস ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো-

---

সবিতা (সূর্য্যঃ দেবঃ) কৃষ্ণেন রজসা (কৃষ্ণবর্ণেন লোকেন—লোকা রজাংসি উচ্যন্তে, অন্তরীক্ষলোকো হি সূর্য্যগমনাৎ পুরা কৃষ্ণবর্ণো ভবতি তেন অন্তরীক্ষমার্গেণ) আবর্ত্তমানঃ (পুনঃপুনরাগচ্ছন্) অমৃতং (দেবং) মর্ত্ত্যং (মানুষং) চ নিবেশয়ন্ (স্বস্বস্থানে অবস্থাপয়ন্, অথবা অমৃতং মরণরহিতং প্রাণং মর্ত্ত্যং মরণশীলং শরীরং চ নিবেশয়ন) ভুবনানি (সর্ব্বান্ লোকান্) পশ্যন্ (অবেক্ষমাণঃ, প্রকাশয়ন্ ইত্যর্থঃ) হিরণ্যয়েন (সুবর্ণনির্ম্মিতেন) রথেন আয়াতি (অস্মৎসমীপম্ আগচ্ছতি)। [আবর্ত্তমানঃ, আয়াতি ইত্যুভয়ত্র "ব্যবহিতাশ্চ" ইতি উপসর্গয়োর্ব্যবহিতত্বম্। মর্ত্ত্যমিতি মর্ত্তে ভব ইতি "ভবে ছন্দসি" ইতি যৎ। হিরণ্যয়েন ইতি "ঋত্ব্যবাস্ত্ব্য" ইত্যাদিনা ময়টো মকারলোপো নিপাতিতঃ]। ০। সূর্য্যদেব শূন্যমার্গে পুনঃপুনঃ ঘুরিতে ঘুরিতে অমরগণকে এবং মনুষ্যগণকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করত, এবং সকল লোককে উদ্ভাসিত করত সুবর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন। ২১

ঐ সূর্য্যই ব্রহ্ম। ২২　　　ব্যাখ্যা—২৮৬পৃঃ। ২৩।

পস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানা-মুদগাদনীকং, চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগত-স্তস্থুষশ্চ ॥ ২৪

(অঙ্গন্যাস)

জল স্পর্শ করিয়া, আসনে জলের ছিটা দিয়া "ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং" বলিয়া আসনে বসিয়া পূর্ব্ববৎ ৩বার প্রাণায়াম করিবে (২৪২পৃঃ ১প৭)। তারপর "ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং" বলিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিয়া

তৎসবিতুর্হৃদয়ায় নমঃ (তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা হৃদয় স্পর্শ)। বরেণ্যং শিরসে স্বাহা (তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মস্তক স্পর্শ)। ভর্গোদেব শিখায়ৈ বষট্ (অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্পর্শ)। স্যধী-মহি কবচায় হুং (দুই হাতে হৃদয় স্পর্শ)। ধিয়ো যোনো নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ (বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতল চিৎ করিয়া রাখিয়া দক্ষিণ তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষিণ চক্ষুঃ, মধ্যমা দ্বারা ললাট ও অনামিকা দ্বারা বাম চক্ষুঃ স্পর্শ)। প্রচোদয়াদস্ত্রায় ফট্ (দক্ষিণ মস্তকের চারিদিকে ঘুরাইয়া দক্ষিণ তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম করতলে আঘাত)।

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দো জপে বিনোয়োগঃ।

গায়ত্রীর ধ্যান।

ঋগ্‌যজুঃসামত্রিপদাং তির্য্যগূর্দ্ধাবরদিক্ষু ষট্‌কুক্ষিং পঞ্চশিরস-মগ্নিমুখীং ব্রহ্মশিরস্কাং রুদ্রশিখাং সূর্য্যমণ্ডলস্থাং কৌষেয়বসনাং পদ্মাসনস্থাং দণ্ডকমণ্ডল্বক্ষসূত্রাভয়াঙ্ক-চতুর্ভুজাং শুভ্রবর্ণাং

ব্যাখ্যা—২৮৬ পৃঃ। ২৪

শুভ্রাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং শরচ্চন্দ্রসহস্রপ্রভাং সর্ব্বদেবময়ীং ধ্যায়েৎ ॥২৫। (২৪৩পৃঃ ৩পং)

(আবাহন)

ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধা ভব।
গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাদ্ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা ॥

(জপ ২৪৮পৃঃ)

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥

এই গায়ত্রী যথাশক্তি (অন্ততঃ ১০ বার) জপ করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যায় চিৎ হাতে, মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় কাইৎ হাতে, এবং সায়ংসন্ধ্যায় উপুড় হাতে জপ করিতে হয়।

পরে নিম্নলিখিত প্রত্যেক মন্ত্রে মস্তকে জল দিবে।—

(উপস্থান)

জাতবেদস ইত্যস্য কশ্যপ ঋষি-(২৬৩পৃঃ) রগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সাবিত্র্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম

ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদ যাঁহার পদ, চতুর্দ্দিকে এবং ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে যাঁহার ছয়টি উদর, যাঁহার পাঁচটি শিরঃ; অগ্নি যাঁহার মুখ; ব্রহ্মা যাঁহার মস্তক; রুদ্র যাঁহার শিখা; বিষ্ণু যাঁহার হৃদয়; যিনি সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতা, পট্টবস্ত্র পরিধানা, ও পদ্মাসনে উপবিষ্টা, যাঁহার চারিটি হস্ত দণ্ড, কমণ্ডলু, জপমালা ও অভয়মুদ্রায় চিহ্নিত; যাঁহার বর্ণ শুক্ল, এবং চন্দন, মালা ও আভরণও শুক্লবর্ণ; শরৎকালীন সহস্রচন্দ্রের ন্যায় যাঁহার আভা, সেই সর্ব্বদেবময়ী গায়ত্রীকে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ধ্যান করিবে।২৫

হে বরপ্রদে দেবি, এস, এবং জপকার্য্যে আমার সন্নিহিতা হও। যে তোমাকে গায় অর্থাৎ উচ্চারণ করে, তাহাকে তুমি যেহেতু ত্রাণ কর, সেইহেতু তোমাকে গায়ত্রী বলিয়া সকলে জানে।২৬

সোম, মরাতীয়তো নি দহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা, নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ ২৭

তচ্ছংযোরিত্যস্য শংযুর্ঋষির্বিশ্বে দেবা দেবতাঃ শক্করী চ্ছন্দো সাবিত্র্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ তচ্ছংযোরাবৃণীমহে, গাতুং যজ্ঞায়, গাতুং যজ্ঞপতয়ে। দৈবী স্বস্তিরস্তু নঃ, স্বস্তি মানুষেভ্যঃ। ঊর্দ্ধং জিগাতু ভেষজং, শন্নো অস্তু দ্বিপদে, শং চতুষ্পদে ॥ ২৮

নমো ব্রহ্মণ ইতস্য প্রজাপতির্ঋষির্বিশ্বে দেবা দেবতা জগতী চ্ছন্দঃ সাবিত্র্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ নমো ব্রহ্মণে নমো অস্ত্বগ্নয়ে, নমঃ পৃথিব্যৈ, নমঃ ওষধীভ্যঃ। নমো বাচে, নমো বাচস্পতয়ে, নমো বিষ্ণবে বৃহতে করোমি ॥ ২৯

ব্যাখ্যা—২৯০ পৃঃ ২৭।

শং (প্রাপ্তানাং রোগাদীনাম্ উপশমনকারণং) যোঃ (আগামিনাং রোগাদীনাং বিয়োগকারণং) তৎ (কর্ম্ম) আবৃণীমহে (অভিমুখ্যেন প্রার্থয়ামহে)। যজ্ঞায় (যজ্ঞস্য) গাতুং (গতিম্) আবৃণীমহে। যজ্ঞপতয়ে (যজমানস্য চ) গাতুং (গতিং, ফলপ্রাপ্তিম্) আবৃণীমহে। নঃ (অস্মাকং) দৈবী স্বস্তিঃ (দেবৈঃ সম্পাদিতঃ ক্ষেমঃ) অস্তু। মানুষেভ্যঃ (পুত্রাদিভ্যশ্চ) স্বস্তিঃ (ক্ষেমোঽস্তু)। ইত ঊর্দ্ধং সর্ব্বদা ভেষজং (সর্ব্বানিষ্টনিবারণং) জিগাতু (প্রাপ্নোতু)। নঃ (অস্মাকং) দ্বিপদে (পুত্রাদি মনুষ্যায়) শং (সুখম্) অস্তু। চতুষ্পদে (পশবেঽপি) শং (সুখমস্তু)।০। উপস্থিত রোগাদির উপশম-কারণ এবং ভবিষ্যৎ রোগাদির বিয়োগ-কারণ যে কর্ম্ম, তাহা আমরা প্রার্থনা করি। যজ্ঞের প্রাপ্তি প্রার্থনা করি। যজমানের ফলপ্রাপ্তি প্রার্থনা করি। দেবতারা আমাদের মঙ্গল করুন। আমাদের পুত্রাদির মঙ্গল হউক। অতঃপর আমাদের সর্ব্বা নিষ্টনিবারণ হউক। আমাদের পুত্রাদি দ্বিপদের ও গবাদি চতুষ্পদের সুখ হউক। ২৮

ব্রহ্মণশব্দেন বেদঃ প্রজাপতির্বোচ্যতে। বাক্‌শব্দেন সরস্বতী। বাচস্পতির্বৃহস্পতিঃ। প্রণম্যাৎ বিষ্ণুর্বৃহৎ।০। বেদকে অথবা প্রজাপতিকে প্রণাম, অগ্নিকে প্রণাম, পৃথিবীকে প্রণাম, ওষধীগণকে প্রণাম, সরস্বতীকে প্রণাম, বৃহস্পতিকে প্রণাম এবং বৃহৎ বিষ্ণুকে প্রণাম করি। ২৯

তৎপরে পূর্ব্বাদি দশদিকে প্রণাম করিবে—(পূর্ব্বদিকে) ওঁ প্রাচ্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ। (অগ্নিকোণে) ওঁ আগ্নেয্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। (দক্ষিণে) ওঁ অবাচ্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ যমায় নমঃ। (নৈঋর্তে) ওঁ নৈঋর্ত্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ নৈঋতায় নমঃ। (পশ্চিমে) ওঁ প্রতীচ্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ বরুণায় নমঃ। (বায়ুকোণে) ওঁ বায়ব্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ। (উত্তরে) ওঁ উদীচ্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ কুবেরায় নমঃ। (ঈশানে) ওঁ ঐশান্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ ঈশানায় নমঃ। (ঊর্দ্ধে) ওঁ ঊর্দ্ধায়ৈ দিশে নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। (অধঃ) ওঁ অধোদিশে নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ॥ তৎপরে ওঁ সন্ধ্যায়ৈ নমঃ। ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ। ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো নমঃ।—বলিয়াও প্রণাম করিবে। (২৪৮ পৃঃ ১১ পং)।

(বিসর্জ্জন)

ওঁ উত্তমে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি।
ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখম্॥ ৩০

(শান্তি)

ভদ্রমিত্যস্য বিমদ ঋষি-রগ্নির্দেবতা একপদা বিরাট্ ছন্দঃ শান্তিকরণে বিনিযোগঃ। ওঁ ভদ্রং নো অপি বাতয় মনঃ॥ ৩১॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভূম্যাম্ অবস্থিতো যঃ পর্ব্বতঃ মেরুনামক. তস্য মূর্দ্ধনি (উপরিভাগে) ইয়ং গায়ত্রী দেবী তিষ্ঠতি। তস্মাৎ কারণাৎ হে দেবি। ব্রাহ্মণৈঃ (স্বদুপাসকৈঃ স্বদনুগ্রহেণ পবিত্রৈঃ) অভ্যনুজ্ঞাতা। যথাসুখং (স্বকীয়সুখমনতিক্রম্য স্বস্থানে তস্মিন উত্তমশিখরে) গচ্ছ।৩০। ভূমিতে অবস্থিত মেরু পর্ব্বতের উপরিভাগে (অর্থাৎ দেহরূপ ক্ষেত্রে অবস্থিত মেরুদণ্ডের উপরিভাগে শিরস্থ সহস্রদল কমলে) গায়ত্রী দেবী বাস করেন। হে দেবি! তুমি তোমার উপাসকদিগের অনুজ্ঞায় সেই স্থানেই সুখে গমন কর। ৩০

হে অগ্নে! ত্বং নঃ (অস্মাকং) মনঃ ভদ্রং (সুখং) অপি বাতয় (সেবয়—বাত সুখসেবনয়োরিতি ধাতুঃ)।৩০। হে অগ্নি, তুমি আমাদের মনে সুখ দাও ৩১

তারপর 'ওঁ নমো ব্রহ্মণে' বলিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া, নমস্কার দিয়া (২৯২ পৃ.) ও সাষ্টাঙ্গপ্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিবে।

ওঁ আসপ্তলোকাদাপাতালাদালোকালোকপর্বতাৎ।
যে সন্তি ব্রাহ্মণা দেবাস্তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥ ৩১

তৎপরে আচমন করিবে। শিবপূজাদি করিবে প্রাতঃসন্ধ্যার পরেই তাহা করিয়া, উক্তরূপে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, এবং সায়ংকালেও উক্তরূপে সায়ংসন্ধ্যা করিবে। ইতি ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগ সমাপ্ত।

যজুর্ব্বেদীয়-সন্ধ্যাপ্রয়োগ।

(উপনীত শুক্লশাখার যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা এই সন্ধ্যা করিবেন)

দুইবার আচমন (১৩ পৃঃ) ও বিষ্ণুস্মরণ (১৬ পৃঃ) করিয়া নিম্নলিখিত এক-একটি মন্ত্রে মস্তকে এক একবার জল প্রোক্ষণ করিবে।—

(মার্জ্জন)

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ, শমু নঃ সন্ত্বনূপ্যাঃ। শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ, শমু নঃ সন্তু কূপ্যাঃ ॥ ১ ॥ ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্যম্, আপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥ ২ ॥ ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে ॥ ৩ ॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ

উপরে সপ্তলোক হইতে নীচে পাতাল পর্য্যন্ত এবং চারিদিকে লোকালোক পর্ব্বত পর্য্যন্ত যে সকল ব্রাহ্মণ ও দেবতা আছেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। ৩১

ব্যাখ্যা ২৭৫—২৭৬ পৃঃ। ১—৫

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ, তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ। ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্ব-মকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষ মথো স্বঃ॥ ৬

প্রাতঃসন্ধ্যার কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি (২৫২ পৃঃ প) বলিবে—

নমো নমস্তু পুণ্ডরীকাক্ষ-মুপাত্তাঘ-প্রশান্তয়ে।
ব্রহ্মবর্চ্চস-কামার্থং প্রাতঃসন্ধ্যা-মুপাস্মহে॥ ৭

(প্রাণায়াম)

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষি-রগ্নির্দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতিঋষি-রগ্নি-বায়ু সূর্য্য-বরুণ-বৃহস্পতীন্দ্র বিশ্বদেবা দেবতাঃ, গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্‌-বৃহতী-পঙক্তি-ত্রিষ্টুব্‌-জগত্যশ্ছন্দাংসি প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ, সবিতা দেবতা, গায়ত্রী চ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতিঋষির্ব্রহ্মবায়্বগ্নিসূর্য্যা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট টিপিয়া, বাম নাসা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করত মনে মনে বলিবে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং॥ ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, (২৫৬ পৃঃ ১৬ প.) ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম

ব্যাখ্যা ২৭৭ পৃঃ ।৬

উপস্থিত পাপের শান্তির জন্য নারায়ণকে প্রণাম করিয়া, ব্রহ্মতেজোলাভের জন্য প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করি। ৭

ভূর্ভুবঃস্বরোঁ। ৮। নাভৌ ব্রহ্মাণং রক্তবর্ণং চতুর্ব্বক্ত্রং দ্বিভুজং অক্ষসূত্র-কমণ্ডলুধরং হংসারূঢ়ং ধ্যায়েয়ং॥ ৯

পরে দক্ষিণ অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসাপুটও টিপিয়া বায়ু নিরোধ করত মনে মনে বলিবে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ॥ হৃদি বিষ্ণুং শ্যামং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং গরুড়ারূঢ়ং ধ্যায়েয়ং॥ ১০

তৎপরে বাম-নাসাপুট পূর্ব্ববৎ টিপিয়া রাখিয়াই দক্ষিণনাসাপুট ছাড়িয়া দিয়া অল্পে অল্পে বায়ু নিঃসারণ করত মনে মনে বলিবে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোঁ। ললাটে রুদ্রং শ্বেতং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং দশদোর্দ্দণ্ডং বৃষারূঢ়ং ধ্যায়েয়ং॥ ১১

(আচমন)

গোকর্ণাকৃতি (১৩পৃঃ ৬টী) দক্ষিণহস্তে মাষকলাই-পরিমাণ জল লইয়া নিম্ন মন্ত্র পড়িয়া আচমন করিবে (অর্থাৎ ১বার মন্ত্র পড়িয়া ৩ বার জল পান করিবে)।

ব্যাখ্যা ২৭৯ পৃঃ। ৮। রক্তবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, দ্বিভুজ, জপমালা ও কমণ্ডলুধারী, হংস-বাহন ব্রহ্মাকে নাভিদেশে ধ্যান করি। ৯

শ্যামবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, গরুড়বাহন বিষ্ণুকে হৃদয়ে ধ্যান করি। ১০

শ্বেতবর্ণ, পঞ্চবদন, প্রতিবদনে ত্রিনয়নবিশিষ্ট, দশবাহু, বৃষবাহন রুদ্রকে ললাটে ধ্যান করি। ১১

(প্রাতঃসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র)

ব্রহ্ম ঋষি-রাপো দেবতাঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদ্রাত্রিয়া পাপ-মকারিষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥ ১২

(মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র)

বিষ্ণুর্ঋষি-রাপো দেবতা অনুষ্টুপ ছন্দ আচমনে বিনিযোগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্ত পৃথিবীং, পৃথিবী পূতা পুনাতু মাং। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি, ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাং ॥ যদুচ্ছিষ্ট-মভোজ্যঞ্চ, যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপো,-ঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা ॥ ১৩

(সায়ংসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র)

রুদ্র ঋষি-রাপো দেবতা প্রকৃতিশ্ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদহ্না পাপ-মকারিষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা-মুদরেণ শিশ্না। অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥ ১৪

(পুনর্ম্মার্জ্জন)

নিম্নলিখিত এক-একটি মন্ত্রে মস্তকে জল ছিটাইবে।

সিন্ধুদ্বীপ ঋষি-রাপো দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দো মার্জ্জনে বিনিযোগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব,-স্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে (১বার) ॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রস,-স্তস্য

ব্যাখ্যা ২৮২—২৮৪ পৃঃ। ১২—১৪

ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ (১বার)॥ ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ (১বার)॥ (২৩৬পৃঃ ১২পং)॥

(অঘমর্ষণ)

কোকিলো রাজপুত্র ঋষি-রাপো দেবতা * অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সৌত্রামণ্যবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্য, মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥

"ওঁ দ্রুপদাদিব" হইতে আর দুইবার পড়িয়া

অঘমর্ষণ ঋষি-র্ভাববৃত্তির্দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, অশ্বমেধা বভৃথে বিনিযোগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ, তপসোহধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥ ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্ব-মকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥

"ওঁ ঋতঞ্চ" হইতে আর দুইবার পাঠ করিয়া গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তে (১৩ পৃঃ § টী , জলগণ্ডূষ লইয়া নাসিকাগ্রে ধরিয়া (দেহের সমস্ত পাপ নিশ্বাস দ্বারা নির্গত হইয়া এই জলে মিশিল, এইরূপ ভাবিয়া) ঐ জলগণ্ডূষ বামভাগের ভূমিতে কল্পিত শিলাখণ্ডে সবলে নিক্ষেপ করিবে। (২৩৭ পৃঃ ৩ পং).

গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া আচমন করিবে (২৩৯ পৃঃ পং ১১)।

ওঁ অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতোমুখঃ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কার আপো জ্যোতী রসোহমৃতং ॥১৫

* মাধ্যান্দিনশাখীরা বলেন—প্রজাপতি-ঋষিরাপো দেবতাঃ।

হে সূর্য্য, তুমি সকল প্রাণীর হৃদয়মধ্যে বিচরণ কর, তুমি সর্ব্বদর্শী, তুমি যজ্ঞ, তুমি [illegible] মন্ত্র, তুমি জল, তুমি জ্যোতি, তুমি রস ও তুমি অমৃত। ১৫

(সূর্য্যোপস্থান)

সূর্য্যাভিমুখে দাঁড়াইয়া

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

এই মন্ত্র প্রাতঃসন্ধ্যায় ও সায়ংসন্ধ্যায় ৩বার পড়িয়া ৩ অঞ্জলি, এবং মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় ১বার পড়িয়া ১ অঞ্জলি জল দিবে (২৩৮ পৃঃ ১ পং)। পরে দাঁড়াইয়াই—প্রাতঃসন্ধ্যায় এবং সায়ংসন্ধ্যায় কৃতাঞ্জলি, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিবে—

প্রস্কণ্ব ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ, সূর্য্যোপস্থানে (২৬১ পৃঃ) বিনিয়োগঃ। ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং, দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং॥ ১৬॥ কুৎস ঋষিঃ, সূর্য্যো দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং, চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবা-পৃথিবী অন্তরিক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥১৭॥ দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ ঋষিঃ, সূর্য্যো দেবতা, ব্রাহ্মী ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ (২৬২ পৃঃ) সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং, পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ, পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতꣳ, * শৃণুয়াম শরদঃ শতং, প্রব্রবাম শরদঃ

* ꣳ—অনুস্বারের উচ্চারণবিশেষ।

ব্যাখ্যা ২৮৬ পৃঃ। ১৬-১৭

(অনেন মন্ত্রেণ যঃ সূর্য্য অস্মাভিঃ স্তুতঃ) তৎ (বিবস্বপ্রাধান্যাৎ ক্লীবত্বম্) চক্ষুঃ (জগতাং নেত্রভূতম্) পুরস্তাৎ (পূর্ব্বস্যাং দিশি) উচ্চরৎ (উচ্চরতি, উদেতি)। কীদৃশং তৎ? দেবহিতং (দেবানাং হিতং প্রিয়ম্)। শুক্রং (শুক্লং শোচিষ্মৎ বা)। তস্য প্রসাদাৎ শতং শরদঃ (বর্ষাণি) বয়ং পশ্যেম (শতবর্ষপর্য্যন্তং বয়ম্ অব্যাহতচক্ষুরিন্দ্রিয়া ভবেম)। শতং শরদঃ জীবেম (অপরাধীনজীবনা ভবেম)। শতং শরদঃ শৃণুয়াম (অব্যাহতশ্রোত্রেন্দ্রিয়া ভবেম)। শতং শরদঃ প্রব্রবাম (অস্খলিতবাগিন্দ্রিয়া ভবেম)। শতং শরদঃ অদীনাঃ স্যাম (ন কস্যাপ্যগ্রে দৈন্যং কুর্য্যাম)। শতাৎ শরদঃ (শতবর্ষোপর্য্যপি) ভূয়শ্চ (বহুকালং—পশ্যেমেত্যাদি যোজ্যম্)। [উচ্চরৎ—লেট্ তিপ্, "ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষু"

শত-মদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং, ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ ॥ ১৮ ॥ প্রস্কণ্ব ঋষিঃ, (২৬৩ পৃঃ) সূর্য্যো দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ * সৌত্রামণ্যবভৃথে সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্ বয়ং তমসস্পরি, স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং। দেবং দেবত্রা সূর্য্য,-মগন্ম জ্যোতিরুত্তমং ॥১৯॥ সূর্য্য ঋষিঃ † সূর্য্যো দেবতা, সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বয়ম্ভুরসি, শ্রেষ্ঠো রশ্মির্ব্বর্চ্চোদা অসি, বর্চ্চো মে দেহি ॥২০॥ হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ, সবিতা দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ

---

* বিরাট্ অনুষ্টুপ্। † মাধ্যন্দিন-শাখীরা বলিবেন—বামদেব ঋষিঃ (২৫০পৃঃ)।

ইতি ইকারলোপঃ, "লেটোঽডাটৌ" ইতি অট্ আগমঃ। পশ্যেমেত্যাদি—প্রার্থনায়াং লিঙ। শরদঃ অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া।০। অথর্ব্বার পুত্র দধ্যঙ্ (দধীচি) ঋষি, সূর্য্য দেবতা, ব্রাহ্মী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয়। (যাঁহাকে আমরা স্তব করিতেছি) সেই দেবগণের প্রিয়, পবিত্র মূর্ত্তি, জগতের নেত্ররূপ সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উঠিতেছেন। (তাঁহার প্রসাদে) আমরা যেন শত বৎসর ধরিয়া ভালরূপ দেখিতে পাই, শত বৎসর ধরিয়া স্বাধীনভাবে জীবন ধারণ করি, শত বৎসর ধরিয়া ভালরূপ শুনিতে পাই, শতবর্ষ ধরিয়া ভালরূপ কথা কহিতে পারি, শতবর্ষ ধরিয়া কাহারও নিকট হীন না হই, শত বৎসরের পরেও বহুকাল ধরিয়া যেন ঐরূপ হই। ১৮

বয়ং তমসস্পরি (তমস উপরি, রাত্রেরূর্দ্ধং বর্ত্তমানং) জ্যোতিঃ, (তেজস্বিনম্) উত্তরম্ (উদ্গততরম্ উৎকৃষ্টতরং বা) দেবত্রা (দেবেষ্ মধ্যে) দেবং (দ্যোতনাদিগুণযুক্তং) সূর্য্যং পশ্যন্তঃ (স্তুতিভিরুপাসীনাঃ সন্তঃ) উত্তমম্ (উৎকৃষ্টতমং) জ্যোতিঃ (সূর্য্যরূপম্) অগন্ম (প্রাপ্নবাম)। [তমসস্পরি—"পঞ্চম্যাঃ পরাবধ্যর্থে" ইতি বিসর্গস্য সত্বম। "জ্যোতিষ্পশ্যন্তঃ—" ইসুসোঃ সামর্থ্যে" ইতি বিসর্গস্য ষত্বম্। দেবত্রা—"দেব-মনুষ্য-পুরুষ-পুরুমর্ত্ত্যেভ্যো দ্বিতীয়াসপ্তম্যোর্ব্বহুল"মিতি সপ্তম্যর্থে ত্রাপ্রত্যয়ঃ। অগন্ম—"ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিটঃ" ইতি প্রার্থনায়াং লঙ্ "বহুলং ছন্দসি" ইতি শপো লুক্, "ম্বোশ্চ" ইতি ধাতোর্ম্মকারস্য নকারঃ]।০। আমরা রাত্রির পর উদয়প্রাপ্ত তেজস্বী দেবদেব সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যকে যেন উপাসনা-কালে দেখিতে পাই। ১৯

হে সূর্য্য, ত্বং স্বয়ম্ভুঃ (অকৃতকঃ, স্বয়ংসিদ্ধঃ) অসি (ভবসি)। শ্রেষ্ঠঃ (প্রশস্ততমঃ) রশ্মিঃ (মণ্ডলশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভাখ্যোঽসি ;—সূর্য্যস্য সপ্ত রশ্ময়ঃ সন্তি—চতুর্দ্দিক্ষু

* সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো য়াতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥২১

(অঙ্গন্যাস)

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ (তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা হৃদয় স্পর্শ)। ভূঃ শিরসে স্বাহা (তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মস্তক স্পর্শ)। ভু শিখায়ৈ বষট্ (অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্পর্শ)। বঃ কবচায় হুং (বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া দুই হাতে আপনাকে জাপটাইয়া ধরা)। স্বঃ অস্ত্রায় ফট্ (দক্ষিণ হস্ত মস্তকের বামদিকে ঘুরাইয়া দক্ষিণ তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম করতলে আঘাত)। এইরূপ আরও দুইবার করিবে (২৪১পৃঃ)।

(ধ্যান)

শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা কৌশেয়বসনা তথা। অক্ষসূত্রধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা। আদিত্যমণ্ডলান্তঃস্থা ব্রহ্মলোক-স্থিতাথ বা ॥ ২২ ॥ (২৪৪ পৃঃ ৫ পং)

(আবাহন)

দেবা ঋষয়ো ধাম দেবতা গায়ত্র্যা আবাহনে বিনিয়োগঃ। (২৬৩ পৃঃ ৬পং)। ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধাম নামাসি। প্রিয়ং দেবানা-মনাধৃষ্টং দেবযজনং ॥২৩

---

* বিরাট্ ত্রিষ্টুপ্।

চত্বারঃ, একঃ উপরি, একঃ অধস্তাৎ, সপ্তমো মণ্ডলাভিমানী হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষঃ, স শ্রেষ্ঠঃ, স ত্বম্ অসি)। যতস্ত্বং বর্চ্চোদাঃ অসি (তেজসো দাতাসি) অতঃ মে (মহ্যং) বর্চ্চঃ (ব্রহ্মবর্চ্চসং) দেহি।০। হে সূর্য্য, তুমি স্বতঃসিদ্ধ, তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কিরণ অর্থাৎ মণ্ডলরূপ হিরণ্যগর্ভনামক রশ্মি, তুমি তেজঃপ্রদ, অতএব আমাকে তেজ দাও।২০

ব্যাখ্যা ৩০১ পৃঃ। ২১

গায়ত্রীর শ্বেতবর্ণ, চেলির কাপড় পরা, হস্তে জপমালা, তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্টা, এবং সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে অথবা ব্রহ্মলোকে অবস্থান করেন।২২

হে গায়ত্রি, ত্বং তেজোঽসি (ব্রহ্মতেজঃস্বরূপাসি)। শুক্রমসি (সবিতৃরূপত্বাৎ দীপ্তিমত্যসি)। অমৃতমসি (অমরণপ্রদাসি, মুক্তিদা অসি)। ধাম (ধীয়তে স্থাপ্যতে

ওঁ গায়ত্র্যস্যেকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্যপদসি নহি পদ্যসে। নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসে॥ ২৪

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।

(জপ)

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ ; তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥*

---

* উপনয়নকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে এই সাবিত্রী দেওয়া হয় ; ইহাকে গায়ত্রী সাবিত্রী বলে। পারস্করগৃহ্যে ক্ষত্রিয়কে ত্রিষ্টুপ্ সাবিত্রী ও বৈশ্যকে জগতী সাবিত্রী

চিত্তবৃত্তিভির্দেবৈরত্রোক্ত ধাম, উপাসকৈশ্চিন্তনীয়াসি)। তথা নাম (নাময়তি আত্মানং প্রতি সর্ব্বানিতি নাম, সর্ব্বৈঃ প্রণম্যাসি)। দেবানাম্ (উপাসকানাং) প্রিয়ম্ (ইষ্টম্) অনাধৃষ্টম্ (অনভিভূতং) দেবযজনং (দেবাঃ ইজ্যন্তে অনেনেতি দেবযজনং যাগসাধনং বৈদিকমন্ত্রজাতং ত্বমসি—সর্ব্বমন্ত্রময়ত্বাৎ)।০। হে গায়ত্রি। তুমি ব্রহ্মতেজ ; তুমি দীপ্তিমতী, তুমি মুক্তিপ্রদা, তুমি চিন্তনীয়া, তুমি প্রণম্যা, তুমি দেবতাদিগের প্রিয় ঈশ্বরোপাসনার মন্ত্র।২৩

(যতশ্চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী, অতঃ অষ্টৌ অষ্টৌ অক্ষরাণি তস্যা একৈকম্ পদম্। তত্র ভূম্যন্তরীক্ষদ্যুরূপাণি অষ্টৌ অক্ষরাণি প্রথমং পদম্, ঋগ্‌যজুঃসামরূপাণি অষ্টৌ অক্ষরাণি দ্বিতীয়ং পদম্, প্রাণাপানব্যানরূপাণি অষ্টৌ অক্ষরাণি তৃতীয়ং পদম্। অথাস্যা এতদেব তুরীয়ং পদং, য এষ আদিত্যস্তপতি। অতএব উচ্যতে) হে গায়ত্রি ত্বম্ একপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদী চ অসি। (য ইমান্ ত্রীন্ লোকান্ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ, সোঽস্যা প্রথমং পদমাপ্নুয়াৎ, যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা, যস্তাবতীং প্রতিগৃহ্নীয়াৎ সোঽস্যা দ্বিতীয়ং পদমাপ্নুয়াৎ, যাবদিদং প্রাণিজাতং, যস্তাবৎ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ সোঽস্যাস্তৃতীয়ং পদমাপ্নুয়াৎ, অথাস্যা যৎ তুরীয়ং পদং, য এব তপতি, নৈতৎ কেনচন আপ্যম্। অতএব উচ্যতে—) অপৎ অসি, যতো নহি পদ্যসে (ন আপ্যসে,—ন পদ্যতে আপ্যতে ইতি অপৎ)। তে (তব) তুরীয়ায় পদায় (আদিত্যরূপায়) নমঃ। কীদৃশায় ? দর্শতায় দর্শনীয়ায়, দুষ্প্রাপত্বাৎ কেবলং দৃশ্যমানায়)। পরোরজসে (রজোগুণাতীতায়, শুদ্ধসত্ত্বময়ায়, । [দর্শতায় —দৃশধাতোঃ "ভৃ-ম দৃশি-য'জ-পর্ব্ব-পচ্যমি-তমি-নমি-হর্য্যেভ্যোঽতচ্" ইতি কর্ম্মণি অতচ্]।০। হে গায়ত্রি, তুমি একপদী (অর্থাৎ ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ত্রিভুবন তোমার প্রথম পদ), তুমি দ্বিপদী (অর্থাৎ ঋক্ যজু, সাম এই তিন বেদ তোমার দ্বিতীয় পদ), তুমি ত্রিপদী (অর্থাৎ প্রাণ অপান ব্যান এই তিন বায়ু তোমার তৃতীয় পদ), তুমি চতুষ্পদী (অর্থাৎ সূর্য্য তোমার চতুর্থ পদ)। তুমি অপদ্ (অর্থাৎ অপ্রাপ্য ; যেহেতু তোমাকে অনায়াসে পাওয়া যায় না)। তোমার ঐ যে দর্শনীয় রজোগুণাতীত চতুর্থ পদ (অর্থাৎ সূর্য্য), তাঁহাকে প্রণাম করি।২৪

এই গায়ত্রী (অন্ততঃ ১০ বার) জপ করিবে। প্রাতঃকালে চিৎ হাতে, মধ্যাহ্নে কাইৎ হাতে, এবং সায়াহ্নে উপুড় হাতে জপ করিতে হয় (২৪৪ পৃঃ ১৬ পং)।

সূর্য্য ঋষিঃ * সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যস্যাবৃত-মন্বাবর্ত্তে॥২৫

এই মন্ত্র বলিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিবে (২৪৯ পৃঃ ২১ পং)।

দিবারও বিধি আছে। অতএব উপনয়নকালে যিনি যে সাবিত্রীতে দীক্ষিত হইয়াছেন, তিনি এই স্থানে সেই সাবিত্রীই জপ করিবেন।

যথা -

বৃহস্পতিঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ উপনয়নে বিনিয়োগঃ।

ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং,
প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়।
দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ,
পুনাতু বাচস্পতির্ব্বাচন্নঃ স্বদতু॥

ব্যাখ্যা—হে দেব সবিতঃ, যজ্ঞং প্রসুব (প্রকর্ষেণ প্রেরয়)। যজ্ঞপতিং (যজমানং) ভগায় (সৌভাগ্যায়) প্রসুব। কিঞ্চ দিব্যঃ (দিবি ভবঃ, স্বর্গস্থঃ) কেতপূঃ (কেতং পরচিত্তে বর্ত্তমানং জ্ঞানং পুনাতি শোধয়তীতি কেতপূঃ) গন্ধর্ব্বঃ (গাং বাচং ধারয়তীতি গন্ধর্ব্বঃ—সবিতা) নঃ (অস্মাকং) কেতং (পরচিত্তবর্ত্তি জ্ঞানং) পুনাতু (ব্রহ্মাববর্ত্তনেন শোধয়তু)। বাচঃ পতিঃ (বাণ্যাঃ পতিঃ সবিতা) নঃ (অস্মাকং) বাচং স্বদতু (স্বাদয়তু, অস্মদুক্তা বাক্ তস্মৈ রোচতামিত্যর্থঃ)।০। হে দেব সবিতঃ, তুমি যজ্ঞকে আমাদের নিকট প্রেরণ কর। যে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে সৌভাগ্যশালী কর। যিনি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, যিনি পরকীয় জ্ঞানকে বিশুদ্ধ করেন, যিনি বাক্যকে ধারণ করেন, সেই সবিতা আমাদিগের জ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত করিয়া বিশুদ্ধ করুন; এবং যিনি বাক্যের অধিষ্ঠাতা, সেই সবিতা আমাদিগের বাক্যকে তাঁহার প্রীতিকর করিয়া লউন।

* মাধ্যন্দিন শাখীরা বলিবেন—বামদেব ঋষিঃ।

আবর্ত্তনম্ আবৃৎ। সূর্য্যস্য সম্বন্ধিনীম্ আবৃতম্ (আবর্ত্তনম্) অনু (অনুসৃত্য) অহমপি আবর্ত্তে (প্রাদক্ষিণ্যেন আবর্ত্তনং করোমি)।০। সূর্য্য যেমন (পৃথিবীকে) প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আমিও সেইরূপ (তাঁহাকে) প্রদক্ষিণ করি।২৫

(বিসর্জ্জন)

ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি:
ব্রাহ্মণৈঃ সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখং ॥২৬

এই মন্ত্রে জল দিবে। *

(সূর্য্যার্ঘ্য)

এষোঽর্ঘঃ—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্, ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ॥২৭
ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

এই বলিয়া অর্ঘ্য বা জল দিবে।

(সূর্য্য-প্রণাম)

ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং ॥২৮

তৎপরে একবার আচমন করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যার পর (শিবপূজাদি করিয়া) উক্তরূপেই ("শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ" হইতে সূর্য্যপ্রণাম পর্য্যন্ত) মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, এবং সায়ংকালে সায়ংসন্ধ্যা করিবে।

ইতি যজুর্ব্বেদ-সন্ধ্যা সমাপ্ত।

জগতী সাবিত্রী যথা—

শ্যাবাশ্ব ঋষিঃ সবিতা দেবতা জগতী চ্ছন্দঃ উপনয়নে বিনিয়োগঃ।

ওঁ বিশ্বা রূপাণি প্রতিমুঞ্চতে কবিঃ,
প্রাসাবীদ্ ভদ্রং দ্বিপদে চতুষ্পদে।
বি নাকমখ্যৎ সবিতা বরেণ্যো-
ঽনু প্রয়াণ-মুষসো বিরাজতি ॥

ব্যাখ্যা—কবিঃ (বিদ্বান্) বরেণ্যঃ (পূজনীয়ঃ) সবিতা বিশ্বা (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) রূপাণি (বস্তূনি) প্রতিমুঞ্চতে (প্রকাশয়তি)। দ্বিপদে (মনুষ্যাদয়ে) চতুষ্পদে (গবাদয়ে) ভদ্রং (কল্যাণং) প্রাসাবীৎ (প্রেরিতবান্)। নাকং (স্বর্গং) বি অখ্যৎ (ব্যখ্যৎ—প্রকাশিতবান্)। উষসঃ (উষাকালস্য) প্রয়াণং (গমনম্) অনু (পশ্চাৎ) বিরাজতি (প্রকাশতে)।০। সর্ব্বজ্ঞ ও পূজনীয় সবিতা সকল বস্তুকে প্রকাশ করিতেছেন। মনুষ্যাদি ও গবাদির জন্য কল্যাণ প্রেরণ করিয়াছেন। স্বর্গকে প্রকাশ করিয়াছেন। এবং উষাকালের অন্তর্দ্ধানের পর স্বয়ং প্রকাশ পাইতেছেন।

* ইহার পর কোনও কোনও পুস্তকে "নমো দিগ্ভ্যঃ" ইত্যাদি বলিয়া জল দিবার কথা আছে। কিন্তু তাহার প্রমাণ না পাওয়ায় এবং সকল পুস্তকে না থাকায় ত্যাগ করিলাম।

ব্যাখ্যা। ৩০৫ পৃঃ। ২৬
অনুবাদ।—২৯২ পৃঃ। ২৭—২৮

দ্রষ্টব্য

জাতবেদস ইত্যেতজ্জপেৎ স্বস্ত্যয়নং পথি।
ভয়ৈর্বিমুচ্যতে সর্ব্বৈঃ স্বস্তিমান্ প্রাপ্নুয়াদ্ গৃহম্॥
ব্যুষ্টায়াঞ্চ তথা রাত্র্যাং প্রাতর্দুঃস্বপ্নদর্শনে।
চিত্রমিত্যুপতিষ্ঠেত ত্রিসন্ধ্যং ভাস্করং তথা।
সমিৎপাণির্নরো নিত্যং প্রাপ্নুয়াচ্চ ধনায়ুষী॥
উদুত্যমিতি বাদিত্যমুপতিষ্ঠেদ্দিনে দিনে।
ক্ষিপেজ্জলাঞ্জলীন্ সপ্ত মনোদুঃখবিনাশনে॥

——বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর

জাতবেদসে ইত্যাদি মন্ত্র (২৯০ পৃঃ) পড়িয়া যাত্রা করিলে পথে কোনও ভয় হয় না এবং নির্ব্বিঘ্নে ঘরে ফিরিয়া আসে। দুঃস্বপ্ন দেখিলে রাত্রিপ্রভাতে প্রাতঃকালে "চিত্রং দেবানাং" মন্ত্র পাঠ করিবে। যে হস্তে সমিধ্ (আকন্দ পল্লব) লইয়া তিন সন্ধ্যায় এই মন্ত্র পাঠ করে, সে ধন ও আয়ু লাভ করিয়া থাকে। "উদু ত্যং জাতবেদসে" মন্ত্র ৭ বার পড়িয়া প্রত্যহ সূর্য্যাভিমুখে ৭ অঞ্জলি জল দিলে মনোদুঃখ দূর হয়।

ব্রহ্মযজ্ঞ।

(অর্থাৎ স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ)

[সমর্থ হইলে ব্রহ্মযজ্ঞ, গায়ত্রীশাপোদ্ধার, গায়ত্রীহৃদয় ও গায়ত্রীকবচ পাঠ করিবে]

মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিয়া, সূর্য্যার্ঘ্যের পূর্ব্বে, * পূর্ব্বাগ্র কুশের উপর পূর্ব্ব-মুখে বসিয়া (বামকরতলের উপর পবিত্র অর্থাৎ সাগ্রকুশপত্রদ্বয় ও তদুপরি দক্ষিণ করতল অধোমুখে রাখিয়া এবং বামপদের উপর দক্ষিণ পদ

---

* ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণেরা যদি নিত্যতর্পণ করেন, তাহা হইলে অগ্রে ব্রহ্ম-যজ্ঞ করিয়া, পরে তর্পণ ও সূর্য্যার্ঘ্যদান করিবেন।

স্থাপন করিয়া) অগ্রে "ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ"—এই গায়ত্রী পাঠ করিয়া, পরে চতুর্বেদের প্রথম মন্ত্রগুলি পাঠ করিবে (সর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণেরা ঋগ্বেদাদিক্রমে পাঠ করিবেন)। প্রত্যেক মন্ত্রের পূর্ব্বে ঋষ্যাদিস্মরণও করিবেন।

(ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র)

অগ্নিমীড় ইতি মন্ত্রস্য মধুচ্ছন্দা ঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ। *

ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং, যজ্ঞস্য দেব-মৃত্বিজং হোতারং রত্নধা-তমং॥ ১

(যজুর্ব্বেদের প্রথম মন্ত্র)

ইষেত্বোতি মন্ত্রস্য পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্ঋষিঃ শাখা-বৎস-গাবো দেবতাঃ স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ।

---

* এই চারিটি মন্ত্রের হলায়ুধ একপ্রকার ও গুণবিষ্ণু অন্যপ্রকার ঋষ্যাদি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু যজুর্ব্বেদ সামবেদিভেদে একই চতুর্ব্বেদাদিভূত মন্ত্রের ঋষ্যাদির ভেদ কিরূপে হইতে পারে, বুঝা যায় না। অতএব সর্ব্বানুক্রমণিকায় যে মন্ত্রের যেরূপ ঋষ্যাদি উল্লিখিত আছে, তাহাই লিখিত হইল।

অগ্নিম্ (অগ্নিনামকং দেবম্) ঈড়ে (স্তৌমি)। কীদৃশম্ অগ্নিম্? যজ্ঞস্য পুরোহিতং (যথা রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ তদভীষ্টং সম্পাদয়তি তথা অগ্নিরপি যজ্ঞস্য অপেক্ষিতং হোমং সম্পাদয়তি, যদ্বা যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনি পূর্ব্বভাগে আহবনীয়রূপেণ অবস্থিতম্)। পুনঃ কীদৃশম্? দেবং (দানাদিগুণযুক্তম্)। পুনঃ কীদৃশম্? হোতারম্ ঋত্বিজম্ (দেবানাং যজ্ঞেষু হোতৃনামক ঋত্বিক অগ্নিরেব, তথাচ শ্রূয়তে "অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতা" ইতি)। পুনরপি কীদৃশম্? রত্নধাতমম্ (যাগফলরূপাণাং রত্নানাম্ অতিশয়েন ধারয়িতারং পোষয়িতারং বা)। [ঈড় স্তুতৌ ইতি ধাতুঃ, ডকারস্য ড়কারঃ বহ্বৃচাধ্যেতৃসম্প্রদায়প্রাপ্তঃ, তথাচ পঠ্যতে—'অজ্মধ্যস্থডকারস্য ড়কারং বহ্বৃচা জগুঃ। অজ্মধ্যস্থঢকারস্য ঢ়কারং বৈ যথাক্রমম্' ইতি। রত্নধাতমং—রত্নানি দধাতীতি বিগ্রহে রত্নধা শব্দঃ, ততঃ তমপ্ প্রত্যয়ঃ]॥১॥ যিনি যজ্ঞভূমির পূর্ব্বভাগে স্থাপিত হন, যিনি দীপ্যমান, যিনি দেবতাদিগের হোতা, এবং যিনি যজ্ঞফলরূপ রত্নের সমধিকরূপে দান-কর্ত্তা, সেই অগ্নিকে আমি স্তব করি। ১

ওঁ ইষে * ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু।
শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে ॥ ১

(সামবেদের প্রথম মন্ত্র)

অগ্ন আয়াহীতি মন্ত্রস্য ভরদ্বাজ ঋষির্গায়ত্রী ছন্দোঽগ্নির্দেবতা স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ। (নিম্নলিখিত মন্ত্রটি ৩ বার পড়িবে)

ওঁ অগ্ন আ যাহি বীতয়ে, গৃণানো হব্য-দাতয়ে।
হোতা সৎসি বর্হিষি † ॥ ৩

---

* উচ্চারণ—ইখে (যজুর্ব্বেদে মূর্দ্ধন্য ষ'র উচ্চারণ খ)।

† ইহা সাম অর্থাৎ গেয় মন্ত্র। "গানাশক্তৌ ঋচস্ত্রিধা' (ছন্দোগপরিশিষ্ট) গান করিতে না পারিলে ৩ বার পড়িতে হয়।

(হে শাখে) ইষে (বৃষ্ট্যৈ) ত্বা (ত্বাং—ছিনদ্মীতি শেষঃ)। (হে শাখে) ত্বা (ত্বাং—সংনয়ামি); কিমর্থম ? উর্জ্জে (অন্নায়)। (হে বৎসাঃ) যূয়ং বায়বঃ স্থ (মাতৃভ্যঃ সকাশাৎ অন্যত্র গন্তারো ভবত, মাতৃভিঃ সহ গমনে সতি সায়ংদোহো ন লভ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ)। (হে গাবঃ) সবিতা (সর্ব্বেষাং প্রেরয়িতা) দেবঃ (দ্যোতমানঃ পরমেশ্বরঃ) বঃ (যুষ্মান্) প্রার্পয়তু (প্রভূততৃণোপেতং বনং গময়তু), কিমর্থম ? শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে) চতুর্ব্বিধম কর্ম্ম—অপ্রশস্তং প্রশস্তং শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠতমঞ্চেতি; লোকবিরুদ্ধং বধবন্ধনচৌর্য্যাদিকম্ অপ্রশস্তং, লোকৈঃ শ্লাঘনীয়ং বন্ধুবর্গপোষণাদিকং প্রশস্তং, স্মৃত্যুক্তং বাপীকূপতড়াগাদিকং শ্রেষ্ঠং, বেদোক্তং যজ্ঞরূপং শ্রেষ্ঠতমমিতি "যজ্ঞো বৈ শ্রেষ্ঠতমং কর্ম্ম" ইতি শ্রুতেঃ, তস্মৈ যজ্ঞকর্ম্মানুষ্ঠানায়)। [ইষে—ইষ্যতে কাঙ্ক্ষ্যতে সর্ব্বৈঃ ব্রীহ্যাদিধান্যনিষ্পত্তয়ে যা সা ইট্, ইষধাতোঃ কর্ম্মণি ক্বিপ। উর্জ্জে—উর্জ্জ বলপ্রাণনয়োঃ ক্বিপ। বায়বঃ—বা গতৌ উণ]। ০। (হে শাখে) তোমাকে বৃষ্টির জন্য (ছেদন করি), এবং অন্নের জন্য তোমাকে (লইয়া যাই);—অর্থাৎ তোমার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে আহুতি প্রদান করিব, সেই আহুতি সূর্য্যলোকে যাইবে সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হইবে এবং বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হইবে)। (হে বৎসগণ) তোমরা (তোমাদের মাতার নিকট হইতে) চলিয়া যাও (অর্থাৎ এখন তোমরা গাভীর সঙ্গে সঙ্গে থাকলে আমরা সায়ংকালে দুগ্ধ পাইব না, তাহা না পাইলে পরদিন হোমের জন্য ঘৃত প্রস্তুত হইবে না)। (হে গাভীগণ) আমাদের যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য সবিতা দেব তোমাদিগকে (প্রচুর তৃণপূর্ণ বনে) প্রেরণ করুন (অর্থাৎ তোমরা তৃণ ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধ দিয়া আমাদের যজ্ঞকর্ম্মে সহায়তা কর)।২

হে অগ্নে, ত্বম্ আয়াহি (অস্মদ্‌যজ্ঞং প্রতি আগচ্ছ)। কিমর্থম্ ? বীতয়ে (হবিষাং ভক্ষণায়)। কীদৃশঃ সন্ ? গৃণানঃ (অস্মাভিঃ স্তূয়মানঃ,—যজমানৈর

(অথর্ব্ববেদের মন্ত্র)

শন্নো দেবীরিতি মন্ত্রস্য দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ ঋষি-রাপো দেবতা গায়ত্রী ছন্দঃ স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ।

ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়, আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যো-রভি স্রবন্তু নঃ * ॥ ৪

গায়ত্রীশাপোদ্ধার। †

(সন্ধ্যায় অঙ্গন্যাসের পরে পাঠ্য)

গায়ত্র্যা ব্রহ্মশাপ-বিমোচনমন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষি-র্গায়ত্রী চ্ছন্দো ব্রহ্ম দেবতা ব্রহ্মশাপ-বিমোচনে বিনিয়োগঃ।

* সামবেদে এই মন্ত্রের পাঠ—শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু ইত্যাদি। সেই জন্য সামবেদীরা এই মন্ত্রকে সর্বত্র আপন বেদোক্তরূপেই পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু এখানে সেরূপ পাঠ না করিয়া এইরূপ পাঠই করিতে হইবে। যেহেতু এখানে সামবেদীয়-মন্ত্ররূপে ইহা পাঠ্য নহে, অথর্ব্ববেদের মন্ত্ররূপেই পাঠ্য হইয়েছে; অতএব অথর্ব্ববেদের পাঠই এখানে সর্ব্ববেদীকে গ্রহণ করিতে হইবে। গৌতমাপস্তম্বৌ—"একামৃচমেকং বা যজুরেকং বা সামাভিব্যাহরেদিতি।" রঘুনন্দন লিখিয়াছেন—"এতদনুসা েণ অনিরুদ্ধভট্টেন চতুর্ব্বেদাদি-মন্ত্রচতুষ্টয়ং লিখিতম্।" (ঋক্ বলিতে ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদ, দুইই বুঝায়)। গুণবিষ্ণু ও হলায়ুধও "শন্নোদেবী" মন্ত্রটিকে অথর্ব্ববেদের আদিমন্ত্র বলিয়া ধরিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা অথর্ব্ববেদের আদিমন্ত্র নহে, ১ম কাণ্ডের ২ম অনুবাকের ৬ষ্ঠ সূক্তের আদি মন্ত্র।

† ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র দীর্ঘকাল গায়ত্রীর আরাধনা করিয়া কোনও ফল না পাওয়ায় গায়ত্রীকে শাপ দিয়াছিলেন—তুমি হতপ্রভাবা হও। তার পর দেবতারা আসিয়া অনুনয় বিনয় করিলে তাঁহারা বলেন যে, এই এই মন্ত্র পাঠ করিলে গায়ত্রী আমাদের শাপ হইতে মুক্ত হইবেন। (তন্ত্রসারে তারা-শাপ দ্রষ্টব্য)।

কর্ম্মণি কর্ত্তৃপ্রত্যয়ঃ)। পুনশ্চ কিমর্থম্? হব্যদাতয়ে (দেবেভ্যো হবিঃপ্রদানায়)। (আগত্য চ) হোতা (দেবানাম্ আহ্বাতা সন্) বর্হিষি (আস্তীর্ণে দর্ভে) নিষৎসি (নিষীদ,—সদেশ্ছান্দসঃ শপো লুক্, ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ)। ০। হে অগ্নে তুমি আহুতি ভক্ষণের জন্য এবং দেবতাদিগকে উহা দিবার জন্য এস। এবং প্রার্থিত হইয়া (অর্থাৎ আমাদের প্রার্থনায়) হোতা হইয়া আস্তীর্ণ কুশের উপর ব'স। ৩। ব্যাখ্যা ২৯৯ পৃঃ।

ওঁ গায়ত্রি ত্বং যদ্ ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্ত্বাং। পশ্যন্তি ধীরাঃ সুমনসো বা॥ গায়ত্রি ত্বং ব্রহ্মশাপাদ্ বিমুক্তা ভব। ১

গায়ত্র্যা বশিষ্ঠশাপ-বিমোচনমন্ত্রস্য বশিষ্ঠ ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দো ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রা দেবতা বশিষ্ঠশাপ বিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অর্কজ্যোতিরহং ব্রহ্মা ব্রহ্ম-জ্যোতিরহং শিবঃ।
শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণু-র্বিষ্ণুজ্যোতিরহং শিবঃ॥
গায়ত্রি ত্বং বশিষ্ঠশাপাদ্ বিমুক্তা ভব। ২

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রশাপ বিমোচনমন্ত্রস্য বিশ্বামিত্র ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দো গায়ত্রী দেবতা বিশ্বামিত্রশাপ-বিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অহো দেবি মহাদেবি বিদ্যে সন্ধ্যে সরস্বতি।
অজরে অমরে চৈব ব্রহ্মযোনি নমোহস্তু তে॥
গায়ত্রি ত্বং বিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব। ৩

গায়ত্রী-হৃদয়।

(সন্ধ্যায় অঙ্গন্যাসের পরে পাঠ্য)

ওঁ নমস্কৃত্য ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বয়ম্ভুবং পরিপৃচ্ছতি। ত্বং ব্রূহি ব্রহ্মন্ গায়ত্র্যুৎপত্তিং শ্রোতুমিচ্ছামি। ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিং প্রকৃতিং পার-

---

গায়ত্রীর ব্রহ্মশাপমোচন মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, ব্রহ্ম দেবতা, ব্রহ্মশাপ-মোচনে প্রয়োগ হয়। হে গায়ত্রি, যিনি ব্রহ্ম, তিনিই তুমি, ব্রহ্মজ্ঞানীরা তোমাকে এইরূপ জানেন। নির্ম্মলান্তঃকরণ পণ্ডিতেরা তোমাকে এইরূপই দেখেন। হে গায়ত্রি, তুমি ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হও। ১

গায়ত্রীর বশিষ্ঠশাপমোচন মন্ত্রের বশিষ্ঠ ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র দেবতা, বশিষ্ঠশাপমোচনে প্রয়োগ হয়। আমি সূর্য্যের জ্যোতি ব্রহ্মা, আমি ব্রহ্মার জ্যোতি শিব, আমি শিবের জ্যোতি বিষ্ণু, এবং আমি বিষ্ণুর জ্যোতি শিব। হে গায়ত্রি, তুমি বশিষ্ঠশাপ হইতে মুক্ত হও। ২

গায়ত্রীর বিশ্বামিত্রশাপমোচন মন্ত্রের বিশ্বামিত্র ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, গায়ত্রী দেবতা, বিশ্বামিত্রশাপমোচনে প্রয়োগ হয়। হে দেবি, হে তেজোময়ি, হে তত্ত্বজ্ঞানময়ি, হে সন্ধ্যাস্বরূপে, হে সরস্বতি, হে জরারহিতে, হে মরণবর্জ্জিতে, হে বেদমাতঃ, তোমাকে প্রণাম করি। হে গায়ত্রি, তুমি বিশ্বামিত্রশাপ হইতে মুক্ত হও। ৩

পৃচ্ছামি। ১। শ্রী ভগবানুবাচ। প্রণবেন ব্যাহৃতিভিঃ প্রবর্ত্ততে তমসস্ত পরং জ্যোতিঃ। কঃ পুরুষঃ? স্বয়ম্ভুর্বিষ্ণুরিতি সোহপঃ সৃজতি। অথ তাস্বপ্স্বঙ্গুল্যা মথ্যতে। মথ্যমানাৎ ফেনো ভবতি। ফেনাদ্ বুদ্বুদো ভবতি। বুদ্বুদাদণ্ডং ভবতি। অণ্ডাদ্ বায়ুর্ভবতি। বায়োরগ্নির্ভবতি। অগ্নেরোঙ্কারো ভবতি। ওঙ্কারাদ্ ব্যাহৃতির্ভবতি। ব্যাহৃত্যা গায়ত্রী ভবতি। গায়ত্র্যাঃ সাবিত্রী ভবতি। সাবিত্র্যাঃ সরস্বতী ভবতি। সরস্বত্যা বেদা ভবন্তি। বেদেভ্যো ব্রহ্মা ভবতি। ব্রহ্মণো লোকা ভবন্তি। তস্মাল্লোকাঃ প্রবর্ত্তন্তে চত্বারো বেদাঃ সোপনিষদঃ সেতিহাসাঃ। সর্ব্বে তে গায়ত্র্যাঃ প্রবর্ত্তন্তে। যথাগ্নির্দেবানাং, ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাং, মেরুঃ শিখরিণাং, গঙ্গা নদীনাং, ব্রহ্মা প্রজাপতীনাম্, এবমসৌ মুখ্যা। গায়ত্র্যা গায়ত্রীচ্ছন্দো ভবতি। ২। কিং বৈ ভূঃ? কিং ভুবঃ? কিং স্বঃ? কিং মহঃ? কিং জনঃ? কিং তপঃ? কিং সত্যং? কিং তৎ? কিং সবিতুঃ? কিং বরেণ্যং? কিং ভর্গঃ? কিং দেবস্য? কিং ধীমহি? কিং ধিয়ঃ? কিং য়ঃ? কিং নঃ? কিং প্রচোদয়াৎ? ৩। ভূরিতি ভূর্লোকো, ভুব ইত্যন্তরিক্ষলোকঃ, স্বরিতি স্বর্লোকো, মহরিতি মহর্লোকো, জন

ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ব্রহ্মন্, আপনি বলুন, আমি গায়ত্রীর উৎপত্তি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। যাঁহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই প্রকৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করি। ১। ভগবান্ বলিলেন। প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত তমোগুণাতীত পরম জ্যোতি নিত্য বর্ত্তমান আছেন। সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কে? স্বতঃসিদ্ধ বিষ্ণু। তিনি জল সৃষ্টি করিলেন। তার পর সেই জল অঙ্গুলি দ্বারা মন্থন করিলেন। মন্থন করা হেতু ফেনা হইল। ফেনা হইতে বুদ্বুদ হইল। বুদ্বুদ হইতে অণ্ড হইল। অণ্ড হইতে বায়ু হইল। বায়ু হইতে অগ্নি হইল। অগ্নি হইতে ওঙ্কার প্রকাশিত হইল। ওঙ্কার হইতে ব্যাহৃতি প্রকাশিত হইল। ব্যাহৃতি হইতে গায়ত্রী হইল। গায়ত্রী হইতে সাবিত্রী হইল। সাবিত্রী হইতে সরস্বতী হইল। সরস্বতী হইতে বেদ হইল। বেদ হইতে ব্রহ্মা হইলেন। ব্রহ্মা হইতে চতুর্দ্দশ ভুবন হইল। সেই হইতে চতুর্দ্দশ ভুবন বর্ত্তমান রহিয়াছে। বেদ চারিটি; তাহাদের আবার অঙ্গ, উপনিষদ্ ও ইতিহাস আছে। তৎসমুদায়ই গায়ত্রী হইতে উৎপন্ন। অগ্নি যেমন দেবগণের প্রধান, ব্রাহ্মণ যেমন মনুষ্যগণের প্রধান, সুমেরু যেমন পর্ব্বতের প্রধান

ইতি জনলোক,-স্তপ ইতি তপোলোকঃ, সত্যমিতি সত্যলোকো, ভূর্ভুবঃ-স্বরিতি ত্রৈলোক্যং। তদিতি তেজঃ, যত্তেজঃ সোঽগ্নিঃ, সবিতাদিত্যোঽন্নং বৈ বরেণ্যম্, অন্নমেব প্রজাপতিঃ। ভর্গ ইত্যাপো বৈ ভর্গঃ, যদাপস্তৎ সর্ব্বদেবতাঃ। দেবস্য সবিতুর্দ্দেবো বা যঃ পুরুষঃ স বিষ্ণুঃ। ধীমহীত্যৈশ্বর্য্যং, যদৈশ্বর্য্যং স প্রাণ ইত্যধ্যাত্মং। যদধ্যাত্মং তৎ পরমং পদং, তন্মহেশ্বরঃ। ধিয় ইতি মহীতি, পৃথিবী মহী। যো নঃ প্রচোদয়াদিতি কামঃ, কাম ইমান্ লোকান্ প্রচ্যাবয়তে। যো নৃশংসো যোঽনৃশংসোঽস্যাঃ স পরো ধর্ম্ম ইত্যেষা বৈ গায়ত্রী। ৪। কিংগোত্রা? কত্যক্ষরা? কতিপাদা? কতিকুক্ষিঃ? কতিশীর্ষা? ৫। সাঙ্খ্যায়নগোত্রা, চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা বৈ গায়ত্রী, ত্রিপদা, ষট্কুক্ষিঃ, পঞ্চশীর্ষা। ৬। কেঽস্যাস্ত্রয়ঃ পাদা ভবন্তি?

গঙ্গা যেমন নদীগণের প্রধান, বসন্ত যেমন ঋতুগণের প্রধান, ব্রহ্মা যেমন প্রজাপতিগণের প্রধান, সেইরূপ গায়ত্রী সকলের প্রধান। গায়ত্রীর ছন্দঃ গায়ত্রী। ২। ভূঃ কি? ভুবঃ কি? স্বঃ কি? মহঃ কি? জন কি? তপঃ কি? সত্য কি? তৎ কি? সবিতুঃ কি? বরেণ্যং কি? ভর্গঃ কি? দেবস্য কি? ধীমহি কি? ধিয়ঃ কি? যঃ কি? নঃ কি? প্রচোদয়াৎ কি? ।৩। ভূঃ বলিতে ভূলোক, ভুবঃ বলিতে অন্তরীক্ষ লোক; স্বঃ বলিতে স্বর্গলোক, মহঃ বলিতে মহর্লোক, জন বলিতে জনলোক, তপঃ বলিতে তপোলোক, সত্য বলিতে সত্যলোক, ভূর্ভুবঃস্বঃ বলিতে ত্রৈলোক্য। তৎ শব্দে তেজ, সেই তেজ, সেই অগ্নি; সবিতা বলিতে আদিত্য, বরেণ্য বলিতে অন্ন, সেই অন্নই প্রজাপতি। ভর্গ বলিতে অপ, অপ্ বলিতে সর্ব্বদেবতা। দেব সবিতা অর্থাৎ দেব শব্দে পুরুষ, পুরুষ বলিতে বিষ্ণু। ধীমহি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ধ্যান করি; ঐশ্বর্য্য শব্দে প্রাণ অর্থাৎ অধ্যাত্ম; অধ্যাত্ম বলিতে পরম পদ, সেই পরম পদই মহেশ্বর। ধিয়ঃ বলিতে মহী, মহী শব্দের অর্থ পৃথিবী। যো নঃ প্রচোদয়াৎ অর্থাৎ যিনি কামরূপে আমাদিগকে চালিত করেন, কামই এই সমস্ত লোককে চালিত করে অর্থাৎ নানা-কার্য্যে প্রবৃত্ত করে—যে কাম অসৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তক হইয়া নৃশংস, এবং সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তক হইয়া অনৃশংস হয়; তদ্রূপে পরিচালনা করাই এই গায়ত্রীর অসাধারণ ধর্ম্ম। গায়ত্রী এইরূপ। ৪। গায়ত্রীর গোত্র কি? অক্ষর কত? পাদ কয়টি? কুক্ষি কয়টি? মস্তক কয়টি? ।৫। ইহার সাঙ্খ্যায়ন গোত্র, চব্বিশটি অক্ষর (ণ্যং স্থানে ণি ও য়ং—দুই অক্ষর উচ্চারণে—ণিয়ং), তিনটি পাদ, ছয়টি কুক্ষি, পাঁচটি মস্তক। ৬। ইহার তিনটি

কা অস্যাঃ ষট্ কুক্ষয়ঃ? কানি চ পঞ্চ শীর্ষাণি? ।৭। ঋগ্বেদোঽস্যাঃ প্রথমঃ পাদো ভবতি, যজুর্ব্বেদো দ্বিতীয়ঃ, সামবেদস্তৃতীয়ঃ। পূর্ব্বা দিক্ প্রথমা কুক্ষির্ভবতি, দক্ষিণা দ্বিতীয়া, পশ্চিমা তৃতীয়া, উত্তরা চতুর্থী, ঊর্দ্ধা পঞ্চমী, অধোঽস্যাঃ ষষ্ঠী। ব্যাকরণমস্যাঃ প্রথমং শীর্ষং ভবতি, শিক্ষা দ্বিতীয়ং, কল্পস্তৃতীয়ং, নিরুক্তং চতুর্থং, জ্যোতিষামযনমিতি পঞ্চমং।৮ কিং লক্ষণং? কিং বিচেষ্টিতং, কিমুদাহৃতং? ৯। লক্ষণং মীমাংসা-ঽথর্ব্ববেদো বিচেষ্টিতং, ছন্দোবিচিতি-রুদাহৃতং। ১০। কো বর্ণঃ? কঃ স্বরঃ। ১১। শ্বেতো বর্ণঃ, ষট্ স্বরাঃ। পূর্ব্বা ভবতি গায়ত্রী, মধ্যমা ভবতি সাবিত্রী, পশ্চিমা সন্ধ্যা সরস্বতী। রক্তা গায়ত্রী, শ্বেতা সাবিত্রী, কৃষ্ণা সরস্বতী।১২। প্রণবে নিত্যযুক্তা স্যাদ্ ব্যাহৃতিষু চ সপ্তসু। সর্ব্বেষা-মেব পাপানাং সঙ্করে সমুপস্থিতে। শতসাহস্রমভ্যস্তা গায়ত্রী পাবনং মহৎ।১৩। উষঃকালে রক্তা, মধ্যাহ্নে শ্বেতাপরাহ্নে কৃষ্ণা। পূর্ব্বসন্ধির্ব্রাহ্মী, মধ্যসন্ধির্মাহেশ্বর্য্যপরসন্ধির্বৈষ্ণবী। হংসবাহনী ব্রাহ্মী, বৃষভবাহিনা মাহে-শ্বরী, গরুড়বাহিনী বৈষ্ণবী। ১৪ পূর্ব্বাহ্ণকালে সন্ধ্যা গায়ত্রী কুমারী

পাদ কি কি? ইঁহার ছয়টি কুক্ষি কি কি? এবং পাঁচটি মস্তক কি কি?।৭। ঋগ্বেদ ইঁহার প্রথম পাদ, যজুর্ব্বেদ দ্বিতীয় পাদ, সামবেদ তৃতীয় পাদ। পূর্ব্বদিক্ প্রথম কুক্ষি দক্ষিণদিক্ দ্বিতীয় কুক্ষি, পশ্চিম দিক তৃতীয় কুক্ষি, উত্তর দিক্ চতুর্থ কুক্ষি, ঊর্দ্ধ দিক পঞ্চম কুক্ষি, ও অধোদিক্ ষষ্ঠ কুক্ষি। ব্যাকরণশাস্ত্র ইঁহার প্রথম মস্তক, শিক্ষাশাস্ত্র দ্বিতীয় মস্তক, কল্পশাস্ত্র তৃতীয় মস্তক, নিরুক্তশাস্ত্র চতুর্থ মস্তক, জ্যোতিষশাস্ত্র পঞ্চম মস্তক।৮। গায়ত্রীর লক্ষণ কি? চেষ্টা কি? উদাহরণ কি?।৯। মীমাংসা ইঁহার লক্ষণ, অথর্ব্ববেদ চেষ্টা, ছন্দঃসমূহ উদাহরণ। ১০। ইঁহার বর্ণ কি? স্বর কি?।১১। শ্বেত বর্ণ, ছয়টি স্বর (হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত)। তিনি প্রাতঃসন্ধ্যায় গায়ত্রী মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় সাবিত্রী, সায়ংসন্ধ্যায় সরস্বতী। গায়ত্রী রক্তবর্ণা, সাবিত্রী শ্বেতবর্ণা, সরস্বতী কৃষ্ণবর্ণা। ১২। তিনি সর্ব্বদা প্রণবে ও সপ্তব্যাহৃতিতে যুক্ত আছেন। সমস্ত পাপের একত্র সমাবেশ ঘটিলে, লক্ষ জপ করিলে গায়ত্রী সম্পূর্ণ পবিত্রতা সম্পাদন করেন। ১৩। তিনি প্রাতঃকালে রক্তবর্ণা, মধ্যাহ্নকালে শ্বেতবর্ণা, সায়ংকালে কৃষ্ণবর্ণা। প্রাতঃসন্ধ্যায় ব্রহ্মাণী, মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় মাহেশ্বরী, সায়ংসন্ধ্যায় বৈষ্ণবী। ব্রহ্মাণীরূপে হংসবাহিনী, মাহেশ্বরীরূপে বৃষবাহিনী বৈষ্ণবীরূপে গরুড়বাহিনী।১৪। প্রাতঃসন্ধ্যায় গায়ত্রী

রক্তাঙ্গী রক্তবাসা-স্ত্রিনেত্রা পাশাঙ্কুশাক্ষমালা-কমণ্ডলুকরা হংসারূঢ়া ঋগ্বেদ-সহিতা ব্রহ্মদেবত্যা ভূর্লোকব্যবস্থিতাদিত্যপথগামিনী। ১৫। মধ্যাহ্নকালে সন্ধ্যা সাবিত্রী যুবতী শ্বেতাঙ্গী শ্বেতবাসা স্ত্রিনেত্রা পাশাঙ্কুশত্রিশূলডমরু-হস্তা বৃষভারূঢা যজুর্ব্বেদসহিতা রুদ্রদেবত্যা ভুবর্লোকব্যবস্থিতাদিত্য-পথগামিনী। ১৬। সায়াহ্নকালে সন্ধ্যা সরস্বতী বৃদ্ধা কৃষ্ণাঙ্গী কৃষ্ণবাসা-স্ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা গরুড়ারূঢা সামবেদসংহিতা বিষ্ণুদেবত্যা স্বর্লোক-ব্যবস্থিতাদিত্যপথগামিনী। ১৭। কান্যক্ষরদৈবতানি ভবন্তি? ১৮ প্রথমমাগ্নেয়ং, দ্বিতীয়ং প্রাজাপত্যং, তৃতীয়ং সোম্যং, * চতুর্থমৈশানং, পঞ্চম-মাদিত্যং, ষষ্ঠং বাহস্পত্যং, সপ্তমং ভগদেবত্যম্, অষ্টমং পিতৃদেবত্যং, নবম-মার্য্যম্ণং, দশমং সাবিত্রম্, একাদশং ত্বাষ্ট্রং, দ্বাদশং পৌষ্ণং, ত্রয়োদশ-মৈন্দ্রাগ্নং, চতুর্দ্দশং বায়ব্যং, পঞ্চদশং বামদেব্যং, ষোড়শং মৈত্রাবরুণং, সপ্তদশং বাভ্রব্যম্, অষ্টাদশং বৈশ্বদেব্যম্, একোনবিংশতিকং বৈষ্ণবং, বিংশতিকং বাসবম্, একবিংশতিকং তৌষিতং, দ্বাবিংশতিকং কৌবেরং, ত্রয়োবিংশতিক-মাশ্বিনং, চতুর্বিংশতিকং ব্রাহ্মম্ ইত্যক্ষরদৈবতানি ভবন্তি। ১৯। দ্যৌর্মূর্দ্ধি সঙ্গতাস্তে, ললাটে রুদ্রঃ, ভ্রুবোর্মেঘঃ, চক্ষুষোশ্চন্দ্রা-

* সোম্য—সোম + যৎ।

—কুমারী, রক্তবর্ণা, রক্তবস্ত্রা, ত্রিনয়না, পাশ অঙ্কুশ জপমালা ও কমণ্ডলুধারিণী, হংসারূঢ়া, ঋগ্বেদসহিতা, ব্রহ্মদৈবতা, ভূর্লোকে অবস্থিতা, সূর্য্যপথগামিনী। ১৫। মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় সাবিত্রী—যুবতী, শ্বেতবস্ত্রা, ত্রিনয়না, পাশ অঙ্কুশ ত্রিশূল ও ডমরুহস্তা, বৃষারূঢা, যজুর্ব্বেদসহিতা, রুদ্রদেবতা, ভুর্লোকে অবস্থিতা, সূর্য্যপথগামিনী। ১৬। সায়ংসন্ধ্যায় সরস্বতী—বৃদ্ধা, কৃষ্ণবর্ণা, কৃষ্ণবস্ত্রা, ত্রিনয়না, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী, গরুড়ারূঢ়া, সামবেদসহিতা, বিষ্ণুদৈবতা, স্বর্লোকে অবস্থিতা, সূর্য্যপথগামিনী। ১৭। প্রতি অক্ষরের দেবতা কে কে? । ১৮। প্রথম অক্ষরের দেবতা অগ্নি, দ্বিতীয় অক্ষরেব প্রজাপতি, তৃতীয় অক্ষরের সোম, চতুর্থ অক্ষরের ঈশান, পঞ্চম অক্ষরের অদিতি, ষষ্ঠ অক্ষরের বৃহস্পতি, সপ্তম অক্ষরের ভগ, অষ্টম অক্ষরের পিতৃগণ, নবম অক্ষরের অর্য্যমা, দশম অক্ষরের সবিতা, একাদশ অক্ষরের ত্বষ্টা, দ্বাদশ অক্ষরের পূষা, ত্রয়োদশ অক্ষরের ইন্দ্র ও অগ্নি, চতুর্দ্দশ অক্ষরের বায়ু, পঞ্চদশ অক্ষরের বামদেব, ষোড়শ অক্ষরের মিত্র ও বরুণ, সপ্তদশ অক্ষরের বভ্রু,

দিত্যৌ. কর্ণয়োঃ শুক্রবৃহস্পতী, নাসিকে বায়ুদেবত্যে, দন্তৌষ্ঠাবুভয়সন্ধ্যে, মুখমগ্নির্জিহ্বা সরস্বতী, গ্রীবা সাধ্যানুগৃহীতিঃ, স্তনয়োর্ব্বসবঃ, বাহ্বো-র্ম্মরুতঃ, হৃদয়ং পার্জ্জন্য,-মাকাশমুদরং, নাভিরন্তরিক্ষং, কটিরিন্দ্রাগ্নী, জঘনং প্রাজাপত্যং, কৈলাসমলয়াবূরূ, বিশ্বে দেবা জানুনী, জহ্নুকুশিকৌ জঙ্ঘা-দ্বয়ং, খুরাঃ পিতরঃ, পাদৌ বনস্পতয়ঃ। অঙ্গুলয়ো রোমাণি নখাশ্চ মুহূর্ত্তাস্তেঽপি গ্রহাঃ কেতুর্ম্মাসা ঋতবঃ সন্ধ্যাকাল,-শ্চাচ্ছাদানং সংবৎ-সরো, নিমিষ-মহোরাত্র-মাদিত্যশ্চন্দ্রমাঃ। ২০। সহস্রপরমাং দেবীং শত-মধ্যাং দশাবরাং। সহস্রনেত্রাং গায়ত্রীং শরণমহং প্রপদ্যে। ২১। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যায় নমঃ। ওঁ তৎ পূর্ব্বজপায় নমঃ। ওঁ তৎ প্রাতরাদিত্য প্রতিষ্ঠায় নমঃ। ২২। সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি। প্রাত-রধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি। তৎ সায়ং প্রাতরধীয়ানঃ পাপোঽ-পাপো ভবতি। ২৩। য ইদং গায়ত্রীহৃদয়ং ব্রাহ্মণঃ পঠেদ্, অপেয়পানাৎ

অষ্টাদশ অক্ষরের বিশ্বদেব, উনবিংশ অক্ষরের বিষ্ণু, বিংশ অক্ষরের বসু, একবিংশ অক্ষ-রের তুষিতগণ, দ্বাবিংশ অক্ষরের কুবের, ত্রয়োবিংশ অক্ষরের অশ্বিনীকুমার, চতুর্ব্বিংশ অক্ষরের ব্রহ্মা, ইঁহারা অক্ষরের দেবতা হন। ১৯। ইঁহার মস্তকে স্বর্গ আছে, ললাটে রুদ্র, ভ্রূদ্বয়ে মেঘ, চক্ষুদ্বয়ে চন্দ্র ও সূর্য্য, কর্ণদ্বয়ে শুক্র ও বৃহস্পতি, নাসিকাদ্বয়ে বায়ু, দন্ত ও ওষ্ঠে উভয় সন্ধ্যা, মুখে অগ্নি, জিহ্বায় সরস্বতী, গ্রীবায় সাধ্যগণ, স্তনদ্বয়ে বসুগণ, বাহুদ্বয়ে মরুদ্গণ, হৃদয়ে ইন্দ্র, উদরে আকাশ, নাভিতে অন্তরীক্ষ কটিদেশে ইন্দ্র ও অগ্নি, জঘনে প্রজাপতি, কৈলাস ও মলয় পর্ব্বত ইঁহার উরু, বিশ্বদেবগণ ইঁহার জানু, জহ্নু ও কুশিক ইঁহার জঙ্ঘা, পিতৃগণ ইঁহার খুর, বনস্পতিগণ ইঁহার চরণ, মুহূর্ত্ত, গ্রহ, ধূমকেতু, মাস, ঋতু ও সন্ধ্যাকাল ইঁহার অঙ্গুলি, রোম ও নখ; সংবৎসর ইঁহার আচ্ছাদন, দিন রাত্রি সূর্য্য ও চন্দ্র ইঁহার নিমেষ। ২০। যাঁহার সহস্রবার জপ উত্তম, শতবার জপ মধ্যম ও দশবার জপ অধম, এবং যিনি সহস্রনয়না, সেই গায়ত্রী দেবীকে আমি শরণ লইতেছি। ২১। "ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং" ইত্যাদি মন্ত্রকে প্রণাম করি। জপের পূর্ব্বে উচ্চারণীয় 'ওঁ তৎ'কে প্রণাম করি। প্রাতঃকালীন সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত 'ওঁ তৎ'কে প্রণাম করি। ২২। সায়ংকালে গায়ত্রী পাঠ করিলে দিনকৃত পাপ নষ্ট হয়। প্রাতঃকালে পাঠ করিলে রাত্রিকৃত পাপ নষ্ট হয়। অতএব সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে পাঠ করিলে পাপী ব্যক্তি নিষ্পাপ হয়। ২৩। যে ব্রাহ্মণ এই গায়ত্রীহৃদয় পাঠ করেন, তিনি

পূতো ভবতি, অভক্ষ্যভক্ষণাৎ পূতো ভবতি, অজ্ঞানাৎ পূতো ভবতি, স্বর্ণস্তেয়াৎ পূতো ভবতি, গুরুতল্পগমনাৎ পূতো ভবতি, অপঙ্‌ক্তি-পাবনাৎ পূতো ভবতি, ব্রহ্মহত্যায়াঃ পূতো ভবতি, অব্রহ্মচারী সব্রহ্মচারী ভবতি। ইত্যনেন হৃদয়েনাধীতেন ক্রতুঃ সম্যগিষ্টো ভবতি, ষষ্টির্গায়ত্র্যাঃ শতসহস্রাণি জপ্তানি ভবন্তি। অষ্টৌ ব্রাহ্মণান্ সম্যগ্ গ্রাহয়েৎ। অথ সিদ্ধির্ভবতি।২৪। ইদং ব্রাহ্মণো নিত্যমধীয়ীত, সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে সর্ব্ব-পাপৈঃ প্রমুচ্যত ইতি। ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ব্রহ্মলোকে মহীয়ত ইত্যাহ ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ২৫। ইতি গায়ত্রীহৃদয়ং সম্পূর্ণম্।

গায়ত্রীকবচ।

(গায়ত্রীজপের পরে পাঠ্য—৮ম শ্লোক)

অস্য শ্রীগায়ত্রীকবচস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা ঋষয়ঃ, ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণি চ্ছন্দাংসি, পরব্রহ্মরূপিণী শ্রীগায়ত্রী দেবতা, প্রণবো বীজং, ভর্গঃ শক্তিঃ, ধিয়ঃ কীলকং, মম নিত্যানন্দৈশ্বর্য্যসৌখ্যদ্বারা ব্রহ্মৈক্যভাবনাসিদ্ধ্যর্থে পাঠে বিনিয়োগঃ। ১

অপেয়পানজন্য পাপ হইতে মুক্ত হন, অভক্ষ্যভক্ষণজন্য পাপ হইতে মুক্ত হন, অজ্ঞান হইতে মুক্ত হন, সুবর্ণ-হরণজন্য পাপ হইতে মুক্ত হন, গুরুপত্নীগমন-জন্য পাপ হইতে মুক্ত হন। যাহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে খাইতে নাই, তাহাদের সহিত ভোজনজনা পাপ হইতে মুক্ত হন; ব্রহ্মহত্যাজন্য পাপ হইতে মুক্ত হন; অব্রহ্ম-চারী সব্রহ্মচারী হন, এই গায়ত্রীহৃদয় পাঠ করিলে বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফল হয়, যাট লক্ষ গায়ত্রী জপের ফল হয়। আটটি ব্রাহ্মণকে ইহা উত্তমরূপে শিখাইবে, তাহা হইলে সিদ্ধিলাভ হইবে। ২৪। ব্রাহ্মণে ইহা প্রত্যহ পাঠ করিবেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন। এবং নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোকে সসম্মানে বাস করি-বেন। ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য ইহা বলিয়াছেন। ২৫

এই গায়ত্রীকবচের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ঋষি; ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব ছন্দঃ, পরব্রহ্ম-স্বরূপিণী শ্রীগায়ত্রী দেবতা; ওঁকার বীজ, ভর্গ শক্তি, ধিয়ঃ কীলক, আমার নিত্য আনন্দ ঐশ্বর্য্যও সুখ প্রাপ্তি দ্বারা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যচিন্তাসিদ্ধির জন্য পাঠে প্রয়োগ হয়। ১

(ওঁ) তৎকারঃ পাতু মূর্দ্ধানং সকারঃ পাতু ভালকং।
চক্ষুষী মে বিকারস্তু শ্রোত্রে রক্ষেত্তুকারকঃ॥ ২
নাসাপুটে র্বকারস্তু রেকারশ্চ কপোলকৌ।
ণিকার ওষ্ঠদেশে তু অধরে য়ং প্রকল্পয়েৎ॥ ৩
আস্যমধ্যে ভকারস্তু র্গোকারশ্চিবুকং তথা॥ ৪
দেকারঃ কণ্ঠদেশে তু বকারঃ স্কন্ধদেশতঃ।
স্যকারো দক্ষিণং হস্তং ধীকারো বামহস্তকং॥ ৫
মকারো হৃদয়ং রক্ষেদ্ হিকারো জঠরং তথা।
ধিকারো নাভিদেশে তু য়োকারস্তু কটিং মম॥ ৬
গুহ্যং রক্ষতু য়োকার উরূ রক্ষেন্নঃকারকঃ।
প্রকারো জানুনী রক্ষেজ্ জঙ্ঘে চোকারকস্তথা॥ ৭
গুল্ফৌ রক্ষেদ্দকারস্তু য়াৎকারঃ পাতু পাদকৌ।
ইত্যেতৎ কথিতং গুহ্যং বাধাশতানবারণং।
জপারম্ভে চ হৃদয়ং জপান্তে কবচং পঠেৎ॥ ৮
স্ত্রীগোব্রহ্মবধো যস্য পঠিত্বা ক্ষীণপাতকঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ৯
ওঁ। ইতি গায়ত্রীকবচং সমাপ্তং।

(অন্যান্যপ্রকার কবচও আছে, বাহুল্য-পরিহারার্থে একপ্রকারই দেওয়া হইল)।

'তৎ' বর্ণ আমার মস্তক রক্ষা করুন, 'স' কপাল রক্ষা করুন, 'বি' আমার চক্ষুদ্বয় রক্ষা করুন, 'তু' আমার কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন। ২। 'র্ব' আমার নাসাপুটদ্বয় রক্ষা করুন, 'রে' আমার গণ্ডদ্বয় রক্ষা করুন, 'ণি' বর্ণ ওষ্ঠদেশে আমাকে রক্ষা করুন, এবং 'য়ং' বর্ণ আমাকে অধরে রক্ষা করুন (ণ্যং=ণিয়ং) ৩। 'ভ' আমাকে মুখমধ্যে রক্ষা করুন, "র্গো' আমার চিবুক (দাড়ি) রক্ষা করুন। ৪। 'দে' আমাকে কণ্ঠদেশে রক্ষা করুন, 'ব' আমাকে স্কন্ধদেশে রক্ষা করুন, 'স্য' আমার দক্ষিণ হস্ত রক্ষা করুন, 'ধী' আমার বাম-হস্ত রক্ষা করুন। ৫। 'ম' আমার হৃদয় রক্ষা করুন, 'হি' আমার জঠর রক্ষা করুন, 'ধি' আমাকে নাভিদেশে রক্ষা করুন, 'য়ো' আমার কটিদেশ রক্ষা করুন। ৬। 'য়ো' আমার গুহ্যদেশ রক্ষা করুন, 'নঃ' আমার উরুদ্বয় রক্ষা করুন, 'প্র' আমার জানুদ্বয় রক্ষা করুন, 'চো' আমার জঙ্ঘাদ্বয় রক্ষা করুন। ৭। 'দ' আমার গুল্ফদ্বয় রক্ষা করুন, 'য়াৎ' আমার পাদদ্বয় রক্ষা করুন।—এই গোপনীয় কবচ বলিলাম। ইহা দ্বারা শত শত বাধা নিবারিত হয়। গায়ত্রীজপের আদিতে হৃদয়, এবং অন্তে কবচ পাঠ করিবে। ৮। তাহা হইলে যে স্ত্রীবধ, গোবধ ও ব্রহ্মবধ করিয়াছে, তাহারও পাপক্ষয় হইবে। সে ইহলোকে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গিয়া পূজিত হইয়া থাকে। ৯

গণ্ডূষ * ও পঞ্চগ্রাসের মন্ত্র।

দুইবেলা অন্ন ভোজনের পূর্ব্বে উপনীত দ্বিজাতিকে সমন্ত্রক জলগণ্ডূষ পান ও পঞ্চপ্রাণাহুতি প্রদান করিতে হয়। যথা—[সমর্থ হইলে অগ্রে পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে আচমনপূর্ব্বক অন্নকে প্রণাম করিয়া "ওঁ অস্মাকং নিত্যমস্ত্বেতৎ" (এরূপ অন্ন আমাদের প্রতিদিনই হউক) বলিয়া ভোজন-পাত্র হইতে ব্যঞ্জন সহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন লইয়া ওঁ ভুবঃপতয়ে স্বাহা, ওঁ ভুবনপতয়ে স্বাহা, ওঁ ভূতানাংপতয়ে স্বাহা † বলিয়া ভূমিতে ফেলিবে। তার পর ভূমির উপর অল্পপরিমাণ অন্ন পাঁচ ভাগে রাখিয়া একগণ্ডূষ জল লইয়া "ওঁ নাগায় নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ কৃকরায় নমঃ, ওঁ দেবদত্তায় নমঃ, ওঁ ধনঞ্জয়ায় নমঃ"—এই পাঁচ মন্ত্রে প্রত্যেক ভাগে এক-একটু জল দিবে ‡। তার পর] একগণ্ডূষ জল লইয়া "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" (১) বলিয়া অর্দ্ধেক জল পান করিয়া, অর্দ্ধেক জল ভূমিতে ফেলিবে পরে প্রাণাহুতি মুদ্রা (২৮ পৃঃ ২২ পং) দ্বারা অল্প অল্প অন্ন তুলিয়া "ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা" § বলিয়া পাঁচবার ভোজন করিবে, এবং প্রত্যেক বারে

---

* ইহাকে "আপোঽশন" বলে (আপস্—জল, অশন—ভক্ষণ)।

† ভুবঃপতয়ে, ভূতানাংপতয়ে ইত্যত্র অলুক্‌সমাসঃ।

‡ দেহের বহির্ভাগে নাগ কূর্ম্ম প্রভৃতি পাঁচটি বায়ু আছে, তাহাদের তৃপ্তির জন্য এই অন্ন দিতে হয়। উদ্গারে নাগ, উন্মীলনে কূর্ম্ম, ক্ষুতে কৃকর (ক্রকর নহে), জৃম্ভণে দেবদত্ত, ঘোষে (শব্দোচ্চারণে) ধনঞ্জয়।

§ দেহের অভ্যন্তরে প্রাণ অপান প্রভৃতি পঞ্চবায়ু আছে। "প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ॥" "হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ। উদানঃ কণ্ঠদেশে চ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥ অন্নপ্রবেশনং মূত্রাদ্যুৎসর্গোঽন্নবিপাচনম্। ভাষণাদি নিমেষাদি তদ্ব্যাপারাঃ ক্রমাদমী॥" অর্থাৎ প্রাণবায়ু হৃদয়ে থাকে, তাহার কার্য্য অন্নপ্রবেশন; এইরূপ গুহ্যদেশস্থ অপান বায়ুর কার্য্য মলমূত্র নিঃসারণ, নাভিস্থ সমান বায়ুর কার্য্য অন্ন-

---

(হে জল), তুমি অন্নের উপস্তরণ (আস্তরণ—পাতকি) হও। ১

ভুক্তাবশেষ কিঞ্চিৎ অন্ন ভূমিতে ঐ জলের উপর ফেলিবে। পরে ভোজন সমাপ্ত হইলে, অন্নযুক্ত হস্তে একগণ্ডূষ জল লইয়া "ওঁ অমৃতাপিধান-মসি স্বাহা" (২) বলিয়া অর্দ্ধেক জল পান করিয়া অর্দ্ধেক ভূমিতে ফেলিবে। মাংস ভক্ষণ করিলে অগ্রে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া, পরে অন্নযুক্ত জলগণ্ডূষ লইবে।

বিষ্ণুপূজাবিধি।

আচমন (১৩ পৃঃ), বিষ্ণুস্মরণ (১৬ পৃঃ), এবং জলশুদ্ধি ও আসনশুদ্ধি (৮৯—৯০ পৃঃ) করিয়া [সমর্থ হইলে পুষ্পশুদ্ধি ও ঘণ্টাপূজা করিবে, যথা—"হাং হ্রীং হুং ফট্"* বলিয়া, পুষ্প-নৈবেদ্যাদিতে অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিবে। "ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা (৩)" বলিয়া ঘণ্টাতে একটি সচন্দন পুষ্প দিবে] তাম্রকুণ্ডে বিষ্ণুকে (শালগ্রাম) বসাইয়া ঘণ্টাধ্বনি-সহকারে স্নান করাইবে †।—

পাচন, কণ্ঠস্থ উদান বায়ুর কার্য্য কথা কহা এবং সর্ব্বশরীরস্থ ব্যান বায়ুর কার্য্য চক্ষুর নিমেষ। ভিন্ন ভিন্ন বেদে প্রাণাহুতির ভিন্ন ভিন্ন ক্রম আছে, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য উল্লিখিত ক্রমেরই সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন "এষ ক্রমঃ পৌরাণিকত্বাৎ সাধারণঃ" (পুরাণে এইরূপ ক্রম আছে বলিয়া সর্ব্ববেদীই এইরূপ করিতে পারেন)।

* "পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে" ইত্যাদি মন্ত্র তারাবিষয়ে।

† একত্র দুইটি শিলা, বা দুইটি শক্তিমূর্ত্তি রাখিয়াও (৯৮পৃঃ ৩পং) পূজা করিতে নাই; পৃথক পৃথক্ রাখিয়া পূজা করিবে। একত্র বহুশিলা থাকিলে পৃথক পূজা না করিয়া একটিরই পূজা করিবে, অন্যান্যগুলিকে কেবল স্নান করাইয়া পুষ্পাদি দ্বারা সাজাইয়া রাখিবে। শালগ্রামপূজায় দ্বিজাতিমাত্রের অধিকার সত্ত্বেও ইদানীন্তন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যে তাহা করেন না, তাহার কারণ—মনু বলিয়াছেন "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥" এবং বিষ্ণুপুরাণে মহানন্দির উল্লেখ করিয়া তার পর বলা হইয়াছে "ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি।" এই প্রমাণ তুলিয়া রঘুনন্দন লিখিয়াছেন 'তেন মহানান্দপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঞ্চ ক্রিয়া-লোপাৎ বৈশ্যানামপি তথা। এবমম্বষ্ঠাদীনামপি।" কিন্তু উক্ত কারণে পৌণ্ড্রক প্রভৃতি কতিপয় ক্ষত্রিয়জাতির শূদ্রত্বে (মনু ১০।৪৪) এবং শূদ্রের ভূপালত্বে যাবতীয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠ জাতির শূদ্রত্ব প্রতিপাদন সমীচীন মনে হয় না। তাহা হইলে ইদানীন্তন অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরও শূদ্রত্ব সিদ্ধ হয়।

(হে জল), তুমি অন্নের অপিধান (আচ্ছাদন) হও। ২

(হে জয়ধ্বনিরূপ মন্ত্রের জননি তোমাকে প্র) করি। ৩

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং ॥ ২

(ঋগ্বেদী—'সর্ব্বতো বৃত্বা' স্থলে 'বিশ্বতো বৃত্বা' এবং যজুর্ব্বেদী—'স ভূমিং" স্থলে 'স ভূমিগুং' ও 'সর্ব্বতো বৃত্বা' স্থলে"সর্ব্বতঃ স্পৃত্বা" বলিবেন*)

উক্ত মন্ত্র পড়িয়া "এতৎ স্নানীয়জলং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া জল দিবে। অন্যান্য দেবতা থাকিলে তাঁহাদিগকেও স্নান করাইবে।

তৎপরে সচন্দন তুলসীপত্র চিৎ করিয়া তদুপরি শিলা বসাইয়া, শিলার উপরে সচন্দন তুলসীপত্র চিৎ করিয়া দিবে †। পরে পইতা পরাইয়া যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক গন্ধাদির ও নারায়ণাদির অর্চনা করিয়া (৮৯ পৃঃ) পঞ্চদেবতার পূজা করিবে (৯১—৯৩ পৃঃ)।

(ধ্যান)

কূর্ম্মমুদ্রায় (২৭ পৃঃ ১৯ পং) পুষ্প লইয়া—

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ মকর-কুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥ ৩

[সমর্থ হইলে ঐ পুষ্প নিজ মস্তকে দিয়া হৃদয়ে হস্তদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মানসপূজা করিবে (৯৪ পৃঃ * টীকা)] তৎপরে পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া দশোপচারে পূজা করিবে।

* বিশ্বতঃ—সর্ব্বতঃ। স্পৃত্বা—স্পর্শোতিক্র্যাপ্যর্থঃ।

† পূজান্তে দেবতার গাত্রে নির্ম্মাল্য রাখিতে নাই, সেইজন্য এই তুলসী মন্ত্র পড়িয়া অনেকে দেন না, কিন্তু তুলসী নির্ম্মাল্য হয় না বলিয়া নিবেদিত তুলসী দ্বারাও যখন পুনর্ব্বার পূজা করিবার বিধি আছে তখন তাহাতে দোষ হইতে পারে না।

যে পরমপুরুষ (সর্ব্বভূতময় বলিয়া, তাঁহাদের মস্তকাদি দ্বারা) অসংখ্য-মস্তক-বিশিষ্ট, অসংখ্যচক্ষুর্বিশিষ্ট, অসংখ্যচরণবিশিষ্ট, তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া, দশদিক্ অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও অবস্থিত আছেন। ২

অনুবাদ।—১১৯ পৃঃ। ৩

যথা—এতৎ পাদ্যং ওঁ বিষ্ণবে * নমঃ, ইদমর্ঘ্যং (যজুর্ব্বেদী—এষোঽর্ঘঃ) ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদ-মাচমনীয়ং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ মধুপর্কঃ (জল) ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদমাচমনীয়ং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ গন্ধঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ পুষ্পং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা (৪) ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদ-মাচমনীয়ং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদং পানার্থজলং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

তৎপরে "এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া—

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥ ৫

এই মন্ত্রে জলগণ্ডূষ (বিষ্ণুর নিম্ন দক্ষিণ হস্ত উদ্দেশে) অর্পণ করিয়া প্রণাম (১২০ পৃঃ ১৩ পং) করিবে।

তৎপরে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গরুড় ও আবরণ-দেবতাদিগের পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি থাকিলে তাহাতেই পূজা করিবে। মন্ত্র—ওঁ লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ (ধ্যান ও প্রণাম ১২২- পৃঃ), ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ (ধ্যান ও প্রণাম ১২৩ পৃঃ), ওঁ গরুড়ায় নমঃ, ওঁ আবরণ-দেবতাভ্যো নমঃ। [পরে সমর্থ হইলে, কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—

ওঁ যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব ময়া সুকৃত-দুষ্কৃতং।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহং ॥ ৬

* শালগ্রামশিলার লক্ষণানুসারে শ্রীধর, দামোদর, রঘুনাথ, লক্ষ্মীজনার্দ্দন প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন নাম আছে। যে শিলার যে নাম, তাহাও উল্লেখ করিতে হয়। যথা—ওঁ শ্রীধরায় বিষ্ণবে নমঃ ইত্যাদি।

বহুরূপধারী পরমাত্মা বিষ্ণু তুমি, তোমাকে প্রণাম করি এবং তোমাকে ইহা অর্পণ করি। ৪ অনুবাদ —৭৭ পৃঃ। ৫

হে দেব, আমি যে সকল পাপপুণ্য করিয়াছি, তৎসমস্ত তোমাকে দিলাম। যেহেতু তোমা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমি তাহা করিয়াছি।৬

ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥ ৭]

অন্যান্য দেবতা থাকিলে তাঁহাদেরও পূজা করিবে।

মেষসংক্রান্তি হইতে বৃষসংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রত্যহ পূজা ও ভোগের পর পুংদেবতার পাষাণময়ী বা ধাতুময়ী মূর্ত্তি ধারায় (ঝারায়)* বসাইবে। এবং অপরাহ্নে ধারা হইতে তুলিয়া বৈকালিক ফলমূলাদি নিবেদন করিবে।

কোনও মূর্ত্তির একদিন পূজা না হইলে পরদিন দুইবার, দুইদিন পূজা না হইলে চারিবার, ও তিন দিন পূজা না হইলে ছয় বার পূজা করিবে। তিন দিনের পর ছয় মাস পর্য্যন্ত পূজা না হইলে অষ্টকলসের জলে স্নান করাইয়া পূজা করিবে। ছয় মাসের পর সংস্কার (অর্থাৎ যথাবিধি প্রতিষ্ঠা) করিতে হইবে। ভগ্ন, ফুটিত (ফাটা), অঙ্গহীন, কুষ্ঠরোগীর স্পৃষ্ট, অথবা দূষিত স্থানে পতিত মূর্ত্তিতে পূজা করিবে না। বরাহপুরাণে আছে "শালগ্রামশিলা ভগ্না পূজনীয়া সচক্রিকা। খণ্ডিতা স্ফুটিতা বাপি শালগ্রামশিলা শুভা॥ (চক্র নষ্ট না হইলে শালগ্রামশিলা, ভাঙ্গা টুকরা ফাটা হইলেও পূজা করা চলে)। ভগ্ন, স্ফুটিত, অঙ্গহীন অন্য মূর্ত্তিকে জলে নিক্ষেপ করিবে, এবং স্পর্শদোষ ঘটিলে পঞ্চগব্যে স্নান করাইবে (পরে আছে); কিন্তু মহাপীঠে ও অনাদিলিঙ্গে স্পর্শদোষ হয় না।

ইতি বিষ্ণুপূজাবিধি সমাপ্ত।

---

* সংস্কৃত নাম—গলন্তিকা।

হে জনার্দ্দন, আমি মন্ত্রহীন, অনুষ্ঠানহীন ও ভক্তিহীন যে পূজা করিলাম, হে দেব; আমার তাহা পরিপূর্ণ হউক। ৭

ভোগ দেওয়া

"এতৎস্মৈ সোপকরণান্নায় নমঃ"—৩বার বলিয়া অন্নাদিতে ৩বার জলের ছিটা দিবে। "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সোপকরণান্নায নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প বা জল দিবে। পরে মূলমন্ত্র (ধ্যানমালায় আছে) ১০বার জপ করিয়া "ইদং সোপকরণান্নং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া অন্নাদিতে ১বার জলের ছিটা দিবে। "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া একটু জল ফেলিবে এবং বামহস্ত চিৎ করিয়া গ্রাস তুলিবার আকারে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে প্রাণাহুতি-মুদ্রা প্রদর্শন করত পঞ্চগ্রাসমন্ত্র পাঠ করিবে; যথা—ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা। পরে "ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" বলিয়া একটু জল ফেলিয়া, "ইদং পানার্থোদকং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, ইদম্ আচমনীয়ং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, ইদং তাম্বূলম্ ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া ঐঐ দ্রব্যে জলের ছিটা দিবে।

দেবতাকে নৈবেদ্য, উপকরণ প্রভৃতি যে কোনও দ্রব্য নিবেদন করিবার এই নিয়ম। কেবল সোপকরণান্নের পরিবর্ত্তে সেই সেই দ্রব্যের উল্লেখ করিতে হয়, যেমন—নৈবেদ্য, উপকরণ, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, কৃসরান্ন (খিচড়ি)† ইত্যাদি। কোনও দ্রব্যের সংস্কৃত নাম জানা না থাকিলে 'নৈবেদ্য' বলিয়া নিবেদন করিবে। জলপ্রোক্ষিত স্থানে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি নৈবেদ্যাদি রাখিবে। (৪০পৃঃ ৭পঃ)

---

* শূদ্রের গৃহেও ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত অন্ন দেবতাকে দেওয়া যায়। যথা—শূদ্রকর্ত্তৃকবৃষোৎসর্গাদৌ ব্রাহ্মণকর্ত্তৃকচরুবৎ ব্রাহ্মণদ্বারা পক্বান্ননৈবেদ্যাদি শূদ্রোঽপি দাতুমর্হতি। এবঞ্চ, আমং শূদ্রস্য পক্বান্নং পক্বমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে ইতি স্বয়ংপাকবিষয়ম্।—দুর্গোৎসবতত্ত্ব

† "তণ্ডুলা দালিমসংমিশ্রা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ। সংযুক্তাঃ সলিলৈঃ সিদ্ধাঃ কৃসরা কথিতা বুধৈঃ॥"—ভাবপ্রকাশ (কৃসরা—অপভ্রংশে খিচড়া বা খিচড়ি)।

পরিশিষ্ট।

যজ্ঞোপবীত-ধারণ।

পইতাকে যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র বলে। ত্রিদণ্ডীতে (অর্থাৎ ৩ ফের সূতায় একটি গ্রন্থি দিলে) একটি যজ্ঞোপবীত হয়। ব্রহ্মচারী একটি যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। সমাবর্ত্তনের পর একটি ধারণ করিতে নাই, দুইটি বা তদধিক ধারণ করিতে হয়। তৃতীয় যজ্ঞসূত্রে উত্তরীয়বস্ত্রের অভাব মোচন হইয়া থাকে *। অপবিত্র, ছিন্ন ও ভোজনান্তে প্রস্তুত যজ্ঞোপবীত ধারণীয় নহে †। নূতন যজ্ঞোপবীত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ধারণ করিয়া অব্যবহার্য্য যজ্ঞসূত্র (পদতল দিয়া গলাইয়া লইয়া) জলে নিক্ষেপ করিবে ‡। যজ্ঞোপবীতের পরিমাণ—সামবেদীর কটি (পাছা) পর্য্যন্ত, § এবং ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদীর নাভি পর্য্যন্ত ¶। যজ্ঞোপবীত কণ্ঠচ্যুত করা (অর্থাৎ কোমরে গুঁজিয়া রাখা বা মালার ন্যায় গলায় পরা) নিষিদ্ধ। তবে মলমূত্র ত্যাগের সময় দক্ষিণ কর্ণে, অথবা দুই ভাঁজে মালার ন্যায় করিয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া রাখিতে পারা যায়। তৈলমর্দ্দনে, স্নানকালে

---

* ব্রহ্মচারিণ একং স্যাৎ স্নাতস্য দ্বে বহূনি বা। তৃতীয়-মুত্তরীয়ং বা বস্ত্রাভাবে তদিষ্যতে। —স্মৃতি।

† বিচ্ছিন্নং বাপ্যধোযাতং ভুক্ত্বা নির্ম্মিতমুৎসৃজেৎ।—স্মৃতি।

‡ মেখলামজিনং দণ্ডমুপবীতং কমণ্ডলুম্। অপ্সু প্রাস্যেদ্ বিনষ্টানি গৃহীত্বান্যানি মন্ত্রতঃ॥—মনু ও গৃহ্যাসংগ্রহ।

§ পৃষ্ঠবংশে চ নাভ্যাঞ্চ ধৃতং যদ্ বিন্দতে কটিম্। তদ্ধার্য্যমুপবীতং স্যান্নাতো লম্বং ন চোচ্ছ্রিতম্।—ছন্দোগপরিশিষ্ট।

¶ নাভেরূর্দ্ধমনায়ুষ্য মধ্যে নাভেস্তপঃক্ষয়ম্। তস্মান্নাভিসমং কার্য্য-মুপবীতং দ্বিজাতিভিঃ॥—অগ্নিপুরাণ। সামান্যোক্তম্ অগ্নিপুরাণবচনং সামগেতরবিষয়ং বেদিতব্যম্। তস্য পরিশিষ্টকৃতা বিশেষাভিধানাৎ।—শ্রাদ্ধবিবেকটীকা।

ও গাত্রের মলাপকর্ষণ সময়ে কণ্ঠচ্যুত করিলে দোষ হয় না *। কার্য্য বিশেষ ব্যতীত সর্ব্বদা উপবীতরূপেই (৩১ পৃঃ ১ পং) যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে হয়। মলমূত্রত্যাগকালে ভ্রমবশতঃ কর্ণে বা পৃষ্ঠে না রাখিলে সে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিবে †।

(সামবেদীয় গ্রন্থিবিধান)

প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া পূর্ব্বমুখে হাঁটু দুটি তুলিয়া এমন ভাবে বসিবে, যেন দুইটি হাঁটুর মধ্যে এক-হাত মাত্র ফাঁক থাকে। পরে আচমন বা দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া, যজ্ঞসূত্রের এক খুঁট বামহস্তের তর্জ্জনীতে জড়াইয়া বাঁদিক্ দিয়া দুই হাঁটু বেড়িয়া ৩ ফের ঘুরাইয়া আনিবে। পরে দুই খুঁটে পেঁচ দিয়া ঐ পেঁচের ডাইন দিকে বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া দ্বিতীয় খুঁটটি ঐ অঙ্গুষ্ঠের উপর দিয়া টানিয়া ডাইন হাঁটুর কাছে গুঁজিবে। তার পর প্রথম খুঁটটি দিয়া, অঙ্গুষ্ঠের ডাইন দিকে ঐ ৪ তার সূতাকে, প্রবর-সংখ্যানুসারে ‡ ৩ ফের বা ৫ ফের জড়াইবে এবং ঐ খুঁটটিকে দ্বিতীয় খুঁটের নিম্ন দিয়া ও যে কোনও তারের ভিতর দিয়া লইয়া, অঙ্গুষ্ঠটি বাহির করিয়া, সেই স্থানে পূর্ব্বমুখে প্রবেশ করাইবে, এবং দ্বিতীয় খুঁটটি ধরিয়া টান দিবে; তাহা হইলেই গ্রন্থি পড়িবে। গ্রন্থি দিবার পর উহা ধরিয়া গায়ত্রী পড়িবে। ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদীরা অন্যপ্রকার গ্রন্থি দিয়া থাকেন; তাহাকে ব্রহ্মগ্রন্থি বলে। তাহা লিখিয়া বুঝাইতে পারা যায় না, দেখিয়া শিখিতে হয়। অসমর্থ হইলে সকলেই উক্তরূপে গ্রন্থি দিতে পারেন, তাহাতে কোনও দোষ হয় না।

---

* মলাপকর্ষণে স্নানে শৌচাভ্যঙ্গে তথৈব চ। যজ্ঞসূত্রং পৃথক্ কুর্য্যাদন্যথা নরকং ব্রজেৎ ॥—বিধানপারিজাত।

† মলমূত্রং ত্যজেদ্বিপ্রো বিস্মৃত্যৈবোপবীতধৃৎ। উপবীতং তদুৎসৃজ্য দধ্যাদন্যন্নবং তদা ॥—ভরদ্বাজ।

‡ আদিপুরুষকে গোত্র বলে, এবং গোত্রের ব্যাবর্ত্তক (ভেদবোধক) মুনিগণকে প্রবর কহে। প্রবর শব্দের নামান্তর আর্ষেয় অর্থাৎ ঋষির অপত্য। আশ্বলায়নশ্রৌত-সূত্র, এবং বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রভৃতির সূত্র দেখিয়া কতিপয় গোত্রের [illegible] লিখিত হইল ;—

(ধারণমন্ত্র)

ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি, যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞোপবীতেনোপনহ্যামি ॥ ১

(ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং, প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।

আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং, যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ ॥ ২)

(যজ্ঞোপবীত মার্জ্জন)

কণ্ঠলম্বিত করিয়া * দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, পিষ্ট তণ্ডুল (পিটুলি), সর্ষপ-তৈল কিম্বা বিল্বফলের নির্য্যাস (আটা) দ্বারা যজ্ঞোপবীত মার্জ্জন করিবে। †

কাশ্যপগোত্রে—কাশ্যপাবৎসারনৈধ্রুব প্রবর (কশ্যপ + ষ্ণ = কাশ্যপ, অবৎসার। ষ্ণ—আবৎসার, নিধ্রুবি + ষ্ণ—নৈধ্রুব)।

ভরদ্বাজগোত্রে—ভারদ্বাজাঙ্গিরসবার্হস্পত্য প্রবর (ভরদ্বাজ + ষ্ণ = ভারদ্বাজ, অঙ্গিরস্ + ষ্ণ = আঙ্গিরস. বৃহস্পতি + ষ্ণ্য = বার্হস্পত্য)।

বাৎস্য ও সাবর্ণগোত্রে—ঔর্ব্বচ্যাবনভার্গবজামদগ্ন্যাপ্নবান-প্রবর (উর্ব্ব + ষ্ণ = ঔর্ব্ব, চ্যবন + ষ্ণ = চ্যাবন, ভৃগু + ষ্ণ—ভার্গব, জমদগ্নি। ষ্ণ্য—জামদগ্ন্য, অপ্ন—অপত্য + বতু—অপ্নবান্ (সংজ্ঞা শব্দ) + ষ্ণ—আপ্নবান)। "যমপ্নবানো ভৃগবঃ"—শুক্লযজুঃ ৩অঃ ১৫।

* নিবীতং কৃত্বা প্রক্ষালয়েৎ।—বিধান পারিজাত।

† মার্জ্জয়েদ্দধিদুগ্ধেন ঘৃতেন বহুযত্নতঃ। ঘৃতাদ্যভাবে চার্ব্বাঙ্গি মার্জ্জয়েৎ পিষ্ট-

---

হে সূত্র, ত্বং যজ্ঞোপবীতম্ (যজ্ঞেন যজ্ঞকর্ম্মণা উপ অধিকং বেতি শোভতে যজ্ঞোপবীতম্—বী গতিপ্রজনকান্ত্যাদিষু কর্ত্তরি ক্তঃ)। ত্বা (ত্বাং) যজ্ঞস্য (যজ্ঞপুরুষস্য সম্বন্ধিনা) যজ্ঞোপবীতেন উপনহ্যামি (অধিকং বধ্নামি, একীভূতং করোমি।•। হে সূত্র, তুমি যজ্ঞোপবীত। তোমাকে যজ্ঞপুরুষের যজ্ঞোপবীতের সহিত দৃঢ়রূপে বন্ধন করি।১

হে মাণবক, যজ্ঞোপবীতং প্রতিমুঞ্চ (ধারয়,—প্রতিপূর্ব্বো মুঞ্চতির্ধারণে বর্ত্ততে)। কিম্ভূতম্? আয়ুষ্যম্ (আয়ুর্বৃদ্ধিহেতুম্)। অগ্র্যম্ (শ্রেষ্ঠম্)। শুভ্রং (নির্ম্মলম্)। পরমং পবিত্রম্। যজ্ঞোপবীতং (যজ্ঞপুরুষস্য উপবীতভূতম্)। পুনঃ কিম্ভূতম্? পুরস্তাৎ (পূর্ব্বং) প্রজাপতেঃ সহজং (প্রজাপতিনা সহ একসময়ে জাতমিত্যর্থঃ)। কিমর্থমস্য ধারণমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াম্-আহ—বলং (সামর্থ্যম্) অস্তু, তেজঃ অস্তু (হে মাণবক আয়ুর্ব্বলতেজসাং লাভায় যজ্ঞোপবীতং ধারয় ইত্যর্থঃ)।•। হে মাণবক, যে যজ্ঞসূত্র অত্যন্ত পবিত্র, যাহা পূর্ব্বে ব্রহ্মার সঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছিল, যাহা আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, শ্রেষ্ঠত্বসম্পাদক ও নির্ম্মল, যাহা যজ্ঞপুরুষের উপবীত, সেই যজ্ঞসূত্র তুমি ধারণ কর। তোমার শারীরিক সামর্থ্য ও ব্রহ্মতেজ হ

বিশেষ বিবরণ—নব তন্তু অর্থাৎ 'ন-খেই' সূত্রে ব্রাহ্মণী দ্বারা যজ্ঞোপবীত নির্ম্মাণ করাইতে হয়। গৃহ্যাসংগ্রহে প্রত্যেক তন্তুর এক এক জন দেবতা উক্ত হইয়াছেন—১ম তন্তুর ওঁকার (ব্রহ্ম বা বেদ), ২য়—অগ্নি, ৩য়—নাগ (অনন্ত), ৪র্থ—চন্দ্র, ৫ম—পিতৃগণ, ৬ষ্ঠ—প্রজাপতি, ৭ম—বসু, ৮ম—যম, ৯ম—শিব। অতএব যজ্ঞোপবীত ধারণে নবগুণ (অর্থাৎ উক্ত ৯টি দেবতার ৯টি গুণ) ধারণ করা বুঝায়। যথাক্রমে নবগুণ যথা—ব্রহ্মজ্ঞান বা বেদজ্ঞান, তেজ, ধৈর্য্য, সর্ব্বপ্রিয়তা, স্নেহশীলতা, প্রজাপালন, স্বধর্ম্মে স্থিতি, ন্যায়পরতা, বিষয়ে অনাসক্তি। ত্রিদণ্ডীতে ১টি যজ্ঞসূত্র হয়। দণ্ড শব্দের অর্থ দমন অর্থাৎ সংযম, অতএব ত্রিদণ্ডী ধারণে বাগদণ্ড, কায়দণ্ড ও মনোদণ্ড বুঝায়। "ব্রহ্মণোৎপাদিতং সূত্রং বিষ্ণুনা ত্রিগুণীকৃতম্। রুদ্রেণ তু কৃতো গ্রন্থিঃ সাবিত্র্যা চাভিমন্ত্রিতম্॥"—গৃহ্যাসংগ্রহ (প্রথমতঃ ব্রহ্মা সূত্র প্রস্তুত করেন, বিষ্ণু তাহা ত্রিদণ্ডী করেন, রুদ্র গ্রন্থি দেন, এবং সাবিত্রী দেবী মন্ত্রপূত করেন)। "অতএব ইদানীং ব্রহ্ম জজ্ঞানম্ ইতি মন্ত্রেণ সূত্রোৎপাদনম্, ইদং বিষ্ণুঃ ইতি মন্ত্রেণ ত্রিগুণীকরণম্, আ বো রাজানম্ ইতি মন্ত্রেণ তত্র গ্রন্থিকরণং, তৎ সবিতুরিতি মন্ত্রেণ অভিমন্ত্রণং, ততো ধার্য্যম্।"—দীক্ষিতভাষ্য (অতএব এক্ষণে "ব্রহ্ম জজ্ঞা ম্" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মাকে স্মরণ করিয়া সূত্র নির্ম্মাণ বা গ্রহণ করিবে, "ইদং বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া ত্রিদণ্ডী করিবে, "আ বো রাজানং" ইত্যাদি মন্ত্রে রুদ্রকে স্মরণ করিয়া গ্রন্থি দিবে, এবং "তৎসবিতুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া,

তণ্ডুলৈঃ। তদভাবে সার্ষপেণ তিলতৈলং পরিত্যজেৎ। বিবস্ত্রফলনির্য্যাসৈর্ম্মার্জ্জয়েদ্দ্বিজসত্তমঃ॥—গায়ত্রীতন্ত্র। অন্য আটা দিতে নাই,—সমস্তই অশুদ্ধ। যেহেতু দেবরাজ ইন্দ্র যখন ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মহত্যা মূর্তিমতী হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে তিনি নিষ্কৃতিলাভের আশায় ভূমি, জল, বৃক্ষ ও নারীকে, ঐ পাপ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। দেবরাজের অনুরোধে তাহারা ঐ ব্রহ্মহত্যাকে চারিভাগ করিয়া প্রত্যেকে এক-এক ভাগ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারই চিহ্ন—ভূমিতে ঊষর (খোলামাটি), জলে ফেন ও বুদ্বুদ, বৃক্ষে আটা, এবং নারীর ঋতু।

তার পর ধারণ করিবে)*। "ত্রিরাবেষ্ট্য দৃঢ়ং বদ্ধা হবির্ব্রহ্মেশ্বরান্ নমন্। যজ্ঞোপবীতং পরম-মিতি মন্ত্রেণ ধারয়েৎ।"—স্মৃতি (ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রকে প্রণাম করিয়া তিন ফের করিয়া গ্রন্থি দিয়া "যজ্ঞোপবীতং পরমং" ইত্যাদি মন্ত্রে ধারণ করিবে)। এতাবতা সৃষ্টির প্রারম্ভেই, যজ্ঞোপবীতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং যজ্ঞোপবীত ধারণে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারি-শক্তিস্বরূপা সাবিত্রীদেবীকে ধারণ করা হইয়া থাকে, ইহাই বুঝা যাইতেছে। দ্বিজাতিদিগকে উপনয়নসংস্কারে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে হয়। দ্বিজাতিস্ত্রীকে যে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে হয় না, তাহার প্রমাণ—"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ। পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া"—মনু (বিবাহই স্ত্রীলোকদিগের উপনয়ন-সংস্কার, পতিগৃহে থাকিয়া পতিসেবা করাই তাহাদের গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন করা, এবং গৃহকার্য্যই তাহাদের সমিদ্ধোম)। এইরূপে-বিবাহকেই উপনয়নরূপে বিধান করায় তাহাদের পৃথক্ উপনয়নসংস্কার নাই

হরির লুট দেওয়া।

আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া, যাহার মানসিক, তাহার নামে সঙ্কল্প করিবে—"বিষ্ণুর্োঁতৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি (মুখ্য চান্দ্র মাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শ্রীহরিপ্রীতিকামঃ মানস-হরিপূজনমহং করিষ্যামি†।" পরে ভোগ দেওয়ার নিয়মে মিষ্টান্ন অর্চ্চনা ও নিবেদন করিবে, হরিধ্বনিপূর্ব্বক ৩ বার ছড়াইয়া দিবে, এবং "নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায়" ইত্যাদি (১২০ পৃঃ) মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

---

* ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্, বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ, সতশ্চ যোনি-মসতশ্চ বি বঃ ॥১॥ ওঁ ইদং বিষ্ণু র্বিচক্রমে, ত্রেধা নি দধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংসুলে (ঋগ্বেদে—পাংসুরে, যজুর্ব্বেদে—পাংশুসুরে) ॥২॥ ওঁ আ বো রাজান-মধ্বরস্য রুদ্রং, হোতারং সত্যযজং রোদস্যোঃ। অগ্নিং পুরা তনয়িত্নোরচিত্তা,-দ্ধিরণ্যরূপ-মবসে কৃণুধ্বং ॥৩

† নিজের জন্য কর্ত্তব্য হইলে "অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ" বলিতে হইবে না এবং "করিষ্যামি" স্থলে "করিষ্যে" বলিবে।

স্বস্ত্যয়ন। *

(রোগাদির প্রতিকারার্থে করিতে হয়)

তুলসী দেওয়া।

আচমন, বিষ্ণুস্মরণ এবং গন্ধাদির ও নারায়ণাদির অর্চ্চনা (৮৯ পৃঃ) করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—কোশার জলে কুশ, তিল, হরীতকী দিয়া ঐ জল বামহস্ত-সংযুক্ত দক্ষিণহস্তের মধ্যমা দ্বারা (নখ না ঠেকে) অথবা কুশ দ্বারা স্পর্শ করিয়া, "বিষ্ণুর্ওঁ তৎ সৎ অদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা† অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ † শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিপূর্ব্বক-সর্ব্বাপচ্ছান্তিকামঃ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতিমন্ত্রেণ প্রত্যেকপঠিতেন অষ্টাবিংশতি-(অষ্টোত্তরশত)-সংখ্যক-সচন্দন-তুলসীপত্রাণামেকৈকেন হরিপূজন-কর্ম্মাহং করিষ্যামি।"

পরে সামান্যার্ঘ্য (৮৯ পৃঃ) বা জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি (৯০ পৃঃ) ও গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া (৯১ পৃঃ) বিষ্ণুকে ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে পূজা করিবে (৩৫০ পৃ)। তার পর তুলসীপত্রগুলি গণিয়া চন্দনে ডুবাইয়া একটি পাত্রে সাজাইয়া, অর্চ্চনা (৮৯ পৃ) করিয়া তত্ত্বমুদ্রা (১৮ পৃঃ) দ্বারা এক-একটি ধরিয়া "এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা" বলিয়া শালগ্রামের উপর দিবে। (পূর্ব্বপ্রদত্ত তুলসী সরাইয়া হস্তপ্রক্ষালনপূর্ব্বক অপর তুলসী দিতে হয়) তার পর মূলমন্ত্র জপ ও প্রণাম করিয়া, দক্ষিণা দিবে। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণার দ্রব্যটি অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে (সঙ্কল্পের ন্যায়) জলস্পর্শপূর্ব্বক, "বিষ্ণুর্ওঁ তৎ সৎ .... সর্ব্বাপচ্ছান্তিকামনয়া কৃতৈতৎস্বস্ত্যয়নকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় দদানি" বলিয়া দক্ষিণাদ্রব্যে জল-প্রোক্ষণ করিবে।

---

* স্বস্তি—মঙ্গল, অয়ন—প্রাপ্তি। † হরির লুটের ন্যায়।

তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "কৃতৈতৎ-স্বস্ত্যয়ন-কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিবে। পরে বৈগুণ্যসমাধান করিবে (৫০ পৃঃ)।

পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন।

(সাংঘাতিক রোগাদি উপস্থিত হইলে কর্ত্তব্য।)

(১ম) ১০০০ তুলসীপত্রদান, (২য়) ১০০০ দুর্গানাম জপ, (৩য়) ১০০০ মধুসূদন-নাম-জপ, (৪র্থ) ৪টি পার্থিব-শিবলিঙ্গ-পূজা, (৫ম) ৫ রূপ চণ্ডীপাঠ—এই পাঁচপ্রকার কার্য্যকে পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন বলে।

প্রথমে নারায়ণাদির অর্চ্চনা করিয়া স্বস্তিবাচন করিবে, যথা—ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়নকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু (প্রতিবাক্য—ওঁ পুণ্যাহং—৩ বার)।.. ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু (৩বার)। (ওঁ স্বস্তি—৩ বার)। ..ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু—৩ বার। (ওঁ ঋধ্যতাং—৩ বার। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ওঁ বলিতে হয় না। শূদ্রের পক্ষে কেবল স্বস্তি—৩বার (ওঁ নহে এবং পুণ্যাহং ও ঋদ্ধিং নহে, প্রতিবাক্যেও ওঁ বিহীন স্বস্তি—৩ বার।* সঙ্কল্প—(১ম) বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ জীবদেতৎ-স্থূলশরীরাবিরোধেন সর্ব্বরোগ-প্রশমনপূর্ব্বক-শতায়ুষ্ট্বকামঃ † নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনেস্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকপঠিতেন সহস্রসংখ্যক-সচন্দন-তুলসীপত্রাণামেকৈকেন হরিপূজন-মহং করিষ্যামি। (২য়)... সহস্রকৃত্বঃ দুর্গেতিদ্ব্যক্ষর-নামোচ্চারণ-মহং করিষ্যামি। (৩য়)...সহস্রকৃত্বঃ মধুসূদনেতি-পঞ্চাক্ষর-নামোচ্চারণ-মহং করিষ্যামি। (৪র্থ)...পার্থিব-

---

* অর্চ্চিতা ব্রাহ্মণাঃ সম্যগ গন্ধমাল্যৈঃ সদক্ষিণৈঃ। তিষ্ঠেয়ুঃ প্রাঙ্মুখা যুগ্মা বস্তারো দর্ভপাণয়ঃ। তিষ্ঠেদ্ বাচয়িতা তেষাং দক্ষিণস্যামুদঙ্মুখঃ। পুণ্যাহং স্বস্তি ঋদ্ধিঞ্চ ভবৎ-পূর্ব্বং ব্রুবন্ত্বিতি প্রণবাদ্যং ত্রিরাচষ্টে, ভবদাদি বিনা পরে। পুণ্যাহাদেস্ত্রিরভ্যাসো মন্ত্রমধ্যোচ্চনিস্বনৈঃ। প্রাবয়েরগ্রিমং সর্ব্বে যথাগমপরম্পরম্। প্রত্যুক্তিবিষয়ে তেষাং স্তোমে ঋধ্যতামিতি॥"—কুমারিলভট্ট।

† জীবনবিশিষ্ট এই রক্তমাংসাদিনির্ম্মিত স্থূলদেহের হানি বিনা সমস্ত রোগের শান্তি-পূর্ব্বক শতায়ুঃ-প্রাপ্তি কামনা করিয়া। ত্রিপাদ্ পুরুষদোষ-শান্ত্যর্থে—অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য

শিবলিঙ্গ-পূজনমহং করিষ্যামি *। (৫ম)…শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষি-বেদব্যাস প্রোক্ত-জয়াখ্য-মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় ইত্যাদি-সাবর্ণিভর্ত্তা মনুরিত্যন্ত-দেবীমাহাত্ম্যস্য পঞ্চকৃত্বঃ পাঠকর্ম্মাহং করিষ্যামি। পরে গণেশাদি পঞ্চদেবতা এবং উক্ত বিষ্ণু প্রভৃতি পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া সঙ্কল্পিত কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ দক্ষিণা-দান, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিবে। শিবপূজান্তে "মহিম্নঃস্তব" পাঠ (৪র্থ খণ্ডে আছে) কর্ত্তব্য।

আপদুদ্ধার।

আপদুদ্ধারার্থে সঙ্কল্পপূর্ব্বক বটুকভৈরবস্তব, দুর্গাষ্টক ও সঙ্কটাস্তব (স্তবমালায় আছে) পাঠ করিয়া দক্ষিণাদানাদি কর্ত্তব্য।

বিবাদে জয়লাভ।

মোকর্দ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত হইলে বগলামুখীস্তব পাঠ কর্ত্তব্য।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীবগলামুখীস্তবপাঠকর্ম্মণি ইত্যাদি বলিয়া স্বস্তি-বাচন করিয়া, সঙ্কল্প করিবে। যথা—বিষ্ণুরোঁতৎসদদ্য…শ্রীঅমুকদেব-শর্ম্মা বিপক্ষেণ সহ বিবাদে জয়লাভকামঃ রুদ্রযামলোক্তশ্রীবগলামুখীস্তব-পাঠকর্ম্মাহং করিষ্যে। পরে বগলামুখীর পূজা করিয়া স্তবপাঠপূর্ব্বক * দক্ষিণা দিবে। বগলামুখীর পূজায় পীতপুষ্প (হলুদে ফুল) প্রশস্ত।

অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকবারামুকনক্ষত্রাধিকরণক-(অমুকাতিথ্যমুকনক্ষত্রাধিকরণক) মরণজন্য-.র্ব্বানিষ্ট-প্রশমনকামঃ। (বারে একপাদ দোষ—তজ্জন্য ✓১ ধান্য উৎসর্গ এবং ১০৮ তুলসী-দান; তিথিতেও একপাদ্ দোষ—তজ্জন্য ✓১ তণ্ডুল উৎসর্গ ও ১০৮ তুলসীদান; নক্ষত্রে দ্বিপাদ্ দোষ—তজ্জন্য ✓১ ধান্য ও ১রতি স্বর্ণ উৎসর্গ ও ১০৮ তুলসীদান; চতুষ্পাদ্দোষে ত্রিপুষ্করশান্ত্যর্থ গ্রহপূজা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ ত্রিপাদ্দোষেও গ্রহপূজার ব্যবস্থা দেন।

* একটির সঙ্কল্পে ৪টির পূজা করিতে হয়।

সূর্য্যার্ঘ্য।

কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভের কামনায় সূর্য্যার্ঘ্য দিবার বিধি আছে। উহা শুক্লপক্ষে, রবিবারে ও সপ্তমী তিথিতেই প্রশস্ত। পূর্ব্ব-দিন নিরামিষাশী থাকিয়া, কর্ম্মের দিন প্রাতঃস্নানাদি ও প্রাতঃসন্ধ্যান্ত কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক, গঙ্গাদির অর্চ্চনা ও নারায়ণাদির অর্চ্চনা (৮৯ পৃঃ) করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র (৯৮ পৃঃ) পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—বিষ্ণুর্ব্বোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণঃ) গোচরবিলগ্নাদি-যথাস্থানাবস্থিতাবলোকক-রব্যাদি নবগ্রহ-সংসূচিত-সংসূচ্যমান-সংসূচয়িষ্যমাণ-সর্ব্বারিষ্ট-প্রশমনপূর্ব্বক-জীবদেতৎ-স্থূল শরীরাবচ্ছেদোৎপন্ন সর্ব্বরোগাণাং ঝটিতিপ্রশমনকামঃ * ওঁ হংসায় নম ইত্যাদি-সপ্ততিসংখ্যকমন্ত্রৈঃ শ্রীসূর্য্যার্ঘ্যদানমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।

উঠানে, চতুর্দ্দিকে ও উর্দ্ধে একহস্তপরিমাণ একটি খাত করিয়া তাহার কিয়দংশ জলে পূর্ণ করিবে (ঐ খাত এরূপ স্থানে করিতে হইবে, তাহাতে যেন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে)। পরে জলশুদ্ধি (৮৯ পৃঃ) হইতে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা পর্য্যন্ত (৮২ পৃঃ) করিয়া, ঐ খাতের জলে ষোড়শোপচারে সূর্য্যের পূজা করিবে। তৎপরে পঞ্চোপচারে অথবা কেবল গন্ধপুষ্পে নিম্নলিখিত হংসাদি প্রত্যেক নামে পূজা করিয়া, তাম্রপাত্রে অর্ঘ্য সাজাইয়া, উহা অর্চ্চনা করিয়া (অর্চ্চনার সময়—এতৎ-সম্প্রদানায় ওঁ হংসায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে প্রত্যেক বারে এক-একটি নাম বলিতে হইবে), অর্ঘ্যপাত্রটি মস্তকের নিকট দুই হাতে ধরিয়া, খাত-প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া, সূর্য্যের দিকে চাহিয়া,

* গোচর লগ্ন প্রভৃতি স্থানে যাহাদের স্থিতি বা দৃষ্টি আছে এরূপ আদিত্যাদি নবগ্রহ হইতে যাহা যাহা কলিয়াছে, কলিতেছে ও কলিবে, সেই সমস্ত অনিষ্টের শান্তিপূর্ব্বক জীবনবিশিষ্ট এই স্থূল শরীরাধারে যে সকল রোগ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের শীঘ্র শান্তি কামনা করিয়া।

ইদমর্ঘ্যং (যজুর্ব্বেদীর পক্ষে—এষোঽর্ঘঃ) ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ইত্যাদি মন্ত্র (২৯২ পৃঃ) পাঠ করিয়া, "ওঁ হংসায় নমঃ" বলিয়া খাতে ঢালিয়া দিবে। পরে "ওঁ জবাকুসুম" ইত্যাদি মন্ত্রে (২৯২ পৃঃ) প্রণাম করিবে। পুনর্ব্বার অর্ঘ্য সাজাইয়া পূর্ব্বোক্তবিধানে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় নামের উল্লেখে অর্চ্চনা, প্রদক্ষিণ, অর্ঘ্যপ্রদান ও প্রণাম করিবে। এই-রূপে ৭০টি অর্ঘ্য দিতে হইবে। (অর্ঘ্যে জবা করবী প্রভৃতি রক্তপুষ্প, রক্তচন্দন, দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল ও জল দিবে)। হংসাদি ৭০টি নাম যথা—

ওঁ হংসায় নমঃ। ১। ওঁ ভানবে নমঃ। ২। এইরূপ সহস্রাংশবে। ৩। তপনায়। ৪। তাপনায়। ৫। রবয়ে। ৬। বিকর্ত্তনায়। ৭। বিবস্বতে। ৮। বিশ্বকর্ম্মণে। ৯। বিভাবসবে। ১০। বিশ্বমুখায়। ১১। বিশ্বকর্ত্রে। ১২। মার্ত্তণ্ডায়। ১৩। মিহিরায়। ১৪। অংশুমতে। ১৫। আদিত্যায়। ১৬। উষ্ণগবে। ১৭। সূর্য্যায়। ১৮। অর্য্যম্ণে। ১৯। ব্রধ্নায়। ২০। দিবাকরায়। ২১। দ্বাদশাত্মনে। ২২। সপ্তহয়ায়। ২৩। ভাস্করায়। ২৪। অহস্করায়। ২৫। খগায়। ২৬। সূরায়। ২৭। প্রভাকরায়। ২৮। শ্রীমতে। ২৯। লোকচক্ষুষে। ৩০। গ্রহেশ্বরায়। ৩১। ত্রিলোকেশায়। ৩২। লোকসাক্ষিণে। ৩৩। তমোঽরয়ে। ৩৪ শাশ্বতায়। ৩৫। শুচয়ে। ৩৬। গভস্তিহস্তায়। ৩৭। তীব্রাংশবে। ৩৮। তরণয়ে। ৩৯। সুমহোঽরণয়ে। ৪০। দ্যুমণয়ে। ৪১। হরিদশ্বায়। ৪২। অর্কায়। ৪৩। ভানুমতে। ৪৪। ভয়নাশায়। ৪৫। ছন্দোঽশ্বায়। ৪৬। বেদবেদ্যায়। ৪৭। ভাস্বতে। ৪৮। পূষ্ণে। ৪৯। বৃষাকপয়ে। ৫০। একচক্ররথায়। ৫১। মিত্রায়। ৫২। মান্দ্যাহরায়। ৫৩। তমিস্রঘ্নে। ৫৪। দৈত্যঘ্নায়। ৫৫। পাপহর্ত্রে। ৫৬। ধর্ম্মায়। ৫৭। ধর্ম্মপ্রকাশকায়। ৫৮। হেলিকায়। ৫৯। চিত্রভানবে। ৬০। কলিঘ্নায়। ৬১। তার্ক্ষ্যবাহনায়। ৬২। দিক্‌পতয়ে। ৬৩। পদ্মিনীনাথায়। ৬৪। কুশেশয়করায়। ৬৫। হরয়ে। ৬৬। ঘর্ম্মরশ্ময়ে। ৬৭। দুর্নিরীক্ষ্যায়। ৬৮। চণ্ডাংশবে। ৬৯। কশ্যপাত্মজায়। ৭০।

(ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্যঃ) জপ, জপসমর্পণ, দক্ষিণাদান, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিবে। এবং রোগীকে শান্তি-জল দিবে।

পঞ্চগব্য

শালগ্রামশিলাদি পূজাধারে স্পর্শদোষ ঘটিলে পঞ্চগব্যে স্নান করাইতে হয়। এবং প্রথম রজস্বলা স্ত্রীর গর্ভাধান-সংস্কার না হইলে তাহাকে পঞ্চগব্য পান করাইতে হয়। এইরূপ অনেক কার্য্যে পঞ্চগব্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। গোমূত্র, গোময়, গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি, গব্য ঘৃত—এই পাঁচ দ্রব্যকে পঞ্চগব্য বলে। গোমূত্র ৪ তোলা, গোময় ২ তোলা, দুগ্ধ ৪ তোলা, দধি এক কোষ, ঘৃত ৪ তোলা, অথবা সমস্তই সমভাগে লইয়া পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে রাখিয়া প্রত্যেক দ্রব্য ধরিয়া এক-একটি মন্ত্র পাঠ করিবে, তৎপরে তাহাতে কুশের জল দিয়া গায়ত্রীপাঠ-পূর্ব্বক পাত্রান্তরে সমস্ত দ্রব্য একত্র করিবে।

সামবেদীর পঞ্চগব্য-শোধন মন্ত্র।

(গোমূত্র) গায়ত্রী ॥ ১ ॥ (গোময়) ওঁ গাবশ্চিদ্‌ঘা সমন্যবঃ, সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ ॥ ২ ॥ (দুগ্ধ) ওঁ গব্যো ষু ণো যথা পুরা, শ্বয়োত রথয়া। বরিবস্যা মহোনাং ॥ ৩ ॥ ওঁ

হে বৎসাঃ, সমন্যবঃ (সমানতেজস্কাঃ সমানক্রোধা বা) মরুতঃ (বায়বঃ) গাবঃ চিৎ (গাবশ্চ যুষ্মন্মাতৃভূতাঃ) সজাত্যেন (সমানজাতীয়ত্বেন) সবন্ধবঃ (সমানবন্ধকাঃ সত্যঃ) ককুভঃ (দিশঃ, প্রাচ্যাদিদিগ ভাগান্ প্রাপ্য) মিথঃ (পরস্পরং) রিহতে (লিহন্তি)। [ঘ ইতি পাদপূরণে "ঋচি-তু-নু-ঘ-মক্ষু" ইত্যাদিনা দীর্ঘঃ]। •। হে বৎসগণ সমানতেজা বায়ুগণ ও গো সকল সমানজাতীয় বলিয়া সমান বন্ধু হইয়া, পরস্পর দিক্ সকলকে চাটিতেছে (অর্থাৎ বায়ু যেরূপ সকল দিকে বিচরণ করে, গো সকলও সেইরূপ সকল দিকে বিচরণ করিয়া থাকে)।২

উ ইতি পাদপূরণে। হে ইন্দ্র, নঃ (অস্মাকং) গব্যা (গবাম্ ইচ্ছয়া, অস্মভ্যং গাং দাতুমিত্যর্থঃ) যথা পুরা (পূর্ব্বম্ অস্মৎসম্বন্ধিনি যাগে বরিবস্তসি স্ম তদ্বৎ অদ্যাপি গোপ্রদানায়) সু (সুষ্ঠু) বরিবস্ত (পরিচর, আগচ্ছ ইত্যর্থঃ)। (ন কেবলং গবেচ্ছয়া, কিন্তু) অশ্বয়া (অশ্বপ্রদানেচ্ছয়া) উত (অপিচ) রথয়া (রথপ্রদানেচ্ছয়া), মহোনাং (ধনানাং—দানায়েতি শেষঃ)। [গব্যা অশ্বয়া রথয়া—"ছন্দসি পরেচ্ছায়ামপি ক্যজ্ প্রত্যয়াঃ" ইতি ক্যচ্ . "ন ছন্দস্যপুত্রস্য" ইতি ক্যচি [illegible] ঈত্বদীর্ঘৌ ন. "সুপাং সুলুক্"

দধিক্রাবণো অকারিষ, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ৪ ॥ (ঘৃত) ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্ব্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা ॥ ৫ ॥ (কুশোদক) ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনো-র্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্ণামি ॥ ৬ ॥ (একীকরণ) গায়ত্রী।

ঋগ্বেদীয় পঞ্চগব্য-শোধন মন্ত্র।

(গোমূত্র) গায়ত্রী ॥ ১ ॥ (গোময়) ওঁ গাবশ্চিদ্‌ঘা সমন্যবঃ, সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ ॥ ২ ॥ (দুগ্ধ) ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং, রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আ গহি, তং মা সং সৃজ বর্চ্চসা ॥ ৩ ॥ (দধি) ওঁ উদ্‌ বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ, সমগ্নিমিন্ধ্বং

ইত্যাদিনা পূর্ব্বসবর্ণঃ। গব্যা ইত্যত্র নঃ হাত ছেদঃ, "সুপঃ" হাত বত্বম্, "নশ্চ ধাতুস্থোরুষুভ্যঃ ইতি ণত্বম্। বরিবস্যা—"অন্যেষামপি দৃশ্যতে" ইতি দীর্ঘঃ]।০। হে ইন্দ্র, তুমি পূর্ব্বে যেমন আমাদের গোলাভের ইচ্ছায় গরু দিতে, অশ্বলাভের ইচ্ছায় অশ্ব দিতে রথলাভের ইচ্ছায় রথ দিতে, এবং ধনলাভের ইচ্ছায় ধন দিতে, এখনও সেইরূপ কর।৩

দধিক্রাবণঃ (দধিপ্রিয়স্য কস্যচিৎ দেবস্য—স্তুতিম্) অকারিষম্ (করবাণি)। কীদৃশস্য? জিষ্ণোঃ (জয়শীলস্য), অশ্বস্য (ব্যাপকস্য), বাজিনঃ (বেগবতঃ)। (স দেবঃ) নঃ (অস্মাক) মুখা মুখানি, চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি) সুরভি (সুরভীণি) করৎ (করোতু)। নঃ (অস্মাকম্) আয়ূংষি প্রতারিষৎ (প্রবর্দ্ধয়তু)। [দধিক্রাবণঃ—দধি ক্রামতি ব্যাপ্নোতীতি ক্রমধাতোর্ব্বনিপ্, "বিড়্‌বনোরনুনাসিকস্যাৎ" ইতি ম স্থানে আকারঃ। অকারিষম্—লেটি রূপম্। সুরভি— 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদিনা বিভক্তিলুক্। মুখা—"শেশ্ছন্দসি বহুলম্" ইতি শিলোপঃ। তারিষৎ—লেটি রূপম্]।০। আমরা জয়শীল সর্ব্বব্যাপী বেগবান্ দধিক্রাবা দেবের স্তব করি। তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে সৎপথে প্রবৃত্ত করুন এবং আমাদের আয়ু প্রবর্দ্ধিত করুন।৪

দ্যাবাপৃথিবী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) ঘৃতবতী (দীপ্তিমত্যৌ উদকবত্যৌ বা ভবতঃ)। ভুবনানাং (ভূতানাম্) অভিশ্রিয়া (অভিশ্রয়ণীয়ে ভবতঃ)। তথা উর্ব্বী (বিস্তীর্ণে), পৃথ্বী (বহুকার্য্যরূপেণ প্রথিতে), মধুদুঘে (মধুনঃ উদকস্য বা দোগ্ধ্র্যৌ), সুপেশসা (সুরূপে), বরুণস্য (সর্ব্বনিয়ামকস্য দেবস্য) ধর্ম্মণা (ধারণেন) বিষ্কভিতে (পৃথক্ ধারিতে), অজরে (নিত্যে), ভূরিরেতসা (বহুরেতস্কে বহুকার্য্যে বা ভবতঃ)। 'দ্যাবাপৃথিবী ইত্যাদৌ বা ছন্দসি" ইতি "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিনা পূর্ব্বসবর্ণাদি] ।০। স্বর্গ ও পৃথিবী ঘৃতযুক্তা হউক, তাহারা সর্ব্বভূতের আশ্রয়ণীয়া, বিস্তীর্ণা, বিখ্যাতা, মধুক্ষরণকারিণী, সুরূপা, বরুণের ধারণ পৃথক্‌রূপে ধারিতা, নিত্যা এবং বহুকার্য্যসম্পাদিনী।৫

(হে কুশোদক) সবিতুঃ দেবস্য প্রসবে (প্রেরণে সতি) ত্বা (ত্বাং) গৃহ্ণামি। কাভ্যাম্? অশ্বিনোঃ বাহুভ্যাং, পূষ্ণঃ হস্তাভ্যাং চ।০। সূর্য্যদেবের আদেশে আমি তোমাকে অশ্বিনীকুমারের বাহু দ্বারা ও পূষা দেবের হস্ত দ্বারা গ্রহণ করি।৬

বহব: সনীড়াঃ। দধিক্রামগ্নি-মুষসঞ্চ দেবী,-মিন্দ্রাবতোঽবসে নি হ্বয়ে বঃ ॥ ৪ ॥ (ঘৃত) ওঁ অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা, ঘৃতং ম চক্ষু-রমৃতং ম আসন্। অর্ক স্ত্রিধাতূ রজসো বিমানো,-ঽজস্রো ঘর্মো হবিরস্মি নাম ॥ ৫ ॥ (কুশোদক) ওঁ যোগেযোগে তবস্তরং, বাজেবাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ৬ ॥ (একীকরণ) গায়ত্রী।

যজুর্ব্বেদীয় পঞ্চগব্য-শোধন মন্ত্র।

(গোমূত্র) গায়ত্রী ॥ ১ ॥ (গোময়) ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং,

হে সখায়ঃ (সখিভূতা ঋত্বিজঃ) সমনসঃ (সমানমনস্কাঃ, অন্যোন্যং কল্যাণবুদ্ধয়ঃ যূয়ম্) উৎ (উৎকৃষ্টং) দেবম (জানীধ্বম্) অগ্নিং সম্ ইন্ধ্‌ (সম্যক দীপয়ধ্বম্)। হবঃ (অনেকে যূয়ং) সনীড়াঃ (সমাননিবাসাঃ, একস্থানে শালায়াং নিবসত)। অহং চ দধিক্রাম্ (একত্রামকং দেবম্) অগ্নিম্, উষসং চ দেবীম্ (এতান্ ত্রীন্ দেবান্) ইন্দ্রাবতঃ (ইন্দ্রেণ যুক্তান্) বঃ যুষ্মান্) অবসে অস্মাকং রক্ষণায় (নিতরাং) হ্বয়ে (আহ্বয়ামি) দধিক্রাম্—ক্রমবাতোর্বিচ্। ৹। তোমরা সকলে একমন, একপ্রাণ ও একস্থানী হইয়া অবগত হও, অগ্নিকে প্রদীপ্ত কর। আমি দধিক্রানামক দেবকে, অগ্নিকে এবং উষাদেবীকে ইন্দ্রের সহিত, আমাদের রক্ষার জন্য, আহ্বান করি। ৪

জন্মনা (উৎপত্ত্যা এব অহম্) অগ্নি অস্মি (অগ্নিরূপো ভবামি)। নাম (নাম) হবিঃ (চরুপুরোডাশাদিকম অপি) অহম অস্মি। কীদৃশঃ অহম্? জাতবেদাঃ (জাতং জাতং বিন্দতে ইতি জাতবেদাঃ, উৎপন্নস্য সর্ব্বস্য স্বামী ইত্যর্থঃ)। অর্কঃ (অর্চনীয়ঃ যজ্ঞোঽর্হপি) অহমেব। ত্রিধাতু (ত্রয়ো ধাতবঃ ঋগ যজুঃসামলক্ষণা যস্য সঃ)। রজসো বিমানঃ (রজঃ উদকং তস্য নির্ম্মাতা)। অজস্রঃ (ন জসতি ক্ষীয়তে ইতি অজস্রঃ, অনুপক্ষীণঃ)। ঘর্ম্মঃ (জিঘর্ত্তি ইতি ঘর্ম্মঃ দীপ্তঃ আদিত্যরূপঃ)। এতাদৃশঃ অগ্নিঃ অহং যতঃ, অত ঘৃত মে (মম) চক্ষুঃ (নেত্রম্, ঘৃতহোমিনং পশ্যামি ইতি ভাবঃ)। অমৃতং (হবিঃ) মে (মম) আসন্ (আস্যে, মুখে, মন্মুখে হবিস্তৃপ্তং অমৃতং করোমীতি ভাবঃ)। [আসন—"পদ্দন্" ইত্যাদিনা আস্যশব্দস্থানে আসন্ আদেশঃ, "সুপাং সুলুক ইত্যাদিনা সপ্তম্যাঃ লুক]। ৹। আমি জন্ম দ্বারা অর্থাৎ জন্মলাভ করিয়াই অগ্নি হইয়াছি, অতএব আমি সর্ব্বজ্ঞ, ঘৃত আমার চক্ষু, আমার মুখে অমৃত আছে, আমি অর্চনীয়, তিন বেদ আমার ধাতু, আমি জলের সৃষ্টিকর্ত্তা, ক্ষয়হীন, দীপ্তিশালী এবং আহুতিদানের দ্রব্য। ৫

যোগে যোগে (প্রবেশে প্রবেশে তত্তৎকর্ম্মোপক্রমে) বাজে বাজে (কর্ম্মবিঘাতিভি তত্তৎসংগ্রামে, তবস্তরম্ (অতিশয়েন বলিনম্ ইন্দ্রম্) উতয়ে (রক্ষার্থং) সখায়ঃ (সখিবৎ প্রিয়া বয়ং) হবামহে (আহ্বয়ামঃ)। [তবস্তরম্—তবস্‌শব্দাৎ মত্বর্থীয়ো বিনিঃ, তস্য ছান্দসো লোপঃ। ৹। আমরা ইন্দ্রের উপাসক। আমাদের রক্ষার জন্য, প্রতিকর্ম্মারম্ভে ও প্রতিসংগ্রামে অতি বলশালী ইন্দ্রকে আহ্বান করি। ৬

গন্ধঃ (ঘ্রাণগ্রাহ্যো গুণঃ) দ্বারং (লক্ষণং) যস্যাঃ তাং গন্ধদ্বারাং, দুরাধর্ষাং (কেনাপি ধর্ষয়িতুম্ অশক্যাং), নিত্যপুষ্টাং (নিত্যং নিরন্তরং শস্যাদিভিঃ পুষ্টাং সমৃদ্ধাং)

নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং, তামিহোপ হ্বয়ে শ্রিয়ং ॥২॥ (দুগ্ধ) ওঁ আ প্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যং। ভবা বাজস্য সঙ্গথে ॥ ৩॥ (দধি) ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ৪ ॥ (ঘৃত) ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধাম নামাসি। প্রিয়ং দেবানা-মনাধৃষ্টং দেবযজনং ॥ ৫ ॥ (কুশোদক) ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনো-র্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে ॥ ৬ ॥ (একীকরণ) গায়ত্রী।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কার্য্যে সর্ব্বত্রই যজুর্ব্বেদের মন্ত্র পাঠ্য।

গর্ভিণীর পঞ্চগব্য-প্রাশনের মন্ত্র।

ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবা-বা ধত্তাং পুষ্করস্রজা ॥ ১
(সামবেদীর—পুষ্করস্রজৌ)

করীষিণীং (করীষঃ শুষ্কগোময়াদিঃ তদ্বতীং, গবাশ্বাদি বহুপশু-সমৃদ্ধামিতি যাবৎ), সর্ব্ব-ভূতানাং (সর্ব্বপ্রাণিনাম্) ঈশ্বরীম্ (অধিষ্ঠাত্রীম্, আধারভূতাং বা) তাং শ্রিয়ম্ ইহ (অস্মিন্ কর্ম্মণি) উপহ্বয়ে (অস্মাকং সমীপং প্রতি আহ্বয়ামি)।•। সৌরভ যাঁহার চিহ্ন, যাঁহাকে কেহ পরাভব করিতে পারে না, যিনি সর্ব্বদা শস্যসম্পত্তিশালিনী ও গবাশ্বাদি-বহুপশু-সমাকীর্ণা, এবং যিনি সর্ব্বপ্রাণীর অধিষ্ঠাত্রী, সেই লক্ষ্মীকে এই স্থানে আহ্বান করি।২

হে সোম, ত্বম্ আপ্যায়স্ব (বর্দ্ধস্ব)। তে (তব) বৃষ্ণ্যং (বীর্য্যং, সামর্থ্যং) বিশ্বতঃ (সর্ব্বতঃ) সমেতু (সংগচ্ছতাং, ত্বয়া সংযুক্তং ভবতু)। এবম্ভূতঃ ত্বং বাজস্য (অন্নস্য) সংগথে (সংগমনে) ভব (অস্মাকম্ অন্নপ্রদো ভব ইত্যর্থঃ)। [বৃষ্ণ্যম্—বৃষ সেচনে কনিন্=বৃষন্, বৃষ্ণি ভবং বৃষ্ণ্যং "ভবে চ্ছন্দসি" ইতি যৎ, "অন্যে-ষামপি দৃশ্যতে" ইতি দীর্ঘঃ। সংগথে—সম্পূর্ব্বাৎ গমধাতোঃ বহুলবচনাৎ ঔণাদিকঃ থক্]।•। হে সোম, তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। তোমার তেজ তোমার সর্ব্বাংশে সম্মিলিত হউক, এবং তুমি আমাদের অন্নপ্রদ হও।৩

হে সিনীবালি দেবি, ইহার গর্ভ আধান কর; হে সরস্বতি দেবি, ইহার গর্ভ আধান কর। (হে বধূ) পদ্মমালী অশ্বিনীকুমার-নামক দুই দেব তোমার গর্ভ আধান করুন। [পুষ্করস্রজা—"সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিনা আকারঃ]।১

পঞ্চামৃত।

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা(চিনি),—এই পাঁচ দ্রব্যকে পঞ্চামৃত বলে। স্বস্ববেদোক্ত পঞ্চগব্যের মন্ত্রে দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত এবং সহস্রশীর্ষা (৩৩১ পৃঃ) মন্ত্রে শর্করা সংশোধন করিবে। মধু ধরিয়া সকলেই "মধু বাতা" ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে গায়ত্রীপাঠপূর্ব্বক একীকৃত করিবে। ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥ ওঁ মধু নক্ত-মুতোষসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ ওঁ মধুমান্নো বনস্পতি-র্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥ ১

গর্ভবতীকে পঞ্চামৃত খাওয়াইবার মন্ত্র।

ওঁ পিব পঞ্চামৃতং দেবি যতস্তং গর্ভধারিণী।
দীর্ঘায়ুষং বংশধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে॥ ২

সংক্ষেপ আহ্নিক।

(অবশ্যকর্ত্তব্য)

ব্রাহ্মণের—শৌচ ও দন্তধাবন। স্নান। তর্পণ। বৈদিক সন্ধ্যা। শিবপূজা। বিষ্ণুপূজা। ভোগ দেওয়া। হরির লুট দেওয়া। দীক্ষা হইলে অতিরিক্ত তান্ত্রিক সন্ধ্যা। ইষ্টপূজা।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের—বিষ্ণুপূজা, ভোগ দেওয়া ও হরির লুট দেওয়া ভিন্ন (৩৩০ পৃঃ * টী) উক্ত সমস্ত কার্য্য।

স্ত্রী ও শূদ্রের -বৈদিক সন্ধ্যা, বিষ্ণুপূজা, ভোগ দেওয়া ও হরির লুট দেওয়া ভিন্ন উক্ত সমস্ত কার্য্য।

---

* ব্যাখ্যা।—দ্বিতীয় ভাগে দেখ। ১

হে সুব্রতে দেবি, যেহেতু তুমি গর্ভবতী হইয়াছ, সেইহেতু পঞ্চামৃত পান কর, এবং দীর্ঘায়ু ও বংশধর পুত্র প্রসব কর। ২

শুদ্ধিপত্র।

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ ও পতিত	সংশোধ্য ও সংযোজ্য
১৪	৩	পরে বাম হস্তে	পরে ডান হাত ধুইয়া বাম হস্তে
১৮	১৫	জলপান করিয়া	জলপান করিয়া (স্ত্রী ও শূদ্রে পৃষ্ঠে জলের ছিটা দিয়া)
২৬	৩	অগ্নিকোণ হইতে	আসন হইতে
২৬	৪	অগ্নিকোণে	ঈশানকোণে
৩১	৯	বা উত্তর মুখে	উত্তর মুখে বা ঈশানকোণাভি-মুখে
৮৫	৪	প্রসাদ	প্রাসাদ
১৯২	১	গিরিশং	গিরীশং
১৯৪	৮	দুর্গস্তবা	দুর্গাস্তব
২৪৬	২	বিপ্রার্ষ	বিপ্রর্ষে
২৭৪	৫	২৩ পৃঃ	২৩ ও ২৬৪ পৃঃ
২৮৫	১৪	সূর্য্যাচন্দ্রসৌ	সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ
২৮৯	৪	বেদযুতাং	বেদযুতাং
২৯৬	১৫	মস্থকন্দেভ্যঃ	মস্যাকন্দেভ্যঃ
২৯৭	২	ধয়ো	ধিয়ো
„	৮	মাম	গমাম
২৯৯	১১	ভিষ্কাৎ	ভীষ্কাৎ
„	„	ঽধ্যাজ্ঞায়ত	ঽধ্যাজ্ঞায়ত।
„	„	রাজ্ঞাজায়ঃ	রাজ্ঞ্যজ্ঞায়ত,
৩০০	১২	সূর্য্যাঘ	সূর্য্যার্ঘ্য
„	১৯	„	„
৩০১	১	নবেশয়	নিবেশয়
„	১১	উদুত্য	উদু ত্যং
৩০৪	৩	শংযু	শংযু
„	৭	ইতস্ত	ইত্যস্ত
„	৯	নমঃ ওষধীভ্যঃ	নম ওষধীভ্যঃ

যাঁহার উপর প্রুফ মিলাইবার ভার ছিল, তাঁহার অবহেলায় অশুদ্ধি-গুলি ঘটিয়াছে।—প্রকাশক

সূচীপত্র।

(বিষয় ও পৃষ্ঠাঙ্ক)

দ্রষ্টব্য—এই সংস্করণে কতিপয় অত্যাবশ্যক নূতন বিষয় সংযোজনে গ্রন্থের আকার বর্দ্ধিত হওয়ায় "সংক্ষেপ প্রতিমাপূজাবিধি" অগত্যা পরিত্যক্ত হইল। দ্বিতীয়ভাগে অর্থাৎ ৪র্থ ও ৫ম খণ্ডে (৩য় সংস্করণে) উহা প্রদত্ত হইতেছে।—প্রকাশক

আহ্নিককৃত্য সম্বন্ধে

বাদ-প্রতিবাদ *

(প্রতিবাদ

পৌরোহিত্য ও মন্ত্র।

(লেখক শ্রীকৈলাসচন্দ্র [illegible], ব্রাহ্মণসমাজ, অগ্রহায়ণ ১৩২৮)।

[illegible] হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা [illegible] ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। এই শৈথিল্যের কারণ-সম্বন্ধে ক্রিয়াকাণ্ডের অবজ্ঞাই প্রথম ও প্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে। পুরোহিতদর্পণাদি প্রচার হইবার ফলে পুরোহিতগণ আর কোনও পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন বোধ করেন না। কিন্তু দর্পণাদি পুস্তকে বেদমন্ত্রগুলি যে ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয়, গ্রন্থকার প্রায় অধিকাংশ স্থানেই অর্থানুসন্ধানের পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই। সমাজে বেদ-চর্চার অভাবে পুরোহিতাদিলিখিত পুস্তকে যেরূপ বিকৃত পাঠ লিখিত হইয়াছিল, তাহাই অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। সুখের বিষয়, এ সময়েও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় ভাষ্যাদি দর্শনে মন্ত্রের অর্থসঙ্গে পাঠ বিশুদ্ধ করিয়া প্রচার করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

শ্রীহট্ট বৈদিক-সমিতি ভাষ্য ও অনুবাদসহ ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধি প্রকাশ ও সমিতির শাখার বালকগণকে শিক্ষাদানের ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। সমিতির আদেশ শিরোধার্য্য ক্রমে এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ বেদের ভাষ্য, ব্রাহ্মণ উপনিষদ্ ও গৃহ্যসূত্র এবং প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকাদির আলোচনার ফলে শ্রীযুক্ত কবিরত্ন মহাশয়ের সংশোধিত পাঠগুলির প্রতি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিলে বোধ হয় যে, শাখাভেদে যে পাঠের এবং সন্ধিবিসন্ধির পার্থক্য আছে, তাহা তিনি

---

* সারসঙ্কলনপূর্ব্বক সংক্ষেপে লিখিত হইল।

[illegible] এ সম্বন্ধে অধ্যাপক মহাশয়গণের অভিমত প্রার্থনা করি। —

শ্রীব্রজেশ্বর শর্ম্মা, ৮০ নং মিশির পোখরা, কাশীধাম।

অনেক ক্ষেত্রেই অনুসন্ধান করেন নাই। নিম্নে দুই একটী স্থান মাত্র উল্লিখিত হইতেছে।

১। অঘমর্ষণ মন্ত্র—ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ ··মথো স্বঃ॥ উক্ত মন্ত্রে গ্রন্থকার "সমুদ্রো অর্ণবঃ" ইত্যাকার পাঠ লিখিয়াছেন, কিন্তু "সমুদ্রো-ঽর্ণবঃ" এইরূপ পাঠ আমরা সকলেই করিয়া থাকি। অনুসন্ধানে দেখি-তেছি -কবিরত্ন মহাশয় এইস্থানে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখীদের পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত মন্ত্রের অন্যান্য স্থানে আবার তৈত্তিরীয় মতের অনুসরণ করেন নাই। শুক্লযজুর্ব্বেদের কাণ্বশাখীয এবং অন্যান্য বেদের পাঠ আমাদের চিরাভ্যস্ত "সমুদ্রোঽর্ণবঃ" ইত্যাকারেই হইবে। মহা-মহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র দ্বৈতনির্ণয়ে ইহা স্পষ্টরূপেই লিখিয়াছেন। যথা—"সমুদ্রোঽর্ণব ইতি অকারোঽভিন্নঃ, অকল্পযদিত্যত্র চ্ছেদঃ। তৈত্তি রীয়কে চ হ্রস্বো রাশিশব্দঃ, সমুদ্রো অর্ণব ইতি অকারপ্রশ্লেষঃ। অকল্পয়দ্দিব-মিত্যত্র সন্ধিঃ।" এই মীমাংসা স্বীকৃত হইলে আমাদের চিরাভ্যস্ত পাঠই সমীচীন হইতেছে। কবিরত্ন মহাশয়ের সংশোধিত পাঠ সম্পূর্ণ কোনও এক শাখার মতেরই অনুকূল নহে, কোনও অংশ তৈত্তিরীয় শাখীর আর কোনও অংশ অন্যান্য শাখীদের মতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কাজেই এইরূপ পাঠে সকলেরই কর্ম্ম পণ্ড হইবার কথা।

২। কবিরত্ন মহাশয় প্রাতরাচমন মন্ত্রে "যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং" স্থলে তিন বেদেই অকার্ষং স্থানে অকারিষং পাঠ লিখিয়াছেন, এবং তাহার অনুকূলে টীকা লিখিয়া প্রমাণ করিতেছেন—বেদে অকার্ষং স্থলে অকারিষং হইয়া থাকে, যেহেতু তৈত্তিরীয় আরণ্যকে "পাপমকারিষং"ই লিখিত আছে। এ স্থলেও কবিরত্ন মহাশয় শাখাভেদে পাঠভেদের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যক কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়—তৈত্তিরীয় শাখীদের উপজীব্য। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে যে পাঠ লিখিত থাকে, তাহাই যে সর্ব্ববেদে ও সর্ব্ব শাখায় থাকিবে, এরূপ কোনও প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই।

ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন গৃহ্যপরিশিষ্টে, উক্ত বেদীয় আহ্নিকচন্দ্রিকায়, শুক্লযজুর্ব্বেদীয় (মহামহোপাধ্যায় শ্রীদত্তবাচস্পতি কৃত) অতিপ্রাচীন হস্তলিখিত আচারাদর্শে, ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে এবং বহুশতাব্দী পূর্ব্বের হস্তলিখিত সামবেদীয় আহ্নিকাচারপ্রয়োগতত্ত্বেও অকারং পাঠ দৃষ্ট হয়। সমাজের বহুবিচক্ষণ ব্যক্তিকেও জিজ্ঞাসায় জানা গিয়াছে (তিন বেদেই) তাঁহারা আচমনমন্ত্রে অকারং পাঠ করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক পুরুষপরম্পরা অভ্যস্ত পাঠ উপেক্ষিত ও তাহার স্থানে নবাবিষ্কৃত পাঠের সংযোজন ব্যাপারটা চণ্ডী কাটিয়া মুণ্ডীর ন্যায় সংশোধন হইলে, তদনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ জাতির কি ভীষণ অমঙ্গল সাধিত হইতেছে, বিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ আলোচনা করিতে থাকুন। আলোচনার সাহায্যে, প্রকৃত পাঠ উদ্ধারই আমার উদ্দেশ্য। পণ্ডিত মহোদয়গণ এই কার্য্যে সহায়তা করুন। ক্রমশঃ অন্যান্য মন্ত্র সম্বন্ধেও যথাসাধ্য আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল

বাদ।

(লেখক—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি)

(ব্রাহ্মণ সমাজ—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিন ১৩২৯)

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি মহাশয় আপাততঃ আমার আহ্নিক-কৃত্যের দুইটি মন্ত্রে দোষারোপ করিয়াছেন এবং পরে অন্যান্য মন্ত্রেরও দোষ দেখাইবার ইচ্ছা জানাইয়াছেন। ইহা নিতান্ত সুখের বিষয়; যে-হেতু বিজ্ঞজনের এইরূপ আলোচনার ফলে আমার ভ্রমগুলি কালে তিরোহিত হইতে পারিবে। বহুকালব্যাপী ঘোরতর বিপ্লবে বৈদিক-মন্ত্রাদির সংশোধন কার্য্য কিরূপ প্রয়াসসাধ্য, তাহা ভুক্তভোগিমাত্রেই জানেন—"নহি বন্ধ্যা বিজানাতি গুর্ব্বীং প্রসববেদনাম্।" সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী ঋষিকল্প কুমারিলভট্টই যখন "আগমপ্রবণশ্চাহং নাপবাচ্যঃ স্খল-

স্থাপ। নহি সম্পাদনা করেন "...সম্প্রযোজ্যতে" লিখিয়া স্বীয় গ্রন্থে ত্রুটির আশঙ্কা জানাইয়াছেন, এখন মাদৃশ অল্পবিদ্য অল্পবুদ্ধি মত জনের গ্রন্থে যে, পদে পদে ত্রুটির সম্ভাবনা, সে বিষয়ে সংশয়ই নাই।

...নিবি ...শয় "ত্রয়োদশ সন্ধ্যাবিধি" প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার কি নিবেদন করিব? তাঁহার পুস্তকে কত ভ্রমপ্রমাদ আছে, তাহা দেখাইব না। আমি এ যাবৎ নিন্দাবাদে সংস্রব রাখিয়া গ্রন্থের সংশোধন করি নাই, কিন্তু ... মহাশয় তাঁহার উক্ত গ্রন্থের টিপ্পনীতে অনেক স্থলে আমার নামোল্লেখ করিয়া ভ্রম দেখাইয়াছেন। তাহাতেও আমার তৃপ্তি না হওয়ায় শ্রীহট্টের কয়েকখানি সংবাদপত্রেও উহা প্রকাশ করিয়াছেন। এখানি আমি নীরব থাকায় তিনি স্বাতবক্ষে সমগ্র সমাজের চক্ষে আমার পুস্তকের হেয়তা এবং স্বীয় পুস্তকের উপাদেয়তা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সেই সকল ভ্রম "ব্রাহ্মণ সমাজে"ও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আরও নীরব থাকিলে সমস্ত সংবাদপত্রেই প্রকাশ করিবেন ভাবিয়া আমাকে বাধ্য হইয়া কয়েকটা কথা বলিতে হইতেছে। এখানে আমি জল্প বা বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত নহি, "বাদ"ই আমার উদ্দেশ্য।

(উত্তর)

১। সকলেই দেখিবেন, ঋতঞ্চ মন্ত্রের পাঠ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এইরূপ আছে—"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্রি-রজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা-পূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো সুবঃ।" এবং ঋগ্বেদে উহার পাঠ অপর সকলই একরূপ, কেবল রাত্রিরজায়ত স্থলে রাত্র্যজায়ত, এবং সুবঃ স্থলে স্বঃ, এইমাত্র বিশেষ। এতাবতা আমি সর্ব্বাংশে ঋগ্বেদের পাঠই গ্রহণ করিয়াছি, তবে কণ্টক এবং কন্তক তার কিরূপে হইল যে, তিনি আমাকে সেই দোষের ভাগী করিলেন?

তর্কনিধি মহাশয় আমাকে শাখা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলিয়া নিজে সর্ব্বশাখা আলোড়ন করিয়া প্রচলিত সমুদ্রোঽর্ণবঃ পাঠকেই যে, কাণ্ব-শাখার ও অন্যান্য সমস্ত বেদের বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, কৈ তিনি মূল সংহিতার অধ্যায়াদি নির্দ্দেশ করিয়া বলুন ত কোথায় ঐ রূপ পাঠ আছে? বিশেষতঃ উহা যে ঋগ্বেদীর পাঠ নহে তাহা ঋগ্বেদদর্শক মাত্রেই স্বীকার করিবেন, তবে তিনি ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যায় ঐ পাঠ কিরূপে বসাইয়াছেন?

তর্কনিধি মহাশয় বাচস্পতি মিশ্রের যে পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে বিরূপ সতর্ক হইয়া অন্তরা চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আচার্য্যগণের বিচার্য্য। উহার প্রথম অংশ তিনি বলেন নাই, প্রয়োজনীয় বোধে তাহাও ধরিয়া বাচস্পতি মিশ্রের পঙ্‌ক্তি অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি—"সন্ধ্যাবন্দনে চাঘমর্ষণমন্ত্রম্। তচ্চ মাধ্যন্দিনীয়ানাং নাস্ত্যেব। ঋগ্বেদে তৈত্তিরীয়কে চাস্তি। তৈত্তিরীয়কস্য যাজ্ঞবল্ক্যোদ্গীর্ণতয়া মাধ্যন্দিনীয়ৈস্তদুক্তং ন পরিগৃহ্যতে, কিন্তু ঋগ্বেদোক্তমেবাঘমর্ষণসূক্তমাদেয়ম্। তত্র রাত্রীশব্দঃ, সমুদ্রো অর্ণব ইত্যত্র অকারো ভিন্নঃ, অকল্পয়দিত্যত্র চ্ছেদঃ। তৈত্তিরীয়কে তু হ্রস্বো রাত্রিশব্দঃ, সমুদ্রোঽর্ণব ইত্যকারপ্রশ্লেষঃ, অকল্পয়দ্দিবমিত্যত্র সন্ধিঃ।"

(ক) বাচস্পতিমিশ্র বলিতেছেন—ঐ মন্ত্র কেবল ঋগ্বেদে ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকেই আছে। তর্কনিধি মহাশয়ের মতে শুক্লযজুর্ব্বেদের কাণ্ব শাখায় ও অন্যান্য বেদেও আছে। (খ) আমি ঋগ্বেদোক্ত পাঠই ত্রিবেদীর সন্ধ্যায় ধরিয়াছি। বাচস্পতি মিশ্রও বলিতেছেন—তৈত্তিরীয় শাখা যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্গীর্ণ (বমি করা) বলিয়া মাধ্যন্দিনশাখী-দের তত্রত্য মন্ত্র গ্রাহ্য নহে, ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্রই গ্রাহ্য। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের মন্ত্র যখন শুক্লযজুর্ব্বেদীরই গ্রাহ্য নহে, তখন অন্যবেদীরাই বা গ্রহণ করিবেন কেন? (গ) আমি রাত্র্যজায়ত (রাত্রী অজায়ত) লিখিয়াছি। বাচস্পতির মতেও তাই। (ঘ) আমি সমুদ্রো অর্ণবঃ লিখিয়াছি। বাচস্পতিও তাহাই বলিয়াছেন। (তৈত্তিরীয় শাখার মন্ত্র যখন অন্যশাখীর গ্রাহ্য নহে, তখন তদ্-

সম্বন্ধে বাচস্পতির মতভেদের আলোচনা অনাবশ্যক বোধে করিলাম না)।

"প্রকৃত্যান্তঃপাদমব্যপরে (৬।১।১১৫)" এই বৈদিক সূত্রানুসারে সমুদ্রো অর্ণবঃ, সংবৎসরো অজায়ত, স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ ইত্যাদি স্থলে অকারের লোপ হয় না। অপিচ বেদ নিত্য; সুতরাং বেদের স্বরও নিত্য। তজ্জন্য সংহিতায় প্রত্যেক মন্ত্রের প্রত্যেক পদেই স্বরচিহ্ন দেওয়া আছে। পাণিনি তাহাদেরই বোধসৌকর্য্যার্থ সূত্র করিয়াছেন। সংহিতায় সমুদ্রো অর্ণবঃ স্থানে অকারের উপর যে স্বরিতচিহ্ন আছে, অকারের লোপ হইলে তাহার স্থান কোথায়?

২। সূর্য্যশ্চ মন্ত্রেও আমি শাখাভেদে পাঠভেদ ভুলিয়া গিয়াছি লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজে সমাজের বহু বিচক্ষণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছেন, তিন বেদেই তাঁহারা অকার্ষং পাঠ করিয়া থাকেন। শাখাভেদে উহার পাঠভেদ থাকিলে, তিন বেদেই সকলে একরূপ পাঠ করেন কেন? এবং দ্বৈতনির্ণয়কার ঋতঞ্চ মন্ত্রের ন্যায় তাহা দেখাইলেন না কেন?

"তৈত্তিরীয় আরণ্যকে যে পাঠ লিখিত থাকে, তাহাই সর্ব্ববেদে ও সর্ব্বশাখায় থাকিবে" এমন কথা আমি কোথায় লিখিয়াছি? আমি এইমাত্র লিখিয়াছি "যন্নাম্নাতং স্বশাখায়াং পারক্যমবিরোধি চ। বিদ্বদ্ভিস্তদনুষ্ঠেয়মগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবৎ" এই কাত্যায়ন-বচনের প্রামাণ্যে সর্ব্ববেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতিকারগণ, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের গৃহ্যসূত্রকার বৌধায়নের "সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চেতি প্রাতঃ প্রযতপাণিনা" ইত্যাদি বচন অনুসারে, আচমনের ঐ তিনটি মন্ত্র (আর কোনও বেদে ও আর কোনও শাখায় না থাকায়) কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখা হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাহাতে যেরূপ পাঠ আছে, সর্ব্ববেদীরই সেইরূপ পাঠ কর্ত্তব্য।

কেবল সন্ধ্যাপদ্ধতিকার কেন? ভবদেব প্রভৃতি অন্যান্য সমস্ত পদ্ধতিকারগণই অনেক মন্ত্র ও অনেক অনুষ্ঠান স্বশাখায় না থাকায় [illegible] হইতে [illegible] করিয়াছেন। যথা—

"যদ্যপি গোভিলগৃহ্যে অন্নপ্রাশনসংস্কারো নাভিহিতঃ, তথাপি কৃত্যচিন্তামণিধৃতবচনেন সর্ব্বশাখিকর্ত্তৃকত্বেনাকাঙ্ক্ষিতঃ। যন্নাম্নাতং স্বশাখায়াং...ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টাৎ অন্যশাখোক্তপ্রকারেণ ছন্দোগেন কর্ত্তব্যঃ। অজিনগ্রহণমন্ত্রস্তু মিত্রস্য চক্ষুরিতি তৈত্তিরীয়শাখাপঠিতো দ্রষ্টব্য ইতি ভট্টভাষ্যম্।"—সংস্কারতত্ত্বে রঘুনন্দন।

"কর্কোপাধ্যায়-বাসুদেবদীক্ষিত রেণুদীক্ষিতপ্রভৃতয়ঃ স্বস্বগ্রন্থে যজ্ঞোপবীতধারণমন্ত্রাবসবে লিখিতবন্তঃ...মন্ত্রমপি শাখান্তরীয়ং লিখিতবন্তঃ।"—পারস্করগৃহসূত্রভাষ্যে হরিহর।

শাখাভেদে কোনও কোনও মন্ত্রের পাঠভেদ আছে বটে; কিন্তু সর্ব্বত্র ঐ বাঁধি গদ খাটে না। ঋতঞ্চ মন্ত্রে (ঋগ্বেদ ও তৈঃ আরণ্যক ভিন্ন) ও সূর্য্যশ্চ মন্ত্রে "শাখাভেদে পাঠভেদ" কথাটা কেবল মুখে না বলিয়া যদি কেহ তাহা প্রদর্শন করিতে পাবেন, তাহা হইলে (কবিবর ঘটকর্পরের কথায় বলিতেছি) "তস্মৈ বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ।"

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের (প্রাতিশাখ্য অনুসারে) স্থল'বশেষে য্ স্থানে ইয়্ ও ব্ স্থানে উব্ হইয়া থাকে। যথা—অক্তং রিহাণা বিয়ন্ত (ব্যন্ত) বয়ঃ, ভূভুর্বঃসুবঃ (স্বঃ) ইত্যাদি। সেইরূপ রাত্র্যা স্থলে রাত্রিয়া।

"বেদে অকার্ষং স্থলে অকারিষং হইয়া থাকে" আমার এ কথাটায় তিনি দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু আমি মন্ত্র-সংশোধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া চারি বেদের প্রত্যেক মন্ত্রই প্রণিধানপূর্ব্বক আলোচনা করায়, আমার ঐরূপ ধারণা দাঁড়াইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ একটি প্রসিদ্ধ মন্ত্রের উল্লেখ করিতেছি—"দধিক্রাব্ণো অকারিষং" এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদে, সামবেদে ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে আছে। সর্ব্বত্রই একরূপ পাঠ। "ব্যত্যয়ো বহুলম্ ৩।১।৮৫" সূত্র দ্বারা অনিট্ ধাতুর উত্তরও ইট্ হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে ঐ মন্ত্রের পূর্ব্বতম মন্ত্রে কৃ ধাতুর ইট্‌যুক্ত প্রথমপুরুষেরও প্রয়োগ রহিয়াছে—"যো অশ্বস্য দধিক্রাব্ণো অকারীৎ।"

কোনও পুস্তকে রাত্র্যা ও অকার্ষং লেখা থাকিলেও রাত্রিয়া ও অকা-

রিম্‌ংশ পড়িতে হবে। যেমন—সর্ব্বত্র "ৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং" লেখা থাকিলেও বরেণিয়ংই পড়িতে হয়। মূল বেদে যখন ব্যত্রিয়া ও অকারিয় রহিয়াছে এবং শাখাভেদে যখন উক্ত মন্ত্রের পাঠভেদও নাই বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন তৎ গ্রন্থে লিপিকরপ্রমাদে ঐরূপ পাঠ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এ কথা বলিতে আপত্তি কি?

ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে ত বহু অশুদ্ধ পাঠ দেখা যায়। তন্মধ্যে একটার উল্লেখ করিতেছি—"বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হব মে যে অন্তরীক্ষে য উপ দ্যবিষ্ঠ যে" এইরূপ পাঠ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বেও আছে গুণবিষ্ণুর টীকাতেও আছে এবং প্রচলিত সমস্ত পুস্তকেই আছে। সমস্ত গদ্যাকারে লিখিত থাকিলেও উহা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে উক্ত হইয়াছে (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বেও তাহাই আছে)। তাহা হইলে "হবং যে" পর্য্যন্ত প্রথম চরণ, "মে অন্তরীক্ষে" ইত্যাদি দ্বিতীয় চরণ। চরণের আদিতে "মম" স্থানে "মে" হইতে পারে না, ইহা বৈয়াকরণমাত্রেই জানেন। উহার ব্যাখ্যা "হে বিশ্বেদেবাঃ যূয়ং মে মম হবম্ আহ্বানং শৃণুত, যে যূয়ম অন্তরীক্ষে স্থ।" ইহাতে অন্বয়-দোষও ঘটে। উহা ঋগ্বেদের ও শুক্লযজুর্ব্বেদের মন্ত্র। উভয়ত্রই এইরূপ আছে,—"বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে, যে অন্তরিক্ষে য উপ দ্যবি ষ্ঠ। যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা, আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্॥"

তর্কনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তিনি ভাষ্য সহ মূল বেদ দেখিয়া মন্ত্র সংশোধন করিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায়, তিনি মূল বেদের পাঠ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার চিরাভ্যস্ত প্রচলিত অশুদ্ধ পাঠগুলিরই "যেন তেন প্রকারেণ" সমর্থন করিয়াছেন, এবং সেইরূপ বিকৃত মন্ত্র ধরিয়াই নানা-ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধি প্রকাশ করিয়াছেন। যদি বিশুদ্ধ গ্রন্থই প্রণীত না হইল—যদি নানা ভ্রমপ্রমাদই থাকিল, তবে শ্রীহট্ট-বৈদিক সমিতির তাঁহাকে অনর্থক এই ভারোদ্বহনকষ্টভাগী করিবার কি প্রয়োজন ছিল? কলিকাতার বটতলায় তাদৃশ গ্রন্থ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে

থাকিতেও তাঁহারই বা এ বৃথা প্রয়াস স্বীকার কেন? এবং পুরোহিত-দর্পণাদিরই বা নিন্দা কেন?

(অপহরণ)

তর্কনিধি মহাশয় আমার সংশোধনকে "চণ্ডী কাটিয়া মুচীর ন্যায়" বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিবেদ্য সন্ধ্যাবিধি কিরূপ হইয়াছে, তাহাই দেখাইব। তাঁহার পুস্তকের সমস্ত ভ্রম প্রদর্শন করিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া উঠে, সুতরাং কতকগুলি ভ্রমেরই উল্লেখ করিব। তৎপূর্ব্বে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

(১) তিনি (গ্রন্থের ভূমিকায়) পৃঃ ১।৩ ও সকল পুস্তকেই আলোচ্য সন্ধ্যামন্ত্রের অশুদ্ধ পাঠ দেখাইয়া বেদাদি নানা শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা উহার বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থনির্ণয়ে নিজের অসাধারণ গভীর গবেষণা খ্যাপন করিয়াছেন, কিন্তু আমার আহ্নিককৃত্যের ৭ম সংস্করণ প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিয়াও (তদীয় সন্ধ্যাবিধির ৬৭পৃঃ ২০ পং) তাহাতে উহার কিরূপ পাঠ ও কিরূপ ব্যাখ্যা আছে, তাহার উল্লেখে মূকতা অবলম্বন করিয়াছেন। কেন? নিজের অসাধারণ গবেষণা খ্যাপনের হানি হইবার আশঙ্কায় নয় কি? তিনি এত শাস্ত্র ঘাঁটিয়াও অন্য সকলের প্রতি দোষারোপ করিয়াও নিজেই গুঙ্গ স্থলে গুঙ্গু লিখিয়া বাস্তবিক গবেষণেরই পরিচয় দিয়াছেন বটে॥

(২) যে সকল গ্রন্থ আলোচনা করিয়া তিনি সন্ধ্যাবিধি লিখিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই নাম ভূমিকায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তৎসঙ্গে আমার আহ্নিককৃত্যের নামটা উল্লেখ করেন নাই। এ কথা বলিবার কারণ—

(ক) সকলেই তাঁহার ও আমার মন্ত্রানুবাদ মিলাইয়া দেখিবেন, সর্ব্বত্রই একরূপ, কেবল স্থানে স্থানে করি স্থলে করিব, প্রকাশমান স্থলে দৃশ্যমান ইত্যাদিরূপ একটু-আধটু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এবং সেইরূপ পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া ভাষাটাও অশুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। যজুর্ব্বেদিসন্ধ্যায়, "নত্বা তু পুণ্ডরীকাক্ষং···প্রাতঃসন্ধ্যামুপাস্মহে"(তাঁহার ধৃত পাঠ—প্রাতঃ-

সন্ধ্যাং করোম্যহম্) মন্ত্রের অনুবাদে আমি লিখিয়াছি "নারায়ণকে প্রণাম করিয়া...প্রাতঃসন্ধ্যা করি।" তিনি লিখিয়াছেন "বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিব।" 'করোমি' এই বর্ত্তমানক্রিয়ার অনুবাদ কি 'করিব' (ভবিষ্যৎ) হয়? "করিব" অর্থ হইলে ঐ মন্ত্র পাঠের পর দুই চারি ঘণ্টা পরেও ত সন্ধ্যা করা চলে। "বিশ্বস্য মিষতো বশী" ইহার ভাষ্যে আছে "মিষতঃ প্রকটীভবতো বিশ্বস্য।" আমি তাহার অনুবাদ করিয়াছি "প্রকাশ মান জগতের" এবং তিনি করিয়াছেন "দৃশ্যমান জগতের।" মিষৎ বা প্রকটী-ভবৎ শব্দের অর্থ কি দৃশ্যমান হয়? করি ও প্রকাশমান লিখিলে আমার অনুবাদের সহিত সম্পূর্ণ মিল হয় বলিয়াই ঐরূপ পরিবর্ত্তন নয় কি? স্বাধীন অনুবাদ হইলে এত সঙ্কোচ ও একরূপ অযথা পরিবর্ত্তন কখনই করিতেন না।

(খ) ব্রহ্মযজ্ঞের চতুর্থ মন্ত্রের অনুবাদান্তে "সামবেদে শন্নোদেবী" ইত্যাদি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সেই মন্তব্য ও তাহার ভাষা যে আহ্নিককৃত্য হইতেই লইয়াছেন, যিনি দেখিবেন, তিনিই বলিবেন। মন্ত্রাদি বিষয়ে মন্তব্য ও ভাবার্থ এবং তাহাদের ভাষা, প্রাচীন গ্রন্থবিশেষে না থাকিলে, উভয়ের একরূপ হইতেই পারে না।

(গ) যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্বেদীয় গায়ত্রীবিসর্জ্জনের অনুবাদে "দেহরূপ ক্ষেত্রে" ইত্যাদি ভাবার্থ ও তাহার ভাষাও আহ্নিককৃত্যেরই নিজস্ব।

(ঘ) গায়ত্রীশাপোদ্ধারে গায়ত্রীর প্রতি ব্রহ্মাদির শাপবৃত্তান্ত আহ্নিককৃত্যে আছে—"ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র—ইঁহারা এক-এক সময়ে স্বয়ং সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিবার শক্তি লাভার্থে গায়ত্রীর উপাসনা করিয়াছিলেন। গায়ত্রী প্রত্যক্ষ হইয়াও তাঁহাদের সেই অভীষ্ট পূর্ণ না করায়, তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দেন যে, তুমি হতপ্রভাবা হও। তাহাতে দেবতারা আসিয়া অনুনয় বিনয় করিলে তাঁহারা বলেন যে, এই এই মন্ত্র পাঠ করিলে গায়ত্রী আমাদের শাপ হইতে মুক্ত হইবেন।"

তাঁহার পুস্তকে আছে—"ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ইঁহারা এক এক সময় সৃষ্টি স্থিতি লয় করিবার শক্তিলাভের জন্ম গায়ত্রীর উপাসনা করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু গায়ত্রী তাঁহাদের তপস্যায় প্রত্যক্ষা হইয়া অভীষ্ট বরদানে বিমুখিনী হইয়াছিলেন, সেইজন্য ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দেন যে, তুমি হতপ্রভাবা হও। তাহাতে দেবতারা আসিয়া অনুনয় বিনয় করিলে তাঁহারা বলেন যে, কয়টি মন্ত্র পাঠ করিলে গায়ত্রী আমাদের শাপ হইতে মুক্ত হইবেন।"

উভয়েব ভাষাটা মিলাইয়া দেখিতে, এবং কোন্ পদটাকে কিরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া ভাষা দুষ্ট করিয়াছেন, তাহাও প্রণিধান করিতে সকলকে অনুবোধ করি। পরন্তু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, এই ইতিবৃত্ত তিনি কোন্ গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন? আমার ত সুদৃঢ়—অতি সুদৃঢ়—ধারণা যে, আমি যাহা হইতে লইয়াছি, তাহা পৃথিবীর কুত্রাপি নাই। তিনি তাঁহার আদর্শ গ্রন্থেব নাম ও তত্রত্য পঙক্তি প্রকাশ করিয়া আমার সে ধারণা নিরাকৃত করিতে পারেন কি?

আমি যাহা হইতে পাইয়াছি, তাহার এক স্থলে অস্পষ্টতা বশতঃ বুঝিতে না পারায় প্রথমতঃ "স্বয়ং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিবার শক্তি লাভার্থে" লিখিয়াছিলাম। তাহাই এত কাল চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহা মনঃপূত না হওয়ায় ১২শ সংস্করণে তাহার পরিবর্ত্তে "অসাধারণ শক্তিলাভার্থে" * করিয়াছি। তর্কনিধি মহাশয় উহা দেখিলে কোন পাঠটা লইতেন, পাঠান্তর বলিয়া দুইটাই গ্রহণ করিতেন কি না, জানি না। ইহাকেই বলে "বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী" এবং ইহাকেই বলে "কেউ রেঁধে বেড়ে মরে, কেউ ফুঁ দিয়ে গাল ভরে।"

বিনা অনুমতিতে বা বিনা নামোল্লেখে পরকৃতিত্ব অপহরণ করা কিরূপ শিষ্টাচারবহির্ভূত ও কিরূপ আইনবিরুদ্ধ, তাহা সকলেরই বিদিত। অনেকেই আমাব আহ্নিককৃত্য হইতে ঐরূপ অনেক অংশ অপহরণ করিয়া স্বীয় কৃতিত্ব খ্যাপন করিয়াছেন। কিন্তু "সর্ব্বং বৈ মুর্খমণ্ডলং" বলিয়া তদ্বিষয়ে প্রতিবাদ করি নাই। তর্কনিধি মহাশয়

* বর্ত্তমান ১৪শ সংস্করণে তাহাও বদলাইয়াছি।

এবংজন শাস্ত্রজ্ঞ ও শ্রীহট্টের মান্যগণ্য পণ্ডিত হইয়া কিরূপে এরূপ কার্য্য করিলেন।

(ভ্রমপ্রদর্শন)

(১) তিনি ঋতঞ্চ মন্ত্রে যে "সমুদ্রোঽর্ণবঃ" পাঠ ধরিয়াছেন, তাহা যে ভ্রমপূর্ণ, পূর্ব্ব প্রবন্ধেই সপ্রমাণ করিয়াছি।

(২) অন্তরিক্ষ স্থলে সর্ব্বত্রই অন্তরীক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু বেদে অন্তরীক্ষ শব্দ নাই। নিরুক্তে (বৈদিক অভিধানে) আকাশপর্য্যায়ে অন্তরিক্ষ শব্দই আছে। অমরকোষের টীকাকারও লিখিয়াছেন "বেদে তু অন্তরিক্ষমিতি হ্রস্বেকারং পঠন্তি।"

(৩) সপ্তব্যাহৃতির ঋষ্যাদিতে মৎসংশোধিত "বরুণেন্দ্রবিশ্বদেবাঃ" স্থলে "বরুণেন্দ্রবিশ্বেদেবাঃ" এই প্রচলিত পাঠ রাখিয়া টিপ্পনীতে আমার পাঠকে অশুদ্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু সমাসের মধ্যে বিশ্বে পদে বিভক্তি থাকিতেই পারে না। পূর্ব্ব প্রতিবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন—বিশ্বেদেব শব্দ অলুক্‌সমাসনিষ্পন্ন, সুতরাং সমাসেও ঐরূপ থাকিবে। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ "বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং" ও "বিশ্বেদেবাস আগত" এই শাস্ত্রমন্ত্রদ্বয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমা ও দ্বিতীয়ার অলুগ্‌বিধায়ক সূত্র কোনও ব্যাকরণেই নাই। অলুক্‌সমাস-নিষ্পন্ন হইলে বিশ্বেদেব শব্দের দ্বিতীয়াদি বিভক্তিতে বিশ্বেদেবান্, বিশ্বেদেবৈঃ ইত্যাদি পদ হয়, তাহা অর্দ্ধজরতীর ন্যায় নিতান্ত হাস্যাস্পদ—বিশেষণে প্রথমা, বিশেষ্যে অন্য বিভক্তি। শ্রাদ্ধমন্ত্রে যে বিশ্বেদেবাঃ আছে, তাহা অসমস্ত পৃথক্ পদ—বিশ্বে দেবাঃ। যেমন অনুজ্ঞাদির বাক্যে - বিশ্বেষাং দেবানাং শ্রাদ্ধম্, বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে ইত্যাদি। পাণিনির স্বরপ্রক্রিয়ায় "বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াম্ (৬।২ ১০৬)" সূত্রের উদাহরণ—"বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বদেবঃ, আবিশ্বদেবং সৎপতিম্। বহুব্রীহৌ কিম্? বিশ্বে চ তে দেবাশ্চ বিশ্বদেবাঃ। সংজ্ঞায়াং কিম্? বিশ্বদেবঃ।" এতাবতা সর্ব্বসমাসেই সংজ্ঞায় ও অসংজ্ঞায় বিশ্বদেবই হয়; কেবল স্বরে ভেদ।

— ইতি শ্রুতেঃ রাত্রিকৃতং পাপং রাত্রিরেব অবলুম্পতু।" আশ্বলায়ন-গৃহ্যপরিশিষ্টকার অগ্নিশ্চ ইত্যাদি সায়মাচমনের মন্ত্রটি না ধরিয়া সূর্য্যশ্চ মন্ত্রের সহিতই উহার পার্থক্য দেখাইয়া লিখিয়াছেন—"সায়ং বিশেষাস্তু, সূর্য্যশ্চেতি মন্ত্রে সূর্য্যস্থানে অগ্নিপদমাবপেৎ, রাত্র্যাহ্না, রাত্রিরহঃ, সত্যে জ্যোতিষীতি অন্তে ব্রূয়াৎ।" অর্থাৎ সায়মাচমনে সূর্য্যশ্চ মন্ত্রের সূর্য্যঃ স্থানে অগ্নিঃ, রাত্র্যা স্থলে অহ্না, রাত্রিঃ স্থলে অহঃ, এবং সূর্য্যে জ্যোতিষি স্থলে সত্যে জ্যোতিষি বলিবে। এতাবতা তাঁহার মতেও সূর্য্যশ্চ মন্ত্রে—যদ্রাত্র্যা পাপমকারিষং···রাত্রিস্তদবলুম্পতু, এবং অগ্নিশ্চ মন্ত্রে—যদহ্না পাপমকারিষং ··অহস্তদবলুম্পতু পাঠই সমর্থিত হইতেছে।

(৬) অগ্নিশ্চ মন্ত্রেও উক্তরূপ প্রচলিত পাঠ সমস্তই রাখিয়াছেন। সামবেদিসন্ধ্যায় আবার "যদ্রাত্র্যা পাপমকারিষং···রাত্রিস্তদবলুম্পতু" করিয়াছেন।

(৭) আপঃ পুনন্তু মন্ত্রে প্রচলিত পৃথ্বী পূতা পাঠই রাখিয়াছেন। কিন্তু তৈত্তিরীয় আরণ্যকে, নারায়ণোপনিষদে ও আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে "পৃথিবী পূতা"ই আছে। "আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং" বলিয়া "পৃথ্বী পূতা" বলা অলঙ্কারশাস্ত্রের মতেও দূষিত।

(৮) আপো হিষ্ঠা মন্ত্রে চক্ষসে স্থলে চক্ষুষে করিয়া, টীকাতে আবার "চক্ষষে"পাঠান্তর দেখাইয়াছেন। নিত্য অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বেদে কাব্যাদির ন্যায় পাঠান্তর থাকিতেই পারে না। কোন্ বেদে চক্ষুষে ও চক্ষষে আছে?

(৯) সূর্য্যোপস্থানে "ভূমৌ সংলগ্নগুল্ফতলঃ" হইয়া দাঁড়াইতে বলিয়াছেন। কৃতাঞ্জলি বা উর্দ্ধবাহু হইয়া ঐরূপে দাঁড়াইলে, তাহাকে আর সূর্য্যোপস্থান করিতে হইবে না, উল্টিয়া পড়িয়া সদ্যই মহাপ্রস্থান করিতে হইবে। ঐরূপে দাঁড়ানটা তর্কনিধি মহাশয় তাঁহার শ্রীহট্ট বৈদিক সমিতির ছাত্রগণকে দেখাইয়া দিয়াছেন কি? ছন্দোগপরিশিষ্টে ত আছে "ত্বদসংলগ্নপার্ষ্ণির্ব্বা" অর্থাৎ গোড়ালি একটু তুলিয়া সমগ্র পায়ের ভর দিয়া দাঁড়াইবে

(১০) চিত্রং মন্ত্রের ঋষ্যাদিতে "কৌৎস ঋষিঃ" এবং মন্ত্রমধ্যে "দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং" স্থলে "দ্যাবাপৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং" রাখিয়াছেন। কাত্যায়নের সর্ব্বানুক্রমণিকায় ও আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে "কুৎস ঋষিঃ" আছে, সায়ণাচার্য্যও "কুৎসস্যার্ষং" লিখিয়াছেন। "দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ" এই বাক্যে দিব্ ও পৃথিবী শব্দের দ্বন্দ্বসমাসে দ্যাবাপৃথিবী শব্দ হয়, উহার উত্তর দ্বিতীয়ার একবচন হইতেই পারে না, এবং "চার্থে দ্বন্দ্বঃ" হওয়ায় উহার উত্তর 'চ'ও বসে না। উহা আপ্রাঃ ক্রিয়ার কর্ম্ম বলিয়া দ্বিতীয়ার দ্বিবচন-বিভক্তি স্থানে "বা ছন্দসি" এই বৈদিক সূত্র দ্বারা পূর্ব্বসবর্ণ হওয়ায় দ্যাবাপৃথিবী হইয়াছে। দ্বিবচননিষ্পন্ন ঈকার বলিয়া অন্তরিক্ষ পদের সহিত উহার সন্ধি হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেদে কুত্রাপি অন্তরীক্ষ শব্দ নাই; সর্ব্বত্র অন্তরিক্ষই আছে।

(১১) যজুর্ব্বেদিসন্ধ্যায় তচ্চক্ষুঃ মন্ত্রে "প্রব্রবাম (ব্রুবাম)" পাঠান্তর দেখাইয়াছেন। বেদে পাঠান্তর নাই। ব্রুবাম পদও অশুদ্ধ। 'ব্রুবাম' কোন্ বেদে আছে? ঐ মন্ত্রের ঋষ্যাদিতে ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে "পুরউষ্ণিক্ ছন্দঃ" আছে, তিনি আবার "অক্ষরাতীত পুরউষ্ণিক" লিখিয়াছেন। দুইই অশুদ্ধ। অক্ষরাতীত বলিয়া কোন ছন্দেরই প্রকারভেদ নাই এবং উহার কোনও অর্থও নাই। পুরউষ্ণিক্ ছন্দের সূত্র "পুরউষ্ণিক্ পুরতঃ" অর্থাৎ যাহার প্রথমে জগতীর এক পাদ (১২ অক্ষর) এবং শেষে গায়ত্রীর দুই পাদ (৮+৮=১৬ অক্ষর) সাকল্যে ২৮ অক্ষর থাকে, তাহার নাম পুরউষ্ণিক। সর্ব্বানুক্রমণিকায় ও আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে যে ঋগ্বেদীয় তচ্চক্ষুঃ মন্ত্রের পুরউষ্ণিক্ ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে, তাহা ঠিকই, যেহেতু সে মন্ত্রটি এই—"তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং শুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতম্॥" যজুর্ব্বেদিসন্ধ্যায় যে "তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরাস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ ...ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ" (৬৭ অক্ষর) আছে, তাহার পুরউষ্ণিক্ ছন্দঃ হইতেই পারে না। উহার (ভূরিক্) ব্রাহ্মী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে।

(১২) ঋগ্বেদিসন্ধ্যায় "অপ্সু মে সোমো অব্রবীৎ" মন্ত্রে সোমোঽব্রবীৎ

[illegible] এবং তাহার [illegible] বিশ্বমুখ" স্থলে "আপশ্চ বিশ্বভেষজী" পাঠান্তর দেখাইয়াছেন। [illegible] "প্রসন্নতাস্তুঃ[illegible]" [illegible] মাত্রে [illegible] না। বেদের পাঠান্তর [illegible] আছে [illegible] তৃতীয় চরণে "আপশ্চ বিশ্বভেষজী" [illegible] "[illegible]" [illegible] ছাপাইয়াছেন।

(১৩) [illegible] চন্দ্রিকা দেখিয়া সশঙ্খী ইত্যাদি মন্ত্রটিও ধরিয়াছেন। [illegible] চন্দ্রিকাকার লিখিয়াছেন 'অয় মন্ত্র আহ্নিক-কারৈর্ন সংগৃহীতঃ, ভাষ্যকারেণ ব্যাখ্যাতশ্চ," তথাপি তর্কনিধি মহাশয় নিজের অসাধারণ গবেষণা ও বেদাভিজ্ঞতার পরিচয় দিবার জন্য মন্ত্রটিও ধরিয়াছেন, স্বয়ং তাহার ভাষ্যও করিয়াছেন মন্ত্রটি উক্ত নবচ্ছ স্তক্তেবই পরিশিষ্ট। তিনি মূল বেদ না দেখিয়া চন্দ্রিকার আলোকে যেরূপ লিপি-করপ্রমাদকৃত পাঠ দেখিয়াছেন, সেইরূপে সশঙ্খাঃ স্থলে সশঙ্খাঃ, তদপসঃ স্থলে তদপশঃ, বরেণ্যক্রতুঃ স্থলে বরেণ্যং ক্রতুঃ, অবসে স্থলে অবশে করিয়াছেন। ভাষ্যটিও কেমন হাস্যজনক, তাহার "নমুনা" দেখুন—

(ক) "অপশঃ অপসমূহং বহুবল্লাথাং শস্।'' (অনুবাদে—বারিসমূহকে) —জলবাচী অকারান্ত অপ শব্দ বেদে কোথাও দেখিয়াছেন কি? অপ্ শব্দ বহুবচন বলিয়া অপ শব্দও কি বহুবচন? বহুত্ব বলিতে কি বহুবচনান্ত শব্দ? (খ) "তদ ব্রহ্মস্বরূপং কিম্ভূতং বরেণ্যং বরাহমিতি যাবৎ।'—যে ব্যক্তি বর পাইবার যোগ্য, তিনি ত কিম্ভূতই বটেন, 'বরেণ্য'র বরাহ অর্থটাও অদ্ভুত। (গ) "দেবীদ্যোতমানা দ্বিগুণ-মূর্দ্ধাঃ।"—অর্থটা কেহ বুঝিলেন কি? যদি বলেন ওটা ছাপার ভুল, দ্যোতমানাদিগুণপাক্তাঃ হইবে। কিন্তু অভিনব ভাষ্যকারের সে অর্থ অভিপ্রেত হইলে দ্যোতমানত্বাদি লিখিতেন। সুতরাং অনুমিত

হইতেছে, তর্কনিধি মহাশয়ের কোনও অমূল্য ভাবনিধি ঐ স্থানে অন্ত-র্নিহিত আছে। (ঘ) "সশ্রুষীবিতি শ্রু গতৌ সন্ ছান্দসত্বাৎ অভ্যাসঃ উকারলোপঃ ঙাপপুষোদরাদি সঃ বা।"—সন্ প্রত্যয়ে লৌকিকে বুঝি অভ্যাস হয় না? শ্রু (তালব্য ও উকারান্ত) ধাতুর অভ্যাসে স (দন্ত্য) ও অকারান্ত কোথা হইতে আসিল? ধাতুর উত্তরই বা স্ত্রীপ্রত্যয় কিরূপে হইল? উহার শেষ অংশটা শ্রীহট্টের সংস্কৃত, কি বর্ম্মার সংস্কৃত, বুঝিতে পারিলাম না, পাঠকগণ বুঝিবার চেষ্টা করুন। (ঙ) "শে কল্যাণায়, শে কল্যাণেঽব্যয়ং বিদুঃ।"—অভিধানখানা তর্কনিধি মহাশয়ের স্বকৃত, কি নানা শাস্ত্র আলোচনায় প্রাপ্ত, জানি না। (চ) "ক্রতূ ক্রতূণি কর্ম্মাণি কর্ত্তুং ক্রতূ শব্দঃ কর্ম্মবাচকঃ নকারলোপশ্ছান্দসঃ।" —ক্রতূণি পদে ণত্ব হইল কোন্ সূত্রে। ক্রতূ (দীর্ঘ উকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ) শব্দ যে কর্ম্মবাচক, তাহা কোন্ অভিধানে আছে? নিরুক্তে ত কর্ম্ম-পর্য্যায়ে ক্রতুঃ (হ্রস্ব উকারান্ত পুংলিঙ্গ) পদ রহিয়াছে। দীর্ঘস্বরান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ ত্রিভুবনের কোনও ব্যাকরণে ও অভিধানে আছে কি? 'ক্রতূণি'র ণকারের লোপ হইলে ক্রতূ-ই থাকে, সন্ধি করিলে ক্রত্বি হয়, ক্রতূ কিরূপে হইল? মূলে ক্রতূঃ (সবিসর্গ) ধরিয়া ব্যাখ্যায় করিয়াছেন ক্রতূ (নির্বিসর্গ), ইহাও অদ্ভুত।*

(১৪) এইখানে আর একটা ভাষ্যেও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাইতেছি। ঋগ্বেদীয় ও সামবেদীয় সন্ধ্যায় "জাতবেদসে" মন্ত্রের সায়ণভাষ্য উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং ভাষ্য করিয়াছেন। তাহাতে "নাবেব সিন্ধুং" স্থলে লিখিয়াছেন—"নৌ এব সিন্ধুং যথা কেবলং নৌকা এব সিন্ধুং তারয়িতুং সমর্থা তদ্বৎ।"

নাবেব স্থলে নৌ এব এইরূপ সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া নৌকে কর্ত্তা করিয়াছেন।, নৌ শব্দের প্রথমার একবচনে নির্বিসর্গ নৌ পদ হয়, এই

* তর্কনিধি মহাশয়ের ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে লিখিবেন। উহার ব্যাখ্যা লিখিয়া পাঠাইব।

নূতন জানিলাম। সিন্ধু শব্দের কোনও অর্থবিশেষ না লেখায় প্রসিদ্ধ অর্থ 'সমুদ্র'ই বুঝা যায়। নৌকা যে সমুদ্র পার করে, এ কথা কাহারও মুখে শুনি নাই। 'কেবলং' কাহার বিশেষণ? ক্রিয়াব বিশেষণ ধরিলে অর্থ হয়—নৌকা সমুদ্রকে কেবলই পাব করে, এক মিনিটও বিশ্রাম করে না। সিন্ধুর বিশেষণ ধবিলে অর্থ হয়—নৌকা কেবল সমুদ্রকেই পাব করে, নদ-নদী পার করে না। পরন্তু নৈয়ায়িকবিশেষেব ভাষায় ক্লীবলিঙ্গ 'কেবলং' যদি স্ত্রীলিঙ্গ নৌকার বিশেষণ ধরা যায়, তাহা হইলে অর্থ হয়—কেবল নৌকাই সমুদ্রকে পাব করে, দাঁড়ী-মাঝিব প্রয়োজন হয় না।* "অতিপর্ষৎ নাবেব সিন্ধুং" ইহাব ব্যাখ্যায় 'যথা' ও 'সমর্থা' কোথা হইতে পাইলেন? তর্কনিধি মহাশয়ের ন্যায় ব্যাকরণজ্ঞান অর্জ্জন না করিয়া, শব্দের প্রকৃত অথ না জানিয়া, নৌকাব গতিবিধি না দেখিয়া, সায়ণাচার্য্য কোন্ সাহসে বেদের ভাষ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন জানি না। তিনি লিখিয়াছেন—"যথা কশ্চিৎ কর্ণধাবো গ্রাহাদিভির্দুষ্ট-সত্ত্বৈরাকুলাং নদীং নাবা তারয়তি তদ্বৎ।" (তিনি নাবা-ইব এইরূপ সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া নৌকে কবণ, ইব শব্দের অর্থ যথা, সিন্ধু শব্দের অর্থ নদী, এবং 'তারয়তি'র কর্ত্তা কর্ণধার উহ্য করিয়াছেন)।

(১৫) সামবেদিসন্ধ্যায় "নমো ব্রহ্মণে নমো ব্রাহ্মণেভ্যো নম আচার্য্যেভ্যো নম ঋষিভ্যো নমো দেবেভ্যো নমো বেদেভ্যো নমো বায়বে চ মৃত্যবে চ বিষ্ণবে চ নমো বৈশ্রবণায় চোপজায়ত" স্থলে "ওঁ নমো ব্রহ্মণে,...ওঁ নম উপজায়" লিখিয়া প্রত্যেক মন্ত্রে জল দিতে বলিয়াছেন (চলিতও এইরূপ)।—উহা সামবেদীয় বংশব্রাহ্মণের প্রথম অংশ। প্রাচীন নবীন সমস্ত সন্ধ্যাপুস্তকেই (প্রত্যেককে জল দিতে বলিয়াও) অবিকল ঐরূপ পাঠই ধৃত হইয়াছে; কেবল

* পরে দেখিলাম, তর্কনিধি মহাশয় এইরূপ অনুবাদই করিয়াছেন। যথা- "কেবল নৌকাই যেমন সিন্ধু পার করিতে সমর্থ তদ্বৎ।"

"বায়বে চ" ইত্যাদির অনুকরণে উপজায়ত স্থলে "উপজায় চ" আছে। এই "উপজায় চ" পাঠ সর্ব্বত্রই দেখা যায়। রঘুনন্দনের আহ্নিকতত্ত্বেও লিপিকরে "উপজায় চ" করিয়াছেন, তদ্দর্শনে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ও স্বকৃত গোভিলভাষ্যে স্বকরে "উপজায় চ" লিখিয়াছেন। কিন্তু উপজটা কে? উহার অর্থ কি? তাহা কেহই লক্ষ্য করেন নাই। সায়ণাচার্য্য "নমো ব্রহ্মণে" হইতে "বৈশ্রবণায় চ" পর্য্যন্ত গ্রন্থবক্তা ঋষির মঙ্গলাচরণ বলিয়া 'উপজায়ত'কে ক্রিয়াপদ করিয়া সাধিয়াছেন—উপ-জন্ + লঙ্ ত, অড়াগমাভাব ছান্দস। ব্যাখ্যা করিয়াছেন—উপসর্গবলে 'উপজায়ত'র অর্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; অথবা উপনয়ন সংস্কার দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া উহার অর্থ—আচার্য্যসমীপে জাত অর্থাৎ উপনীত হইয়াছিলেন। বেদাধ্যয়নের জন্যই উপনয়ন বলিয়া ফলিতার্থ (সামবেদ) অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কর্ত্তা গ্রন্থবক্তা ঋষি। কাহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, উহার পরেই আছে "শর্ব্বদত্তাৎ গার্গ্যাৎ, শর্ব্বদত্তো গার্গ্যঃ ত্রাতাৎ ঐষুমতাৎ" ইত্যাদি—অর্থাৎ গ্রন্থবক্তা ঋষি গর্গগোত্র শর্ব্বদত্তের নিকট, গর্গগোত্র শর্ব্বদত্ত ইষুমদ্‌গোত্র ত্রাতের নিকট ইত্যাদি। সমগ্র গ্রন্থে এক 'উপজায়ত' ভিন্ন দ্বিতীয় ক্রিয়াপদ নাই; শেষ পর্য্যন্ত আছে কেবল পঞ্চম্যন্ত গুরুর নাম ও গোত্র, এবং প্রথমান্ত শিষ্যের নাম ও গোত্র।

অন্য সর্ব্বত্র 'উপজায় চ' পাঠ থাকায় উহাকেই প্রকৃত পাঠ বলিলে সায়ণভাষ্য নগণ্য হয় এবং মূল গ্রন্থের অর্থসঙ্গতিও হয় না—উহাতে ঐ যে কর্ত্তা ও অপাদান কারক আছে, কোন্ ক্রিয়ার সহিত উহাদের অন্বয় হইবে?

গোভিলসূত্রে আছে—"উদ্‌ধৃত্যাং চিত্রং...আভির্দ্ধিগ্ভিঃ সবিতৃরূপ-স্থানং নমো ব্রহ্মণ ইত্যাদ্যুপজায়তেত্যন্তেন অগ্নিস্তৃপ্যাত্বিতি চ তৃপ্যতাং বা সর্ব্বত্র সব্যেনৈতান্ তর্পয়েৎ।... ততঃ প্রত্যুপস্থানং গায়ত্র্যষ্টশতাদীনি জপ্ত্বা।..."

রঘুনন্দন আহ্নিকতত্ত্বে লিখিয়াছেন—"নমো ব্রহ্মণ ইত্যাদ্যুপজায়তে-

ত্যস্তেন * উপস্থানমুক্ত্বা গোভিলেন, অগ্নিস্তপ্যাত্বিত্যাদিনা তর্পণমভিধায়, 'ততঃ প্রত্যুপস্থান' গায়ত্র্যাষ্টশতাদানি জপে'ত্তি স্বত্রান্তরেণ গায়ত্রীজপরূপোপস্থানমুক্তম্। ততশ্চ ছন্দোগানাম্ উপজায়তেত্যন্তমুপস্থানম †। ততস্তর্পণাধিকারে তর্পণং বিধায় গায়ত্রীজপং কুর্য্যাৎ।"

এতাবতা গোভিলের মতে উপজায়ত পর্য্যন্তই উপস্থান (জল দিবার বিধি নাই); রঘুনন্দনও তাহাই সুস্পষ্ট করিয়াছেন (তিনিও জল দিতে বলেন নাই)। তাই আমিও মন্ত্র পাঠমাত্র করিতে লিখিয়াছি। তর্কনিধি মহাশয় তাঁহার পুস্তকের টিপ্পনীতে আমার লেখায় দোষারোপ করিয়া প্রত্যেক মন্ত্রে জলদানরূপ স্বমত সমর্থনের জন্য লিখিয়াছেন—"স্নানসূত্রের ভাষ্যে তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন যে, 'চকাররহিতপাঠেঽপি সবিতুরুপস্থানমনুবর্ত্তত এব" অর্থাৎ উপজায় চ এই চকারে সূর্য্যোপস্থানকেই অনুবর্ত্তিত করিতেছে।"

"চকাররহিত পাঠেঽপি" ইহার অর্থ কি "উপজায় চ এই চকারে" ঠিক হইল? সে যাহা হউক, তাঁহার উদ্ধৃত পূর্ব্বপ্রদর্শিত দ্বৈতনির্ণয়ের পঙ্‌ক্তি দেখিয়া "বালঃ পায়সদগ্ধো দধ্যপি নন্ত ফুৎকৃতং ভুঙ্‌ক্তে" বলিয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভাষ্য খুঁজিলাম। ঐ পঙ্‌ক্তি কোথাও পাইলাম না। যদিও তিনি কোথাও ঐরূপ লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলেও উহা দ্বারা ত উপজায় পর্য্যন্ত সূর্য্যোপস্থানই বুঝাইতেছে। জলদানের সমর্থন কিরূপে হইল যে, তিনি উক্ত প্রমাণে মন্ত্রটিকে ঐরূপ বিকৃত করিয়াছেন? আহ্নিকাচার-প্রয়োগতন্ত্রেও জলদানের কথা আছে লিখিয়াছেন। উহা বহু শতাব্দী পূর্ব্বের হস্তলিখিত বলিয়াই কি প্রমাণরূপে গণ্য হইবে? ঋষিবচন আবশ্যক। ‡

(১৬) গোভিল স্নানের পূর্ব্বে গাত্রে মৃত্তিকা লেপনের জন্য যে "পাবকা নঃ" মন্ত্র ধরিয়াছেন, তিনি সেই মন্ত্রে সামবেদিসন্ধ্যায়

* প্রচলিত পাঠ—তু পজায় চেত্যন্তেন। † প্রচলিত পাঠ—উপজায় চেত্যন্ত।

‡ প্রত্যেক মন্ত্রে জল দেওয়া সপ্রমাণ হইলে, উহাতে এবং অন্য সমস্ত পদ্ধতিতে [illegible] 'উপজায় চ' পর্য্যন্ত লেখা আছে কেন?

সূর্য্যার্ঘ্যের পূর্ব্বে তীর্থনমস্কার করিতে লিখিয়া নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে; তাহাতে "যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ" স্থলে "যজ্ঞং বষ্টুং ধিয়া বসুঃ" পাঠ ধরিয়া ভাষ্য করিয়াছেন "যজ্ঞং বষ্টুং কাময়তাং ধিয়া বসুরিতি ধিশব্দঃ কর্ম্মপ্রবচনঃ।"—বশ্ ধাতুর লোট্ তুপে বষ্টু হয়; বষ্টুং কিরূপে হইল? "অনুস্বারং দিলেং সংস্কৃতং হয়ং" বলিয়াই বুঝি অনুস্বার দিয়াছেন। পাণিনি অভি অনু প্রভৃতি কতিপয় অব্যয়ের কর্ম্মপ্রবচন সংজ্ঞা করিয়াছেন। তর্কনিধি মহাশয় কর্ম্মবাচক অর্থে ঐ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। হ্রস্ব-ইকারান্ত ধি শব্দের অর্থ কি কর্ম্ম? এবং তাঁহার তৃতীয়ার একবচনে কি ধিয়া হয়?

তর্কনিধি মহাশয়ের সন্ধ্যাবিধি একপ্রকার অপূর্ব্ব মধুচক্র। তাহার যেখানে খোঁচা মারা যায়, সেইখান হইতেই মধু ঝরিয়া পড়ে। তাহার প্রত্যেক নির্ঝর "স্বাদু স্বাদু পদে পদে।" সুতরাং কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টার আস্বাদ পাঠকগণকে উপভোগ করাইব, ভাবিয়া পাই না। এ যাত্রায় এইখানেই উপসংহার করিলাম।

তিনি আমার সংশোধনকে চণ্ডী কাটিয়া মুণ্ডীর ন্যায় বলিয়াছেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং যে সর্ব্বত্রই শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করেন নাই। "কর্ণার্দ্দিং কটু কূজতীতি বত হা কাকঃ পিকং নিন্দতি।"

তাঁহার পুস্তকে ভাষাগত ও বর্ণগত দোষও প্রচুর পরিমাণে আছে। যথা—সংস্কৃতে সূর্য্যমুপতিষ্ঠেৎ (সর্ব্বত্রই পরস্মৈপদ)। দক্ষনাসাপুটে ধৃত্বা (কর্ম্মে সপ্তমী)। ইতি প্রত্যেকং জলাঞ্জলিনা সূর্য্যোপস্থানং কুর্য্যাৎ (প্রত্যেকং কোন্ বিভক্ত্যন্ত ও কাহার সহিত অন্বিত?)। প্রাচ্যৈশান্যুদীচ্যান্যতরমুখঃ (উদীচ্যাতে আকার এবং বহু বস্তু নির্দ্দেশের পর অন্যতর শব্দের প্রয়োগ)। ঐশান্যাভিমুখঃ (আকার)। (দধ্যঙ্-আথর্ব্বণঃ) দধ্যঙ্গাথর্ব্বণঃ (গ্ কোন্ সূত্রে হইল?)।

বাঙ্গালায়— শিরোধার্য্য ক্রমে। সূর্য্যাভিমুখী হইয়া। বিমুখিনী। পবিত্র-শালিনী। পৃথিবীবতী। মৃণ্ময়। পংক্তি। অশ্বক্রিন্তিঃ ইত্যাদি—ইত্যাদি।

উপাধি দ্বারাই জানা যাইতেছে তিনি নৈয়ায়িক পণ্ডিত। সুতরাং তাঁহার "অর্থণি তাৎপর্য্যং, শব্দানি কোশ্চিন্তা" হইলেও সাধারণের ত শব্দ ও অর্থ উভয়ত্র চিন্তা ও তাৎপর্য্য আছে।

অন্যের কথা ছাড়িয়া দিই, শ্রীহট্ট বৈদিক সমিতির অধ্যাপক, নানা শাস্ত্রের আলোচক, সুবিজ্ঞ তর্কনিধি মহাশয়ও এরূপ অসার প্রতিবাদ করায় এবং আমার ঐ পুস্তক তাঁহারও সর্ব্বপ্রধান উপজীব্য হওয়ায় * এখন সুনিশ্চিত বুঝিতেছি যে, আমার আহ্নিককৃত্য, গৌর্ীশঙ্করশৃঙ্গের ন্যায়, 'আভূতসংপ্লবং" অক্ষুণ্ণ থাকিয়াই উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া আক্রমণকারী মহাবীরদিগকেও ভ্রুকুটীভঙ্গীতে উপহাস করিবে।

তাঁহাদের দেশের লোকই আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি সন ১৩২৮ সালের আষাঢ় মাসে তাঁহার ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধি প্রথম প্রকাশ করেন। তত্রত্য পণ্ডিতগণ তাহাতে বহুল ভ্রম প্রদর্শন করায় তাহা তিরোহিত করিয়া ঐ সালের অগ্রহায়ণ মাসে এই আলোচ্য পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করাইয়াছেন। সেই জন্যই বোধ হয়, ইহাতে বেশী ভুল নাই, কেবল যজুর্ব্বেদিসন্ধ্যায় ৪৮, ঋগ্বেদিসন্ধ্যায় ৫৪ এবং সামবেদি সন্ধ্যায় ৩৩— সাকল্যে ১৩৫টি মাত্র মূলের মধ্যে ভুল আছে। প্রথম সংস্করণের কথাটা চাপা দিবার জন্য ইহাতে আর "দ্বিতীয় সংস্করণ" বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। এক্ষণে আমার প্রদর্শিত ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া আবার অভিনব প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করিবেন কি না বলিতে পারি না।

---

* শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ও তাঁহার পার্ষ্ণিগ্রাহ হইয়া যুগপৎ আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার ৪ বারের প্রতিবাদ ও আমার উত্তর পরে দেখুন। সে সকল উত্তর সম্বন্ধে হাঁ কি না—কোনও উচ্চবাচ্য না করিয়া আবার নূতন কথা পাড়িয়াছেন। এজন্য আমি অনর্থক উত্তর দিই নাই, দিবও না। এক একটি কথার মীমাংসা হওয়া উচিত নয় কি

(প্রতিবাদ)

সন্ধ্যায় সন্দেহ, আচমনেই গোল,

এবং

আচমনে পুনরচোলানা।

লেখক—শ্রীকালীচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ (ব্রাহ্মণ-সমাজ—কাৰ্ত্তিক ১৩২৩, কার্ত্তিক ও মাঘ ১৩১৯, ত্রিশূল—আষাঢ়, কল্যব্দ ৫০২৩)।

১। প্রাতরাচমনমন্ত্রে কোনও কোনও পুস্তকে রাত্র্যা ও অকার্ষং লেখা থাকিলেও বাত্রিয়া ও অকারিষং পড়িতে হইবে বলিয়া কবিরত্ন মহাশয় শিক্ষার সুবিধার জন্য রাত্রিয়া ও অকারিষং লিখিতে সাহস পাইলেন; কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্রে বরেণ্যং স্থলে পিঙ্গলের "ইয়াদিপূরণং" সূত্রানুসারে বরেণিয়ং পড়িতে বলিয়াও বরেণিয়ং লিখিতে ঠেকিলেন কেন? ইহা কি চিত্তের দুর্ব্বলতা নহে?

বেদে বরেণ্যং পাঠ থাকিলেও বরেণিয়ং বলিতে হইবে, কবিরত্ন মহাশয়ের এ উদ্ভট আদেশ অতি সাহসেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি ত ঋষি নহেন যে, তাঁহার কল্পিত আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে?

পিঙ্গলেব "ইয়াদিপূবণং" সূত্রে যে বরেণিয়ং উপদিষ্ট হইয়াছে, উহা কেবল গান বিষয়ে। গানেই মন্ত্রোচ্চারণেব বৈষম্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। বহু গ্রন্থে গায়ত্রীর উল্লেখ আছে, বহুপ্রকার গায়ত্রীব্যাখ্যাও দৃষ্ট হয়, কিন্তু কুত্রাপি বরেণিয়ং বলিবার আভাস পাওয়া যায় না।

সর্ব্বত্রই য স্থানে ইয় উচ্চারণের নিয়ম থাকিলে "ময়া পত্যা জরদষ্টিঃ" স্থলে পতিয়া বলিতে হয়।

গায়ত্রীতন্ত্রে বরেণ্যং পদোল্লেখেই গায়ত্রীর উল্লেখ দেখা যায়। বিশেষতঃ তদ্‌গ্রন্থে গায়ত্রী মন্ত্র যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বর্ণবিশ্লেষণাদি দ্বারা তাহার অন্যথা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। যথা—"ন চাত্র বর্ণবিশ্লেষং ন চ বা পদদূষণম্। নাত্র সন্ধির্মহেশানি ন চাত্র শ্লোকযোজনা॥"

বরেণ্যং শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—"বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ।" মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে-"আদৌ তৎসবিতুঃ পশ্চাদ্ বরেণ্যং পদমুচ্চরেৎ।" গায়ত্রী কবচে ও ন্যাসে "বরেণ্যং কটিদেশে তু।" সর্ব্বত্র বরেণ্যং পদ দৃষ্ট হইলেও "চতুর্বিংশত্যক্ষরা বৈ গায়ত্রী।" "চতুর্বিংশত্যথৈতানি গায়ত্র্যা অক্ষরাণি তু" (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য) ইত্যাদি বহু প্রমাণে গায়ত্রীর ২৪ অক্ষর প্রমাণিত হইয়াছে।

গায়ত্রীতন্ত্রে "রেকারং গুহ্যদেশে চ ণকারং বৃষণে ন্যসেৎ। য়ংকারং কটিদেশে চ ভকারং নাভিমণ্ডলে।" "রেকারং বহ্নিসঙ্কাশং ণকার-মতিনির্ম্মলম্। য়ংকারং তড়িদাকারং ভকারং কৃষ্ণমেব চ।" এ সমস্ত প্রমাণ দ্বারা বর্ণবিশ্লেষণে বরেণয়ং বুঝাইতেছে।

অন্যত্র আগমসন্দর্ভেও গায়ত্রীকবচ দ্বারা ঐরূপ অক্ষর বিভাগ প্রতীতি হয়। যথা—"ওঁ ণ ওঁ পাতু মে অক্ষং সর্ব্বতত্ত্বৈককারণম্। ওঁ যং ওঁ পাতু মে শ্রোত্রং শ্রবণস্থ চ কারণম্॥"

কবিরত্ন মহাশয় আহ্নিককৃত্যে যে গায়ত্রীকবচ লিখিয়াছেন, তাহাতে বরেণিয়ং পদেরই অক্ষর বিভাগ আছে। ঐ পাঠ পিঙ্গলসূত্রানুসারে তাঁহার সংশোধিত কি না, তিনিই জানেন। যথা—"ণিকারম্ ওষ্ঠদেশে তু অধরে য়ং প্রকল্পয়েৎ।

২। কবিরত্ন মহাশয় কি ঋগ্বেদ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন যে, সূর্য্যশ্চ ইত্যাদি মন্ত্র ঋগ্বেদে নাই। যদি সমস্ত বেদ না দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে আরণ্যকোক্ত পাঠ সমাদরে সকল বেদে গ্রহণ করিবার উপদেশ দান কি অতি সাহসের পরিচয় নয়? আরণ্যকের প্রতি তাঁহার ভক্তির কারণ কি খুঁজিয়া পাইতেছি না। শাখা বা বেদ ভেদে-মন্ত্র-ভেদের অনুসন্ধান না নিয়া, কোনও এক শাখার অবিহিত পাঠ দেখাইয়াই আমাদের সকলেরই অভ্যস্ত পাঠ প্রমাদপূর্ণ বলিয়া কবিরত্ন মহাশয়ের ধারণা। কিন্তু ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যা-মন্ত্রের ব্যাখ্যাকার ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কি বলিতেছেন দেখুন। তাঁহার লেখা দেখিয়া বোধ হইতেছে

তিনি আরণ্যকও দেখিয়াছিলেন; তথাপি আমাদের অভ্যস্তানুরূপ পাঠেরই সমর্থন করিতেছেন। যথা—"মন্ত্রার্থস্তু—অতীতয়া রাত্র্যা তস্যাং রাত্রৌ যৎ পাপমকারিষং কৃতবানস্মি। অকার্ষমিতি লৌকিকঃ, অকারিষমিতি বৈদিকঃ; ছন্দোঽনুরোধাৎ লৌকিকস্যাপি গ্রহণম্। অহরবলুম্পতু অহরভিমানী দেবো বিনাশয়তু। তৈত্তিরীয়োপনিষদি, আরণ্যকপঞ্চবিংশানুবাকীয়শ্রুতৌ, গৃহ্যপরিশিষ্টে চ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চেত্যাদিমন্ত্রে রাত্রিস্তদবলুম্পতু ইত্যেব দৃশ্যতে। আপস্তম্বেন রাত্রের্দ্দেবতাত্বাঙ্গীকারাৎ, পরিশিষ্টে অগ্নিশ্চেতি মন্ত্রে রাত্রিরহ ইত্যুপদেশাচ্চ রাত্রিস্তদবলুম্পতু ইত্যেব পাঠো যুক্ততরঃ প্রতিভাতি।"

দেখুন ব্যাখ্যাকর্ত্তা ছন্দোঽনুরোধে বৈদিক অকারিষং পাঠ না করিয়া লৌকিক অকার্ষং পাঠ করিতে উপদেশ করিতেছেন। হলায়ুধও ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে রাত্র্যা অকার্ষং পাঠ লিখিয়া তদনুরূপ ব্যাখ্যা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

বাস্তবিক "পরীক্ষকাণামপি সহসা প্রাচামাচারস্য দুরাচারোক্তির্ন যুক্তা, কিন্তু তৈরপি চিরন্তনস্যানুগমনায় যতিতব্যম্।"

৩। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য (কর্ম্মারম্ভে) স্মার্ত্তাচমন সম্বন্ধে আহ্নিকতত্ত্বে যে সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে সমন্ত্রক বা অমন্ত্রক আচমনের স্পষ্ট কোন বিধি নিষেধ না থাকিলেও মন্ত্রবিশেষের উল্লেখ নাই বলিয়া কবিরত্ন মহাশয় সমন্ত্রকবাদিদিগকে কটাক্ষ করিয়া শিষ্টাচার দলন পূর্ব্বক অমন্ত্রক আচমন করিতেই উপদেশ করিতেছেন। স্মার্ত্তাচমন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ-সমাজের কার্ত্তিক ১৩২৩ সংখ্যায় আমার প্রতিবাদ ও কবিরত্ন মহাশয়ের আহ্নিককৃত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, এবং এবারেরও আমার দুই একটি কথা শুনিয়া বিজ্ঞ পাঠক মহাশয়দিগকে ন্যায়-বিচার করিতে অনুরোধ করিতেছি।

ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে প্রাতঃসন্ধ্যারম্ভে সাধারণ আচমন প্রসঙ্গে হলায়ুধ "ওঁ-পূর্ব্বাভিঃ সর্ব্বাভির্ব্যাহৃতিভিঃ সর্ব্বপাতকেষ্বাচামেৎ"ইত্যাদি বৌধায়ন-বচন

প্রমাণ দ্বারা সাধারণ আচমন বিধান করিতেছেন। আবার প্রায়শ্চিত্তাত্মক গায়ত্রীজপ প্রসঙ্গেও ঐ প্রমাণের উল্লেখ করিয়া ব্যাহৃতি দ্বারাই আচমন বিধান করিতেছেন। সুতরাং সাধারণ আচমনও ব্যাহৃতি দ্বারাই কর্ত্তব্য, ইহা হলায়ুধের অভিপ্রেত বলিয়া প্রতীতি হইতেছে।

হারীতও উচ্চৈঃস্বরে সমন্ত্রক আচমনের উপদেশ করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কবিরত্ন মহাশয় তাহা শুনিলেন না। হারীত প্রাতঃসন্ধ্যা-প্রসঙ্গে কি বলিতেছেন শুনুন—"স্নাত্বা মন্ত্রবদাচম্য পুনরাচমনং চরেৎ। মন্ত্রবৎ প্রোক্ষ্য চাত্মানং প্রক্ষিপেদুদকাঞ্জলিম্॥"

আশ্বলায়ন ঐ স্বরে একটু বিশেষ করিয়া কি ঘোষণা করিতেছেন, তৎসম্বন্ধেও পাঠক একটু প্রণিধান করুন—"প্রণবেন ত্রিরাচামেদ্দক্ষিণেন তু পাণিনা। উভৌ হস্তৌ চ প্রক্ষাল্য চৌষ্ঠৌ দ্বৌ পাণিনা স্পৃশেৎ॥" ইত্যাদি।

সুতরাং যে সমস্ত প্রমাণে সমন্ত্রক আচমনের স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তথায় ঐ সমস্ত বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া সর্ব্বত্র স্মার্ত্তাচমনের সমন্ত্রকত্ব কল্পনা স্মৃতিসিদ্ধান্ত-সম্মত বলিতে বোধ হয় পণ্ডিত মহাশয়দের মতভেদ হইবে না। অন্যথা হারীতোক্তির কি গতি হইবে?

সুতরাং আবার বলিতে ইচ্ছা করে "সহসা প্রাচামাচারস্য দুরাচারোক্তিন যুক্তা।"

কবিরত্ন মহাশয়ের পুস্তকের অন্যান্য বিষয়ে ক্রমশঃ আরও আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল। ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠাননিরত বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দের নিকট আলোচিত বিষয়ের সুমীমাংসা সানুনয় প্রার্থনা করিতেছি।

(বাদ)

গোল মিটাইবার চেষ্টা ও আমার নিবেদন

লেখক—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি

(ত্রিশূল, ভাদ্র, কল্যব্দ ৫০২৩ ও ব্রাঃ সঃ বৈশাখ ১৩৩০)

১। সূর্য্যশ্চ মন্ত্রে গ্রন্থবিশেষে রাত্র্যা ও অকার্ষং লেখা থাকিলেও রাত্রিয়া ও অকার্ষিষং পাঠ করিবার প্রমাণ দেখাইয়া তৈত্তিরীয় আরণ্যকে

ঐরূপ পাঠ আছে বলিয়াই ঐরূপ লিখিতে সাহসী হইয়াছি। গায়ত্রী-মন্ত্রে বরেণ্যং স্থলে বরেণিয়ং পড়িবার প্রমাণ দেখাইয়াও, সর্ব্ববেদে বরেণ্যং থাকায় সেইরূপই রাখিয়াছি ; বরেণিয়ং লিখিতে সাহস করি নাই।

পিঙ্গলের "ইয়াদিপূরণঃ" সূত্র গানের বিষয়ে নহে। তাহা হইলে গায়ত্রীর গানে বরেণিয়োং, ভার্গো, ধীমহী, প্রচোহুম্ আদায়ো আ— এইরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হওয়ায় পিঙ্গল তজ্জন্য কোনও সূত্র না করিয়া কেবল বরেণ্যংএর জন্যই করিলেন কেন ? এবং গানে বরেণিয়োং হওয়ায় বরেণিয়ং পড়িতেই বা বলিলেন কেন ? অপিচ "দিবং গচ্ছ সুবঃ পত" এই শুক্লযজুর্ব্বেদীয় ঋগংশটিই বা উদাহরণে ধরিলেন কেন ? (উহা ত গান নহে)।

গৃভ্‌ণামি ইত্যাদি মন্ত্রের ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উহার দ্বিতীয় চরণ "ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ" ইহাতে ১১ অক্ষর পূর্ণ থাকায় পত্যা স্থলে পতিয়া বলিবার ত কোনও কারণ নাই। যাজ্ঞবল্ক্যাদি-বচনে যে বরেণ্যং আছে, তাহাতেও ছন্দোভঙ্গ না ঘটায় বরেণিয়ং পড়িতে হইবে কেন ? গায়ত্রীতে ২৩ অক্ষর থাকিলেও "চতুর্বিংশত্য-ক্ষরা বৈ গায়ত্রী" এই বচন-বলে যদি ২৩ অক্ষরকেই ২৪ অক্ষর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে গায়ত্রীহৃদয়ে, গায়ত্রীতন্ত্রে, যোগিযাজ্ঞ-বল্ক্যবচনে যে ২৪ অক্ষরের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ দেবতা ও বর্ণের নির্দ্দেশ আছে,তাহাতে ৮ম, ১৬শ ও ২৪শ বলিতে কোন্ কোন্ অক্ষরকে ধরিবেন ? এবং যোগী যাজ্ঞবল্ক্য "সোঙ্কারচতুরাবৃত্ত্যা বিজ্ঞেয়া সা শতা-ক্ষরা। শতাক্ষরাং সমাবর্ত্ত্য সর্ব্ববেদফলং লভেৎ" এই বচনে যে গায়ত্রীকে ওঙ্কারযুক্ত করিয়া চতুরাবৃত্তিতে শতাক্ষরা করিতে বলিয়াছেন, তাহার উপপত্তি কিরূপে হইবে ?

স্মৃতিতীর্থ মহাশয়, যে গায়ত্রীতন্ত্রের বচন তুলিয়া, বর্ণবিশ্লেষণের নিষেধ সপ্রমাণ করিয়াছেন, সেই গায়ত্রীতন্ত্রেই যখন গায়ত্রীন্যাসে "রেকারং গুহ্যদেশে চ নিকারং বৃষণে ন্যসেৎ। য়ংকারং কটিদেশে চ ভকারং নাভি-

মণ্ডলে” এবং বর্ণকল্পে “রেকারং বহ্নিসঙ্কাশং ণিকারং রক্তবর্ণকম্। য়ংকারং ধূম্রসঙ্কাশং ভকারং কৃষ্ণমেব চ” রহিয়াছে, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ণ্যং স্থলে ণিয়ং উচ্চারণে বর্ণবিশ্লেষণ হয় না, সুতরাং তজ্জন্য দোষও হইতে পারে না। তৎ-সব্-ইৎ-উর্-বর্-এণ্-য়ং ইত্যাদিরূপপাঠেই বর্ণ-বিশ্লেষণ হয়, তাহাই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সাক্ষাৎ গায়ত্রীতন্ত্রে ও আগমসন্দর্ভে এবং প্রাণতোষণীধৃত উক্ত তন্ত্রদ্বয়ে সর্ব্বত্রই ণিকারং ও য়ংকারং আছে। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় তত্তৎ স্থলে ণকারং ও য়ংকারং স্বকল্পিত পাঠ ধরিয়া ণ্যং স্থলে ণয়ং পড়া সপ্রমাণ করিতেছেন। তাহাতেও বর্ণবিশ্লেষণ হইল না কি? এবং ণকারের পর অকারটাই বা কোথা হইতে আসিল?

কেবল গায়ত্রীতন্ত্রে ও আগমসন্দর্ভে কেন? দেবীভাগবতেও দেখুন —“ণিকার ঊর্দ্ধমোষ্ঠন্তু য়ংকারস্ত্বধরোষ্ঠকম্।” শারদাতিলকে—“ণিকারং চিন্তয়েদ্‌যোগী শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্। অভক্ষ্যভক্ষণং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥ য়কারং তারকাবর্ণং বিন্দুশেষবিভূষিতম্। যোগিনাং বরদং ধ্যায়েদ্ ব্রহ্মহত্যাবিনাশনম্॥”

শারদাতিলকের ২১ পটলে “পৎসন্ধিষু ধ্বজে নাভৌ” ইত্যাদি বচনে গায়ত্রীর ২৪ অক্ষর ২৪ অঙ্গে ন্যাস করিতে বলা হইয়াছে। প্রাণতোষণী-কার ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন “ণিয়মিত্যস্য পৃথক্‌ত্বেন চতুর্বিংশত্যক্ষরত্বম্।”

এখন বরেণ্যং স্থলে বরেণিয়ং পড়িতে বলা আমার উদ্ভট আদেশ কি না, বুঝিয়া দেখুন।

আহ্নিককৃত্যস্থ গায়ত্রীকবচে ণি ও য়ং পাঠ আমার সংশোধিত বলিয়া স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের সন্দেহ হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, আমার—বোধ হয় আমার পিতামহেরও—জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে মুদ্রিত দেবীভাগবতে ও প্রাণতোষণীতে যে ণি ও য়ং পাঠ ধৃত হইয়াছে এবং “ণিয়মিত্যস্য পৃথক্‌-ত্বেন” লিখিত হইয়াছে, তাহাও কি আমার সংশোধিত? এবং যেখানে

যত "শারদাতিলক" গ্রন্থ আছে, সর্ব্বত্রই আমি গিয়া কি ঐরূপ সংশোধন করিয়া আসিয়াছি ?

আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টকার সন্ধ্যাপ্রয়োগে গায়ত্রীন্যাসে লিখিয়াছেন— "সাবিত্র্যা দৈবতমন্ত্রস্মৃত্য আর্ষাদিকং বা, তামেতাং চতুরক্ষরশো বিভক্তাম্ অন্তযোজিতৈস্তদঙ্গমন্ত্রৈঃ যথাঙ্গম্ আত্মনি বিন্যস্য, আত্মান' তদ্রূপং ভাবয়েৎ। যথা—তৎসবিতুঃ হৃদয়ায় নম ইতি হৃদয়ে। বরেণ্যং শিরসে স্বাহেতি শিরসি। ভর্গোদেব শিখায়ৈ বষড়িতি শিখায়াম্।" ইত্যাদি। এই যে ৪।৪ অক্ষরে ভাগ করিতে বলিয়া এক ভাগে বরেণ্যং লিখিয়াছেন, ইহাতেও কি বুঝা যাইতেছে না যে, বরেণ্যং লেখা থাকিলেও বরেণিয়ং বলিতে হইবে ?

পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে (৪৬ অঃ ১৭৬—১৮৮) স্পষ্টাক্ষরে তৎসবিতুর্ব্বরেণিয়ং পাঠ আছে, এবং ন্যাসে "রেকারং গুহ্যদেশে তু ণিকারং বৃষণে ন্যসেৎ। য়ংকারং কটিদেশে তু ভকারং নাভিমণ্ডলে॥" রহিয়াছে। ইহাও কি আমার সংশোধিত ?

কাণ্বসংহিতায় (৩ অঃ ৩ অনুঃ ৩৩) "তৎ সবিতুর্ব্বরেণিয়ং" স্পষ্টই রহিয়াছে। উহাতে লিপিকর ও মুদ্রাকরের প্রমাদ বলিবারও অবসর নাই। যেহেতু সায়ণাচার্য্য "বরেণিয়ং" পাঠ ধরিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২। আমি তন্ন তন্ন করিয়া ঋগ্বেদ না দেখিলেও যাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলুন না, সূর্য্যশ্চ মন্ত্রটি ঋগ্বেদের কোথায় আছে ও তাহাতে কিরূপ পাঠ আছে ?

স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের প্রমাণভূত ঋগ্বেদিসন্ধ্যামন্ত্রের ব্যাখ্যাকার উক্ত মন্ত্রটি যে যে গ্রন্থে আছে, সকলেরই নাম করিয়াছেন। তাহাতে বেদের মধ্যে কেবল তৈত্তিরীয় আরণ্যকেরই উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের কোনও শাখায় ঐ মন্ত্র থাকিলে, তিনি ঋগ্বেদি-সন্ধ্যা-মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া তাহার উল্লেখ করিলেন না কেন ? ইহাতেও কি স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের শাখাভেদে পাঠভেদের স্মৃতি অপস্থত হইল না যে, ঐ মন্ত্র তৈত্তিরীয়

আরণ্যক ভিন্ন আর কোনও বেদে নাই, সুতরাং সর্ব্ববেদীবই উহা সমভাবে পাঠ্য? শুদ্ধই হউক আর অশুদ্ধই হউক, সর্ব্ববেদীই ত উহা সমভাবে পাঠ করিতেছেন, দেখাও যাইতেছে।

আমি ঋষি নহি, সুতরাং আমার কল্পিত পাঠ গ্রহণ করা কাহারও উচিত নহে বলিয়া স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ঘোষণা করিতেছেন, এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রতি আমার এ ভক্তির হেতু খুঁজিয়া না পাইয়া আকুল হইয়াছেন, কিন্তু যে ব্যাখ্যাকার অকারং লৌকিক ও অকারিষং বৈদিক বলিয়াও ছন্দোহনুবোধে অকার্ষং পড়িতে বলিয়াছেন, প্রাতরাচমন-মন্ত্রে "রাত্রিস্তদবলুম্পতু" পাঠ আরণ্যকে ও গৃহ্যপরিশিষ্টাদিতে দেখিয়া এবং তাহাই যুক্ততর বলিয়াও প্রচলিত "অহস্তদবলুম্পতু" পাঠ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনিও ঋষি নহেন, তবে তাঁহার ঈদৃশ উন্মত্ত প্রলাপে স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের কিরূপে এত ভক্তি জন্মিল, তাহা ভাবিয়া আমিও নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। তাঁহার অন্যান্য কথার উত্তর তর্কনিধি মহাশয়ের প্রতিবাদের উত্তরে দিয়াছি বলিয়া পুনরুক্তি করিলাম না।

৩। সাধারণ আচমনে ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ বলিয়া যে জলপানের প্রথা দাঁড়াইয়াছে, আমি আহ্নিককৃত্যে তাহারই অমূলকত্ব সপ্রমাণ করিয়া লিখিয়াছি যে, ৩ বার সমন্ত্রক জলপানের পর ওষ্ঠমার্জ্জনাদি করিয়া তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ওঁ বিষ্ণুঃ বলিয়া বিষ্ণুস্মরণ করিবে।

স্মৃতিতীর্থ মহাশয়, যে সকল প্রমাণ তুলিয়াছেন, তদ্দ্বারা ওঁবিষ্ণুঃ মন্ত্রে জলপানের এবং উহার মন্ত্রত্বের সমর্থন হইতেছে কি? পাপক্ষয়াদি-প্রয়োজনবিশেষে ব্যাহৃতি প্রভৃতি পাঠসহকারে জলপান করিবার বিধি থাকিলেও, সাধারণ আচমনে সেরূপ কি কেহ করিয়া থাকেন? এবং যদি কেহ সেরূপ করেন, আমি কি তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছি? তবে সে অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলিয়া অনর্থক প্রতিবাদের পরিসর বৃদ্ধি করা কেন?

৪। শেষ নিবেদন—তিনি এই যে ৭।৮ বৎসর ধরিয়া আহ্নিক-কৃত্যের প্রতিবাদ করিতেছেন এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট মীমাংসা

চাহিতেছেন, কৈ এ পর্য্যন্ত কোনও পণ্ডিত তদ্বিষয়ে একটা কথাও কহিয়াছেন কি? তবে বারংবার ঐ সকল কথা তুলিয়া নিজের সময়ের হানি ও আমার গ্রন্থের গ্লানি করিবার ফল কি? আমার উদ্ধৃত প্রমাণ-সমূহে শ্রদ্ধা না হয়, আমার সংশোধিত পাঠে আস্থা না জন্মে, আমার প্রদত্ত উত্তরে সন্দেহ না ভাঙ্গে, বেদের চর্চ্চা বিলুপ্ত হইবার পর মন্ত্রাদির যে সকল বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহাই যদি "প্রাচামাচার" হয় এবং তাহার প্রতিই যদি অচলা ভক্তি থাকে, তাহা হইলে তদনুযায়ী নানা গ্রন্থ—নানা পন্থা—আছে, যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্। আমি "ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া এইখানেই সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

(প্রতিবাদ)

বাদের প্রতিবাদ।

বিশ্বেদেবাঃ

লেখক—শ্রীকৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি।

(ব্রাঃ সঃ, ফাল্গুন ১৩২৯, ত্রিশূল, চৈত্র, কল্যাব্দ ৫০২৪)

ইতঃপূর্ব্বে আমি কবিরত্ন মহাশয়ের আহ্নিক-কৃত্যের অভিনব সংশোধিত কয়েকটি মন্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলাম। তাহার সম্যক্ উত্তর না দিয়াই তিনি আমার ভ্রম প্রদর্শনে ও আমার উপর আক্রমণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

কবিরত্ন মহাশয় যে সকল ভ্রমের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমার প্রকৃত ভ্রম কি না, অতি বিনয়ের সহিত সুধীমণ্ডলী-সমীপে বিচারপ্রার্থী হইতেছি।

আহ্নিক-কৃত্যের সহিত যাহা মিলিবে না, তাঁহার মতে তাহাই অশুদ্ধ; আর যাহা মিলিয়া যাইবে, তাহা অনুকরণ। ...এই স্থলে, নিরনুযোজ্যানুযোগ করিয়া কবিরত্ন মহাশয় নিগ্রহস্থানারূঢ় কি না, ইহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইব।

কবিরত্ন মহাশয়ের মতে "বরুণেন্দ্রবিশ্বেদেবাঃ" এই অংশে বিশ্বদেবাঃ হইবে। তিনি ব্যাকরণের অসাধারণ ব্যুৎপত্তিবলে নিঃসঙ্কোচে সমাস মধ্যে বিভক্তিযুক্ত বিশ্বে পদ অশুদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং নিজকৃত আহ্নিককৃত্যেও "বিশ্বদেবা দেবতাঃ" ইত্যাকার সংশোধিত অভিনব পাঠ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আমাদের দেশের প্রাচীন ও নূতন হস্তলিখিত ও মুদ্রযন্ত্রমুদ্রিত আচারাদর্শে "বিশ্বেদেবা দেবতা" এইরূপ পাঠই আছে। সুতরাং ইহা লিপিকরপ্রমাদ বলিয়াও মনে হয় না। সকল গ্রন্থকারই যে সামান্য ব্যাকরণ-ভুল করিয়া লিখিয়াছেন, এবং তাঁহাদের লিখিত সেই অশুদ্ধ পাঠ তাঁহাদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত কোটি কোটি পণ্ডিত মহাপণ্ডিত অবিচলিত চিত্তে অভ্যাস করিয়া সন্ধ্যার উপাসনায় ভুল করিতেছেন, এইরূপ কথা বলিবার সাহস বা ভাবিবার অবকাশ আমার মোটেই নাই। সুতরাং এরূপ স্থলে আমি সংশোধন করিতে পারি নাই।

কবিরত্ন মহাশয় মহাপণ্ডিত; পৃথিবীর, এমন কি ত্রিভুবনের কোনও শাস্ত্র তাঁহার অবিদিত নাই। তিনি পাণিনির "বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াম্" সূত্রের উদাহরণে বিশ্বদেব পদ দেখিয়াই আর একটু ইতস্ততঃ না করিয়া এই স্থলের বিশ্বেদেবা স্থানে বিশ্বদেবা পদ অনায়াসে বসাইয়া দিয়াছেন।

আমরা বেদ, পুরাণ, সংহিতা, আরণ্যক, ছন্দোগ্রন্থ ও ব্যাকরণের অনেক স্থানেই বিশ্বেদেবা পদ দেখিতেছি। নিম্নে কয়েকটি মন্ত্র উপস্থিত করিলাম।

(১) ঋগ্বেদের ৪ অষ্টক, ৮ অধ্যায়, ১৫ বর্গে—"বিশ্বেদেবাস আগত" ইত্যাদি ও ১৬ বর্গে "বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং" ইত্যাদি মন্ত্রে এবং যজুর্ব্বেদের ৭ অধ্যায় ৩৫ কণ্ডিকাতে "বিশ্বেদেবাস" ও "বিশ্বেদেবা" পদ দেখিতেছি।

(২) (৩) শতপথব্রাহ্মণ ও মৈত্রায়ণ্যুপনিষদে বিশ্বেদেবা পদ আছে।

(৪) ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে বিশ্বেদেবা পদ পুনঃপুনই দৃষ্ট হয়।

(৫) পিঙ্গল ছন্দোগ্রন্থের ৬৩ সূত্রে—"অগ্নিঃ সবিতা সোমো বৃহস্পতিমিত্রাবরুণাবিন্দ্রো বিশ্বেদেবা দেবতাঃ" ইত্যাদি স্থলেও বিশ্বেদেবা পদ দেখিতেছি। এতদ্ভিন্ন মহাভারতে, পুরাণে, সংহিতায় বহু স্থলেই বিশ্বেদেবা পদ আছে।

(৬) বৃহস্পতিসংহিতায়—"আগচ্ছন্তু মহাভাগা বিশ্বেদেবা বরপ্রদাঃ" ইত্যাদি স্থলেও বিশ্বেদেবা পদ আছে।

কবিরত্ন মহাশয় বলেন যে, যখন বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, বিশ্বান্ দেবান্ ইত্যাকার পদ দেখিতেছি, তখন এই সকল স্থলেও বিশ্বেদেবাঃ পদ অসমস্ত। তাহা হইলে শ্রাদ্ধচিন্তামণিধৃত "পিশাচা রাক্ষসা যক্ষা ভূতা নানাবিধাস্তথা। প্রতিলুম্পন্তি সহসা শ্রাদ্ধমারক্ষবর্জ্জিতম্। তৎপালনায় বিহিতা বিশ্বেদেবাঃ স্বয়ম্ভুবা॥" এই বৃহস্পতিবচনে অবস্থিত বিশ্বেদেবাঃ পদটিও কবিরত্ন মহাশয়ের যুক্তিমূলে অসমস্ত বলিতে কেহ ইচ্ছা করিবেন কি?

(৭) মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি-মিশ্র লিখিয়াছেন—"বিশ্বেদেব-ব্রাহ্মণাঙ্গুষ্ঠধারণপূর্ব্বকম্" ইত্যাদি।

(৮) নির্ণয়সিন্ধুকার লিখিয়াছেন—"একোদ্দিষ্টং দেবহীনং ইতি তত্র বিশ্বেদেবনিষেধঃ।"

(৯) মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২০৮ শ্লোকের টীকায় কুল্লুক-উদ্ধৃত দেবলবচনে—"যে চাত্র বিশ্বেদেবানাং বিপ্রাঃ পূর্ব্বং নিমন্ত্রিতাঃ। প্রাঙ্মুখান্যাসনান্যেষাং ত্রিদর্ভোপহতানি চ॥" এই শ্লোকে বিশ্বে-দেবানাং পদও রহিয়াছে।

(১০) হেমাদ্রিধৃত আদিত্যপুরাণে—"বিশ্বেদেবৌ ক্রতুর্দক্ষঃ সর্ব্বাস্বিষ্টিষু কীর্ত্তিতৌ। পুরুরবাদ্রবৌ চৈব বিশ্বেদেবৌ চ পার্ব্বণে।"

(১১) আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে—"অগ্নিবায্বাদিত্যবৃহস্পতিবরুণেন্দ্র-বিশ্বেদেবা।"

(১২) বিশ্বেদেবার উৎপত্তি বিবরণে—"বিশ্বায়াং দক্ষকন্যায়াং

জ্ঞাত্বা ধর্ম্মান্মহাত্মনঃ। বিশ্বেদেবা ইতি খ্যাতা দেববর্য্যা মহাবলাঃ॥" এই সকল বচন দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বিশ্বেদেবা স্থলে সমস্ত অসমস্ত চিন্তাব প্রয়াস নিরর্থক। ইহা রূঢ় একপদ মাত্র।

(১৩) কবিরত্ন মহাশয় প্রায় কথায় কথায় বলেন, এইরূপ প্রয়োগ কোনও ব্যাকরণে নাই; কিন্তু অধিকাংশ বঙ্গবাসীর অধীত কলাপব্যাকরণের সর্ব্ব-নামসূত্রের কলাপচন্দ্রে লিখিত আছে "বিশ্বেদেবা ইতি ছান্দসঃ প্রয়োগঃ।"

কবিরত্ন মহাশয় বলিয়াছেন "প্রথমা ও দ্বিতীয়ার অলুগ্‌বিধায়ক সূত্র কোনও ব্যাকরণে নাই। অলুক্‌সমাসনিষ্পন্ন হইলে বিশ্বেদেব শব্দের দ্বিতীয়াদি বিভক্তিতে বিশ্বেদেবান্, বিশ্বেদেবৈঃ ইত্যাদিরূপ পদ হয়, তাহা অর্দ্ধজরতীব ন্যায় নিতান্ত হাস্যাস্পদ।" পাঠক মহোদয়গণ। প্রদর্শিত দেবলবচনে বিশ্বেদেবানাং, আদিত্যপুরাণবচনে বিশ্বেদেবৌ দেখিয়া কবিরত্ন মহাশয়েব সর্ব্বজ্ঞতার পবিচয় গ্রহণ করুন।

পরিশেষে বাতবিক্ষিপ্ত বারিধির ভীষণ উৎকলিকার ন্যায় "বিদ্যাবারিধি" মহাশয়ের তাণ্ডবে যাহারা বিক্ষুব্ধ, তাহাদের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনারা এই সকল আলোচনা করিয়া কবি-রত্নের কবিকল্পনা যে কতদূর, তাহা বিচার করুন। এই প্রবন্ধে দিঙ্মাত্র প্রদর্শিত হইল। ক্রমশঃ অপরাপর কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

(বাদ)

বিশ্বদেবাঃ।

লেখক—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি

(ত্রিশূল—শ্রাবণ, কল্যব্দ ৫০২৪; ব্রাহ্মণসমাজ, আশ্বিন ১৩৩০)

বাদপ্রতিবাদ-ব্যাপারে আর লিপ্ত থাকিব না, বলিয়াছিলাম বটে; কিন্তু কি করি, "মুঞ্চন্তং মাং ন মুঞ্চতি।"

১। তর্কনিধি মহাশয় আমার লিখিত শ্বতশ্চ ও সূর্য্যাশ্চ মন্ত্রে যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহার যে উত্তর দিয়াছি, তাহা সম্যক্ হয় নাই

কেন ? বাচস্পতি মিশ্রের পঙ্‌ক্তি তুলিতে যে চাতুরী করিয়াছিলেন, তাহা ধরাইয়া দিয়াছি বলিয়া কি ?

২। তাঁহার পুস্তকের যে সকল ভ্রম দেখাইয়াছি, সেগুলি প্রকৃত কি না, বিচার করিবার জন্য আমিও অত্যতি বিনয়ের সহিত সুধীমণ্ডলীর উপর ভার দিতেছি।

৩। "অনুকরণ" কেন ? তিনি আমার আহ্নিককৃত্য হইতে যে যে বিষয় "অপহরণ" করিয়াছেন দেখাইয়াছি, তিনি নিজেই মনে বুঝিয়া দেখুন দেখি, তাহা সত্য কি না ? সুধীগণও দেখিয়া বিচার করিয়া বলুন, আমি নিরনুযোজ্যের প্রতি অনুযোগ করিয়া নিগ্রহস্থানারূঢ় হইয়াছি, কি না ? তিনি তাঁহার পুস্তকে যে গায়ত্রীশাপের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন, তাহা কোন্ গ্রন্থ হইতে লইয়াছেন বলিতে বলিয়াছিলাম, এখনও বলুন না ? যজুর্ব্বেদিসন্ধ্যায় গায়ত্র্যসীত্যাদি মন্ত্রের ১ম ব্যাখ্যায় আহ্নিক-প্রদীপের নাম করিয়াছেন, ২য় ব্যাখ্যায় কিছু বলেন নাই। বলুন না, উহা আহ্নিককৃত্য ভিন্ন কোথা হইতে লইয়াছেন ? তাহা হইলে আমি সকল নিগ্রহই নীরবে সহ্য করিব।

৪। প্রত্যেক পদের পর অবকাশ (স্পেস্) দেওয়া ইংরাজী রীতিতে চলিয়াছে। চণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে, ইদানীন্তন কাশী বম্বে প্রভৃতি প্রদেশের বহু মুদ্রিত পুস্তকেও এক মাত্রাতেই এক পঙ্‌ক্তি বা এক দাঁড়ি [illegible] স্ত মুদ্রিত দেখা যায়। যথা— "অ[illegible]ড়েপুরোহিতং" ইত্যাদি। তাই বলিয়া কি অগ্নি হইতে হিতং পর্য্যন্ত সমাস করা একপদ বলিতে হইবে ?

তিনি যে বিশ্বেদেবাস আগত, বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং ইত্যাদি মন্ত্র দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমি প্রমাণ-সহকারে পুনঃপুনঃ বলিয়াছি "বিশ্বে দেবাঃ" অসমস্ত পৃথক্ পদ। তাহাতেও সন্দেহভঞ্জন না হইয়া থাকে, ঐ মন্ত্রদ্বয়ের "পদপাঠ" দেখুন। তাহাতে "বিশ্বে। দেবাসঃ। বিশ্বে। দেবাঃ।" আছে। নিরুক্তে দ্যুস্থানদেবতার নামে যে "বিশ্বে দেবাঃ"

আছে. নিরুক্তের ভাষ্যকার তাহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন "সর্ব্বে দেবাঃ" এবং তাহার উদাহরণ দিয়াছেন ঐ শাবশে দেবাস আগত।" সায়ণাচার্য্যও তদনুসারে ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন "হে বিশ্বে দেবাসঃ সর্ব্বে দেবাঃ।" ইহাকে কি বিশ্বদেবাঃ (এক মাত্রায় লেখা থাকায়) একপদ বলিয়া স্বীকৃত হইল ?

তর্কনিধি মহাশয়ের প্রদর্শিত "আগচ্ছন্তু মহাভাগা বিশ্বেদেবা বরপ্রদাঃ" ইত্যাদি বচনেও 'বিশ্বে দেবাঃ' ঐরূপ পৃথক পদ এবং "বিশ্বেদেবনিষেধঃ" ইত্যাদি প্রয়োগ লিপিকরপ্রমাদকৃত ; এ কথা নিজের গরজে তিনি স্বীকার নাই করুন, পণ্ডিতমাত্রেই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই।

তাঁহার (৬) সংখ্যায় প্রদর্শিত বৃহস্পতিবচনে যে "তৎপালনায় বিহিতা বিশ্বেদেবাঃ স্বয়ম্ভুবা" আছে, তাহাতে বিশ্বেদেবাঃ পদকে অসমস্ত বলিতে কেহ ইচ্ছা করিবেন না কেন ? বলিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে ?

সমাসে যে "বিশ্বদেব"ই হয়,তাহার প্রয়োগ শ্রাদ্ধতত্ত্বে দেখুন—"এবঞ্চ একোদ্দিষ্টে বিশ্বদেবকরণাকরণয়োঃ শাখিভেদেন ব্যবস্থা। তত্র সামযজু-র্ব্বিদোর্গৃহ্যানুসারাৎ বিশ্বদেবরহিতত্বম, নিরগ্নেঋগ্বেদিনো বিশ্বদেবসহিত-ত্বম্।" ইত্যাদি। টীকাকার কাশিরাম বাচস্পতিও লিখিয়াছেন—"অত্র চকারানির্দ্দেশাৎ নিরগ্নেঋগ্বেদিনস্তু প্রেতশ্রাদ্ধে বিশ্বদেবরহিতত্বং প্রতীয়তে।" মনু ৩।২০৪ শ্লোকের টীকায় কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন—"তেষাং পিতৄণাং রক্ষাভূতং দৈবং বিশ্বদেবব্রাহ্মণং পূর্ব্বং নিমন্ত্রয়েৎ।"

বিশ্বেদেব সমস্ত পদ হইলে "বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্য্যাদ্বলিকর্ম্ম তথৈব চ" ইত্যাদি সর্ব্বত্রই বৈশ্বেদেবং থাকিত, এবং দেবীসূক্তে "অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ" স্থলে বিশ্বেদেবৈঃ থাকিত।

তিনি যেমন সমাসস্থলে বিশ্বেদেব প্রয়োগ দেখাইয়াছেন, আমিও সেইরূপ বিশ্বদেব প্রয়োগ দেখাইলাম। এক্ষণে কোন্ প্রয়োগ সাধু, এবং কোন্ প্রয়োগ লিপিকরপ্রমাদজনিত, তাহার নির্ণয় করিতে হইলে

ব্যাকরণাদি প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক। সে প্রমাণ আমি পূর্ব্বপ্রবন্ধে অনেক দেখাইয়াছি, এ প্রবন্ধেও অতিরিক্ত কয়েকটি দেখাইলাম। তর্কনিধি মহাশয় ত একটাও প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই।

তর্কনিধি মহাশয়ের একটা বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বীয় মতের পোষণ করিবার জন্য প্রাচীন বচনগুলিকে অসঙ্কোচে বিকৃত করিয়া লিখিয়া পাঠকগণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। এবারেও আবার মনুর কুল্লূকটীকা হইতে সেইরূপ বিকৃত করিয়া দেবলবচনটি তুলিয়াছেন—"যে চাত্র বিশ্বেদেবানাং বিপ্রাঃ পূর্ব্বং নিমন্ত্রিতাঃ। প্রাঙ্মুখাণ্যাসনান্যেষাং দ্বিদর্ভোপহতানি চ॥" কিন্তু ঐরূপ পাঠ আমরা কুত্রাপি দেখি নাই। বিশ্বেদেবানাং ও দ্বিদর্ভোপহতানি পাঠ হইলে (তিনি সর্ব্বত্রই ঐরূপ পাঠ ধরিয়াছেন) অর্থসঙ্গতিই হয় না, ইহা তর্কনিধি মহাশয় বুঝিতে না পারিলেও পণ্ডিতমাত্রেই বুঝিয়া থাকেন। উহার প্রকৃত পাঠ—"যে চাত্র বিশ্বদেবার্থং বিপ্রাঃ পূর্ব্বং নিমন্ত্রিতাঃ। প্রাঙ্মুখাণ্যাসনান্যেষাং দ্বিদর্ভোপহিতানি চ॥" কুল্লূকভট্ট এইরূপ পাঠই ধরিয়াছেন। কেবল কুল্লূক কেন, রঘুনন্দনও শ্রাদ্ধতত্ত্বে লিখিয়াছেন—"আসনে বিশেষমাহ দেবলঃ—যে চাত্র বিশ্বদেবার্থং বিপ্রাঃ পূর্ব্বং নিমন্ত্রিতাঃ। প্রাঙ্মুখাণ্যাসনান্যেষাং দ্বিদর্ভোপহিতানি চ॥ এষাং বিশ্বদেবব্রাহ্মণানাম্। এতচ্চাসনং ব্রাহ্মণোপবেশনার্থং, ন তু বিশ্বদেবার্থম্।" (এখানেও সমাসে বিশ্বদেব লিখিয়াছেন দেখুন)।

গোভিলীয় শ্রাদ্ধকল্পের ১ম কণ্ডিকায় ১৬সূত্রের ভাষ্যে তর্কালঙ্কার মহাশয়ও লিখিয়াছেন—"দেবলোঽপ্যেতৎ প্রয়োগে—যে চাত্র বিশ্বদেবার্থং বিপ্রাঃ পূর্ব্বং নিমন্ত্রিতাঃ। প্রাঙ্মুখাণ্যাসনান্যেষাং দ্বিদর্ভোপহিতানি চ। ইত্যাক্তম্।"

তর্কনিধি মহাশয় যে হেমাদ্রিধৃত আদিত্যপুরাণের "বিশ্বেদেবৌ ক্রতুর্দক্ষঃ সর্ব্বাস্বিষ্টিষু কীর্ত্তিতৌ। পুরূরবামাদ্রবৌ চৈব* বিশ্বদেবৌ চ পার্ব্বণে॥" বচন তুলিয়া বিশ্বদেবৌ সমস্ত পদ দেখাইয়াছেন, তাহাতে

* তিনি পুরূরবা স্থলেও সর্ব্বত্র পুরুরবা লিখিয়াছেন

বহুবচনান্ত 'বিশ্বে' ও দ্বিবচনান্ত 'দেবৌ' পদ অসমাসেও বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবাপন্ন বলিলে পণ্ডিতগণের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, তদুপরি উহাকে সমস্ত পদ বলিলে তাঁহারা উন্মাদগ্রস্ত ভাবিয়া গাত্রে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিবেন, ইহা তিনি লিখিবার সময় ভাবেন নাই। অপিচ পূর্ব্বোক্ত কৃতিত্বের প্রভাবে, এখানেও তিনি উক্ত বচনের মধ্যস্থ তিন পঙ্‌ক্তি তুলেন নাই। সম্পূর্ণ বচনটি এই—"বিশ্বে দেবৌ ক্রতুর্দ্দক্ষঃ সর্ব্বাস্বিষ্টিষু কীর্ত্তিতৌ। নিত্যে নান্দীমুখে শ্রাদ্ধে বসুসত্যৌ চ পৈতৃকে। নবান্নলম্ভনে দেবৌ কামকালৌ সদৈব হি। অপি কন্যা-গতে সূর্য্যে কাম্যে চ ধূরিলোচনৌ। পুরূরবাদ্রবৌ চৈব বিশ্বে দেবৌ চ পার্ব্বণে॥"

অমরকোষে "আদিত্যবিশ্ববসবস্তুষিতাভাস্বরানিলাঃ। মহারাজিক-সাধ্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ গণদেবতাঃ" থাকায় বিশ্ব শব্দই গণদেবতাবিশেষের সংজ্ঞা বুঝাইতেছে; বিশ্বেদেব বা বিশ্বদেব শব্দ কোনও সংস্কৃত অভিধানে নাই।

বিশ্ব শব্দের নানা অর্থ থাকায় বিশেষ বোধনের জন্য দেব শব্দ উহার বিশেষ্য বা বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব উক্ত বচনের অর্থ—বিশ্বে বিশ্বসংজ্ঞকা যে দশ গণদেবাঃ, তে সর্ব্বাসু ইষ্টিষু ইচ্ছা-শ্রাদ্ধেষু ক্রতুঃ দক্ষঃ এতৌ দ্বৌ দেবৌ কীর্ত্তিতৌ ইত্যাদি। এখানে ক্রতু ও দক্ষের বিশেষণ বলিয়া দেবৌ দ্বিবচনান্ত হইয়াছে এবং বিধেয়প্রাধান্য-হেতু কীর্ত্তিতৌ ক্রিয়াতেও দ্বিবচন বসিয়াছে; যেমন "গুঞ্জাঃ পঞ্চ পলং ভবেৎ" ইত্যাদি। পঞ্চম চরণে দেখুন বিশ্বে নাই, কেবল দেবৌ আছে।

তিনি কলাপব্যাকরণে অধীতী হইয়াও কলাপচন্দ্রিকা হইতে যে "বিশ্বেদেবা ইতি ছান্দসঃ প্রয়োগঃ" তুলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই; গ্রন্থখানার নামটাও জানেন নাই—সর্ব্বত্রই "কলাপচন্দ্র" লিখিয়াছেন; কলাপানভিজ্ঞ পাঠকগণের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য সমগ্র পঙ্‌ক্তিটাও তুলেন নাই; এবং যাহা তুলিয়াছেন, প্রাগুক্ত কৃতিত্বের বলে তাহাও বিকৃত করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ পঙ্‌ক্তিটি এই—"বিশ্বে দেবা ইতি তু ছান্দসপ্রয়োগঃ।

অথবা সঙ্কোচবৃত্ত্যা সর্ব্বত্বপুরস্কারেণৈব বিশ্বশব্দো দশসু শ্রাদ্ধদেবেষু বর্ত্ততে, যথা দশসু ঘটেষু সর্ব্বে ঘটা ইতি প্রয়োগঃ। অতএব বিশ্বেষাং দেবানামিতি প্রয়োগঃ সাধুরিতি।"

অর্থাৎ সংজ্ঞা বুঝাইলে সর্ব্বাদিগণের সর্ব্বনামকার্য্য হয় না; তথাপি যে "বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমং হবম্" ইত্যাদি মন্ত্রে বিশ্ব শব্দ গণদেবতাবিশেষের সংজ্ঞা * হইয়াও সর্ব্বনামকার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ছান্দস। ("পুরূরবো-মাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণশ্রাদ্ধং দর্ভময়-ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে" ইত্যাদি লৌকিক বাক্যে তবে কিরূপে সর্ব্বনাম-কার্য্য হইল ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন) অথবা যে স্থানে দশটিমাত্র ঘট থাকে, সে স্থানে সমস্ত ঘটগুলি ভগ্ন হইলে যেমন বলে—সব ঘটই ভাঙ্গা অর্থাৎ দশটি ঘটকেই সর্ব্বঘট বলে, সেইরূপ সর্ব্বার্থক বিশ্ব শব্দের অর্থ † সঙ্কোচ করিয়া দশজন শ্রাদ্ধদেবকেই বিশ্বদেব (সর্ব্বদেব) বলা যায়; সুতরাং সংজ্ঞাবাচক না হওয়ায় লৌকিক বাক্যেও "বিশ্বেষাং দেবানাম্" ইত্যাদি প্রয়োগের সাধুত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

সমাসে বিশ্বেদেবাঃ ছান্দস বলা চন্দ্রিকাকারের অভিপ্রেত হইলে, তিনি উহা সর্ব্বনামপ্রকরণে না লিখিয়া সমাসপ্রকরণেই লিখিতেন, এবং বিশ্বেষাং দেবানাম্ ইত্যাদি প্রয়োগের উল্লেখ করিতেন না। অমরের টীকাতেও ঐরূপ কথা আছে; যথা—

"সাধ্যা বিশ্বে সরুদ্রাশ্চ ইত্যাদি পুরাণপ্রয়োগদর্শনাৎ প্রকারকার্ৎস্ন্যা-প্রবৃত্তত্বেন ‡ সর্ব্বনামত্বম্। বিশ্বে দেবা ইতি সংজ্ঞায়ামপি পূর্ব্বাচার্য্য-প্রসিদ্ধেঃ পুরাণপ্রয়োগদর্শনাচ্চ সর্ব্বনামতেতি শাব্দাঃ। ভরতস্তু 'ন গৌণ্যাখ্যাচত্রীসমাসে' (মুগ্ধবোধসূত্র) ইত্যনেন প্রসংজ্ঞান সর্ব্বনামসংজ্ঞা)

* গুণবিষ্ণু ও হলায়ুধের ব্যাখ্যানুসারে।

† নিরুক্তভাষ্য ও সায়ণভাষ্য অনুসারে।

‡ প্রকারভেদের সাকল্য অর্থ করিয়া অর্থাৎ দশজন শ্রাদ্ধদেবকে বুঝাইবার জন্যই বিশ্ব শব্দের 'সর্ব্ব' অর্থ করিয়া।

নিষেধেঽপি নঞা নির্দ্দিষ্টং শান্তিচরতীতি বিশেষাং দেবানামিত্যাদি-ভূরিপ্রয়োগদর্শনাৎ সিদ্ধ জুহোমিতি।"

তবে নব্য শাস্ত্রী আমার অনভিজ্ঞতা, তাণ্ডব ও বর্ব্বরতার পরিচয় দেখাইতে গিয়া নিজের কিরূপ অনভিজ্ঞতা, কিরূপ লাস্য ও কিরূপ তত্ত্ব নির্ণয়ের পরিচয় দিয়াছেন, পাঠকগণ দেখিবেন ত?

পণ্ডিতের বিতণ্ডা।

(বাঃ সঃ অগ্রহায়ণ ১৩২৯)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার-পূর্ব্বক একখানি বিশুদ্ধ "আহ্নিককৃত্য" প্রণয়ন করিয়া সমাজের হিত-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। সেইজন্য সমাজহিতৈষিগণের তিনি অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

ইদানীং অনেক পণ্ডিত মহোদয় সন্ধ্যাবিধি প্রণয়ন করিয়া তাহাতে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট নহেন—তিনি মন্ত্রের প্রচলিত পাঠেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে সাহসী হইয়াছেন।

কিন্তু প্রচলিত পাঠ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমার বোধ হয় একটু সাবধান হওয়াই উচিত। আমার ন্যায় অনভিজ্ঞেরও কবিরত্ন মহাশয়ের কোনও কোনও পাঠ ঠিক কি না, সংশয় হইতেছে। একটি উল্লেখ করিতেছি। পণ্ডিত শ্যামাচরণ প্রাতঃসন্ধ্যার আচমনমন্ত্রটি এইরূপ হইবে বলিতেছেন—সূর্য্যশ্চ ... যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং রাত্রিস্তদবলুম্পতু। যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মামমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা॥

হলায়ুধের ত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে আছে—সূর্য্যশ্চ যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং অহস্তদবলুম্পতু। যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥

আমরা গুরুপরম্পরায় হইয়া হলায়ুধের পাঠমতে আচমন করিয়া আসি-

তেছি। হলায়ধ মনগড়া কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, এমন তো বোধ হয় না। আমি অবগত আছি যে, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পণ্ডিত শ্যামাচরণের পাঠের এবং তৎসমর্থক তর্কের বিরোধী। বিশুদ্ধ যাহা, তাহা সর্ব্ববাদসম্মত হওয়াই আবশ্যক।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি মহাশয়ের প্রবন্ধের উত্তর "ব্রাহ্মণসমাজে" দিতে গিয়া তিনি নিজকে যে ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাতে তৎপ্রতি বিরক্ত না হইয়া থাকা যায় না। প্রবন্ধটিতে আগা-গোড়া দম্ভের ও আত্মাধার ভাব প্রকাশ করিয়া তিনি নিরপেক্ষ ব্যক্তির সহানুভূতি হারাইয়াছেন মনে করি। পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র যদি তাঁহার পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়াই থাকেন, তাহার জন্য পরস্বাহরণ খ্যাপনপূর্ব্বক দণ্ডোত্তোলন করিয়া শাসাইয়াছেন। তাহাতে বালকোচিত অধৈর্য্য সূচিত হইয়াছে।

আজ তিনি কাশীবাসী—বার্দ্ধক্যের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। কোথায় তিনি ব্রাহ্মণোচিত "মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা"-পরায়ণ হইয়া শ্রীশ্রীবিশ্বনাথপুরীতে মোক্ষলাভার্থ প্রয়াস করিবেন—না যষ্টিহস্তে প্রতিপক্ষ ব্রাহ্মণের প্রতি ধাবমান হইয়া অশিষ্টতার পরিচয় দিয়াছেন। পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র "শ্রীহট্টবাসী" এবং "তর্কনিধি" বলিয়া তিনি শ্রীহট্টের তথা নৈয়ায়িকদিগের উপরেও ঝাল ঝাড়িয়াছেন—ইহা কি তাঁহার ন্যায় প্রবীণ পণ্ডিতবর্য্যের উচিত হইয়াছে ?

বিশেষতঃ পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্রের "ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধি" শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণদেরই উপকারার্থে প্রচলিত, পণ্ডিত শ্যামাচরণের পুস্তক সমগ্র বঙ্গদেশের, এ অবস্থায় তিনি ঐ পুস্তকের বিষয়টা এতদূর টানিয়া আনিলেন কেন? পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্রের লিখিত "ব্রাহ্মণসমাজে" প্রকাশিত প্রবন্ধের মাত্র প্রতিবাদ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতে পারিতেন। বিশেষতঃ ঐ প্রবন্ধে তাঁহার প্রতি কোনও অশিষ্ট উক্তি ছিল না—বরং প্রারম্ভে প্রশংসাবাদই ছিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ৺বারাণসীক্ষেত্রে আসিয়া সম্প্রতি তাঁহার হৃদয়ের ভাবান্তর উপজাত হইয়াছে। ইহা ঠিক হইলে অতীব পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। শ্রীবিশ্বনাথ তাঁহার ও আমাদের কুশল করুন। ইতি

শ্রীহট্টবাসিশর্ম্মণঃ।

(বাদ)

আমার নিবেদন।

লেখক—শ্রীশ্যামাচরণ কাব্যরত্ন বিদ্যাবারিধি

(ব্রাঃ সঃ, বৈশাখ ১৩৩০)

শ্রীযুক্ত শ্রীহট্টবাসী শর্ম্মা মহাশয় "বাদ" প্রবন্ধে আমার দম্ভ, বিতণ্ডা, জিগীষা ও অশিষ্টতা দেখিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়াছেন। তজ্জন্য আমার নিবেদন এই যে, সর্ব্বজনপদানত ধূলিরাশিও পুনঃপুনঃ পদদলিত হইলে উদ্ধত হয়, এবং গাম্ভীর্য্যের উপমানভূত মহাসমুদ্রও কালবশে উদ্বেল হইয়া উঠে। আমি ত কোন্ ছার!!

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয় "ত্রিশূলে" আমার আহ্নিককৃত্যের প্রতিবাদ করিয়া ঘোষণা করিলেন—ঐ গ্রন্থ প্রচার করিয়া আমি সকলের "মস্তক ভক্ষণ" করিয়াছি, আমার গ্রন্থ দেখিয়া যাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহাদের সকল কর্ম্মই পণ্ড হইতেছে ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত কালাচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় একবার ব্রাহ্মণ সমাজে, আরবার ত্রিশূলে, আবার ব্রাহ্মণ-সমাজে সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিলেন। তার পর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি মহাশয়ও আবার সেই সুরেই সুর মিলাইলেন। এইরূপে সমাজের গণ্যমান্য পণ্ডিতগণ পুনঃপুনঃ আহ্নিককৃত্যের হেয়ত্ব প্রতিপাদনে চেষ্টা করায়, অথচ (আমার উত্তরের যথাযথ সপ্রমাণ খণ্ডন করিতে সমর্থ না হওয়ায়) সে সকল প্রতিবাদের কোনও সারবত্তা না থাকায়, আমাকে বিচলিত হইতে হইয়াছিল। মানুষ ইচ্ছা করিলেও সকল সময় সংযম রক্ষা করিতে পারে না। ভিতরে একজন আছেন—"ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" তাই পরম ভ্রাতৃভক্ত

-স্বধীরস্বভাব অর্জ্জুনও এক সময় যুধিষ্ঠিরের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে মারিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হইয়াছিলেন।

তর্কনিধি মহাশয় তাঁহার প্রতিবাদের প্রথমাংশে আমার প্রশংসাই করিয়াছিলেন (যেমন শর্ম্মা নিজেও করিয়াছেন), সে কথা সত্য ; তথাপি আমি যে কারণে তাঁহার প্রতি তীব্র উক্তি করিয়াছি, তাহা "বাদে"ই বলিয়াছি, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

তর্কনিধি মহাশয় যদি কেবল শ্রীহট্টবাসীর জন্যই তাঁহার সন্ধ্যাবিধি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পুস্তকে ও শ্রীহট্টের সংবাদ-পত্রে যে আমার ভ্রম দেখাইয়াছেন, তাহার পর নিবৃত্ত হইতেই পারিতেন (তৎকাল পর্য্যন্ত আমিও তাঁহাকে কিছুই বলি নাই), ব্রাহ্ম সমাজে আবার অগ্রসর হইলেন কেন ? এখনও আমি নীরব থাকিলে নিশ্চয় তিনি বঙ্গদেশের সমস্ত পত্রিকাতেই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেন। এ অবস্থায় শর্ম্মা মহাশয় তাঁহার দোষে একেবারে কুক্করাজ হইয়া আমার দোষেই যে যুবরাজ হইয়াছেন, ইহাই আমার একটু দুঃখের বিষয়।

গ্রন্থকারের গুণদোষে সমাজের ইষ্টানিষ্ট ঘটে না, গ্রন্থের গুণদোষেই ঘটিয়া থাকে। তাই বিখ্যাত দুশ্চরিত্র ও দাম্ভিক বাণভট্টের * কাদম্বরী সর্ব্বজনসমাদৃত , এবং বিনয়ের জ্বলন্ত মূর্ত্তি কালিদাসের শৃঙ্গারতিলক অপাঠ্য। শর্ম্মা যদি আমার চরিত্র সমালোচনায় সময় নষ্ট না করিয়া উভয়ের গ্রন্থ সমালোচনা করিতেন, তাহা হইলে সমাজের উপকার সাধিত হইত। তর্কনিধির সন্ধ্যাবিধি শ্রীহট্টবাসীর ব্রাহ্মণ্যরক্ষার অনুকূল বলিয়াই কি শ্রীহট্টবাসিশর্ম্মা অনুমোদন করেন ?

আমি যে সকল মন্ত্র সংশোধন করিয়াছি, তদ্বিষয়ে যুক্তিতর্কের আশ্রয় লই নাই, শাস্ত্রীয় প্রমাণই প্রদর্শন করিয়াছি। তথাপি যে অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আমার মত পাঠের বিরোধী, আমার দুরদৃষ্টই তাহার কারণ।

লিপিকরপ্রমাদেই হউক, আর যে কারণেই হউক, ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে

* তদীয় স্বরচিত শ্রীহর্ষ-চরিত দ্রষ্টব্য

বহুল ভ্রমপ্রমাদ আছে, তাহা "বাদে" দেখাইয়াছি। তথাপি "সূর্য্যশ্চ" মৎপ্রদর্শিত মূল বেদ, সায়ণভাষ্য, তদুদ্ধৃত শ্রুতি ও আশ্বলায়নগৃহ্য-রিশিষ্ট—এ সমস্তই উপেক্ষা করিয়া শর্ম্মা মহাশয়ের যদি তত্রত্য পাঠেই ল শ্রদ্ধা থাকে, তাহাতে আমার আপত্তি কি ? †

বঙ্গদেশ আমার জন্মভূমি ; শ্রীহট্ট তাহারই অঙ্গ ; সুতরাং শ্রীহট্টের ত ও শ্রীহট্টবাসীর প্রতি আমার অভক্তি ও অবজ্ঞা নাই ; প্রত্যুত ক্তি ও অনুরাগই আছে। শ্রীহট্টবাসী বলিয়া তর্কনিধি মহাশয়ের ত তীব্র উক্তি করি নাই। তাঁহার গ্রন্থে ও আচরণে যে সকল দোষ ইয়াছি, সেগুলি সত্য কি না বুঝিয়া দেখিতে বন্ধুভাবে তাঁহাকে ও াকে অনুরোধ করি। তাঁহার কতকটা সংস্কৃতের অর্থ বোধ না হওয়ায় হা শ্রীহট্টের সংস্কৃত, না বর্ম্মার সংস্কৃত ?" বলিয়া পরিহাসমাত্র করিয়াছি। সকল দেশেই নানা প্রবাদবচন প্রচলিত আছে। তাহাতে দেশবাসীরা মানাপমান মনে করেন না। "ভেতো বাঙ্গালী" াঙ্গাল মনুষ্য নয়" প্রবাদে মহামহাবীর বাঙ্গালীরা ও মহামহামনীষী ালরা কি অবমাননা বোধ করেন ? সেইরূপ "অস্মাকৃণাং নৈয়া-াং" ইত্যাদি চিরপ্রচলিত প্রবাদেও বিশুদ্ধ-সংস্কৃতে সদ্গ্রন্থলেখক মহা-হাপাধ্যায় নৈয়ায়িকেরা অবমাননা বোধ করেন না, ইহা সকলেই

---

† ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে সূর্য্যশ্চ মন্ত্রে "পরমাত্মনি" নাই ; ব্যাখ্যাতেও ধৃত হয় নাই। অগ্নিশ্চ ই "পরমাত্মনি" আছে, এবং ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে "অস্য ব্যাখ্যানং প্রাতঃসন্ধ্যাচমন-্যাতুল্যম্।" এই মন্ত্রটি তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভিন্ন আর কোনও বেদে নাই, ইহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে াণ করিয়াছি। পরন্তু যে হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে উহার ঐরূপ পাঠ ধরিয়াছেন, হলায়ুধই পিঙ্গলসূত্রের বৃত্তিতে প্রকৃতি ছন্দের উদাহরণে সূর্য্যশ্চ মন্ত্রটি ধরিয়া তাহার তৃতীয় পাঠই লিখিয়াছেন ; যথা—"সূর্য্যশ্চ...যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং রাত্রিস্তদবলুম্পতু। কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মামমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি।" (মন্ত্রান্তে া" ধরেন নাই)। মন্ত্রমধ্যে যে রাত্র্যা ও অকার্ষং আছে, তাহা লিপিকরপ্রমাদকৃত, ই বুঝা যাইতেছে ; যেহেতু প্রকৃতি ছন্দে সমুদায়ে ৮৪ অক্ষর, স্বাহা ছাড়িয়া রাত্র্যা ও ষং পড়িলে ৮২ অক্ষর হয় (তৈত্তিরীয় আরণ্যকে রাত্রিয়া ও অকারিষং আছে, অন্যান্য অংশে পূর্ব্বোক্তরূপ পাঠই আছে)। এ অবস্থায় হলায়ুধের উভয় গ্রন্থে ভিন্ন পাঠ থাকায় কোন পাঠ শুদ্ধ ও গ্রাহ্য, শর্ম্মা মহাশয় তাহার সদুত্তর দিবেন কি ?

জানেন। তর্কনিধি মহাশয়ের পদে পদে সংস্কৃতচ্যুতি দেখিয়া পাবহা চ্ছলে একস্থানে "তাঁহার" ও অন্যস্থানে "নৈয়ায়িকবিশেষে· লিখিয়া তাহার প্রতিই এ প্রবচনেব কিয়দংশ প্রয়োগ কর্া য়াছি। তাহাতে নৈয়ায়িকমাত্রকেই অবজ্ঞা করা হইয়াছে, ইহা য সপ্রমাণ হইয়া থাকে, তজ্জন্য আমি নিতান্ত দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

বস্তুতঃ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, শর্ম্মা নিজেও একই উক্ত প্রবচনেব লক্ষ্যস্থল বলিয়া আমাব ঐ বাক্যটি তাঁহ "অকুন্তদমিবালানমনির্বাণস্য দন্তিনঃ" হইয়াছে। এখানে এব টীকা আবশ্যক—তাঁহাব প্রবন্ধেব উপক্রমে "পণ্ডিতের বিতণ্ড এবং উপসংহারে "শ্রীবিশ্বনাথ তাঁহার ও আমাদের কুশল করু· লিখিয়া নাম সহি করিয়াছেন "শ্রীহট্টবাসিশর্ম্মণঃ"—এস্থলে কাহা সাহত শর্ম্মার সম্বন্ধ? সেহাধর্তী ব্যাকরণেব মতে অনেকে দ্বিজাতি সধবা বুঝাইতে সর্ব্বত্র দেবী (প্রথমান্ত) এবং বিধবা বুঝাইতে সর্ব্ব দেব্যাঃ (ষষ্ঠ্যন্ত) লিখিয়া থাকেন, সেইরূপ কোনও অর্থে যদি শর্ম্ম (ষষ্ঠ্যন্ত) প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দোষ হয় নাই বটে।*

তিনি তাঁহার প্রবন্ধের নাম "পণ্ডিতের বিতণ্ডা" রাখিয়াছে কেন, বুঝিলাম না। আমার বাদের কোনও অংশে বিতণ্ডার লেশমা দেখাইয়া দিলে আমি চিরকৃতজ্ঞ হইব।

কাশীবাসী হইয়া অশিষ্টপ্রকৃতিপ্রাপ্ত আমি পাছে তাঁহা প্রতিও যষ্টিহস্তে ধাবমান হই, সেই ভয়েই বোধ হয়, শর্ম্মা শ্রীহ চর্ম্মাবৃত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যখন বিশ্বনাথের শরণাপন্ন হইয়াছে· তখন তাঁহার সে ভয় নাই, তিনি সদলে যথেষ্ট পর্য্যটন করুন (তিনি 'আমাদেব' লিখিয়াছেন বলিয়াই 'সদলে' বলিলাম)।

---

* তা ছাড়া 'তৎপ্রতি' 'বার্দ্ধক্য' ইত্যাদি অপপ্রয়োগও করিয়াছেন।

শেষ নিবেদন।

মহাকবি ভবভূতি বলিয়াছেন—

"যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥"

যাঁহারা আমার গ্রন্থের অবজ্ঞা প্রচার করেন, তাঁহারা অবশ্যই কিছু জানেন। তাঁহাদের জন্য আমার এ প্রয়াস নহে। আমার গ্রন্থের গুণগ্রাহী কেহ ভবিষ্যতে জন্মিতে পারেন, অথবা বর্ত্তমানে হয় ত কোথাও থাকিতেও পারেন। যেহেতু কাল অনন্ত, এবং পৃথিবীও সুবিস্তীর্ণ।

আমারও প্রায় ঐ কথা। এক্ষণে (মহামহোপাধ্যায় রঘুনাথ শিরোমণির কথায়)

"মান্যান প্রণম্য বিহিতাঞ্জলিরেষ ভূয়ো,
ভূয়ো বিধায় বিনয়ং বিনিবেদয়ামি।
দৃষ্যং বচো মম পরং নিপুণং বিভাব্য,
ভাবাববোধরহিতো ন তুনোতি দোষঃ॥"

পূজনীয় ব্যক্তিগণকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে পুনঃপুনঃ নিবেদন করিতেছি, বিশেষ বিবেচনা করিয়া আমার পুস্তকের দোষ দেখাইবেন। বুঝিয়া সুঝিয়া দোষ দেখাইলে তাহাতে দুঃখ হয় না।

বাস্তবিক দোষ কেহ প্রদর্শন করিলে আমি নিজের কোটি অক্ষুণ্ণ রাখিবার বৃথা প্রয়াস না করিয়া অসঙ্কোচে তাহা স্বীকার ও পরিবর্ত্তন করিয়া থাকি। স্বয়ং আলোচনা করিয়া যে যে অংশে ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা পরিবর্ত্তন করিয়াছি। যাঁহারা আহ্নিককৃত্যের সমস্ত সংস্করণ মিলাইয়া দেখিবেন, তাঁহারাই তাহার পরিচয় পাইবেন।

গ্রন্থকার—শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মা।

সমালোচনা ও পত্র।

"আহ্নিককৃত্যম্"—কবিরত্ন মহাশয় সুপণ্ডিত ও কৃতিব্যক্তি। তিনি ভ্রষ্টাচার হিন্দুসন্তানদিগের উপকারার্থ নিত্যকর্ম্ম ও মন্ত্রাদি—ব্যাখ্যা সহ বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত করিয়া সাধারণের উপকার করিয়াছেন। *** হিতবাদী, ২৩শে বৈশাখ, ১৩০৬।

"আহ্নিককৃত্যম্"—বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্ম। * * পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় "আহ্নিককৃত্যে"র সঙ্কলন করিয়াছেন, সরল সাধু অনুবাদ দিয়াছেন। * * গ্রন্থের গুণবত্তা পক্ষে আর কি পরিচয় দিতে হইবে কি? * * হিন্দুসন্তানকে স্বধর্ম্মের নিত্যকৃত্যে অনুরক্ত এবং অভ্যস্ত করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। শুদ্ধ ব্রাহ্মণের নহে, হিন্দুমাত্রেরই এখানি অবশ্য পাঠ্য।—বঙ্গবাসী, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬।

(রাজসাহি) তালন্দ-নিবাসী পরম ভক্তিভাজন উদারস্বভাব অধ্যাপকপ্রবর শ্রীযুক্ত রামনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ২য় পত্র—"আপনার "আহ্নিককৃত্য" ও "ত্রিবেদীয় ক্রিয়াকাণ্ডপদ্ধতি" হিন্দু ধর্ম্মজগতে যে যুগান্তরের অবতারণা করিয়াছে, তাহা সত্যই। পরন্তু আমি নিজে ঋগ্বেদী এবং আমাদের দেশে ঋগ্বেদীর সংখ্যাই অধিক। আমাদের দেশে প্রচলিত হস্তলিখিত সন্ধ্যাপদ্ধতির মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। দেশ হইতে বেদের চর্চ্চা বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া এবং আমাদের অন্য শাস্ত্রে যথাসম্ভব অভিজ্ঞতা থাকিলেও বেদে কিঞ্চিন্মাত্র অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া আমরা উপনয়নের পর হইতেই "যথাদৃষ্টং" করিয়া যে সন্ধ্যার মন্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলাম, তাহাই বহুকাল চলিয়া আসিতেছিল। তার পর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় যখন "ঋগ্বেদি-সন্ধ্যাপ্রয়োগ" মুদ্রিত করিলেন, তখন দেখিলাম যে, আমরা যে সন্ধ্যা করি তাহা কিছুই নহে, সমস্তই ভুল। তখন তাঁহার সেই প্রয়োগপুস্তক দেখিয়া সন্ধ্যার মন্ত্র অভ্যাস করিতে লাগিলাম এবং তদনুসারে এ পর্য্যন্ত করিয়া

আসিতেছি। তার পর এখন আপনার "আহ্নিককৃত্য"। সেই "ঋগ্বেদি-সন্ধ্যাপ্রয়োগে" আর এই "আহ্নিককৃত্যে" বিষম পার্থক্য, মহৎ বৈষম্য। ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতার কথা ছাড়িয়া দিই; মন্ত্রমধ্যস্থ পদ লইয়াও মহা-বৈষম্য। সমস্ত দেখাইতে গেলে পৃথক্ একখানি পুস্তিকা লিখিতে হয়। সুতরাং সে পথ ত্যাগ করিয়া কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি * * (এখানেই ৫২টি পদ উদ্ধৃত করেন)। এখন কোন্ পথে যাই? কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করি? প্রত্যুত্তরের জন্য ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলাম। ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩১৬।

২য় পত্র—(আমার উত্তর পাইবার পর) * * আপনার উত্তর পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনার "আহ্নিককৃত্য" দেখিয়াই সন্ধ্যার মন্ত্র আবার অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু আমার শেষের দিন অতি নিকটবর্ত্তী। বয়ঃক্রম প্রায় ৭০ বৎসর। আপনার দ্বারা ধর্ম্মজগতে যুগান্তরের পূর্ণতা দেখিয়া যাইতে পারিব না—এই দুঃখ। * * ইতি ২৭শে বৈশাখ, ১৩১৬।

ত্রিবেদীয়-ক্রিয়াকাণ্ড-পদ্ধতি

সম্বন্ধে ১৩১৪সালের ১৪ই বৈশাখের বঙ্গবাসীতে খ্যাতনামা ৺ইন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত কতিপয় অধ্যাপক মহাশয়ের মন্তব্য—

কবিরত্ন মহাশয়ের পুস্তক আলোচনা করিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় লিখিয়াছেন,—এদেশে বিশুদ্ধ ক্রিয়াকাণ্ড-পদ্ধতি বিলুপ্তপ্রায়, মন্ত্রব্যাখ্যাবিৎ বা বিশুদ্ধমন্ত্রবিৎ পুরোহিত প্রায় নাই। সুতরাং এরূপ সময়ে এরূপ পুস্তক প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। গ্রন্থকার এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হউন।

পণ্ডিতকুলতিলক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—কবিরত্ন মহাশয় সুপণ্ডিত, ধর্ম্মভীরু ও পরিশ্রমী। তিনি যদি সমস্ত

পদ্ধতি এইরূপে প্রকাশ করেন, তাহা হইলেই সমাজের মঙ্গল হইবে। নচেৎ আমরা যে তিমিরে আছি, সেই তিমিরেই থাকিব।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বেদান্তবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন—আমার পূজনীয় মাতাঠাকুরাণী একটি ব্রত করিয়াছিলেন। সেই ব্রত প্রতিষ্ঠার সময় মন্ত্রার্থজ্ঞ পুরোহিত না পাওয়ায় নিজেই ব্রতী হইয়া, আমি ঋগ্বেদী হইয়াও যজুর্ব্বেদের মন্ত্রে নবগ্রহ হোম সারিলাম। পরে দিক্‌পালের হোমের সময় আমার নয়নজল এরূপ পতিত হইয়াছিল যে, আমার উত্তরীয় বসন আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে উপস্থিত সকলে মনে করিয়াছিলেন যে, ধূম হেতু আমার নয়নজল পড়িতেছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মন্ত্রের অর্থ ও বিশুদ্ধ পাঠ না জানিয়া আমি কি করিলাম! এ পাপ হইতে কিরূপে মুক্ত হইব! এই ভাবিয়া আমি বাস্তবিকই রোদন করিয়াছিলাম। যাহা হউক, তখন উপায় ছিল না, কি করিব? এক্ষণে যখন উপায় হইয়াছে, তখন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ, এই পদ্ধতি জানেন এরূপ পুরোহিত দ্বারা যেন কার্য্য করান। পুরোহিতগণের নিকট আমার প্রার্থনা—তাঁহারা এই পদ্ধতি অনুসারে যেন যজমানের বাটীতে ক্রিয়া করাইতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে মন্ত্রের ছন্দঃ ও অর্থ জানিয়া কার্য্য করায় কার্য্য যে ফলপ্রদ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইত্যাদি—ইত্যাদি।

বিশালাক্ষ-পাঠশালা।

অর্থবোধসহকারে বিশুদ্ধরূপে কর্ম্মকাণ্ডোক্ত বৈদিক মন্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য কাশীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদনে ১৩২৯ সালের মাঘী পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠিত। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয় অধ্যাপকরূপে নির্ব্বাচিত।

সম্পাদক—শ্রীসারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার)
প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীবিশালাক্ষ বসু।
স্থান—৮০নং মিশির পোখরা, কাশী।

প্রতিষ্ঠা-সভায় পণ্ডিতগণের ভাষণ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী—(হিন্দীর অনুবাদ) আমি নানা দেশে গিয়াছি; কিন্তু কর্ম্মকাণ্ড শিক্ষার জন্য পাঠশালা কোথাও দেখি নাই; শুনিও নাই। আজই এই নূতন শুনিলাম। কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনায় বুদ্ধির ও জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয় বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণ্যের পোষণ ও রক্ষণ হয় না। ব্রাহ্মণ্য পুষ্ট ও রক্ষিত না হইলে আর্য্যসমাজের তথা আর্য্যজাতির সুমঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। মন্ত্রার্থবোধ-সহকারে বিশুদ্ধরূপে যজন যাজনই সেই ব্রাহ্মণ্যরক্ষার একমাত্র উপায়। তাহার প্রতি ঔদাস্য ও অবহেলাই আর্য্যজাতির এতাদৃশ অধঃপতনের সর্ব্বপ্রধান কারণ। অতএব বিশুদ্ধরূপে কর্ম্মকাণ্ড শিক্ষার জন্য এই পাঠশালার প্রতিষ্ঠায় আমি পরম আনন্দ অনুভব করিতেছি। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় এই পাঠশালার অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হইলেন। আমি ১৩ বৎসর কলিকাতায় আছি। প্রথম হইতেই তাঁহার নাম, তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা এবং তাঁহার মন্ত্র-সংশোধন ব্যাপার সকলের মুখেই শুনিয়া আসিতেছি। সাক্ষাৎ শ্রুতিই বলিয়াছেন—অশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করা বৃথা; যেহেতু তাহাতে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায় না। সেইরূপ মন্ত্র বজ্রস্বরূপ হইয়া যজমানের অনিষ্টই করিয়া থাকে। অতএব স্বধর্ম্মনিরত আর্য্যসন্তানগণ এই পাঠশালা হইতে পুরোহিত প্রস্তুত করিয়া লউন। ইহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বিশালাক্ষ বসু মহাশয়কে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তিনি সর্ব্বতোভাবে সুখী ও সুদীর্ঘজীবী হউন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ—এই পাঠশালার প্রতিষ্ঠায় একটী চিরন্তন সর্ব্বপ্রধান অভাবের মোচন হইল দেখিয়া আমি পরম আনন্দিত হইতেছি। সুযোগ্য অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হইলেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে আনন্দের বিষয়। কবিরত্ন মহাশয় কর্ম্মকাণ্ডোক্ত মন্ত্র

াধনে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন, সকলের চক্ষু উন্মীলন ইয়াছেন। এজন্য সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ ও চিরঋণী। ার আহ্নিককৃত্য, ত্রিবেদীয় ক্রিয়াকাণ্ডপদ্ধতি প্রভৃতি যে কয়খানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি কি অসাধারণ গবেষণা, কি ধ পাণ্ডিত্য, কিরূপ সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, া যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। যাঁহারা দেখেন নাই, াদিগকে দেখিবার জন্য অনুরোধ করি। হইতে পারে দুই এক য় মতভেদ, থাকিতে পারে দুই একটা ত্রুটি, সেগুলা নাই বা গ্রহণ রিলেন। গ্রহণ করিবার বিষয় প্রচুর আছে। আমি নিজের কথা ক্ষ করিয়াই বলিতেছি—আমি তাঁহার গ্রন্থ দেখিয়া অনেক জ্ঞানলাভ রয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক মন্ত্রের অর্থ ও বিশুদ্ধ পাঠ শিখিয়াছি। ...বঙ্গদেশে এমন হিন্দুই নাই যাঁহার গৃহে তাঁহার আহ্নিককৃত্য না াছে। পাণিনি প্রভৃতি সমস্ত ব্যাকরণে তাঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা, স্কৃত ভাষায় যেরূপ প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, যেরূপ কবিত্বশক্তি এবং সংস্কৃত ও ঙ্গালা লেখায় যেরূপ নৈপুণ্য, একাধারে এতগুলি প্রায় দেখাই যায় না।

শারদামঠের অধীশ্বর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী ১০৮ শঙ্কর স্বামী শ্রীঅচ্যুতাশ্রম জী—(হিন্দীর অনুবাদ) পণ্ডিত শ্যামাচরণ জীর সহিত মার ৫ বৎসরের পরিচয়। আমি বিশেষরূপে জানি—তিনি সুপণ্ডিত সুকবি, অথচ নিরভিমান, শান্তশীল, সদাচারী, মিতভাষী, আড়ম্বর-ন্য নিষ্কাম মহাপুরুষ। আমার নিতান্ত অনুরোধে শারদামঠের অন্ত-র্গত বেদশাস্ত্র-ষড়্‌দর্শন-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেছেন। তীর্থস্থানে বিদ্যাবিক্রয় করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে বলিয়া বেতন গ্রহণ করেন না। সুতরাং এ পাঠশালাতেও গ্রহণ করিবেন না বুঝিতে পারিতেছি। অতএব সর্ব্বসাধারণের উচিত, তাঁহার স্বচ্ছন্দ-কাশীবাসের কোনরূপ ব্যবস্থা করা।

(সভাপতি) শাস্ত্রাচার্য্য শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর—বেদাদি নানা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া কর্ম্মকাণ্ডোক্ত মন্ত্রের প্রচলিত অশুদ্ধ পাঠ

সংশোধন করা অতি কঠিন কার্য্য। সেই জন্য আমরা এ কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ করিতে পারি নাই। অগত্যা সেই সকল অশুদ্ধ মন্ত্র দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছি। কবিরত্ন মহাশয় সে কা উদ্ধার করিয়া সমাজের মহৎ উপকার করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন—আমি জা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় কর্ম্মকাণ্ডোক্ত বৈদিক মন্ত্র সংশোধ করিবার জন্য বহুকাল নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমা আস্তিক ও পরিশ্রমী। তিনি সন্ধ্যাদি মন্ত্রের সংশোধনে কৃতকার্য্য হইয়া ছেন।… এই পাঠশালা হইতে অর্থের সহিত বিশুদ্ধ মন্ত্র শিক্ষা করিয় ব্রাহ্মণ ছাত্রগণ ভারতবর্ষকে আবার পূর্ব্বের ন্যায় পুণ্যতীর্থরূপে পরিণ করুন।…আমি আনন্দের সহিত এই পাঠশালার উদ্বোধন করিলাম

(সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ শাস্ত্রী প্রভৃতির ভাষণ স্থানাভাবে প্রকাশিত হইল না।)

অনুমোদনকারী পণ্ডিতগণের স্বাক্ষর—শ্রীজয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর শাস্ত্র চার্য্য। শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী (মহামহোপাধ্যায়)। শ্রীবামাচরণ ন্যায়াচা (ঐ)। শ্রীঅন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি (ঐ)। শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন (ঐ) শ্রীঅচ্যুতানন্দ শাস্ত্রী। শ্রীপদ্মনাভ শাস্ত্রী। শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ। শ্রীবিশ্বেশ্বর বিদ্যারত্ন। শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন। শ্রীশ্রীশঙ্কর তর্করত্ন শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী। শ্রীহরিহর শাস্ত্রী। শ্রীবামাচরণ তর্কতীর্থ শ্রীতারাচরণ সাহিত্যাচার্য্য। শ্রীউমাচরণ স্মৃতিরত্ন। শ্রীবেণীমাধব পদরত্ন শ্রীক্ষেত্রমাধব কাব্যতীর্থ। শ্রীজয়কৃষ্ণ বিদ্যানিধি। শ্রীমোহিনীমো তর্কতীর্থ। শ্রীমন্মথনাথ বেদান্তবাগীশ। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ তর্কসিদ্ধা শ্রীসীতানাথ বেদতীর্থ। শ্রীসদানন্দ স্মৃতিরত্ন। শ্রীলোকনাথ শিরোমণি শ্রীনীলকমল তর্করত্ন। শ্রীকালীচরণ তর্করত্ন। শ্রীহরিব্রহ্ম স্মৃতির শ্রীমনোরঞ্জন সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ। শ্রীচিন্তামণি সাহিত্যোপাধ্যা শ্রীউমেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ। শ্রীভোলানাথ বিদ্যাশ্রমী। শ্রীহরেনারা বিদ্যারত্ন। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ কাব্যতীর্থ বেদান্তবাগীশ। শ্রীঅবিনাশ তর্কাচার্য্য। শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত। শ্রীশশিভূষণ বিদ্যানিধি। ইত্যা